অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

১ শামুয়েল

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ১ শামুয়েল

ভূমিকা (১ ও ২ শামুয়েল)

লেখক ও নামকরণ

কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে এর মূল চরিত্র নবী শামুয়েলের নাম অনুসারে। শামুয়েল নামটি বুৎপত্তিগতভাবে হিব্রু। তিনিই প্রথমে তালুত ও পরবর্তীতে দাউদকে বাদশাহ্‌ হিসেবে অভিষেক দানের মধ্য দিয়ে ইসরাইলে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শামুয়েল ছিলেন প্রাচীন ইসরাইলের ইতিহাসের বাদশাহী যুগের জনক। হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসে শামুয়েল নবীর প্রথম ও দ্বিতীয় কিতাব দুটিকে "আগেকার নবীদের" কিতাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ইউসা – ২ বাদশাহ্‌নামা)। গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্টে শামুয়েল ও বাদশাহ্‌নামা কিতাব দুটিকে চারটি কিতাবে বিভক্ত করে "রাজ্য সম্পর্কিত কিতাব" নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এভাবেই ১ ও ২ শামুয়েল এবং ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাব দুটি এসেছে। ল্যাটিন ভলগেট সংস্করণ এবং ডোয়েই (Douay) কিতাবুল মোকাদ্দসে অনুবাদে বলা হয়েছে ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা।

সময়কাল

প্রথম ও দ্বিতীয় শামুয়েল কিতাবটি বিভিন্ন ধাপে প্রস্তুত ও সম্পাদনা করা হয়েছে। "আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুকের গল্প" (১ শামু ৪:১-৭:১) হয়তোবা অনেক আগেই তৈরি হয়ে থাকতে পারে– এমনকি বাদশাহ্‌ দাউদের সময়কালের অনেক আগেও। কারণ ২ শামুয়েল ৬ অধ্যায়ের বিবরণ শরীয়ত-সিন্দুকের কাহিনীতে প্রভাব ফেলেনি এবং যেখানে সেই সিন্দুকটি ছিল সেই নগরের নাম দুটি বর্ণনাতে পৃথক ভাবে এসেছে।

এই "শরীয়ত-সিন্দুকের কাহিনী" আরও বড় একটি গল্পে যুক্ত হয়েছে, আর তা হচ্ছে "নবী শামুয়েলের কাহিনী" (১ শামু ১:১-৭:১৭)। সম্ভবত এই কাহিনী এবং "বাদশাহ্‌গণের অধিকার" নিয়ে পরবর্তী ক্রান্তিকালীন অধ্যায়টি (১ শামু ৮:১১-১৮) নবী শামুয়েলের পরিচর্যাকালের শুরুর দিকে লিখিত হয়েছিল। অপরদিকে "নবী শামুয়েলের কাহিনী" (১ শামু ৯-১৫ অধ্যায়) লেখা হয়েছে শামুয়েলের যুগের আরও পরবর্তী সময়ে।

"তালুত ও দাউদের কাহিনীর" মত অংশগুলো (১ শামু ১৬-৩১ অধ্যায়) এবং "বাদশাহ্‌ দাউদের কাহিনী" (২ শামু ১-২০ অধ্যায়) নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে বাদশাহ্‌ দাউদের রাজত্বকালে অথবা দাউদের এক বা দুই প্রজন্ম পরবর্তী সময়ে রচনা করা হয়েছে। ১ শামুয়েল ২৭:৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "এই কারণ আজও সিক্লগ এহুদার বাদশাহ্‌দের অধিকারে আছে।" সম্ভবত কিছু ছোটখাট

অসঙ্গতির সমন্বয় সাধনের জন্য ১-২ শামুয়েলের সর্বশেষ সম্পাদনাটি করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে, অর্থাৎ এহুদার একক বাদশাহ্‌ রহবিয়ামের রাজত্বের শুরুর দিকে। এর আগ পর্যন্ত রচয়িতা বলেছেন "ইসরাইলের বাদশাহ্‌গণ"। তাছাড়া ৯২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শীশকের অভিযানের সময়ে মিসরীয়রা সিক্লগ নগরটি দখল করে। একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর দুই বা তিন প্রজন্ম পার হয়ে গেলে তা একজন ঐতিহাসিকের কাছে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, বাদশাহ্‌ দাউদের পরবর্তী বহু প্রজন্মের উত্থানের পর তাঁর ইতিহাস রচিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

শামুয়েলের কিতাবটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসরাইলে দাউদীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাদশাহী পদের প্রতিষ্ঠা করা (২ শামু ৭ অধ্যায়; জবুর ৮৯ অধ্যায়)। এই রাজবংশ বাদশাহ্‌ তালুতের রাজবংশ ছিল না (১ শামু ১৩:১৩-১৪; ১৫:২৮)। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল পবিত্র শহর সিয়োনকে (জেরুশালেম; ২ শামু ৬ অধ্যায়; জবুর ১৩২ অধ্যায়) সেই স্থান হিসেবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, যেখানে মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদত করার উদ্দেশ্য দাউদের বংশধর এবাদতখানা নির্মাণ করবে (দেখুন ২ শামু ২৪:১৮)। দাউদীয় "চুক্তি"র আলোকে (২ শামু ৭ অধ্যায়; জবুর ৮৯:৩) সুসমাচার রচয়িতা মথি বাদশাহ্‌ দাউদকে নাজাতের বেহেশতী পরিকল্পনার খান্দানামার একেবারে কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন (মথি ১:১)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ ও পটভূমি

১ শামুয়েল কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি বড় ঘটনার উপরে আলোকপাত করা: প্রথমত, ইসরাইলে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (অধ্যায় ৮-১২); এবং দ্বিতীয়ত, তালুতের পর দাউদের বাদশাহ্‌ হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তুতি (অধ্যায় ১৬-৩১)। দাউদকে বাদশাহ্‌ হিসেবে অধিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্‌ তালুতকে অপসারণ করেছিলেন (অধ্যায় ১৫-১৬), যদিও মানবীয় দৃষ্টিতে বাদশাহ্‌ তালুত গিলবোয় পর্বতে মৃত্যুবরণ করার আগ

পর্যন্ত তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (অধ্যায় ৩১)। পরবর্তীতে ২ শামুয়েল ৭ অধ্যায়ে আল্লাহ্ দাউদকে ও তাঁর বংশধরদেরকে এক চিরন্তন রাজবংশ দানের ওয়াদা করেছিলেন। এই দুটি প্রধান ঘটনায় নবী শামুয়েলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ তিনি প্রথমে তালুতকে চুক্তির আওতাভুক্ত লোকদের বাদশাহ্ হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং এর পরে দাউদকে সেই একই পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। ১ শামুয়েল কিতাবে এই নীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইসরাইলের বাদশাহ্ অবশ্যই নবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আল্লাহ্র কালামের অধীনস্থ হবেন। অন্য ভাবে বললে, বাদশাহ্ হিসেবে ইসরাইলের আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে গেলে আল্লাহ্র কালামের প্রতি বাধ্য থাকা তার জন্য অবশ্য পালনীয়। পিতা আল্লাহ্র প্রতি বাধ্যতাপূর্ণ জীবনে মসীহ্-বাদশাহ্ ঈসা ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। এমনকি "ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করার সময়েও" এর ব্যত্যয় ঘটেনি (ফিলি ২:৮)। ১ ও ২ শামুয়েল প্রাচীন ইসরাইলের ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নের কথা বলে– প্রথম পরিবর্তনটি ছিল ইমাম আলীর যুগ থেকে কাজী তথা নবী শামুয়েলের যুগের সূচনা, এর পর নবী শামুয়েল থেকে বাদশাহ্ তালুতের যুগের সূচনা, পরবর্তী বাদশাহ্ তালুত থেকে বাদশাহ্ দাউদের হাতে সিংহাসন প্রদান, যিনি এমন এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করার শপথ নিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যা এহুদার রাজপদের মত দীর্ঘস্থায়ী হবে। এভাবেই নবী শামুয়েল কাজী-পদ এবং বাদশাহী পদের সংযোগ সাধনের মধ্য দিয়ে এই দুটো পদকে এক সাথে সংযুক্ত করেছেন। বাদশাহ্ তালুতের রাজত্ব কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রান্তিকাল: একটি একক রাজ্যের চেয়ে বরং পরস্পর শিথিলভাবে সংযুক্ত কয়েকটি প্রদেশ হিসেবে এই রাজ্যকে আখ্যা দেওয়াটাই ভাল হবে। তালুতের সময়ে এই রাজ্য সাধারণত কোন বহিরাগত হুমকি আসলে একত্রিত হত, কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রশাসনিক সংযুক্তি বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সে সময়ে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না, যা পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১ শামুয়েল কিতাবের দ্বিতীয়ার্ধে দাউদের উত্থানের কাহিনী ২ শামুয়েল কিতাবে দাউদের পূর্ণাঙ্গভাবে বাদশাহী পদ লাভের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

১ শামুয়েল কিতাবের প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

১ শামুয়েল কিতাবের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্র বাদশাহী পদ, তাঁর সার্বভৌম নির্দেশনা এবং তাঁর সার্বজনীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা।

১. আল্লাহ্র বাদশাহী কর্তৃত্ব। আল্লাহ্ হলেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাদশাহ্। কোন মানুষই নিজেকে এই দুনিয়ার বাদশাহ্ বলে দাবী করতে পারে না। মানুষ কেবল আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে বাদশাহী পদ ধারণ করতে পারে। আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু থেকে অনাদিকাল ধরে বাদশাহ্ হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন। অনেক আগেই হিজরত ১৫:১৮ আয়াতের মধ্য দিয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে এই বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে: "মাবুদ যুগে যুগে অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।"

শামুয়েল নবীর কিতাবে বাদশাহ্ শব্দটি সর্ব প্রথম ১ শামুয়েল ২:১০ আয়াতে হান্নার গজলে পাওয়া যায়। যদিও মাবুদকে এখানে সর্বোতভাবে বাদশাহ্ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় নি, তথাপি এই বক্তব্যে তাঁকে এমন এক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যিনি "দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত শাসন করবেন" (এ প্রসঙ্গে দেখুন জবুর ৯৬:১০)। এই আয়াতে হান্না তাঁর এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, যিনি বাদশাহ্, যিনি মাবুদ, তিনিই তাঁর মানবীয় প্রতিনিধিকে (বাদশাহ্) ক্ষমতা দান করেন এবং "তাঁর অভিষিক্ত জনকে ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে" অধিষ্ঠিত করেন।

পয়দায়েশ কিতাব অনুসারে সকল মানুষকে আল্লাহ্র প্রতিরূপে "রাজকীয়" প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্র সৃষ্টিজগতের রক্ষণাবেক্ষণ করে ও শাসন করে। এ কারণে যখন আল্লাহ্ ইসরাইলের লোকদের কাছে একজন মানবীয় বাদশাহ্কে দিলেন (১ শামু ৮:৬-৯), তখন তিনি তাদেরকে কেবল আল্লাহ্র একজন পার্থিব সহকারী বা প্রতিনিধি হিসেবে একজন বাদশাহ্ দিলেন, যিনি মাবুদের কাছে তার সমস্ত কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন এবং আল্লাহ্র আদেশের অধীনস্থ থাকবেন (বিশেষ করে ১ শামু ১২:১৪; ২ শামু ১২:৯ আয়াত দেখুন)।

প্রভুর পবিত্র সার্বভৌমত্ব তাঁর উপাধির মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে: "বাহিনীগণের মাবুদ, যিনি কারুবীদ্বয়ে আসীন" (১ শামু ৪:৪)। কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও আল্লাহ্কে শুধুমাত্র ইসরাইল জাতি অর্থাৎ তাঁর বেছে নেওয়া লোকেরা এবং তাদের দেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনকারী হিসেবে নয়, বরং ইসরাইলের বাইরের সমস্ত জাতি ও স্থানের উপরে নিয়ন্ত্রণকারী ও কর্তৃত্বকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে; বিশেষ করে ফিলিস্তিনীদের উপরে (১ শামু ৪:১-৬:২১; ২৩:২৭; ২৯:৪; আরও দেখুন আমোস ৯:৭)।

২. আল্লাহ্র বেহেশতী নির্দেশনা। ১ শামুয়েল কিতাবের লেখক তাঁর পাঠকদেরকে যা বলতে চেয়েছেন তা রোমীয় ৮:২৮ আয়াতে খুব সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে: "আর আমরা জানি, যারা আল্লাহ্কে মহব্বত করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহ্বান পেয়েছে, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে।" আল্লাহ্ স্বয়ং জাতিগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বেছে নেওয়া প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে নির্দেশনা ও পরিচালনা দান করেছেন; যেভাবে

নির্দেশিত হয়েছেন হান্না, শামুয়েল ও দাউদ। এমনকি বাদশাহ্ তালুতের জীবনও আল্লাহ্‌র নির্দেশনামূলক কর্তৃত্বের অধীনে ছিল (১ শামু ৯:১৬ আয়াত দেখুন)। প্রত্যেক মানুষের জীবনের গতিপথ ভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু তা ভাগ্যের বা নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। বরং স্বয়ং আল্লাহ্ প্রতি নিয়ত তাঁর অনুগ্রহকে সাথে করে প্রতিটি মানুষের জীবনকে পরিচালনা দিয়ে এসেছেন। যদিও মানুষ প্রায় সময়ই তাঁর এই পরিচালনা বুঝতে পারে না, তথাপি আল্লাহ্‌র সময়জ্ঞান সব সময়ই যথার্থ (১ শামু ৯ অধ্যায় এবং ১ শামু ২৩ অধ্যায়ের শেষ ভাগ দেখুন), কারণ তিনিই ইতিহাসের কর্তা।

মানব জাতির চলমান দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র জীবন রক্ষাকারী পরিকল্পনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পনিন্নাহ্‌র সাথে হান্নার সম্পর্কের জটিলতার কারণে শামুয়েলের জন্ম হয় (১ শামু ১ অধ্যায়); তালুত গাধা খুঁজতে বের হওয়ার কারণে নবী শামুয়েলের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল (১ শামু ৯ অধ্যায়); দাউদ বাড়ি থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত তাঁর ভাইদের কাছে খাবার নিয়ে যাওয়ার কারণে গলিয়াতের দেখা পান (১ শামু ১৭ অধ্যায়)। সাধারণ পরিস্থিতিই মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে অর্থবহ এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

পরবর্তীতে ২ শামু ৭ অধ্যায়ে আমরা দেখি, আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণের জন্য বাদশাহ্ দাউদের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। পরবর্তীতে এই আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্ নাজাতের জন্য তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং এই নাজাতের জন্য দাউদের বংশকে নির্বাচন করেন, যে বংশের বংশধর হিসেবে মসীহ্-বাদশাহ্ চিরকাল দাউদের সিংহাসনে রাজত্ব করবেন। ২ শামু ৭:১৬ আয়াতে আল্লাহ্ দাউদকে বলেন, "আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হবে।" অন্য ভাবে বলতে গেলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ইয়াহ্‌ওয়েহ্ দাউদকে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি দাউদের গৃহ (অর্থাৎ তাঁর বংশ) অনন্তকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এভাবেই দাউদের প্রতি এই ওয়াদা বা "চুক্তি" (জবুর ৮৯:৩ আয়াত দেখুন) আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী কার্যের গতিধারার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

৩. আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ইচ্ছা ও ক্ষমতা। হান্না এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ সর্বময় জ্ঞানী, "মাবুদ জ্ঞানের আল্লাহ্" (১ শামু ২:৩) এবং তিনি তাঁর সার্বজনীন একচ্ছত্র ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে মানুষের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে বেছে নেন বা বাদ দেন। মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক সময় মনে হয় যেন আল্লাহ্ তাঁর মন পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ "মিথ্যা কথা বলেন না ও মন পরিবর্তন করেন না; কেননা তিনি মানুষ নন যে, মন পরিবর্তন করবেন" (১ শামু ১৫:২৯)। আমরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত থাকতে পারি যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌম অধিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ঠিক রাখার জন্য ব্যক্তি বিশেষের সাথে কখনো কখনো তাঁর কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত সব সময়ই যথার্থ ও ন্যায্য। একই সময়ে তিনি গুনাহে পূর্ণ মানব জাতির জন্য দয়াশীল ও অনুগ্রহে পূর্ণ।

এই কারণে মানব জীবনে আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি বাধ্যতা হওয়া উচিত সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণের এই প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ১ ও ২ শামুয়েল কিতাবে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বালক শামুয়েল আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করেছিলেন (১ শামু ৩ অধ্যায়), কিন্তু তালুত এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন (১ শামু ১৩:১৫)। দাউদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র নামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য গলিয়াতের সাথে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন (১ শামু ১৭ অধ্যায়), কিন্তু তিনি পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র আদেশ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন এবং জেনা ও মানুষ হত্যার মত গুনাহে লিপ্ত হন (২ শামু ১১ অধ্যায়)। আল্লাহ্ নবী নাথনকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে দাউদকে দ্বিতীয় আরেকটি সুযোগ দিয়েছিলেন (২ শামু ১২ অধ্যায়), যেখানে তালুত দ্বিতীয়বার মন পরিবর্তনের একটি সুযোগ হাতে পেয়েও তা গ্রহণ করেন নি (১ শামু ১৫ অধ্যায়)। কেবল আল্লাহ্ অনুগ্রহের কারণেই মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে, কারণ পবিত্রতম আল্লাহ্‌র সম্মুখে আমরা গুনাহ্‌পূর্ণ স্বভাববিশিষ্ট।

"মাবুদের সাক্ষাতে, এই পবিত্র আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে, কে দাঁড়াতে পারে?" (১ শামু ৬:২০)। বৈৎ-শেমশের লোকদের এই বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে মানুষের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে, যদিও আল্লাহ্‌র "পবিত্রতা" সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি খুব যে যথেষ্ট ছিল তা নয় (লেবীয় ১৯ অধ্যায় দেখুন)। আল্লাহ্ মানুষকে কোরবানী মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আসার উপায় তৈরি করে দিয়েছিলেন, যা ছিল পবিত্র আল্লাহ্‌র কাছে আসার জন্য গুনাহ্‌পূর্ণ মানুষের প্রস্তুতি গ্রহণের একটি পদক্ষেপ।

আল্লাহ্ তাঁর কালামের মধ্য দিয়ে সাবলীলভাবে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং নবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাওয়া তাঁর কালামে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মানবীয় দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যেকটি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিষয় প্রকাশ করা হয় না (যেমন ১ শামু ৩:১-২১; ৯:১৫-২১; ১৬:১-১৩)। ঈমানদারেরা কেবল আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে অপেক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁর নিজ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারেই সমস্ত কার্যক্রম আমাদের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবেন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে তাঁর শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যোনাথন (১ শামু ১৪:৬) এবং দাউদ (১ শামু ১৭:৪৫-৪৭) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমতা ও শক্তি যাচঞা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের আকুতি ও আগ্রহ ব্যবহার করেন। অনেক সময় তা

এমনভাবে ঘটে যে তা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বোধগম্য হয় না। আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য অলৌকিক কাজ সাধন করে থাকেন এবং এমন কি তাঁর শত্রুদেরও ব্যবহার করে থাকেন (ফিলিস্তিনী বাদশাহ্গণ, আখীশ, ইত্যাদি)। এভাবেই মানুষের কাছে যে কাজ অসম্ভব বলে মনে হয়, তা আল্লাহ্র কাছে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এতে করে ঈমানদারেরা তাঁর উপরে ঈমান দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্য উৎসাহ পায়, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপরে সার্বভৌম কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত।

১ ও ২ শামুয়েল কিতাবের কাহিনী শুরু হয়েছে শামুয়েলকে নিয়ে এবং শেষ হয়েছে দাউদকে নিয়ে, যার মধ্যবর্তী হিসেবে রয়েছে তালুতের চারিত্রিক জটিলতা। এই তিন ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্র রাজ্যের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় তিন চরিত্র। তাঁদের জীবন কিতাবুল মোকাদ্দসের বহু বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করেছে। তালুত ও দাউদের সাথে আল্লাহ্র কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে আল্লাহ্র ন্যায় বিচার ও দয়ার পরিচয় আমরা পাই। ইঞ্জিল শরীফ অনুসারে এই দুটি বৈশিষ্ট্যই ক্রুশে হত ঈসা মসীহের মাঝে আমরা দেখতে পাই।

২ শামুয়েল কিতাবের প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

১ শামুয়েল কিতাবের বিষয়বস্তুগুলো (অর্থাৎ আল্লাহ্র বাদশাহী কর্তৃত্ব, বেহেশতী নির্দেশনা এবং সার্বভৌম ইচ্ছা ও ক্ষমতা) ২ শামুয়েল কিতাবের বিষয়বস্তুগুলোর সাথে সম্পৃক্ত) অর্থাৎ দাউদীয় চুক্তি এবং মসীহী ওয়াদা): সার্বভৌম কর্তৃত্বকারী আল্লাহ্, যিনি দাউদের জীবন পরিচালনা করেছিলেন, তিনিই অনন্তকালীন চুক্তির দ্বারা তাঁর নিজের বাদশাহী পদ উপস্থাপনের জন্য দাউদকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। এভাবেই দাউদ হয়ে ওঠেন ভবিষ্যৎ মসীহ্, প্রভু ঈসা মসীহের জীবন্ত প্রতীক।

১. দাউদীয় চুক্তি। দাউদীয় চুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য ২ শামু ৭:১-২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২. মসীহী ওয়াদা। ২ শামুয়েল ৭ অধ্যায় নাজাতের ইতিহাসের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সুস্পষ্টভাবে তা ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্র কৃত চুক্তির মাঝে নিহিত মসীহী প্রত্যাশাকে সামানে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ কথা সত্যি যে, তালুত ইয়াহ্ওয়েহ্ কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছিলেন। দাউদ নিজেও তালুতকে শেষ পর্যন্ত "মাবুদের অভিষিক্ত" বলে সম্বোধন করেছেন (১ শামু ২৪:৬)। তথাপি আল্লাহ্ দাউদকে একটি রাজকীয় বংশ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, যিনি ছিলেন ইয়াসির সর্বকনিষ্ঠ ও এক কথায় বিস্মৃত পুত্র। নাজাতের জন্য আল্লাহ্র অনন্তকালীন পরিকল্পনায় দাউদকে ব্যবহার করা হয়েছিল, কারণ প্রভু "তাঁর সাথে" ছিলেন এবং দাউদ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন; দাউদের নিজস্ব কোন গুণ বা যোগ্যতার কারণে নয়।

অনেকে মনে করে থাকেন যে, অনন্তকালীন সিংহাসন এবং রাজবংশের ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে বন্দীদশার পরবর্তী সময়কার আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে, যা আসলে সত্যি নয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে কেনানে এই ধারণার প্রচলন ছিল। এই ধারণাটিকে তখন বলা হতো মল্ক'ইম বা *mlk ʿilm* (Ugaritic, "অনন্তকালীন বাদশাহ্" বা "দুনিয়ার বাদশাহ্")। খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর আশেরীয়দের মধ্যে এই ধারণাটির খুব জনপ্রিয়তা ছিল, যা আশেরীয়দের ইতিহাস থেকে জানা যায়। এভাবেই ইশাইয়া ৭-৯ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বন্দীদশার পূর্ববর্তী সময়ের আদর্শটিকে প্রতিফলিত করে।

টেক্সট

১-২ শামুয়েল কিতাবের হিব্রু মেসোরেটিক টেক্সট বা Masoretic text (MT) এর অবোধ্যতার জন্য বেশ আলোচিত। তাছাড়া পুরাতন নিয়মের শামুয়েল ও ইয়ারমিয়া কিতাব দুটির প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ ও হিব্রু সংস্করণের মধ্যে বেশ কিছু স্থানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ও অনুবাদক গ্রীক সংস্করণটি পছন্দ করার কারণে সহজেই মেসোরেটিক সংস্করণটিকে বর্জন করার পক্ষপাতী হন। তারা বলেন যে, গ্রীক সংস্করণটি আরও বেশি অর্থবহ এবং তা মূল হিব্রু টেক্সটকেই আরও বেশি প্রতিফলিত করে। তারা মনে করেন যে, পাণ্ডুলিপিকারদের বিভিন্ন সময়ে ক্রমাগতভাবে করা নানা ধরনের ভুলের কারণে MT সংস্করণ আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং তারা গ্রীক অনুবাদের উপরে ভিত্তি করে এই সকল "ভুল" অংশগুলোকে "সংশোধন" করার চেষ্টা করে থাকেন। বস্তুত ৫০ থেকে ২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ডেড সী স্ক্রল থেকে আবিষ্কৃত শামুয়েল কিতাবের হিব্রু টেক্সটগুলো ঐতিহ্যগত গ্রীক টেক্সটের সপক্ষে বেশ কিছু বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই গ্রীক টেক্সট এবং ডেড সী স্ক্রলের মধ্যকার তথাকথিত সাদৃশ্যের উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

শামুয়েল কিতাবের হিব্রু টেক্সটের জটিলতার একটি কারণ এই যে, শামুয়েল কিতাব রচিত হয়েছে অনেকটা মৌখিক বর্ণনার আদলে, অর্থাৎ গল্প বলার মত করে তা লেখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ বা বাক্যাংশের দ্বিরুক্তি স্পষ্টভাবেই কাব্যিক ছন্দের প্রকাশ ঘটায়। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বানানগুলো দেখলে মনে হবে যেন আদর্শ হিব্রু বানানের পরিবর্তে কথ্য ভাষায় উচ্চারিত বানান রীতি সেখানে অনুসরণ করা হয়েছে। ২ শামুয়েল ২২ অধ্যায় এবং জবুর শরীফ ১৮ জবুরের হিব্রু সংস্করণ তুলনা করলে এই পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। ১-২ শামুয়েল কিতাবের মোসোরেটিক টেক্সট একেবারে সহজ

নয়। তথাপি ভাষাটির ব্যাকরণ ও কথনশৈলী সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে এমন কেউ গভীরভাবে নিরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোসোরেটিক টেক্সটির অর্থ ও বোধগম্যতা যথার্থ এবং ইংরেজী ইএসভি (ESV) অনুবাদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোসোরেটিক টেক্সটই অনুসরণ করেছে।

নাজাতের সারসংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কাজীগণের সময়কাল ইসরাইল জাতির মারাত্মক সমস্যাগুলোর কথা বলে, যা একাধারে নেতৃত্বে এবং সামষ্টিক জনগণের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করেছিল। শামুয়েল কিতাবে আমরা দেখতে পাই লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র পরম করুণা ও যত্ন বিধান, যার পরিপ্রেক্ষিতে লোকদের মধ্য থেকে একজন বাদশাহ্‌কে নির্বাচন করা হয়; যে বাদশাহ্ হবেন তাদের নেতৃত্ব দানকারী বীর, তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে তালুত নিজেকে একজন অযোগ্য বাদশাহ্ হিসেবে প্রমাণ করলেন। অন্য দিকে দাউদের মধ্যে নৈতিক ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া গেলেও আল্লাহ্‌র পছন্দের মানুষ হওয়ার কারণে তাঁর মধ্য দিয়ে এক চিরস্থায়ী রাজবংশের সূচনা হয়। এই রাজবংশ থেকেই উত্থিত হবেন সেই অনন্তকালীন শাসক, যিনি ইসরাইল জাতিকে অন্য সকল জাতির জন্য দোয়া ও রহমতের আকর করে তুলবেন। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

১ শামুয়েল কিতাব মূলত বীরত্ব গাথা। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মত করে লেখক তৎকালীন জনগণ ও ঘটনাবলীর ব্যাপক ও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন নি, বরং তিনি তিন জন বীরসুলভ নেতার নাম প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের কাহিনী এই কিতাবটিতে তুলে ধরেছেন: শামুয়েল, তালুত এবং দাউদ। বর্ণনার খাতিরে আরও তিনটি চরিত্রকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাদের বিবরণ তাদের বীরত্ব গাথার ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে: হান্না, ইলিয়াস এবং যোনাথন। এই বীরত্ব গাথাগুলোর মধ্যে তালুতের কাহিনীটি সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসে সন্দেহাতীতভাবে একমাত্র বিশদ বিবৃত ট্যাজেডি হিসেবে স্বীকৃত। দাউদ ও গলিয়াতের কাহিনীটি কিতাবুল মোকাদ্দসে অন্যতম একটি বিখ্যাত যুদ্ধের গল্প। দাউদ যখন তালুতের হাত বাঁচবার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর জীবনের সেই সময়টুকু চমৎকারভাবে একজন পলাতক ব্যক্তির জীবন কাহিনীর ধরন প্রকাশ করে। হান্নার প্রশংসা গজল (১ শামু ২:১-১০) মূলত একটি গীতি কবিতা। আবার জাতির প্রতি নবী শামুয়েলের বলা শেষ কথাগুলো (১ শামু ১২ অধ্যায়) বিদায় সম্ভাষণের ধাঁচে বিবৃত হয়েছে।

১ শামুয়েল কিতাবকে তিনটি অংশে বিভক্ত করলে তার প্রথম ভাগটিতে দেখা যায় শামুয়েলের উত্থানের বিপক্ষে ইলিয়াস ও তাঁর তিন পুত্রের অবস্থান, যার ফলে পাঠকরা এই অধ্যায়গুলোকে নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। কিতাবটির পরবর্তী অংশটুকুও একই ভাবে নেতিবাচক হিসেবেই প্রতীয়মান হয়, যেখানে দাউদের উত্থানের বিপক্ষে তালুতের অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীর এই অংশে তালুত এবং দাউদের কাহিনী সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। পাঠকরা এক দিকে আল্লাহ্ কর্তৃক তালুতকে বর্জনের দুঃখজনক ঘটনার দিকে এগিয়ে গেছেন, তেমনি একই সাথে তারা বাদশাহ্ হওয়ার জন্য নির্বাসিত অবস্থায় অপেক্ষমান দাউদের ঘটনা বহুল জীবন সম্পর্কে জেনেছেন।

১ শামুয়েল কিতাবটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিতাব, সে কারণে চরিত্রায়ণের দিকে খুব সতর্কতার সাথে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। একইভাবে কিতাবটি সার্বজনীন ও বোধগম্য মানবীয় অভিজ্ঞতার কারণেও সমৃদ্ধ। এ কারণে লেখ্য ভাষার সাথে মানবীয় অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে এই কিতাবটি অত্যন্ত সফল ভূমিকা রেখেছে। যদিও এই কিতাবটি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য ইতিহাস ভিত্তিক কিতাবের মত ইসরাইলীয়দের ইতিহাসের এক বিস্তৃত অংশ তুলে ধরে নি, তথাপি এখানে উত্তম ও মন্দ নেতৃত্বের এক অসামান্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা অন্য সকল সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলা বা তাঁর বিরুদ্ধে চলা সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিজ সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে। এই কিতাবটি রচনার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সার্বজনীন মানবীয় অভিজ্ঞতাকে সকল যুগের সকল মানুষের জন্য নৈতিক ও রূহানিক শিক্ষার আদর্শ করে তোলা।

২ শামুয়েল কিতাবটি প্রায় পুরোপুরিই বাদশাহ্ দাউদের বীরত্বগাঁথা, যিনি একটি জাতিকে বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দান করেছেন। একই সাথে এটি এমন একটি বীরত্বগাঁথা যেখানে মূল চরিত্র সর্বোতভাবে আদর্শ হিসেবে পরিগণিত না হলেও তাঁর সমাজের সাধারণ মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন এক মহান অনুকরণীয় আদর্শ। এই গল্পটি আক্ষরিক অর্থে কোন একক শোকগাঁথা নয়, বরং এখানে বীরত্বগাঁথার বর্ণনার ক্রমধারায় প্রকাশ পেয়েছে একজন বীরের ক্রমাগত অধঃপতিত হওয়ার দুঃখজনক কাহিনী। ২ শামুয়েল কিতাবের পাঠকেরা দাউদের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করবে একটি পিরামিডের মত করে, যা বৎশেবা ও উরিয়ের ঘটনার আগ পর্যন্ত ছিল ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এই কলঙ্কময় ঘটনার পরপরই দাউদের জীবনে নেমে আসে তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় অধ্যায়। দুটি ভিন্ন ঘটনা প্রবাহ বাদশাহ্ দাউদের বীরত্বপূর্ণ জীবনের কাহিনী

গড়ে তুলেছে। একটি হচ্ছে বাদশাহ্‌ হিসেবে গণমানুষের সাথে তাঁর জীবন, আরেকটি হচ্ছে পরিবারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন।

বাস্তবতার সাথে মিল রেখে অনুসৃত রচনাশৈলীর কারণে এই কিতাবটির লেখক চরিত্রগুলোর ভাল বা মন্দ দিকগুলোকে বিচার না করে নিরপেক্ষভাবে কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে ১ শামুয়েল কিতাবে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে মানবীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনাই স্থান পেয়েছে বেশি। পুরোটা কিতাব জুড়েই চরিত্রগুলোর হুবুহু উক্তি ও সংলাপ তুলে ধরার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

১ শামুয়েল কিতাবের অবস্থান

১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

কাজীগণের যুগ ও রাজতন্ত্রের যুগের মধ্যবর্তী ক্রান্তিলগ্নে ১ শামুয়েল কিতাবের অবস্থান। কিতাবটির সূচনা হয়েছে শামুয়েলের জন্মের কাহিনীর মধ্য দিয়ে এবং এরপর রয়েছে সমগ্র ইসরাইলের উপরে তাঁর কাজী হিসেবে শাসন করার বিবরণ। যখন লোকেরা একজন বাদশাহ্‌ চাইল, তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ শামুয়েল নির্দেশ দিলেন তালুতকে ইসরাইলের প্রথম বাদশাহ্‌ হিসেবে অভিষেক দেওয়ার জন্য।

প্রধান আয়াত: "তখন মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যা যা বলছে, সেসব বিষয়ে তাদের কথায় কান দাও; কেননা তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করলো, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করলো, যেন আমি তাদের উপরে রাজত্ব না করি। ... এখন তাদের কথায় কান দাও; কিন্তু তাদের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দাও এবং তাদের উপরে যে রাজত্ব করবে, সেই বাদশাহ্‌র নিয়ম তাদেরকে জানাও" (৮:৭,৯)।

প্রধান প্রধান লোকেরা: আলী, হান্না, শামুয়েল, তালুত, যোনাথন ও দাউদ।

১ শামুয়েল কিতাবটির রূপরেখা:-

১. হযরত শামুয়েলের ঘটনা (১:১-৭:১৭)
  ক. নবী হিসাবে শামুয়েলের বেড়ে উঠা (১:১-৪:১ধ)
    ১. হযরত শামুয়েলের জন্ম ও উৎসর্গ (১:১-২৮)
    ২. বিবি হান্নার মুনাজাত (২:১-১০)
    ৩. আলীর দুষ্ট ছেলেরা ও শামুয়েল (২:১১-৩৬)
    ৪. নবী হিসাবে শামুয়েলকে আহ্বান করা (৩:১-৪:১)
  খ. আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুকের কাহিনী (৪:১-৭:১)
    ১. শরীয়ত-সিন্দুক দখল করে নেওয়া (৪:১-২২)
    ২. ফিলিস্তিনীদের দেশে শরীয়ত-সিন্দুক (৫:১-১২)
    ৩. শরীয়ত-সিন্দুকের ফিরে আসা (৬:১-৭:১)
  গ. কাজী হিসেবে হযরত শামুয়েলের কাজ (৭:২-১৭)
২. বনি-ইসরাইলরা বাদশাহ্‌ চায় (৮:১-২২)
৩. তালুতের কাহিনী (৯:১-১৫:৩৫)
  ক. বাদশাহ্‌র পদে তালুতকে বেছে নেওয়া (৯:১-১১:১৫)
    ১. হযরত শামুয়েলের সঙ্গে তালুতের সাক্ষাৎ (৯:১-২৭)
    ২. বাদশাহ্‌ হিসেবে তালুতের অভিষেক (১০:১-২৭)
    ৩. তালুতকে বাদশাহ্‌ করা হল (১১:১-১৫)
  খ. বনি-ইসরাইলদের কাছে হযরত শামুয়েলের বাণী (১২:১-২৫)
  গ. তালুতের রাজত্ব (১৩:১-১৫:৩৫)
    ১. ফিলিস্তিনীদের সংগে তালুতের যুদ্ধ– তালুতকে পরিত্যাগ করার প্রথম কারণ (১৩:১-২৩)
    ২. তালুত ও যোনাথন (১৪:১-৫২)
    ৩. অমালেকীয়দের সঙ্গে তালুতের যুদ্ধ– তালুতকে পরিত্যাগ করার দ্বিতীয় কারণ (১৫:১-৩৫)
৪. তালুত ও দাউদের কাহিনী (১৬:১-৩১:১৩)
  ক. দাউদের বিষয়ে ভূমিকা (১৬:১-২৩)
    ১. হযরত দাউদকে অভিষেক করা (১৬:১-১৩)
    ২. তালুতের রাজদরবারে দাউদ (১৬:১৪-২৩)
  খ. হযরত দাউদ ও জালুত বীরের যুদ্ধ (১৭:১-৫৪)
  গ. তালুত, যোনাথন ও দাউদ (১৭:৫৫-১৮:৫)
  ঘ. বাদশাহ্‌ তালুত দাউদের শত্রু হয়ে গেলেন (১৮:৬-৩০)
  ঙ. তালুত দাউদকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন (১৯:১-২০:৪২)
  চ. দাউদ শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে যান (২১:১-২৬:২৫)
    ১. দাউদের পলায়ন (২১:১-২৩:২৯)
    ২. তালুতের প্রতি হযরত দাউদের দয়া (২৪:১-২৫:১)
    ৩. অবীগলের সঙ্গে দাউদের বিয়ে (২৫:২-৪৪)
    ৪. হযরত দাউদ আবার তালুতকে দয়া করলেন (২৬:১-২৫)
  ছ. গাৎ নগরে হযরত দাউদের আশ্রয় গ্রহণ করেন (২৭:১-৩০:৩১)
    ১. আখীশ ও দাউদ (২৭:১-১২)
    ২. যুদ্ধোর জন্য ফিলিস্তিনীদের জড়ো হওয়া (২৮:১-২)
    ৩. বাদশাহ্‌ তালুত ও ভূতের ওঝা (২৮:৩-২৫)
    ৪. বাদশাহ্‌ আখীশ হযরত দাউদকে ফেরৎ পাঠালেন (২৯:১-১১)
    ৫. হযরত দাউদ আমালেকীয়দের ধ্বংস করেন (৩০:১-৩১)
    ৬. তালুত ও যোনাথনের মৃত্যু (৩১:১-১৩)

১ ও ২ শামুয়েল কিতাবে উল্লেখিত প্রধান প্রধান স্থান

রামা:- রামায় নবী শামুয়েল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের আগে তাঁর মা হান্না একটি মানত করেছিলেন যে, তিনি যদি পুত্র সন্তানের মা হন তবে তিনি তার পুত্রকে আল্লাহ্‌র কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দিয়ে দেবেন যাতে তিনি ইমামদের কাজে সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ্‌র নিয়ম-সিন্দুক যেখানে ছিল ইমামেরা তখন সেই শীলোতে সমাগম তাঁবুতে সেবা-কাজ করতেন (১:১-২:১১)।

শীলো:- বনি-ইসরাইলদের এবাদত করার কেন্দ্রীয় স্থান ছিল এই শীলোতে, কারণ এখানেই সমাগম-তাঁবু ও সাক্ষ্য-সিন্দুক অবস্থিত ছিল। আলী ছিলেন সেখানকার মহা-ইমাম ও তাঁর দুই পুত্র হফ্‌নি ও পিন্‌হস ছিল দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং তারা আগত এবাদতকারীদের কাছ থেকে নানা রকম সুযোগ গ্রহণ করতো। অন্যদিকে শামুয়েল খুব বিশ্বস্তভাবে আল্লাহ্‌র সেবা করতেন এবং তাঁর যখন বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন আল্লাহ্‌ তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন (২:১২-৩:২১)।

কিরিয়োৎ যিয়ারিম:- বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের প্রায়ই যুদ্ধ হতো এবং তখনও বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে একটি যুদ্ধ চলছিল। হফ্‌নি ও পিন্‌হস তখন সাক্ষ্য-সিন্দুক শীলো থেকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যায় এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহ্‌র উপস্থিতি যদি তাদের মধ্যে থাকে তবে তা তাদের জন্য বিজয় নিয়ে আসবে। কিন্তু সেই যুদ্ধে ইসরাইলরা এবন-এষরে ফিলিস্তিনীদের কাছে হেরে যায় ও নিয়ম-সিন্দুক ফিলিস্তিনীরা হস্তগত করে নেয়। যাহোক, ফিলিস্তিনীরা খুব শীঘ্রই দেখতে পেল যে, এই সিন্দুক তাদের কাছে কোন বিজয়ের ট্রফি নয় যা তারা মনে করেছিল। এই সিন্দুকের কারণে তাদের মধ্যে নানা রকম মহামারী দেখা দিল এবং যেখানেই সেই সিন্দুক নেওয়া হোক না কেন তাদের উপরে মহামারী আঘাত করতে থাকে। পরিশেষে তারা এই সিন্দুক ইসরাইলের কিরিয়োৎ-যিয়ারিমে ফেরত পাঠিয়ে দেয় (৪:১-৭:১)।

মিস্পা:- এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইসরাইলীয়রা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্‌ তাদের আর দোয়া করছেন না। নবী শামুয়েল সমস্ত ইসরাইলকে মিস্পায় জড়ো হবার জন্য নির্দেশ দিলেন আর তাদের রোজা রেখে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের সমস্ত গুনাহের জন্য অনুতাপ করতে ও মুনাজাত করতে বললেন। তারা সকলে মিস্পায় জড়ো হয়ে অনুতাপ করলে পর তাদের মনের হতাশা কাটিয়ে বল ফিরে পেল আর ফিলিস্তিনীরা আরও একটি যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তার জন্য মনোবল ফিলে পেল। আর আল্লাহ্‌ মহা বলে ফিলিস্তিনীদের সৈন্য বাহিনীকে আঘাত করলেন। এই সময় শামুয়েল বিচারকর্তা হিসাবে কাজ করছিলেন। আর তিনি বৃদ্ধ হয়ে

গেলে পর লোকেরা তার বাড়ী রামায় এসে একজন বাদশাহ্ দাবী করলো যেন তারা অন্যান্য জাতির মত হতে পারে। এই মিস্পাতেই তালুতকে বাদশাহ্ হবার জন্য বেছে নেওয়া হয় (৭:২-১০:২৭)।

গিল্‌গল:- এই গিলগলেই অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল যেখানে বাদশাহ্ তালুত তার নেতৃত্বের ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি যাবেশ গিলিয়দের লোকদের রক্ষা করেছিলেন ও অম্মোনীয়দের সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। শামুয়েল ও ইসরাইল লোকেরা এই গিলগলেই তালুতকে বাদশাহ্ হিসাবে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন (১১:১-১৫)।

এলা উপত্যকা:- বাদশাহ্ তালুত আরো অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় তিনি দাম্ভিক, গুনাহ্‌গার, অবাধ্য হয়ে ওঠেছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে পরিশেষে বাদশাহ্ হিসাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। তালুতের কাছে অপরিচিত এক রাখাল বালক, একজন বীণা বাদক দাউদকে পরবর্তী বাদশাহ্ হবার জন্য অভিষেক করা হয়েছিল। কিন্তু এর অনেক বছর পরে দাউদ বাদশাহ্ হিসাবে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। পরিহাসের বিষয়, তালুত তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে বীণা বাজাবার জন্য নিয়োগ দান করেন। তালুত তাঁকে এত পছন্দ করতেন যে, তিনি তাঁকে ব্যক্তিগত যুদ্ধাস্ত্র বহনকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। একটি বিশেষ যুদ্ধে এই এলা উপত্যকায় ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে এক যুদ্ধে দাউদ জালুত বীরকে, ফিলিস্তিনীদের সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যকে, হত্যা করেন। এর ফলে ইসরাইলরা যে ভালবাসা দাউদকে দেখান তার ফলে তালুত দাউদকে হিংসা করতে ও শত্রু ভাবতে শুরু করেন ও তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন (১২:১-২২:২৩)।

সীফ মরুভূমি:- অভিষিক্ত বাদশাহ্‌ও সমস্যার বাইরে ছিলেন না। দাউদ নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য তালুতের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ সীফ-মরুভূতিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এরপর তিনি মায়োন মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন ও পরিশেষে গেলেন ঐন-গদি মরুভূমিতে। যদিও তাঁর হাতে সুযোগ এসেছিল তালুতকে হত্যা করার জন্য কিন্তু তিনি তা করতে চাইলেন না কারণ শৌল অভিষিক্ত বাদশাহ্ ছিলেন (২৩:১-২৬:২৫)।

গাৎ:- দাউদ তাঁর পরিবার ও লোকজন নিয়ে গাতে গেলেন। এটি ছিল একটি ফিলিস্তিনী শহর যেখানে বাদশাহ্ আখীশ বাস করতেন। এর ফলে তালুত আর দাউদের পিছনে তাড়া করলেন না। ফিলিস্তিনীরা হয়তো এই মহান বীরকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন এই কথা ভেবে যে, তিনি তালুতের কাছ থেকে চলে এসেছেন (২৭:১-৪)।

সিক্লগ:- দাউদ আখীশের কাছে গিয়ে তার বাধ্য থাকার ভান করে তাঁর ও তাঁর পরিবার ও লোকজনের জন্য একটি স্থান চাইলে বাদশাহ্ আখীশ তাঁকে সিক্লগ নগরটি দেন। এখানে থেকেই দাউদ গশূরীয়, করেথীয়, অমালেকীয়দের উপর এমন ভাবে হামলা চালাতেন যেন সেখানকার কেউ বেঁচে না থাকে আখীশকে কোন খবর দেবার জন্য (২৭:৫-১২)। পরে দাউদ অমালেকীয়দের হারিয়ে দিয়ে সিক্লগ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন (৩০:১-৩১)।

গিলবয় পর্বত:- উত্তরে গিলবয় পর্বতের কাছে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধ বাঁধে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তখন বাদশাহ্ তালুতের আর কোন যোগাযাগ ছিল না, তাই নিজের ভবিষ্যৎ জানার জন্য এক জাদুকারিণীর কাছ যান যেন তিনি শামুয়েলের রূহ্‌কে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। সেই সময় দাউদকে সিক্লগে ফেরৎ পাঠানো হয় কারণ ফিলিস্তিনীদের অন্যান্য নেতারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চায় নি। ফিলিস্তিনীরা গিলবয় পর্বতে ইসরাইলদের হারিয়ে দিয়ে তাদের হত্যা করতে শুরু করে ও সেখানে বাদশাহ্ তালুত ও তাঁর তিন পুত্রকে হত্যা করে যাদের মধ্যে দাউদেও বন্ধু যোনাথনও ছিলেন। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বাদশাহ্ তালুত নিজের জীবনকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি শুধু নিজেকে ও তার পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করেন নি কিন্তু সমস্ত ইসরাইল জাতিকেও বিপদগ্রস্ত করেছিলেন (২৮:১-৩১:১৩)।

হযরত শামুয়েলের জন্ম

১ ১ পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে অবস্থিত
রামাথয়িম-সোফীম নিবাসী ইল্‌কানা নামে
এক জন আফরাহীমীয় ছিলেন; তিনি সুফের বৃদ্ধ
প্রপৌত্র, তোহের প্রপৌত্র, ইলীহূর পৌত্র,
যিরোহমের পুত্র। ২ তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিল;
একজনের নাম হান্না, আর একজনের নাম
পনিন্না; পনিন্নার সন্তান হয়েছিল, কিন্তু হান্নার
কোন সন্তান হয় নি।
৩ এই ব্যক্তি প্রতি বছর তাঁর নগর থেকে
শীলোতে গিয়ে বাহিনীগণের মাবুদের উদ্দেশে
এবাদত ও কোরবানী করতেন। সেই স্থানে
আলীর দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহস মাবুদের ইমাম
ছিল। ৪ আর কোরবানীর দিনে ইল্‌কানা তাঁর স্ত্রী
পনিন্না ও তাঁর সমস্ত পুত্র কন্যাকে গোশ্‌তের
একটি করে অংশ দিতেন; ৫ কিন্তু হান্নাকে দ্বিগুণ
অংশ দিতেন; কেননা তিনি হান্নাকে মহব্বত
করতেন, কিন্তু মাবুদ হান্নার গর্ভ রুদ্ধ করে
রেখেছিলেন। ৬ মাবুদ তাঁর গর্ভ রুদ্ধ করাতে
তাঁর সতীন তাঁর মনস্তাপ জন্মাবার চেষ্টায় তাঁকে
বিরক্ত করতেন। ৭ বছর বছর যখন হান্না
মাবুদের গৃহে যেতেন, তখন তাঁর স্বামী ঐরূপ
করতেন এবং পনিন্নাও ঐভাবে তাঁকে বিরক্ত
করতেন; তাই তিনি ভোজন না করে কান্নাকাটি
করতেন। ৮ তাতে তাঁর স্বামী ইল্‌কানা তাঁকে
বলতেন, হান্না, কেন কাঁদছ? কেন ভোজন
করছো না? তোমার মন শোকাকুল কেন?
তোমার কাছে দশ পুত্রের চেয়েও কি আমি উত্তম
নই?
৯ একবার শীলোতে ভোজন পান শেষ হলে
পর হান্না উঠলেন। তখন মাবুদের এবাদতখানার
দ্বারের কাছে ইমাম আলী আসনের উপরে বসে

[১:১] ইউসা ১৮:২৫।
[১:২] পয়দা ৪:১৯।
[১:৩] হিজ ২৩:১৪; লূক ২:৪১।
[১:৪] লেবীয় ৭:১৫-১৮; দ্বি:বি ১২:১৭-১৮।
[১:৫] পয়দা ৩৭:৩।
[১:৬] পয়দা ১৬:৪।
[১:৭] ২শামু ১২:১৭; জবুর ১০২:৪।
[১:৮] রূত ৪:১৫।
[১:৯] ১শামু ৩:৩।

১:১ রামাথয়িম। এই নামটি পুরাতন নিয়মে মাত্র এখানেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং অন্য সমস্ত জায়গায় রামা নামটি ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন ১৯; ২:১১; ৭:১৭; ১৯:১৮; ২৫:১ আয়াত)। এই নাম ব্যবহার করে সম্ভবত অরিমাথিয়ার সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে (দেখুন মথি ২৭:৫৭ এবং নোট দেখুন; ইউহোন্না ১৯:৩৮)।

সুফের। এই কথাটি কোন ব্যক্তি অথবা কোনো স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে কিনা তা পরিষ্কার নয়। যদি সেটা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, তবে এটা সূফের কোনো বংশধরকে ইঙ্গিত করে (এই আয়াতটির পরবর্তীতে দেখুন; আরও দেখুন ১ খান্দান ৬:৩৪-৩৫)। যদি সেটা কোনো স্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, তবে এটা এমন কোনো সাধারণ স্থানকে নির্দেশ করে যেখানে রামাথয়িম অবস্থিত (দেখুন ৯:৫)।

আফরাহীমীয়। যদিও ইলকানাকে এখানে একজন আ-ফরাহীমীয় বলা হয়, কিন্তু তিনি সম্ভবত লেবীয় ছিলেন যার পরিবার আফরাহীম এর শহরগুলোর মধ্যে কহাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (দেখুন ইউসা ২১:২০-২১; ১ খান্দান ৬:২২-২৭)।

১:২ দু'জন স্ত্রী। পয়দা ৪:১৯; ১৬:২; ২৫:৬ এর নোট দেখুন।

১:৩ এই ব্যক্তি প্রতি বছর তাঁর নগর থেকে শীলোতে গিয়ে। এক বছরে তিনবার প্রত্যেক ইসরাইলীয় পুরুষ এই কেন্দ্রীয় এবাদতখায় আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতো (হিজ ২৩:১৪-১৯; ৩৪:২৩; দ্বি: বি: ১৬:১৬-১৭)। এখানে যে উৎসবের কথা বলা হয়েছে সেটি ছিল সম্ভবত আবাস-তাঁবুর উৎসব, যা শুধু কেনান দেশে হিজরত করার সময় আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের প্রতি যত্ন নেওয়ার কথাকেই স্মরণ করার জন্য নয় (দেখুন লেবীয় ২৩:৪৩), কিন্তু বছরের শস্যের উপর আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের জন্যও আনন্দের সাথে এবং রোজা রাখার সাথে উৎযাপন করা হতো (দ্বি: বি: ১৬:১৩-১৫)। এ ধরনের উৎসবগুলোতে হান্না তাঁর বন্ধ্যাত্বের গভীর দুঃখের কথাও স্মরণ করতেন কারণ তিনি নিজের বন্ধাত্বের জন্য আরও তিক্ত ছিলেন।

বাহিনীগণের মাবুদের। ঐতিহ্যগতভাবে "বাহিনীগণের মাবুদ," একটি রাজকীয় উপাধি। কিতাবুল মোকাদ্দসে এটিই প্রথম যে, আল্লাহ্‌কে এভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবেই ইসরাইলের রাজবংশের সূত্রপাত হয় এবং তা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। হিব্রু ভাষায় "বাহিনী" এর অর্থ (১) মানুষের সৈন্যবাহিনী (হিজ ৭:৪, "বিভাগসমূহ"; জবুর ৪৪:৯); (২) মহাজাগতিক উপাদান যেমন– সূর্য, চাঁদ এবং তারা (পয়দা ২:১, "সুবিশাল শ্রেণীবিন্যাস"; দ্বি:বি: ৪:১৯; ইশা ৪০:২৬); অথবা (৩) বেহেশতী প্রাণী সকল, যেমন– ফেরেশতা (ইহি ৫:১৪; ১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯; জবুর ১৪৮:২)। মহাবিশ্বের সকল শক্তির ওপর আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে "বাহিনীগণের মাবুদ" উপাধিটির মাধ্যমে সম্ভবত সাধারণ অর্থে সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। ইসরাইলের রাজপদ প্রতিষ্ঠা করার বর্ণনায় এই "সৈন্যবাহিনীর আল্লাহ্‌ এবং বেহেশতী সৈন্যবাহিনীর আল্লাহ্‌" দুটো রেফারেন্সই সবচেয়ে উপযুক্ত (দ্বি:বি: ৩৩:২; ইহি ৫:১৪; জবুর ৬৮:১৭; হব ৩:৮) এবং "ইসরাইলের সৈন্যবাহিনীর আল্লাহ্‌" নামটিও মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়েছে (১ শামু ১৭:৪৫)।

শীলোতে। আফরাহীমের মধ্যে যেমন বেথেল তেমনি সিকিম শহরের মধ্যে এটি কেন্দ্রীয় পবিত্র স্থান এবং সাক্ষ্য সিন্দুকটি এখানে অবস্থিত ছিল (দেখুন ৪:৩; ইহি ১৮:১ এবং নোট দেখুন; কাজী ২১:১৯; এছাড়াও ১ শামু ৭:১ এর নোট দেখুন)।

১:৪ কোরবানীর দিনে। এখানে একটি কোরবানীর সহভাগিতার কথা বলা হয়েছে, যা মাবুদ এবং তাঁর দয়ার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য একটি উৎসবের মধ্য দিয়ে একত্রিতভাবে কোরবানীর খাবার সহভাগিতা এবং ভোজের মাধ্যমে করা হয় (দেখুন লেবীয় ৭:১১-১৮)।

১:৫ কিন্তু মাবুদ হান্নার গর্ভ রুদ্ধ করে রেখেছিলেন। মাবুদ সন্তান দেন এবং বন্ধ্যাও করেন (দেখুন পয়দা ১৮:১০; ২৯:৩১; ৩০:২, ২২ এবং নোট দেখুন ৩০:২)।

১:৬ তাঁর সতীন। দেখুন পয়দা ১৬:৪ এবং নোট দেখুন।

১:৮ তোমার কাছে দশ পুত্রের চেয়েও কি আমি উত্তম নই? দেখুন ২:৫; রূত ৪:১৫ এর নোট দেখুন।

১:৯ এবাদতখানার। এখানে এবং ৩:৩ আয়াতে কেন্দ্রীয় এবাদতখানা, অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাঁবুকে "মাবুদের গৃহ" (এছাড়া দেখুন ৭; ৩:১৫ আয়াত) এবং "জমায়েত-তাঁবু" বলা হয়েছে (২:২২), এবং মাবুদ এই স্থানকে "আমার বাসস্থান" প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাক্ষ্য-তাঁবুকে এখানে একটি "গৃহ" হিসেবে বলা হয়েছে, এর সাথে সাথে ঘুমানোর আবাস এবং

ছিলেন। [১০] আর হান্না তিক্তপ্রাণা হয়ে মাবুদের
উদ্দেশে মুনাজাত করতে লাগলেন ও প্রচুর
কান্নাকাটি করতে লাগলেন। [১১] তিনি মানত করে
বললেন, হে বাহিনীগণের মাবুদ, যদি তুমি
তোমার এই বাঁদীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
আমাকে স্মরণ কর ও তোমার বাঁদীকে ভুলে না
গিয়ে তোমার বাঁদীকে পুত্র সন্তান দাও, তবে
আমি চিরদিনের জন্য তাকে মাবুদের উদ্দেশে
নিবেদন করবো; তার মাথায় ক্ষুর উঠবে না।
[১২] যতক্ষণ হান্না মাবুদের সাক্ষাতে দীর্ঘ
মুনাজাত করলেন, ততক্ষণ আলী তাঁর মুখের
দিকে চেয়ে রইলেন। [১৩] কেননা হান্না মনে মনে
কথা বলছিলেন, কেবল তাঁর ঠোঁট নড়ছিল, কিন্তু
তাঁর স্বর শোনা গেল না; এজন্য আলী তাঁকে
মাতাল মনে করলেন। [১৪] তাই আলী তাঁকে
বললেন, তুমি কতক্ষণ মাতাল হয়ে থাকবে?
তোমার আঙ্গুর-রস তোমা থেকে দূর কর।
[১৫] হান্না জবাবে বললেন, হে আমার মালিক, তা
নয়, আমি দুঃখিনী স্ত্রী, আঙ্গুর-রস কিংবা সুরা
পান করি নি, কিন্তু মাবুদের সাক্ষাতে আমার
মনের কথা ভেঙ্গে বলেছি। [১৬] আপনার এই
বাঁদীকে আপনি পাষণ্ড মনে করবেন না; বস্তুত
আমার গভীর দুশ্চিন্তা ও মনের কষ্টে আমি এই
পর্যন্ত কথা বলছিলাম। [১৭] তখন আলী উত্তরে
বললেন, তুমি শান্তিতে যাও; ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র কাছে যা যাচ্ঞা করলে, তা তিনি
তোমাকে দিন। [১৮] হান্না বললেন, আপনার এই
বাঁদী আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করুক। পরে
সেই স্ত্রী তাঁর পথে চলে গেলেন এবং ভোজন
করলেন; তাঁর মুখ আর বিষণ্ন রইলো না।
[১৯] পরে তাঁরা খুব ভোরে উঠে মাবুদের সম্মুখে
সেজ্‌দা করলেন এবং ফিরে রামায় নিজের
বাড়িতে আসলেন। আর ইল্‌কানা তাঁর স্ত্রী হান্নার
সঙ্গে মিলিত হবার পর মাবুদ তাঁকে স্মরণ
করলেন। [২০] তাতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে হান্না
গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করলেন; আর ‘আমি
মাবুদের কাছে একে যাচ্ঞা করে নিয়েছি’ বলে
তার নাম শামুয়েল রাখলেন।
[২১] পরে তাঁর স্বামী ইল্‌কানা ও তাঁর সমস্ত
পরিবার মাবুদের উদ্দেশে বার্ষিক কোরবানী ও
মানত নিবেদন করতে গেলেন; [২২] কিন্তু হান্না
গেলেন না; কারণ তিনি স্বামীকে বললেন,
শিশুপুত্র স্তন্য ত্যাগ করলে আমি তাকে নিয়ে
যাব, তাতে সে মাবুদের সাক্ষাতে নীত হয়ে
নিত্য সেই স্থানে থাকবে। [২৩] তাঁর স্বামী ইল্‌কানা
তাঁকে বললেন, তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে
হয়, তা-ই কর; তার স্তন্য ত্যাগ পর্যন্ত বিলম্ব
কর; মাবুদ কেবল তাঁর ওয়াদা সফল করুন।
অতএব হান্না বাড়িতে রইলেন এবং শিশুপুত্র
যতদিন স্তন্য ত্যাগ না করলো ততদিন তাকে
স্তন্যপান করালেন।
[২৪] পরে তার স্তন্য পান ত্যাগ হলে তিনি তাকে

[১:১০] আইউব ৩:২০; ইশা ৩৮:১৫; ইয়ার ২০:১৮।
[১:১১] পয়দা ১৭:১; জবুর ২৪:১০; ৪৬:৭; ইশা ১:৯।
[১:১৫] জবুর ৪২:৪; ৬২:৮; মাতম ২:১৯।
[১:১৬] জবুর ৫৫:২।
[১:১৭] প্রেরিত ১৫:৩৩।
[১:১৮] পয়দা ১৮:৩; রূত ২:১৩।
[১:১৯] ইউসা ১৮:২৫।
[১:২০] ১শামু ৭:৫; ১২:২৩; ১খান্দান ৬:২৭; ইয়ার ১৫:১; ইব ১১:৩২।
[১:২১] পয়দা ২৮:২০; শুমারী ৩০:২; দ্বি:বি ১২:১১।
[১:২২] হিজ ১৩:২; লূক ২:২২।
[১:২৩] পয়দা ২৫:২১।
[১:২৪] শুমারী ১৫:৮-১০।

দরজা হিসেবেও বলা হয়েছে (৩:২, ১৫)। এই সময়ে সাক্ষ্য-তাঁবুর মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল যেখানে কোন জটিল স্থায়ী ভবনের চেয়ে “ঘর” শব্দটি বৈধভাবে প্রয়োগ করা যায় (ইহি ৭:১২, ১৪ এবং ৭:১২; ২৬:৬ নোট দেখুন)।

১:১১ মানত করে। দেখুন পয়দা ২৮:২০-২২; শুমারী ২১:২ জবুর ৫০:১৪ এবং নোট দেখুন; ৭৬:১১, ১৮; ১৩২:২-৫; মেসাল ২০:২৫ এবং নোট; ৩১:২। শুমারী ৩০ অধ্যায়ে স্ত্রীলোকদের প্রতিজ্ঞা করার বিষয়ে কিছু নিয়ম-কানুন দেওয়া হয়েছে।

এই বাঁদীর। অর্থাৎ, আমার (দেখুন পয়দা ১৮:২ এর নোট)।

স্মরণ কর। স্মরণ করা বলতে সাধারণ ভাবে মনে করার চেয়েও গভীর অর্থ আছে যেমন এখানে হান্না বলেছেন। এখানে তাঁর পক্ষে কাজ করতে বলা হয়েছে (১৯-২০ আয়াত; দেখুন পয়দা ৮:১ আয়াতের নোট)।

ক্ষুর উঠবে না। হান্না এখানে নিজের ইচ্ছাতেই তাঁর পুত্রে জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যেমন শামাউনের জন্য আল্লাহ্‌ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে বলে দিয়েছিলেন (কাজী ১৩:৫ এবং নোট)। লম্বা চুল প্রভুর সেবা করার প্রতীক হিসাবে রাখা হতো এবং তার নাসরীয়ের প্রতিজ্ঞার জন্য একটি বৈশিষ্ট ছিল, যা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হতো, সারা জীবনের জন্য নয় (দেখুন শুমারী ৬:১-২১ এবং নোট)।

১:১৩ মাতাল। ইমাম আলীর ভুল পরিচালনার সেই দিনগুলোতে মদ্যপ অবস্থায় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করাও একটা সাধারণ বিষয় ছিল। কাজী ১:১৭-২১ আয়াতে আরও ধর্মীয় এবং নৈতিক অবনতির প্রমাণ এই সময়ের ঘটনাগুলোতে পাওয়া যায়।

১:১৫ আঙ্গুর-রস কিংবা সুরা। ঐতিহ্যগত ভাবে “শক্তিশালী পানীয়,” কিন্তু এটি শস্য দিয়ে তৈরি মদকে নির্দেশ করে– এটি বিশুদ্ধ স্পিরিট নয়, প্রাচীন কালে এই ধরনের মদের বিষয়ে লোকদের তেমন জ্ঞান ছিল না। মেসোপটেমিয়ার খ্রী: পূ: ২৫০০ বছর আগের লেখা থেকে জানা যায় যে বিয়ার তৈরির শিল্প ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প।

১:১৬ পাষণ্ড । দেখুন দ্বি:বি: ১৩:১৩ এর নোট।

১:২১ বার্ষিক কোরবানী। ৩-৪ এর নোট দেখুন।

মানত। আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করার বিষয়টি সাধারণত ধন্যবাদ উৎসর্গ এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মে এটি ছিল সাধারণ ধার্মিকতার কাজ (দেখুন জবুর ৫০:১৪; ৫৬:১২; ১১৬:১৭-১৮)। কোনো সন্দেহ নেই যে, ইলকানা মাবুদের কাছে শপথ করেছিলেন, যেহেতু তিনি তার শস্য এবং ভেড়ার পালের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি আবাস-তাঁবুর উৎসবের সময়ও তার শপথগুলো পূর্ণ করতেন (৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:২২ স্তন্য ত্যাগ। পূর্ব দেশে এটি তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল যে, শিশুদের তিন বছর অথবা তার চেয়ে বেশি বয়স পর্যন্ত লালন-পালন করা কারণ এরপরে মায়ের বুকের দুধ আর মিষ্টি থাকতো না।

১:২৩ তাঁর ওয়াদা। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা কোনো ওয়াদা যা মাবুদ কোন লোককে ব্যক্তিগত ভাবে দিয়ে থাকেন। মাবুদের কাছ থেকে আসা কথা হিসেবে বোঝানো হয়েছে যা কখনো লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

BACIB
International Bible CHURCH

ইলকানা ও পনিন্না

ইলকানা নামের অর্থ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তিনি হামনের গায়কদলের একজন লেবীয় গায়ক, তবে তিনি লেবীয় গোষ্ঠীর কোন কাজের দায়িত্বে ছিলেন না। তিনি ছিলেন নবী শামুয়েলের পিতা (১ খান্দান ৬:২৭,৩৪)। তিনি ছিলেন ইফ্রাথীয় বংশীয় (১ শামু ১:১,৪,৮); কিন্তু তিনি রামায় বসবাস করতেন। তিনি ধনী ছিলেন বলে সমাজে তাঁর অবস্থান ভাল ছিল। তাঁর দুইজন স্ত্রী ছিলেন, একজনের নাম হান্না, যিনি হযরত শামুয়েলের মা এবং অন্যজন তাঁর সৎ মা পনিন্না। পনিন্না নামের অর্থ প্রবাল। তিনি স্বামীর সাথে আফরাহীমের পার্বত্য শহর রামাথয়িম-সোফীমে বাস করতেন, ১ শামু ১:২-৭।

স্বামীরা যে নানা কারণে কোন কোন সময় অনুভূতিবিহীন হয়ে পরে ইলকানা তার বড় প্রমাণ। তার দুই জন স্ত্রীর মধ্যে পনিন্না তাকে অনেক সন্তান দিতে পেরেছিল এবং তার অন্য স্ত্রী হান্না যদিও তার হৃদয় দখল করেছিলেন কিন্তু কোন সন্তান দিতে পারেন নি কারণ তিনি বন্ধ্যা ছিলেন। অন্যদিকে পনিন্না তাকে তার উত্তরাধিকারী দিতে সমর্থ হয়েছিল কিন্তু তবুও তার মন পায় নি কারণ তিনি হান্নাকে অধিক ভালবাসতেন। হান্না সন্তান দানে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পনিন্না তাঁর জীবনকে অতিষ্ট করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।
শামুয়েলের জন্মের মধ্য দিয়ে যদিও সমস্ত বিষয়টি অন্যদিকে মোড় নেও তবুও পনিন্না ও ইলকানা হান্নার জীবনে বড় প্রভাব রেখেছিল।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ইলকানা শামুয়েলের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাতে তিনি সহযোগীতা করেছিলে।
- তিনি নিয়মিত শীলোতে যেতেন যার মধ্য দিয়ে পরিবারের মধ্যে আল্লাহ্‌র যে গুরুত্ব আছে তা স্বীকার করেছেন।

তাদের দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তার প্রত্যেক স্ত্রীর কিসে সাহায্য হয় তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- হান্নার গর্ভবতী হতে না পারার বিষয়টি নিয়ে পনিন্না তাঁর মন আরও বিষিয়ে তুলেছিল।

তাঁদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- অনুভূতিহীনতার জন্য অজ্ঞতা কোন ভাল অজুহাত নয়।
- মন্দ ব্যবহারের জন্য হিংসা কোন ভাল অজুহাত নয়।
- পরিবারের বিশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়েও আল্লাহ্ কাজ করে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** রামাথয়িম
- **কাজ:** জানা যায় না
- **আত্মীয়-স্বজন:** ইলকানা ও পনিন্নার সন্তানের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। ইলকানা ও হান্নার দু'জন মেয়ে ছিল ও চারজন ছেলে ছিল যাদের মধ্যে শামুয়েলও ছিলেন।
- **সমসাময়িক:** মহা-ইমাম আলী

মূল আয়াত: "তাতে তাঁর স্বামী ইল্‌কানা তাঁকে বলতেন, হান্না, কেন কাঁদছ? কেন ভোজন করছো না? তোমার মন শোকাকূল কেন? তোমার কাছে দশ পুত্রের চেয়েও কি আমি উত্তম নই" (১ শামু ১:৮)?

১ শামুয়েলের ১-২ অধ্যায়ে এই কাহিনী বর্ণিত আছে।

শীলোতে মাবুদের গৃহে নিয়ে গেলেন আর তাদের
সঙ্গে নিলেন তিনটি ষাঁড়, এক ঐফা সুজী ও এক
কুপা আঙ্গুর-রস; তখন শিশুটি অল্পবয়স্ক ছিল।
২৫ পরে তাঁরা ষাঁড় কোরবানী করলেন ও
শিশুটিকে আলীর কাছে আনলেন। ২৬ আর হান্না
বললেন, হে আমার মালিক, আপনার প্রাণের
কসম, হে আমার মালিক, যে স্ত্রী মাবুদের
উদ্দেশে মুনাজাত করতে করতে এই স্থানে
আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল, সে আমি। ২৭ আমি
এই শিশুর জন্য মুনাজাত করেছিলাম; আর
মাবুদের কাছে যা চেয়েছিলাম তা তিনি আমাকে
দিয়েছেন। ২৮ এজন্য আমিও একে মাবুদকে
দিলাম; তাকে চিরজীবনের জন্য মাবুদকে দেওয়া
হল। পরে তাঁরা সেই স্থানে মাবুদকে সেজ্‌দা
করলেন।

বিবি হান্নার মুনাজাত

২ ১ পরে হান্না মুনাজাত করে বললেন,
আমার অন্তঃকরণ মাবুদে উল্লসিত,
আমার শৃঙ্গ মাবুদে উন্নত হল;
দুশমনদের কাছে আমার মুখ বিকশিত হল;
কারণ তোমার নাজাতে আমি আনন্দিতা।
২ মাবুদের মত পবিত্র কেউ নেই,
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই,
আমাদের আল্লাহ্‌র মত আর শৈল নেই।
৩ তোমরা এমন মহা গর্বের কথা আর বলো না,
তোমাদের মুখ থেকে অহংকারের কথা বের না হোক;
কেননা মাবুদ জ্ঞানের আল্লাহ্,
তাঁর দ্বারা সমস্ত কাজ তুলাতে পরিমিত হয়।
৪ শক্তিশালীদের ধনুক ভগ্ন হল,
যাদের স্খলন হয়েছে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।
৫ যারা পরিতৃপ্ত ছিল তারা খাদ্যের জন্য শ্রমজীবী মজুর হল,
যারা ক্ষুধিত ছিল তারা বিশ্রাম লাভ করলো;
এমন কি, বন্ধ্যা স্ত্রী সাতটি পুত্র প্রসব করলো,

[১:২৭] ১শামু ২:২০; জবুর ৬৬:১৯-২০।
[১:২৮] কাজী ১৩:৭।
[২:১] জবুর ১৩:৫; ৩৩:২১; জাকা ১০:৭; লূক ১:৪৬-৫৫।
[২:২] পয়দা ৪৯:২৪; হিজ ৩৩:২২; দ্বিঃবি ৩২:৩৭; ২শামু ২২:২, ৩২; ২৩:৩; জবুর ৩১:৩; ৭১:৩।
[২:৩] ১শামু ১৬:৭; ১বাদশা ৮:৩৯; ১খান্দান ২৮:৯।
[২:৪] আইউ ১৭:৯; ইশা ৪০:৩১; ৪১:১; ৫২:১; ৫৭:১০।
[২:৫] লূক ১:৫৩।

১:২৬ আপনার প্রাণের কসম। কারও কথার সত্যতার উপর জোর দেয়ার একটি প্রথাগত উপায়।

১:২৭ এই শিশুর জন্য মুনাজাত করেছিলাম। শামুয়েলের জন্মের বর্ণনায়, যেখানে ইসরাইলের রাজতন্ত্রের জন্মের বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, সেখানে হান্নাকে ইসরাইলের জন্মের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেহেতু হান্না অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে একটি সন্তান "চেয়েছিলেন", সেভাবে ইসরাইল তার কষ্টের মধ্য দিয়ে একজন বাদশাহ্ "চেয়েছিল", এবং হান্নার সঙ্গীতমূলক প্রশংসা-প্রার্থনা যা শামুয়েলের জন্মের (২:১-১০) পরে দেখা যায় তা দাউদের রাজবংশের অভিষেকের সময় ইসরাইলের প্রশংসা সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

১:২৮ চিরজীবনের জন্য মাবুদকে দেওয়া হল। এখানে একটি অস্বাভাবিক হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা অবিকল তালুতের নামের হিব্রু শব্দের মত শোনায়। এখানে দেখা যায় যে, লেখক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তালুত, যাকে ইসরাইলরা "চেয়েছিল", যিনি এমন তালুত হবেন যাকে মাবুদের সেবার জন্য "দেওয়া হয়েছে" – এভাবে ইসরাইলের প্রত্যেক বাদশাহ্ একজন "তালুত" যিনি মাবুদের সেবা কাজ করবেন।

২:১ মুনাজাত করে। হান্নার প্রার্থনাটি হল আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং ধন্যবাদের সঙ্গীত (দেখুন জবুর ৭২:২০, যেখানে দাউদের জবুরে "মুনাজাত" নামে আখ্যাত)। এই গানটিকে কখনো কখনো "পুরাতন নিয়মের প্রশংসা-গীত" বলা হয়, কারণ এটি ইঞ্জিল শরীফের প্রশংসা সঙ্গীতের সাথে মিল রয়েছে (মরিয়মের গান, লূক ১:৪৬-৫৫)। এখানে "বেনেডিক্টাস" (জাকারিয়ার গান, লূক ১:৬৭-৭৯) এর সাথেও অনেক মিল রয়েছে। হান্নার প্রশংসা গানগুলোতে দাউদের জবুরের শেষের দিকের (২ শামু ২২) জবুরগুলোর মধ্যে অনেক প্রতিধ্বনি দেখা যায়। এই দুটি গান মূল একটি গল্পের ফ্রেমে বাধা, এবং তাদের গানের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা বিষয়বস্তুগুলো সম্পর্কিত– ধর্মতত্ত্ব কিতাবগুলোর মধ্যে এই গানগুলোকে প্রশংসার আকারে দেওয়া হয়েছে। ইসরাইল যখন তার ইতিহাসে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করবেন সেই কথাই হান্না ভবিষ্যদ্বাণী আকারে তা প্রকাশ করেছেন যা তার পুত্র শামুয়েলের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাবুদে উল্লসিত। দেখুন লূক ১:৪ আয়াত। হান্নার মহা আনন্দের কারণ কিন্তু তাঁর শিশু পুত্র নয় কিন্তু আল্লাহ্ যে তার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন তাই তার মহা আনন্দের উৎস।

আমার শৃঙ্গ মাবুদে উন্নত হল। দেখুন দ্বিঃবিঃ ৩৩:১৭; জবুর ৭৫:৪ এবং এর নোট; ৯২:১০; ১১২:৯; লূক ১:৬৯ এবং নোট। এক জনের শৃঙ্গ থাকা হল তাকে "উর্ধে তুলে ধরা", আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে অসম্মানের হাত থেকে উদ্ধার করে সম্মান ও শক্তিতে তুলে ধরা।

২:২ মাবুদের মত পবিত্র কেউ নেই। দেখুন লেবীয় ১১:৪৪ এবং নোট।

তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। দেখুন ২ শামু ৭:২২; ২২:৩২; দ্বিঃবি ৪:৩৫ এবং নোট; ইশা ৪৫:৬।

শৈল। এখানে আল্লাহ্‌র লোকদের সুরক্ষার অশেষ উৎস হিসেবে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র শক্তি এবং স্থায়িত্বকে একটি রূপক অর্থে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (দেখুন ২ শমূ ২২:২ এবং নোট দেখুন; জবুর ১৯:১৪; ইশা ১৭:১০ এবং নোট দেখুন)।

২:৩ এমন মহা গর্ভের কথা আর বলো না। হান্নার সঙ্গে পনিন্নার ব্যবহারের পর (এবং ১, ২ শামু এর অন্যান্য বর্ণনাসমূহ– আলীর ছেলেরা, ফিলিস্তিনীরা, তালুত, নাবল, জালুত, অবশালেম, শিমিয় এবং শেবা)।

মাবুদ জ্ঞানের আল্লাহ্। দেখুন ১৬:৭; ১ বাদশাহ্ ৮:৩৯; জবুর ১৩৯:১-৬ এবং নোট দেখুন; ইউহোন্না ২:২৪-২৫।

২:৪-৫:২:৪-৫ আয়াতে দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রাপ্ত উদাহরণগুলোর সিরিজে হান্না দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রায়ই প্রাকৃতিক প্রত্যাশার বিপরীতে কাজ করেন এবং বিস্ময়কর রদবদলও আনেন– যা বার বারই কিতাবুল মোকাদ্দসের কাহিনীগুলোতে দেখা যায়।

২:৫ সাতটি পুত্র। দেখুন ১:৮ এবং রূত ৪:১৫ নোট দেখুন।

আর বহুপুত্রের মা ক্ষীণা হল।
৬ মাবুদ মারেন ও বাঁচান,
তিনি পাতালে নামান ও ঊর্ধ্বে তোলেন।
৭ মাবুদ দরিদ্র করেন ও ধনী করেন,
তিনি নত করেন ও উন্নত করেন।
৮ তিনি ধূলি থেকে দীনহীনকে তোলেন,
সারের ঢিবি থেকে দরিদ্রকে উঠান,
কুলীনদের সঙ্গে বসিয়ে দেন,
মহিমা-সিংহাসনের অধিকারী করেন।
কেননা দুনিয়ার সমস্ত স্তম্ভ মাবুদের;
তিনি সেই সবের উপরে দুনিয়া স্থাপন
করেছেন।
৯ তিনি তাঁর বিশ্বস্তদের চরণ রক্ষা করবেন,
কিন্তু দুষ্টদেরকে অন্ধকারে স্তব্ধ করা হবে;
কেননা শক্তিতে কোন মানুষ জয়ী হবে না।

[২:৬] ইশা ২৬:১৯; ইহি ৩৭:৩, ১২।
[২:৭] আইউ ৫:১১; ৪০:১২; জবুর ৭৫:৭; ইশা ২:১২; ১৩:১১; ২২:১৯; দানি ৪:৩৭।
[২:৮] ইয়াকুব ২:৫।
[২:৯] মেসাল ৩:২৬।
[২:১০] লূক ১:৬৯।
[২:১১] ইউসা ১৮:২৫।
[২:১২] ইয়ার ২:৮; ৯:৬।
[২:১৩] লেবীয় ৭:৩৫-৩৬।

১০ মাবুদের সঙ্গে বিবাদকারীরা চুরমার হয়ে
যাবে;
তিনি বেহেশতে থেকে তাদের উপরে
বজ্রনাদ করবেন;
মাবুদ দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত শাসন করবেন,
তিনি তাঁর বাদশাহ্‌কে বল দেবেন,
তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির মাথা উন্নত করবেন।
১১ পরে ইল্‌কানা রামায় তাঁর বাড়িতে
গেলেন। আর বালকটি আলী ইমামের সম্মুখে
মাবুদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ইমাম আলীর দুই পুত্রের নাফরমানী

১২ আলীর দুই পুত্র পাষণ্ড ছিল, তারা মাবুদকে
জানত না। ১৩ বাস্তবিক ঐ ইমামেরা লোকদের
সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতো; কেউ কোরবানী
করলে যখন তার গোশ্‌ত সিদ্ধ করা হত, তখন

২:৬-৮ হান্না ঘোষণা করেন যে, জীবন এবং মৃত্যু, সমৃদ্ধি এবং দুর্দশা, এগুলো আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়– নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুগুলোকে একটি মূল বিষয় দ্বারা সমৃদ্ধভাবে চিত্রিত করা হয়েছে (আরও দেখুন দ্বি:বি: ৩২:৩৯; ১ বাদশাহ্‌ ১৭:২০-২৪; ২ বাদশাহ্‌ ৪:৩২-৩৫; ইউহোন্না ৫:২১; ১১:৪১-৪৪ আয়াত)।

২:৬ পাতালে। পয়দা ৩৭:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৮ দুনিয়ার সমস্ত স্তম্ভ। পুরাতন নিয়মের একটি সাধারণ গঠনের জন্য পৃথিবীর ওপর শক্ত ভিত্তি (শুকনো জায়গা যেখানে লোকেরা বসবাস করবে, কিন্তু পৃথিবী নামক গ্রহের ওপর নয়; পয়দা ১:১০) পাওয়া গেল। এই বাক্যটি মহাবিশ্ব গঠনের নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব শেখায় না (দেখুন আইউব ৯:৬; ৩৮:৬; জবুর ২৪:২ এবং নোট দেখুন; ৭৫:৩; ১০৪:৫; জাকা ১২:১)।

২:৯ চরণ রক্ষা করবেন। প্রাচীন ইসরাইলের ভ্রমণের বেশির ভাগই ছিল পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা যেখানে বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল পাথুরে এবং ভয়ানক (দেখুন জবুর ৯১:১১-১২; ১২১:৩)।

তাঁর বিশ্বস্তদের। সেসব মানুষ যারা বিশ্বস্তভাবে মাবুদের সেবা করেন। এই শব্দটি দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে হিব্রু শব্দের মূল শব্দগুলোর মধ্যে ২ শামু ২২:২৬ আয়াতে এই শব্দটি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর লোক উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটি এভাবেও অনুবাদ করা হয়েছে– "বিশ্বস্ত" (জবুর ১২:১, ৩২:৬) এবং "বিশ্বস্ত জন" (মেসাল ২:৮)।

২:১০ শাসন করবেন। তার ন্যায়নিষ্ঠ নিয়মনীতি আরোপ করা (দেখুন জবুর ৯৬:১৩; ৯৮:৯)।

দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত। সকল জাতি এবং লোকেরা (দেখুন দ্বি:বি: ৩৩:১৭; ইশা ৪৫:২২)।

তাঁর বাদশাহ্‌কে। ইসরাইলের রাজপদ প্রতিষ্ঠা করা এবং দাউদের বংশে মসীহের আদর্শের প্রাথমিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হান্নার প্রার্থনা ছিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক, পূর্বাভাসমূলক (লূক ১:৬৯)। অবশেষে তাঁর চাওয়া পূর্ণতা পাবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের ওপর মসীহ্‌ ও তাঁর সম্পূর্ণ বিজয় স্থাপনের মাধ্যমে।

মাথা উন্নত করবেন। প্রতীক্ষিত বাদশাহ্‌র তূরীই হবে "উচুঁতে তোলা ও তাঁকে মহিমান্বিত করা", ঠিক সেভাবেই যেভাবে হান্না করেছিলেন (দেখুন ১ আয়াত)।

অভিষিক্ত। মাবুদের অভিষেক করা সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম রেফারেন্স– তাঁর অভিষিক্ত বাদশাহ্‌। (ইমামগণও আল্লাহ্‌র সেবার জন্য অভিষিক্ত হয়ে থাকেন; দেখুন হিজ ২৮:৪১; লেবী ৪:৩)। এই শব্দটি প্রায়ই "বাদশাহ্‌" এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয় (যেমন এখানে) এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে এই মসীহ্‌ ধারণাটি শব্দ ভাণ্ডারের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। "অভিষিক্ত" এবং "মসীহ্‌" শব্দগুলোর অনুবাদ এবং বর্ণান্তকরণ, যথাক্রমে একই হিব্রু শব্দ। এই হিব্রু শব্দটির গ্রীক অর্থ হল খ্রীষ্টস, যেখান থেকে ইংরেজি "ক্রাইস্ট" শব্দটি এসেছে (দেখুন মথি ১:১ আয়াতের নোট)। প্রথমে ইয়াকুব (পয়দা ৪৯:১০) একজন বাদশাহ্‌র (এহুদার এক জাতি থেকে আসা) বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; বালামের বাণীতে এই রাজত্বের বিষয়টি আরও প্রত্যাশিত হতে দেখা যায় (শুমারী ২৪:৭, ১৭ আয়াত)। এছাড়াও দ্বি:বি: ১৭:১৪-২০ আয়াতে আরও পরে দেখা যায় যখন ইসরাইলরা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে তখন মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে একজন বাদশাহ্‌কে তাঁর লোকদের কাছে পাঠান। ১, ২ শামুয়েলে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে একটি ঐশ্বরিক শাসন বাদশাহ্‌ দাউদের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। একজন বাদশাহ্‌র সম্পর্কে হান্নার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পূর্বাভাস তাঁর ছেলে শামুয়েলকে উৎসর্গের সময় করতে দেখা যায়, যিনি ইসরাইলের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণই উপযুক্ত ছিল।

২:১১ পরিচর্যা করতে লাগলেন। একজন ছোট ছেলে হয়ে তিনি মহা-ইমামকে সেবা দানের মাধ্যমে সহযোগিতা করতেন।

ইমামের সম্মুখে। মাবুদের গৃহে অর্থাৎ এবাদতখানায় (১:২৪; ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১২ পাষণ্ড ছিল। দেখুন ১:১৬ আয়াতের নোট।

তারা মাবুদকে জানত না। পুরাতন নিয়মে "জানা" শব্দটিকে মাবুদকে শুধু বুদ্ধিগত অথবা তাত্ত্বিকভাবেই জানার জন্যই বলা হয় নি। বরং তাঁর সাথে আমাদের সহভাগিতায় প্রবেশ করা এবং কারোর জীবনের ওপর তাঁর দাবিগুলো স্বীকার করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এই কথাটি আল্লাহ্‌র নিয়মের সাথে সম্পর্কিত (দেখুন ইয়ার ৩১:৩৪; হোশেয় ২:২০ এবং নোট দেখুন)।

২:১৩-১৬ ১৩-১৪ আয়াতে সেই অনুশীলনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা ইমামদের মঙ্গল-কোরবানীর অংশ নির্ধারনের জন্য

BACIB
International Bible
CHURCH

ইমামের ভৃত্য তিন কাঁটাযুক্ত শূল হাতে করে
আসত; ১৪ এবং বাটিতে কিংবা হাঁড়িতে কিংবা
কড়াইতে কিংবা পাত্রে তা মারত; আর সেই শূলে
যা উঠতো, তা সকলই ইমাম শূলে করে নিয়ে
যেত; ইসরাইলের যত লোক শীলোতে আসত,
তাদের প্রত্যেকের প্রতি তারা এরকম ব্যবহার
করতো। ১৫ আবার চর্বি না পোড়াতেই ইমামের
ভৃত্য এসে যজমানকে বলতো, ইমামকে শূল্য
গোশ্‌ত দাও; সে তোমা থেকে সিদ্ধ গোশ্‌ত
নেবে না, কাঁচাই নেবে। ১৬ আর ঐ ব্যক্তি যখন
বলতো, প্রথমে চর্বি পুড়িয়ে দিতে হবে, তারপর
তোমার প্রাণের অভিলাষ অনুসারে গ্রহণ করো,
তখন সে জবাবে বলতো, না, এখনই দাও,
নতুবা কেড়ে নেব। ১৭ এভাবে মাবুদের সাক্ষাতে
ঐ যুবকদের গুনাহ্‌ অতিশয় ভারী হল, কেননা
তারা মাবুদের নৈবেদ্য অবজ্ঞা করতো।

শীলোতে বালক শামুয়েল

১৮ কিন্তু বালক শিশুপুত্র শামুয়েল মসীনা-সূতার
এফোদ পরে মাবুদের সম্মুখে পরিচর্যা করতেন।
১৯ আর তাঁর মা প্রতি বছর এক একখানি ছোট
পোশাক প্রস্তুত করে স্বামীর সঙ্গে বার্ষিক
কোরবানী করার জন্য আসার সময়ে তা এনে
তাঁকে দিতেন। ২০ আর আলী ইল্‌কানা ও তাঁর
স্ত্রীকে এই দোয়া করলেন, মাবুদকে যা দেওয়া
হয়েছিল, তার পরিবর্তে তিনি এই স্ত্রী থেকে
তোমাকে আরও সন্তান দিন।
২১ পরে তাঁরা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। আর
মাবুদ হান্নাকে দোয়া করলেন; তাতে তিনি
গর্ভবতী হলেন, আর তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা
প্রসব করলেন। ইতোমধ্যে বালক শামুয়েল
মাবুদের সাক্ষাতে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

ইমাম আলীর পরিবারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

২২ আর আলী অতিশয় বৃদ্ধ হলেন এবং সমস্ত
ইসরাইলের প্রতি তাঁর পুত্রেরা যা যা করে,
সেসব কথা এবং জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
সেবা করার জন্য যে সমস্ত স্ত্রীলোক আসত
তাদের সঙ্গে তারা শয়ন করে, সেই কথা তিনি
শুনতে পেলেন। ২৩ তখন তিনি তাদের বললেন,
তোমরা কেন এমন ব্যবহার করছো? আমি এ
সব লোকের কাছে তোমাদের মন্দ আচরণের
কথা শুনতে পাচ্ছি। ২৪ হে আমার পুত্ররা, না না,
আমি যে জনরব শুনতে পাচ্ছি, তা ভাল নয়;
তোমরা মাবুদের লোকদেরকে হুকুম লঙ্ঘন
করাচ্ছ। ২৫ মানুষ যদি মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করে, তবে আল্লাহ্‌ তার বিচার করবেন; কিন্তু

[২:১৬] লেবীয় ৩:৩, ১৪-১৬; ৭:২৯-৩৪।
[২:১৭] শুমারী ১৪:১১; ইয়ার ৭:২১; ইহি ২২:২৬; মালা ২:৭-৯।
[২:১৮] ১শামু ২২:১৮; ২৩:৯; ২শামু ৬:১৪; ১খান্দান ১৫:২৭।
[২:১৯] ১শামু ১:৩।
[২:২০] ১শামু ১:২৭।
[২:২১] কাজী ১৩:২৪; লূক ১:৮০; ২:৪০।
[২:২২] হিজ ৩৮:৮।
[২:২৫] হিজ ৪:২১; ইউসা ১১:২০; ইব ১০:২৬।

গ্রহণ করা হয় (লেবীয় ৭:৩১-৩৬; ১০:১৪-১৫; দ্বি:বি: ১৮:১-৫)। এটি একটি ঐতিহ্য যা সম্ভবত তারা ত্রিশুল দিয়ে খোঁচা মেরে কোরবানীর ভাল অংশগুলো নেবার জন্য ধৃষ্টতা দেখাতো। ১৫-১৬ আয়াতে সেই কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে আলীর ছেলেরা ভয়ংকর ভাবে আইন এবং রীতি লঙ্ঘন করেছিল।

২:১৫ চর্বি না পোড়াতেই। কোরবানগাহের ওপর মাবুদের অংশ, যা তিনি প্রথমে গ্রহণ করতেন (দেখুন লেবী ৩:১৬ এবং নোট দেখুন; ৪:১০, ২৬, ৩১, ৩৫; ৭:৩০-৩১; ১৭:৬ আয়াত)।

পোড়াতেই। আইনে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে ইমামদের অংশটি রান্না করার একমাত্র উপায় হল সিদ্ধ করা (শুমারী ৬:১৯-২০)। কোরবানীর মাংস পোড়ানো শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এটা শুধু ঈদুল ফেসাখের ভেড়া কোরবানীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা ছিল (হিজ ১২:৮-৯; দ্বি:বি: ১৬:৭)। এই অনুচ্ছেদের অংশটিতে দেখে মনে হয় যে, ইমামদের জন্য বরাদ্দ করে রাখা কোরবানীর অংশ পোড়ানো আইনে নিষিদ্ধ।

২:১৬ নতুবা কেড়ে নেব। যারা এবাদত করতে আসতেন তাদের ইমামদেরকে কোরবানীর অংশ দেয়াটা ছিল একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ (দেখুন লেবী ৭:২৮-৩৬; দ্বি:বি: ১৮:৩)।

২:১৮ কিন্তু বালক শিশুপুত্র শামুয়েল। ২:১২ এবং ৪:১ আয়াতের মধ্যে লেখক শামুয়েল এবং আলীর ছেলেদের চরিত্রের মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য ও বৈপরিত্য দেখিয়েছেন।

মসীনা-সূতার এফোদ। একটি ইমামীয় পোষাক, যারা মাবুদের সেবা কাজ করতেন তারা এটি পড়তেন (দেখুন ২২:১৮; ২ শামু ৬:১৪)। শামুয়েলের পোষাকের সাথে মহা-ইমামদের এফোদের সাথে মিল ছিল (২৮ আয়াতের নোট দেখুন; হিজ ৩৯:১-৭)।

২:১৯ ছোট পোশাক। একটি হাতাহীন পোষাক যা হাঁটু পর্যন্ত ছিল, যেটা ভেতরের পোষাকের ওপর এবং এফোদ এর নিচে পড়া হতো।

বার্ষিক কোরবানী। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২২ যে সমস্ত স্ত্রীলোক আসত তাদের সঙ্গে তারা শয়ন করে। দেখুন হিজ ৩৮:৮ আয়াত। পুরাতন নিয়মের মধ্যে আর কোথাও মেয়েদের আবাস-তাঁবুতে অথবা এবাদতখানায় সেবা কাজ করার বিষয় দেখা যায় না (কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে হান্নাকে দেখা যায় (লূক ২:৩৬- ৩৮)। তাদের সেবা কাজের সাথে লেবীয়দের কাজ, যা কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণনা করা হয়েছে তা গুলিয়ে ফেলা যাবে না (শুমারী ১:৫০; ৩:৬-৮; ৮:১৫; ১৬:৯; ১৮:২-৩)। আলীর ছেলেদের অনৈতিক কাজগুলো কেনানীয় উপাসনার স্থানে মন্দির-বেশ্যার অর্থাৎ উর্বরতার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়– এই কাজগুলো মাবুদের কাছে জঘন্যতম ছিল এবং তাঁর এবাদতখানকে অপবিত্র করে (দ্বি: বি: ২৩:১৭-১৮)।

২:২৩ তিনি তাদের বললেন। আলী তাঁর ছেলেদের তীব্র তিরষ্কার করলেও তাঁর ছেলেদের এবাদতখানার কার্যালয় থেকে সরাতে পারেন নি যে কাজটি পরিশেষে আল্লাহ্‌ করেছেন।

২:২৫ আল্লাহ্‌। আলীর যুক্তি হল এই যখন কেউ অন্য কারো বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তখন কোন তৃতীয় ব্যক্তি তার মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে (এখানে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হতে পারে অথবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, বিচারকদেরও বোঝানো হতে পারে; হিজ ২২:৮-৯ আয়াতের ওপর লেখা নোটগুলো এবং জবুর ৮২:১ আয়াতের নোট দেখুন); কিন্তু আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যখন অপরাধ করে তখন তার জন্য মিনতি করার কেউ থাকে না, তখন আল্লাহ্‌ অন্যায়কারী এবং বিচারকর্তা উভয়ের শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

হান্না

হান্না নামের অর্থ, রহমত। তিনি লেবীয় বংশীয় ইলকানার স্ত্রী, হযরত শামুয়েলের মা (১ শামু ১:২; ২:১)। তাঁর বাড়ি ছিল রামাথয়িম-সোফীম শহরে; সেখান থেকে তিনি প্রতি বছর হযরত মূসার শরীয়ত অনুসারে কোরবানী করার জন্য শীলোতে যেতেন, যেখানে হযরত ইউসা শরীয়ত-তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। সেখানে ইমাম আলী তাঁকে দোয়া করেন যেন মাবুদ তাঁকে একটি সন্তান দান করেন (১ শামু ১:১৪-১৬)। এরপর ইলকানা ও তার স্ত্রী হান্না তাদের বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং পরবর্তী ঈদুল-ফেসাখের সময় হান্না একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। হান্না আল্লাহ্ মাবুদের এই দয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে পুত্রটির নাম রাখেন শামুয়েল, যার অর্থ "আল্লাহ্ মুনাজাত শোনেন"। শিশুটি মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছাড়লে (সম্ভবত তৃতীয় বছর) হান্না ও ইল্কানা তাকে শীলোতে মাবুদের গৃহে নিয়ে আসেন এবং মাবুদের উদ্দেশে দিয়ে দেন, যেন সারা জীবন সে আল্লাহ্ মাবুদের জন্য কাজ করে (১ শামু ১:২৭,২৮)। হযরত শামুয়েলের পর হান্নার আরও তিনটি পুত্র এবং দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- কাজীগণের মধ্যে সবচেয়ে মহান কাজী নবী শামুয়েল মা।
- নিয়মিত এবাদতকারী যাঁর মুনাজাত খুবই শক্তিশালী ও কার্যকর।
- নিজের ইচ্ছায় তিনি আল্লাহ্র পথে চলেন ও যদিও তা খুব ব্যয় সাপেক্ষ্য।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- আত্ম-মর্জাদা সম্বন্ধে তিনি নিজের সঙ্গে নিজেই অনেক বুঝাপড়া করেছেন কারণ তিনি কোন সন্তান জন্ম দিতে পারছিলেন না।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ মুনাজাত শুনেন ও তার উত্তর দিয়ে থাকেন।
- সন্তানেরা হল আল্লাহ্র কাছ থেকে দত্ত উপহার।
- যারা নির্যাতিত ও অবহেলিত হন তাদের প্রতি আল্লাহ্র মনোযোগ আছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** ইফ্রয়িম
- **কাজ:** গৃহিনী
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্বামী: ইলকানা, পুত্র: শামুয়েল, পরে আরও তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে
- **সমসাময়িক:** মহা-ইমাম আলী

মূল আয়াত: "আর হান্না বললেন, হে আমার মালিক, আপনার প্রাণের কসম, হে আমার মালিক, যে স্ত্রী মাবুদের উদ্দেশে মুনাজাত করতে করতে এই স্থানে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল, সে আমি। আমি এই শিশুর জন্য মুনাজাত করেছিলাম; আর মাবুদের কাছে যা চেয়েছিলাম তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। এজন্য আমিও একে মাবুদকে দিলাম; তাকে চিরজীবনের জন্য মাবুদকে দেওয়া হল। পরে তাঁরা সেই স্থানে মাবুদকে সেজ্‌দা করলেন" (১ শামুয়েল ১:২৬-২৮)।

১ শামুয়েল কিতাবের ১ ও ২ অধ্যায়ে তার কথা বর্ণিত আছে।

মানুষ যদি মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে, তবে
তার জন্য কে ফরিয়াদ করবে? তবুও তারা
পিতার কথায় কান দিত না, কেননা তাদের হত্যা
করা মাবুদের অভিপ্রেত ছিল। ২৬ কিন্তু বালক
শামুয়েল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে মাবুদের ও
মানুষের অনুগ্রহ লাভ করতে থাকলেন।
২৭ পরে আল্লাহ্‌র এক জন লোক আলীর কাছে
এসে বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন, যে সময়ে
তোমার পিতার কুল মিসরে ফেরাউন-কুলের
অধীন ছিল, তখন আমি না প্রত্যক্ষরূপে তাদের
দর্শন দিয়েছিলাম? ২৮ আমার ইমাম হবার জন্য,
আমার কোরবানগাহ্‌র উপরে কোরবানী করতে ও
ধূপ জ্বালাবার জন্য, আমার সাক্ষাতে এফোদ
পরবার জন্য আমি না ইসরাইলের সমস্ত বংশ
থেকে তাকে মনোনীত করেছিলাম? আর বনি-
ইসরাইলদের অগ্নিকৃত সমস্ত উপহার না তোমার
পিতৃকুলকে দিয়েছিলাম? ২৯ অতএব আমি আমার
নিবাসে যা কোরবানী করতে হুকুম করেছি,
আমার সেই কোরবানী ও নৈবেদ্যের উপরে
তোমরা কেন পদাঘাত করছো? এবং আমার
লোক ইসরাইলের সমস্ত কোরবানীর অগ্রিমাংশ
দ্বারা যাতে তোমরা হৃষ্টপুষ্ট হও, এই আশায় তুমি

[২:২৬] কাজী ১৩:২৪; লূক ২:৫২।
[২:২৭] দ্বি:বি ৩৩:১; কাজী ১৩:৬।
[২:২৮] হিজ ২৮:১।
[২:২৯] দ্বি:বি ১২:৫।
[২:৩০] ইশা ৫৩:৩; নহূম ৩:৬; মালা ২:৯।
[২:৩১] ১শামু ৪:১১-১৮; ২২:১৬।
[২:৩২] ১শামু ৪:৩; ২২:১৭-২০; ইয়ার ৭:১২, ১৪।
[২:৩৩] ইয়ার ২৯:৩২; মালা ২:১২।
[২:৩৪] দ্বি:বি ১৩:২।

কেন আমার চেয়ে তোমার পুত্রদেরকে বেশি
গৌরবান্বিত করছো? অতএব ইসরাইলের আল্লাহ্
মাবুদ বলেন, ৩০ আমি নিশ্চয় বলেছিলাম;
তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগে যুগে
আমার সম্মুখে গমনাগমন করবে, কিন্তু এখন
মাবুদ বলেন, তা আমার কাছ থেকে দূরে
থাকুক। কেননা যারা আমাকে গৌরবান্বিত করে,
তাদেরকে আমি গৌরবান্বিত করবো; কিন্তু যারা
আমাকে তুচ্ছ করে, তারা তুচ্ছতর হবে।
৩১ দেখ এমন সময় আসছে, যে সময়ে আমি
তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু কেটে
ফেলব, তোমার কুলে একটি বৃদ্ধও থাকবে না।
৩২ আর আল্লাহ্ ইসরাইলকে যে সমস্ত মঙ্গল
দেবেন, তাতে তুমি আমার নিবাসের সঙ্কট
দেখবে এবং তোমার কুলে কেউ কখনও বৃদ্ধকাল
পর্যন্ত জীবিত থাকবে না। ৩৩ আর আমি আমার
কোরবানগাহ্ থেকে তোমার যে লোককে ছেঁটে
না ফেলব, সে তোমার চোখের ক্ষয় ও প্রাণের
ব্যথা জন্মাবার জন্য থাকবে এবং তোমার কুলে
উৎপন্ন সমস্ত লোক যৌবনাবস্থায় মারা যাবে।
৩৪ আর তোমার দুই পুত্র, হফ্‌নি ও পীনহসের
উপরে যা ঘটবে, তা তোমার জন্য চিহ্ন হবে;

তাদের হত্যা করা মাবুদের অভিপ্রেত ছিল। এই ধরনের গুনাহ্‌গারদের জন্য মৃত্যুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। লেখক এই মন্তব্যটি বর্ণনামূলক করেছেন আলীর ছেলেদের ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু এটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে আলী সাবধান করতে অনেক দেরী করে ফেলেছেন। আলীর ছেলেরা এত বেশি গুনাহ্ করেছিল যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিচার নির্ধারিত ছিল (৩৪ আয়াত; দেখুন ইহি ১১:২০)।

২:২৬ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে মাবুদের ও মানুষের অনুগ্রহ লাভ করতে থাকলেন। দৈহিক উচ্চতায় বেড়ে ওঠা এবং মাবুদ এবং মানুষের সুনজরে থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। লূক লিখিত সুসমাচারে ঈসা মসীহের বেলায় একই বর্ণনা পাওয়া যায় (লূক ২:৫২)।

২:২৭ আল্লাহ্‌র এক জন লোক। একজন নবীকে প্রায়ই এই উপাধি দেয়া হয় (দেখুন ৯:৬, ৯-১০; দ্বি:বি ৩৩:১; ইহি ১৪:৬; ১ বাদশাহ্ ১৩:১; ১৭:২৪; ২ বাদশাহ্ ৪:৯)।

তোমার পিতার কুল। হারুনের বংশধরেরা।

২:২৮ আমার ইমাম হবার জন্য। এখানে ইমামদের তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: (১) কোরবানগাহের কাছে যাওয়া। শরীয়ত-সিন্দুকের উঠোনে কোরবানগাহের কাছে পোড়ানো কোরবানী আচার-অনুষ্ঠান করা। (২) ধূপ জ্বালানো। পবিত্রস্থানের ধূপগাহে ধূপ জ্বালানো (হিজ ২৮:৬-১৪)। (৩) এফোদ পড়া। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে মহা-ইমামের বিশেষ এফোদের কথা রেফারেন্স হিসেবে দেয়া হয়েছে (দেখুন হিজ ২৮:৬-১৪)। বুক-ঢাকনের ভাঁজের ভিতরে উরীম এবং তুম্মীম রাখা যা এফোদের সাথে সংযুক্ত থাকবে। উরীম এবং তুম্মীম হল ঐশ্বরিক নির্দেশ দান করার মাধ্যম, এর অর্থ হল এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ইমামদের তাঁর নির্দেশনা দিতেন, যা মহা-ইমামদের তত্ত্বাবধানে রাখা হতো (দেখুন হিজ ২৮:৩০ এবং নোট দেখুন; আরও দেখুন ১ শামুয়েল ২৩:৯-১২; ৩০:৭-৮)।

২:৩০ আমি নিশ্চয় বলেছিলাম। দেখুন হিজ ২৯:৯; লেবী ৮-৯; শুমারী ১৯-১৭; ২৫:১৩। আমার কাছ থেকে দূর হতে হবে! এখানে এটা বলা হয়নি যে হারুনের পরিবারকে ইমাম হওয়ার প্রতিজ্ঞা নাকোচ করা হয়েছে, কিন্তু আলী এবং তার পরিবারকে তাদের গুনাহের জন্য এই বিশেষ সুযোগ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। মাবুদ বলছেন যে, যারা তাঁকে সম্মান করবে, তিনিও তাদের সম্মান করবেন। দেখুন ২৯ আয়াত। রূহানিক এই বিশেষ অধিকারগুলো দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা নিয়ে আসে; এগুলোকে অপরিবর্তনীয় অধিকার হিসেবে গণ্য করা যায় না (দেখুন ২ শামু ২২:২৬-২৭)।

২:৩১ তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু। বাহু হল শক্তির প্রতীক। আলীর "হাত" এবং এবং এটাই তার ইমামীয় পরিবার যা কেটে ফেলা হবে (দাউদের বিপরীত, ২ শামু ২২:৩৫)।

তোমার কুলে কেউ কখনও বৃদ্ধকাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে না। আলীর ছেলেদের মৃত্যুর মাধ্যমে তার ইমামীয় পরিবারকে ধ্বংস করার একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় (৪:১১), যা তালুতের নোব-এ আলীর বংশধরদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে (২২:১৮-১৯) এবং বাদশাহ্ সোলায়মানের অবিয়াথরকে ইমাম পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার (১ বাদশাহ্ ২:২৬-২৭) মাধ্যমে পূর্ণতা পায়।

২:৩২ তুমি আমার নিবাসের সঙ্কট দেখবে। ফিলিস্তিনীদের দ্বারা শরীয়ত-সিন্দুক দখল (৪:১-১১), এছাড়াও রয়েছে শীলোর ধ্বংস (ইয়ার ৭:১৪) এবং নোবে আবাস-তাঁবুর স্থানান্তর (২১:১-৬; ২১:১ এর নোট দেখুন)।

২:৩৩ স্পষ্টত উল্লেখ্য যে, দাউদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আদোনিয়কে বাদশাহ্ করার অসফল প্রচেষ্টার পর অবিয়াথরকে বাদশাহ্ সোলায়মান ইমাম পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন (দেখুন ১ বাদশাহ্ ২:২৬-২৭)।

২:৩৪ তা তোমার জন্য চিহ্ন হবে। হফ্‌নি এবং পীনহসের

BACIB
International Bible CHURCH

তারা দু'জন এক দিনে মারা যাবে। ৩৫ আর আমি
আমার জন্য এক জন বিশ্বস্ত ইমামকে উৎপন্ন
করবো, সে আমার অন্তর ও আমার মনের মত
কাজ করবে; আর আমি তার একটি স্থায়ী কুল
প্রতিষ্ঠিত করবো; সে নিয়মিতভাবে আমার
অভিষিক্ত ব্যক্তির সম্মুখে আসা যাওয়া করবে।
৩৬ আর তোমার কুলের মধ্যে অবশিষ্ট প্রত্যেক
জন একটি রূপার মুদ্রা ও এক খণ্ড রুটির জন্য
তার কাছে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করতে
আসবে, আর বলবে, আরজ করি, আমি যাতে
এক খণ্ড রুটি খেতে পাই, সেজন্য একটি
ইমামের পদে আমাকে নিযুক্ত করুন।

হযরত শামুয়েলের প্রতি মাবুদের আহ্বান

৩ ১ আর বালক শামুয়েল আলীর সম্মুখে
মাবুদের পরিচর্যা করতেন। আর সেই
সময়ে মাবুদের কালাম দুর্লভ ছিল, যখন তখন
দর্শন পাওয়া যেত না। ২ আর সেই সময়ে
ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে আলী আর দেখতে পেতেন
না। এক দিন আলী নিজের জায়গায় শুয়ে
আছেন, ৩ আল্লাহ্‌র প্রদীপ নিভে যায় নি এবং
আল্লাহ্‌র সিন্দুক যে স্থানে ছিল, শামুয়েল সেই
স্থানে অর্থাৎ মাবুদের গৃহের মধ্যে শুয়ে আছেন;
৪ এমন সময়ে মাবুদ শামুয়েলকে ডাকলেন; আর
তিনি জবাবে বললেন, এই যে আমি। ৫ পরে তিনি
আলীর কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, এই যে
আমি; আপনি তো আমাকে ডেকেছেন। তিনি
বললেন, আমি ডাকি নি, তুমি ফিরে গিয়ে শুয়ে
থাক। তখন তিনি গিয়ে শুয়ে রইলেন। ৬ পরে
মাবুদ পুনর্বার ডাকলেন, শামুয়েল; তাতে
শামুয়েল উঠে আলীর কাছে গিয়ে বললেন, এই
যে আমি; আপনি তো আমাকে ডেকেছেন। তিনি
জবাবে বললেন, বৎস, আমি ডাকি নি, তুমি
ফিরে গিয়ে শুয়ে থাক। ৭ তখনও শামুয়েল
মাবুদের পরিচয় পান নি এবং তাঁর কাছে
মাবুদের কালামও প্রকাশিত হয় নি। ৮ পরে
মাবুদ তৃতীয়বার শামুয়েলকে ডাকলেন; তাতে
তিনি উঠে আলীর কাছে গিয়ে বললেন, এই যে
আমি; আপনি তো আমাকে ডেকেছেন। তখন
আলী বুঝলেন, মাবুদই বালকটিকে ডাকছেন।
৯ অতএব আলী শামুয়েলকে বললেন, তুমি গিয়ে
শুয়ে থাক; যদি তিনি আবার তোমাকে ডাকেন,
তবে বলো, হে মাবুদ, বলুন, আপনার গোলাম
শুনছে। তখন শামুয়েল গিয়ে নিজের জায়গায়
শুয়ে রইলেন।
১০ পরে মাবুদ এসে দাঁড়ালেন এবং অন্য
অন্যবারের মত ডেকে বললেন, শামুয়েল,
শামুয়েল; আর শামুয়েল জবাবে বললেন, বলুন,

[২:৩৫] ২শামু ৮:১৭; ২০:২৫; ১বাদশা ১:৮, ৩২; ২:৩৫; ৪:৪; ১খান্দান ১৬:৩৯; ২৯:২২; ইহি ৪৪:১৫-১৬।
[২:৩৬] ইহি ৪৪:১০-১৪।
[৩:১] জবুর ৭৪:৯; মাতম ২:৯; ইহি ৭:২৬।
[৩:২] ১শামু ৪:১৫।
[৩:৩] হিজ ২৫:৩১-৩৮; লেবীয় ২৪:১-৪।
[৩:৪] পয়দা ২২:১; হিজ ৩:৪।
[৩:৭] শুমারী ১২:৬; আমোস ৩:৭।
[৩:১০] হিজ ৩:৪।

(৪:১১) মৃত্যুর পর এটি নিশ্চিত হয় যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দীর্ঘমেয়াদী। এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কথার নিশ্চয়তা লক্ষণীয় ছিল (দেখুন ১০:৭-৯; ১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩ এবং নোট দেখুন; ইয়ার ২৮:১৫-১৭; লূক ১:১৮-২০, ৬৪ আয়াত)।

২:৩৫ আমি আমার জন্য এক জন বিশ্বস্ত ইমামকে উৎপন্ন করবো। প্রাথমিকভাবে সাদোকের ব্যক্তিত্বে এই ইমামত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে, যিনি দাউদের সময় একজন ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন (দেখুন ২ শামু ৮:১৭; ১৫:২৪, ৩৫; ২০:২৫) এবং তার পরে সোলায়মানের রাজত্বের সময়ে অবিয়াথর সাদোকের জায়গায় মহা-ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ছিলেন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২:৩৫; ১ খান্দান ২৯:২২)।

একটি স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করবো। একজন বিশ্বস্ত ইমামকে একটি "বিশ্বস্ত" ইমামীয় পরিবার দেয়া হবে। এই একই কথা দাউদকে নিয়ে বলা হয়েছিল (২৫:২৮, "দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ"; আরও দেখুন ২ শামু ৭:১৬; ১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৮)। সাদোকের পর তার ছেলে অসরিয় ইমাম হন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৪:২) এবং একটি সময়ে তিনি নির্বাসিত হন এবং ফিরে আসেন (দেখুন ১ খান্দান ৬:৮-১৫; উজায়ের ৩:২)। এটি চলতে থাকে পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত যখন আন্তয়ুখস্‌ এফিফানিস ইমাম পদটি মেনিলাসের কাছে বিক্রি করেন যে হারুনের বংশধর ছিল না (১৭৫-১৬৪ খ্রীঃ পূঃ)।

আমার অভিষিক্ত ব্যক্তির। দাউদ এবং তাঁর উত্তরা-ধিকারীরা (১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১ বালক শামুয়েল। দেখুন ২:১১-১৮ আয়াত। শামুয়েল এখন আর ছোট ছেলে নেই (দেখুন ২:২১, ২৬)। ইহুদী ঐতিহাসিক যোসেফাস তাঁর বয়স ১২ বছর উল্লেখ করেন; শামুয়েল হয়তো আরো বড় ছিলেন।

সেই সময়ে মাবুদের কালাম দুর্লভ ছিল। দেখুন মেসাল ২৯:১৮ এবং নোট দেখুন; আমোস ৮:১১। ২:২৭-৩৬ কাজীগণের পুরো সময়কাল নবীদের ছাড়াই ছিল, আমরা এখানে শুধু দু'জন নবী (কাজী ৪:৪; ৬:৮) এবং ৫টি দর্শনের কথা বলেছি (কাজী ২:১-৩; ৬:১১-২৬; ৭:২-১১; ১০:১১-১৪; ১৩:৩-২১)। সম্ভবত ২ খান্দান ১৫:৩ আয়াতে এই সময়ের কথা বলা হয়েছে।

দর্শন। দেখুন পয়দা ১৫:১ আয়াত।

৩:৩ আল্লাহ্‌র প্রদীপ নিভে যায় নি। এখানে সোনার বাতিদানের একটি রেফারেন্স দেয়া হয়েছে, যেটা পবিত্র স্থানের সামনে রুটি রাখবার টেবিলের বিপরীতে রাখা হয় (হিজ ২৫:৩২-৪০)। তখনও রাত ছিল, কিন্তু ভোর বেলা হতে হতে সেই আলো কমতে শুরু করে এবং নিভে যায় (দেখুন হিজ ২৭:২০-২১; ৩০:৭-৮; লেবী ২৪:৩-৪; ২ খান্দান ১৩:১১; মেসাল ৩১:১৮)। সকাল হওয়ার আগে বাতি নিভে যাওয়া ছিল শরীয়তের আইন কানুনের বিরুদ্ধ।

মাবুদের গৃহের। ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৪ এই যে আমি। পয়দা ২২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৫ আমি ডাকি নি। ইমাম আলীর এটা ব্যর্থতা যে, তিনি প্রথমেই বুঝতে পারেন নি আল্লাহ্‌ শামুয়েলকে ডেকেছিলেন, হয়তো এটি তারই ইঙ্গিত যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর নিজের তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই।

৩:৭ তখনও শামুয়েল মাবুদের পরিচয় পান নি। আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি কথা বলার অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে (দেখুন হিজ ১:৮), যেমন– আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শামুয়েলের দর্শন লাভ তখনও হয় নি (আয়াতের শেষ অর্ধেক অংশটি দেখুন)।

৩:১০ শামুয়েল, শামুয়েল। পয়দা ২২:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

আলী

আলী নামের অর্থ, আরোহণ। শীলোহে শরীয়ত-সিন্দুক থাকাকালে তিনি ছিলেন সেখানকার মহা-ইমাম (১ শামু ১:৩,৯)। তিনি হারুনের চতুর্থ পুত্র, ঈথামর বংশীয় (২ শামু ৮:১৭)। শামাউনের মৃত্যুর পর ইমাম আলী ইসরাইলের লোকদের বিচার কাজ করতেন (১ শামু ৪:১৮)। তিনি চল্লিশ বছর বনি-ইসরাইলদের শাসন করেন। তার পুত্র হফ্‌নি ও পীনহস লম্পট ও অসৎ চরিত্রের ছিল। তিনি অনেক চেষ্টা করেও তাদের ভাল করতে পারেন নি, ফলে তার পরিবারে মাবুদের শাস্তি নেমে আসে। ইসরাইলরা ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অফেকে তাদের সৈন্যশিবির স্থাপন করে। মিস্পার কাছে যুদ্ধে বনি-ইসরাইলরা সবাই পরাজিত হয়। তাদের ৪ হাজার সৈন্য যুদ্ধে মারা যায়। এরপর বনি-ইসরাইলরা শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় এবং পরাজিত হয়। হফ্‌নি ও পীনহস শরীয়ত-সিন্দুক যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল। কেনানে বসতি স্থাপনের পর এই প্রথম শরীয়ত-সিন্দুক ইসরাইলের হাত ছাড়া হয়। ফিলিস্তিনীদের আক্রমণে অনেক ইসরাইলীয় সৈন্য নিহত হয়। বিন্‌ইয়ামীন বংশীয় একজন সৈন্য এই সংবাদ ২০ মাইল দূরে অবস্থিত শীলোহে পৌঁছে দেয়। তখন আলী যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য গভীর আগ্রহে দরজার কাছে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে এই সংবাদ আসে যে: "ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করেছে, লোকদের মধ্যে মহাসংহার হয়েছে; আপনার দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসও মারা গেছে এবং আল্লাহ্‌র সিন্দুক শত্রুর হস্তগত হয়েছে," (১ শামু ৪:১২-১৮)। তিনি তখন ৯৮ বছরের বৃদ্ধ ছিলেন, ফলে এই সংবাদে তিনি তাঁর আসন থেকে পিছনে পড়ে গিয়ে মারা যান। হিব্রু ভাষায় আলী বা এলি শব্দের অর্থ "আমার আল্লাহ্‌," (মথি ২৭:৪৬)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি বনি-ইসরাইলের ৪০ বছরের জন্য বিচারকর্তা ছিলেন।
- শামুয়েলের মা হান্নার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মাবুদের দোয়ার বিষয়ে নিশ্চিত করেছিলেন।
- শামুয়েলের দেখাশুনা করেছেন ও তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যাতে তিনি বনি-ইসরাইলের মহান বিচারকর্তা হতে পারেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তাঁর ছেলেরা যখন পাপ করেছে তখন তিনি তাদের সংশোধন করতে পারেন নি।
- সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যে পরিণত করার চেয়ে বরং কোন খারাপ অবস্থায় পড়লে স্পর্শকাতর হয়ে পড়তেন।
- নিয়ম-সিন্দুককে বনি-ইসরাইলের সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির বিষয়টি না দেখে শুধু শক্তির উৎস হিসাবে দেখেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- দায়িত্বের সঙ্গেই বাবা-মাকে তার সন্তানদের শাসন করতে হবে।
- জীবন শুধু সাধারণভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো নয়, এর জন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- পেছনের বিজয়গুলো বর্তমানের বিজয়ের কোন কারণ হতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** শীলোহ
- **কাজ:** মহা-ইমাম ও বিচারকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** ছেলে: হফ্‌নি ও পীনহস
- **সমসাময়িক:** শামুয়েল

মূল আয়াত: "আর আল্লাহ্‌র সিন্দুক দুশমনদের হস্তগত হল এবং আলীর দুই পুত্র, হফ্‌নি ও পীনহস্‌ মারা পড়লো। তখন বিন্‌ইয়ামীনীয় এক জন লোক সৈন্যশ্রেণী থেকে দৌড়ে গিয়ে সেই দিনে শীলোতে উপস্থিত হল; তার কাপড় ছেঁড়া ও মাথায় মাটি ছিল। যখন সে আসছিল, দেখ, পথের পাশে আলী তাঁর আসনে বসে প্রতীক্ষা করছিলেন; কেননা তাঁর অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র সিন্দুকের জন্য থর থর করে কাঁপছিল। পরে সেই লোকটি নগরে উপস্থিত হয়ে ঐ সংবাদ দিলে সমস্ত নগরস্থ লোক কান্নাকাটি করতে লাগল। আর আলী সেই ক্রন্দনের আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কলরবের কারণ কি? তখন সেই লোকটি শীঘ্র এসে আলীকে সংবাদ দিল" (১ শামুয়েল ৩:১১-১৪)।

১ শামুয়েল কিতাবের ১-৪ অধ্যায়ে তার কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া, ১ বাদশাহ্‌নামা ২:২৬,২৭ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনার গোলাম শুনছে। ১১ তখন মাবুদ শমুয়েলকে বললেন, দেখ, আমি ইসরাইলের মধ্যে একটি কাজ করবো, তা যে শুনবে তার দুই কান শিহরিত হয়ে উঠবে। ১২ আমি আলীর কুলের বিষয়ে যা যা বলেছি, সেসব সেদিন তার বিরুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সফল করবো। ১৩ বস্তুত আমি তাকে বলেছি, সে যে অপরাধ জানে, সেই অপরাধের জন্য আমি যুগানুক্রমে তার কুলকে দণ্ড দেব; কেননা তার পুত্রেরা নিজেদের শাপগ্রস্ত করছে, তবুও সে তাদেরকে নিবৃত্ত করে নি। ১৪ অতএব আলীর কুলের বিষয়ে আমি এই শপথ করেছি যে, আলীর কুলের অপরাধ কোরবানী বা নৈবেদ্য দ্বারা কখনই দূর করা যাবে না।

১৫ শামুয়েল প্রভাত পর্যন্ত শুয়ে রইলেন, পরে মাবুদের গৃহের দ্বার মুক্ত করলেন, কিন্তু শামুয়েল আলীকে ঐ দর্শনের বিষয় জানাতে তাঁর সাহস হল না। ১৬ পরে আলী শামুয়েলকে ডেকে, বললেন, হে আমার সন্তান, শামুয়েল! তিনি জবাব দিলেন, এই যে আমি। ১৭ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমাকে কি কথা বললেন? আরজ করি, আমার কাছ থেকে তা গোপন করো না; আল্লাহ্ যে যে কথা তোমাকে বলেছেন, তার কোন কথা যদি আমার কাছে গোপন কর, তবে তিনি তোমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। ১৮ তখন শামুয়েল তাঁকে সেসব কথা বললেন, কিছুই গোপন করলেন না। তখন আলী বললেন, তিনি মাবুদ; তাঁর দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয়, তা-ই করুন।

১৯ পরে শামুয়েল বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং মাবুদ তাঁর সহবর্তী ছিলেন, তাঁর কোন কথা বিফল হতে দিতেন না। ২০ তাতে দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত সমস্ত ইসরাইল জানতে পারলো যে, শামুয়েল মাবুদের নবী হবার জন্য বিশ্বাসের পাত্র হয়েছেন। ২১ আর মাবুদ শীলোতে পুনরায় দর্শন দিলেন, কেননা মাবুদ শীলোতে শামুয়েলের কাছে মাবুদের কালাম দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতেন। আর সমস্ত ইসরাইলের কাছে শামুয়েলের বাণী উপস্থিত হত।

শরীয়ত সিন্দুক ফিলিস্তিনীদের হস্তগত

৪ ১ পরে ইসরাইল যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে বের হয়ে এবন্-এষরে শিবির স্থাপন করলো এবং ফিলিস্তিনীরা অফেকে শিবির স্থাপন করলো। ২ আর ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে সৈন্য সজ্জিত করলো; যখন যুদ্ধ বেঁধে গেল তখন ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের সম্মুখে আহত হল; তারা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর অনুমান চার হাজার লোককে হত্যা করলো।

৩ পরে লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করলে ইসরাইলের প্রাচীনবর্গরা বললেন, মাবুদ আজ ফিলিস্তিনীদের সম্মুখে আমাদের কেন আঘাত করলেন? এসো, আমরা শীলো থেকে আমাদের কাছে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক আনাই, যেন তা

[৩:১১] ২বাদশা ২১:১২; আইউব ১৫:২১; ইয়ার ১৯:৩।
[৩:১৩] ১বাদশা ১:৬।
[৩:১৪] ১শামু ২:২৫।
[৩:১৭] ১বাদশা ২২:১৪; ইয়ার ২৩:২৮; ৩৮:১৪; ৪২:৪।
[৩:১৮] কাজী ১০:১৫।
[৩:১৯] পয়দা ২১:২২; শুমারী ১৪:৪৩।
[৩:২০] দ্বিঃবি ১৮:২২; ইহি ৩৩:৩৩।
[৩:২১] শুমারী ১২:৬।
[৪:১] ইউসা ১২:১৮; ১শামু ২৯:১; ১বাদশা ২০:২৬।
[৪:৩] ইউসা ১৮:১; ১শামু ২:৩২।

৩:১১-১৪ শামুয়েলের সামনে মাবুদের প্রথম বাণী প্রকাশ যা প্রভু সংক্ষেপে শামুয়েলকে জানান যা ইতিমধ্যে "আল্লাহর লোক"-এর কাছ থেকে আলী গ্রহণ করেছেন (২:২৭-৩৬), যা এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, শামুয়েল তার ছোট বয়স থেকেই আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর বাণী লাভ করেন।

৩:১১ দুই কান শিহরিত হয়ে উঠবে। ইয়ার ১৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৩ তার পুত্রেরা নিজেদের শাপগ্রস্ত করছে। লেবীয় ২৪:১৪-১৬ দেখুন।

৩:১৫ মাবুদের গৃহের দ্বার মুক্ত করলেন। ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

ঐ দর্শনের। ১, ১১-১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৭ তবে তিনি তোমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। এটি একটি অভিশাপের পদ্ধতি (দেখুন ১৪:৪৪; ২০:১৩; ২৫:২২; ২ শামু ৩:৯, ৩৫; ১৯:১৩; রূত ১:১৭; ১ বাদশাহ্ ২:২৩; ২ বাদশাহ্ ৬:৩১), যা সাধারণত বক্তার বিরুদ্ধে বলা হয়, কিন্তু এখানে আলী শামুয়েলকে অভিশাপ দিতেন যদি তিনি আল্লাহ্ যা বলেছেন তা আলীর কাছে গোপন করতেন (১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৮ তাঁর দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয়, তা-ই করুন। এই বিচারকে সঠিক হিসেবে মেনে নিয়ে ইমাম আলী আল্লাহ্কে সেজ্‌দা করেন (দেখুন হিজ ৩৪:৫-৭)।

৩:১৯ মাবুদ তাঁর সহবর্তী ছিলেন। এই কথাটি দাউদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে (দেখুন ১৬:১৮ এবং নোট দেখুন)। **তাঁর কোন কথা বিফল হতে দিতেন না**। কারণ শামুয়েলের একটা কথাও অবিশ্বাসযোগ্য ছিল না, তিনি একজন নবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন যিনি আল্লাহ্র বলা কথা বলতেন (দেখুন ২২-২১; ৯:৬)।

৩:২০ দান থেকে বের্-শেবা। শামুয়েল, ১ এবং ২ বাদশাহ্নামা এবং খান্দাননামাতে সমগ্র দেশকে নির্দেশ করার জন্য এটি একটি প্রচলিত অভিব্যক্তি। দান উত্তরে এবং বের্-শেবা দক্ষিণে অবস্থিত।

৩:২১ মাবুদ শীলোতে পুনরায় দর্শন দিলেন। কিন্তু তা ৪-৬ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলির পরে ঘটেছিল। (দেখুন ইয়ার ৭:১২-১৪; ২৬:৬)।

৩:২১ সমস্ত ইসরাইলের কাছে শামুয়েলের বাণী উপস্থিত হত। তুলনা করুন ৩:১ আয়াত।

এবন্-এষর। এবন্-এষর এর অর্থ "সাহায্য পাথর"। এটা সম্ভবত আফেক এর পূর্ব দিকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত (৬ আয়াত দেখুন) – এটা সেই এব্ন-এষর নয় যেটিকে শামুয়েল মিস্পার ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করলেন (দেখুন ৭:১২) ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চিহ্ন হিসাবে।

৪:১ অফেক। জাফোর উপকূলীয় শহর থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বের একটি শহর।

৪:৩ মাবুদ আজ ফিলিস্তিনীদের সম্মুখে আমাদের কেন আঘাত করলেন? প্রাচীন নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফিলিস্তিনীদের কাছে হেরে যাওয়ার ইঙ্গিত হল আল্লাহ্র অসন্তোস। এই হেরে যাওয়াটা ফিলিস্তিনীদের সামরিক শক্তির জন্য হয় নি।

আমাদের মধ্যে এসে দুশমনদের হাত থেকে
আমাদের উদ্ধার করে। ৪ অতএব লোকেরা
শীলোতে দূত পাঠিয়ে বাহিনীগণের মাবুদ, যিনি
কারুবীদ্বয়ে আসীন, তাঁর শরীয়ত-সিন্দুক সেখান
থেকে আনাল। তখন আলীর দুই পুত্র, হফ্‌নি ও
পীনহস, সেই স্থানে আল্লাহ্‌র নিয়ম-সিন্দুকের
সঙ্গে ছিল।
৫ পরে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক শিবিরে
উপস্থিত হলে সমস্ত ইসরাইল এমন মহা-
সিংহনাদ করে উঠলো যে, দুনিয়া কাঁপতে
লাগল। ৬ তখন ফিলিস্তিনীরা ঐ সিংহনাদের ধ্বনি
শুনে জিজ্ঞাসা করলো, ইবরানীদের শিবিরে
মহাসিংহনাদের ঐ ধ্বনি হচ্ছে কেন? পরে তারা
বুঝল, মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক শিবিরে এসেছে।
৭ তখন ফিলিস্তিনীরা ভয় পেয়ে বললো, শিবিরে
আল্লাহ্‌ এসেছেন। আরও বললো, হায়, হায়, এর
আগে তো কখনও এমন হয় নি। ৮ হায়, হায়,
এই পরাক্রমী দেবতাদের হাত থেকে আমাদের
কে উদ্ধার করবে? এঁরা সেই দেবতা, যাঁরা
মরুভূমিতে নানা রকম আঘাতে মিসরীয়দের
হত্যা করেছিলেন। ৯ হে ফিলিস্তিনীরা, বলবান
হও, পুরুষত্ব দেখাও; ঐ ইবরানীরা যেমন
তোমাদের গোলাম হল, তেমনি তোমরা যেন
ওদের গোলাম না হও; পুরুষত্ব দেখাও, যুদ্ধ
কর।
১০ তখন ফিলিস্তিনীরা যুদ্ধ করলো এবং
ইসরাইল আহত হয়ে প্রত্যেকে যার যার তাঁবুতে
পালিয়ে গেল। আর মহাসংহার হল, কেননা
ইসরাইলের মধ্যে ত্রিশ হাজার পদাতিক মারা
পড়লো। ১১ আর আল্লাহ্‌র সিন্দুক দুশমনদের
হস্তগত হল এবং আলীর দুই পুত্র, হফ্‌নি ও
পীনহস্‌ মারা পড়লো।

ইমাম আলীর মৃত্যু

১২ তখন বিন্‌ইয়ামীনীয় এক জন লোক
সৈন্যশ্রেণী থেকে দৌড়ে গিয়ে সেই দিনে
শীলোতে উপস্থিত হল; তার কাপড় ছেঁড়া ও
মাথায় মাটি ছিল। ১৩ যখন সে আসছিল, দেখ,
পথের পাশে আলী তাঁর আসনে বসে প্রতীক্ষা
করছিলেন; কেননা তাঁর অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র
সিন্দুকের জন্য থর থর করে কাঁপছিল। পরে
সেই লোকটি নগরে উপস্থিত হয়ে ঐ সংবাদ
দিলে সমস্ত নগরস্থ লোক কান্নাকাটি করতে
লাগল। ১৪ আর আলী সেই ক্রন্দনের আওয়াজ
শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কলরবের কারণ

[৪:৪] পয়দা ৩:২৪; হিজ ২৫:২২।
[৪:৫] ইউসা ৬:৫, ১০।
[৪:৬] পয়দা ১৪:১৩।
[৪:৭] হিজ ১৫:১৪।
[৪:৮] হিজ ১২:৩০; ১শামু ৫:১২।
[৪:৯] কাজী ১৩:১।
[৪:১০] দ্বিঃবি ২৮:২৫।
[৪:১১] জবুর ৭৮:৬৪; ইয়ার ৭:১২।
[৪:১২] ইহি ২৪:২৬; ৩৩:২১।

ইসরাইলের পৌত্তলিক প্রতিবেশীরাও বিশ্বাস করতো যে, দেবতাদের দ্বারাই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়।

যেন তা আমাদের মধ্যে এসে দুশমনদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে: ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইসরাইলদের সাথে মাবুদের উপস্থিতিকে নিরাপদ করার প্রচেষ্টায় বৃদ্ধ নেতারা শরীয়ত-সিন্দুকের জন্য একটি চুক্তি পাঠান। তারা এই চিন্তার ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন যে, এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে এবং শরীয়ত-সিন্দুকের সাথে তাঁর উপস্থিতির একটি সম্পর্ক আছে (৪ আয়াত)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এক্ষেত্রে তারা ইসরাইলের অতীত ইতিহাসের বিজয়গুলোর মধ্যেও শরীয়ত-সিন্দুকের উপস্থিতি লক্ষণীয় ভাবে দেখে থাকবেন (দেখুন শুমারী ১০:৩৩-৩৬; ইহি ৩:৩, ১১, ১৪-১৭; ৬:৬, ১২ -২০)। কিন্তু তারা ভুল বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ্‌র উপস্থিতি শুধু শরীয়ত-সিন্দুকের সাথেই নিশ্চিত, এছাড়া সেটা শুধু তাঁর স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার একটি জিনিস মাত্র। তারা পৌত্তলিক জাতির মতই আচরণ করতো যে, শরীয়ত-সিন্দুককে তাঁর উপস্থিতি হিসেবে দেবতার মত মান্য করতো এবং এটাও ভাবতো যে, শরীয়ত-সিন্দুকের চিহ্নটি নিয়ে কাজ করতে পারলেই আল্লাহ্‌র আনুকূল্যতা পাওয়া যাবে।

৪:৪ যিনি কারুবীদ্বয়ে আসীন। শরীয়ত-সিন্দুকের গুনাহ্‌-আবরনের দুই দিকেই সোনার তৈরি কারুবীম ছিল যার পাখা পরস্পরের সঙ্গে ছুয়ে থাকত এবং এই পাখার নিচেই গুনাহ্‌-আবরণ থাকত (দেখুন হিজ ২৫:১৭-২২)। এই দুটি কারূবীমের মাঝখানে আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি অবস্থিতি করেছিলেন একটি বিশেষ উপায়ে, তাই আচ্ছাদিত শরীয়ত-সিন্দুককে ইসরাইলের ঐশ্বরিক বাদশাহ্‌র সিংহাসন দেখানো হয়েছে (দেখুন ২ শামু ৬:২; জবুর ৮০:১; ৯৯:১; আরও দেখুন হিজ ২৫:১৮ আয়াতের নোট)।

হফ্‌নি ও পীনহস। এই চালাক ইমামরা (দেখুন ২:১২) সৈন্যবাহিনীকেও শরীয়ত-সিন্দুকের ভুলভাবে ব্যবহার করতে ছাড় দেয়নি, কিন্তু আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা শুধু শরীয়ত-সিন্দুককে সঙ্গ দিয়েছিল।

৪:৬ ইবরানীদের। ইবরানী ৪:৬। পয়দা ১৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৭ শিবিরে আল্লাহ্‌ এসেছেন। ফিলিস্তিনীরাও ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে এবং সেই চিহ্নের সাথে তাঁর উপস্থিতিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল (৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৮ এই পরাক্রমী দেবতাদের। ফিলিস্তিনীরা শুধু বহুদেবতাদের বিষয়েই চিন্তা করতো।

নানা রকম আঘাতে মিসরীয়দের হত্যা করেছিলেন। ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১১ আল্লাহ্‌র সিন্দুক দুশমনদের হস্তগত হল। এই ব্যাক্যাংশটি অথবা এটা ঘটার পর যে পরিবর্তন তা এই অধ্যায়ে ৫বার ঘটেছে (এখানে, ১৭, ১, ২১-২২) এবং এটি বর্ণনার কেন্দ্রবিন্দু। এই ভয়াবহ ঘটনায় দেখা যায়, ৩:১১ আয়াতে আল্লাহ্‌র কথা দ্রুততার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

হফ্‌নি ও পীনহস্‌ মারা পড়লো। ২:৩৪; ৩:১২ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা।

৪:১২ তার কাপড় ছেঁড়া ও মাথায় মাটি ছিল। শোক ও দুঃখের একটি প্রতীক, এখানে বার্তাবহনকারীকে একজন দুঃখের সংবাদ বহনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (দেখুন ২ শামু ১:২; ১৩:১৯; ১৫:৩২)।

৪:১৩ কেননা তাঁর অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র সিন্দুকের জন্য থর থর করে কাঁপছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে পাপপূর্ণ এবং অসম্মানমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় আলীর যথেষ্ট আধ্যাতিক সংবেদনশীলতা ছিল সাবধান হওয়ার জন্য এবং তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যে, তিনি তাঁর ছেলেদের চেয়ে শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন (১৮ আয়াত দেখুন)।

কি? তখন সেই লোকটি শীঘ্র এসে আলীকে
সংবাদ দিল। [১৫] ঐ সময়ে আলী আটানব্বই বছর
বয়স্ক ছিলেন এবং ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখতে
পেতেন না। [১৬] সেই ব্যক্তি আলীকে বললো,
আমি সৈন্যশ্রেণী থেকে এসেছি, আজই
সৈন্যশ্রেণী থেকে পালিয়ে এসেছি। আলী
জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, সংবাদ কি? [১৭] যে
সংবাদ এনেছিল, সে জবাবে বললো, ইসরাইল
ফিলিস্তিনীদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেছে, আবার
লোকদের মধ্যে মহাসংহার হয়েছে; আবার
আপনার দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসও মারা গেছে
এবং আল্লাহ্‌র সিন্দুক দুশমনদের হস্তগত
হয়েছে। [১৮] তখন সে আল্লাহ্‌র সিন্দুকের নাম
করামাত্র আলী দ্বারের পাশের আসন থেকে
পিছনে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে
গেল এবং তিনি মারা গেলেন, কেননা তিনি বৃদ্ধ
ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর ইসরাইলের
বিচার করেছিলেন।

[১৯] তখন তাঁর পুত্রবধু পীনহসের স্ত্রী গর্ভবতী
ছিল, প্রসবকাল সন্নিকট হয়েছিল; আল্লাহ্‌র
সিন্দুক শত্রুহস্তগত হয়েছে এবং তার শ্বশুর ও
স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, এই সংবাদ শুনে সে নত
হয়ে প্রসব করলো; কারণ তার প্রসববেদনা হঠাৎ
উপস্থিত হয়েছিল। [২০] তখন তার মৃত্যুকালে যে
স্ত্রীলোকেরা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা বললো,
ভয় নেই, তুমি তো পুত্র প্রসব করলে। কিন্তু সে
কিছুই উত্তর দিল না, কিছুই মনোযোগ করলো
না। [২১] পরে সে বালকটির নাম ঈখাবোদ
(হীনপ্রতাপ) রেখে বললো, ইসরাইল থেকে প্রতাপ
গেল; কেননা আল্লাহ্‌র সিন্দুক দুশমনদের
হস্তগত হয়েছিল এবং তার শ্বশুরের ও স্বামীর
মৃত্যু হয়েছিল। [২২] সে বললো, ইসরাইল থেকে
প্রতাপ গেল, কারণ আল্লাহ্‌র সিন্দুক দুশমনদের
হস্তগত হয়েছে।

ফিলিস্তিনীদের দেশে শরীয়ত-সিন্দুক

৫ [১] ফিলিস্তিনীরা আল্লাহ্‌র সিন্দুক নিয়ে এবন্
-এষর থেকে অস্‌দোদে এনেছিল। [২] পরে
ফিলিস্তিনীরা আল্লাহ্‌র সিন্দুক দাগোন দেবতার
বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাগোনের পাশে স্থাপন
করলো। [৩] পরদিন অস্‌দোদের লোকেরা খুব
ভোরে উঠে দেখলো মাবুদের সিন্দুকের সম্মুখে
দাগোন ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে আছে; তাতে
তারা দাগোনকে তুলে পুনর্বার স্বস্থানে স্থাপন
করলো। [৪] তার পরের দিনও লোকেরা খুব
ভোরে উঠলো এবং দেখলো মাবুদের সিন্দুকের
সম্মুখে দাগোন ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে আছে
এবং গোবরাটে দাগোনের মুণ্ড ও দুই হাত ছিন্ন
হয়ে পড়ে আছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট

[৪:১৫] ১শামু ৩:২।
[৪:১৭] ১শামু ২২:১৮; জবুর ৭৮:৬৪।
[৪:১৮] কাজী ২:১৬; ১৬:৩১।
[৪:২১] হিজ ২৪:১৬; জবুর ১০৬:২০; ইয়ার ২:১১; ইহি ১:২৮; ৯:৩; ১০:১৮।
[৪:২২] হিজ ২৪:১৬; জবুর ৭৮:৬১।
[৫:১] ইউসা ১১:২২; ১৩:৩।
[৫:২] কাজী ১৬:২৩; ইশা ২:১৮; ১৯:১; ৪৬:১।
[৫:৩] ইশা ৪০:২০; ৪১:৭; ৪৬:৭; ইহি ১০:৪।
[৫:৪] ইহি ৬:৬; মীখা ১:৭।

৪:১৮ তিনি মারা গেলেন। ইমাম আলীর মৃত্যু সেই যুগের শেষকে চিহ্নিত করে যা শুরু হয়েছিল হযরত ইউসার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে– যারা তখন আল্লাহ্‌র সেবা করতেন (দেখুন ইহি ২৪:২৯, ৩১)। বনি-ইসরাইলকে অথবা তাঁর ছেলেদের তাদের কুপথ থেকে ফেরাতে ব্যর্থতার কারণে, বয়সের কারণে দুর্বল এবং অন্ধত্বের কারণে, তাঁর ইমামতীর এই ত্রুটিপূর্ণ সময়ে করুণভাবে তাঁর জীবন সমাপ্ত হয়েছিল।

তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। অল্পকিছু তথ্য যেটা শুধু এটাই প্রমাণ করে না যে, আলীর পড়ে যাওয়া ছিল মারাত্মক, কিন্তু এটা তাঁর মৃত্যুর সাথে এটা তাঁর বিচারও ছিল যা পূর্বেই ঘোষিত হয়েছিল: "তুমি কেন আমার চেয়ে তোমার পুত্রদেরকে বেশি গৌরবান্বিত করছো?" (২: ২৯)। তিনি ইসরাইলকে চল্লিশ বছর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আরও দেখুন কাজী ১২:৭ এবং নোট দেখুন। আলীর এই ৪০ বছর ইমামীয় নেতৃত্বের সময়টিতে হয়তো কয়েকজন কাজী ছিলেন যেমন– যিপ্তহ ও শামাউন, ইত্যাদি।

৪:২১ ঈখাবোদ। এই নামরে অর্থ 'গৌরব চলে গেছে'। ইসরাইলের গৌরব ইসরাইলের আল্লাহ্‌র, শরীয়ত-সিন্দুকের নয় (দেখুন ১৫:২৯; ইবরানী ৯:৫ এবং নোট দেখুন), এবং শরীয়ত -সিন্দুক হারানো মানে এটা ছিল না যে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের পরিত্যাগ করেছেন– আল্লাহ্ শরীয়ত-সিন্দুকের সাথে তিনি এমনভাবে জড়িত ছিলেন না যা থেকে তিনি পৃথক হতে পারবেন না (দেখুন ইয়ার ৩:১৬-১৭)। তবে ইসরাইল দেশ থেকে শরীয়ত-সিন্দুক অপসারণ হওয়া ছিল আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকদের বিচ্ছিন্নতার সংকেত, এবং এটা তাদের কত বড় ভুল চিন্তা ছিল যে, তাদের গুনাহ্ ও দুষ্টতা ভীষণ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে থাকবেন, যেহেতু শরীয়ত-সিন্দুক তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে।

৫:১ অস্‌দোদে। প্যালেষ্টাইনের ৫টি প্রধান শহরের মধ্যে এটি একটি (ইয়ার ১৩:৩), এটি ভূমধ্য উপকূলের কাছে জেরুশালেম থেকে ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইশা ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:২ দাগোন দেবতার। কেনানীয় পৌরাণিক গল্পের মধ্যে তিনি ছিলেন এল এর ছেলে (অথবা ভাই) এবং বালের পিতা। তিনি প্যালেষ্টাইনের প্রধান দেবতা এবং গাজা (কাজী ১৬:২১, ২৩, ২৬), আস্‌দোদ (এখানে) এবং বৈৎ-শান (৩১:১০-১২; ১ খান্দান ১০:১০) এর মন্দিরগুলোতে তার পূজা করা হতো। প্রাচীন পৃথিবীতে নানা রকম দেবদেবতার পূজা করা হতো, তা সেই মেসোপটেমিয়া থেকে আরমেনিয়া এবং কেনানীয় অঞ্চলে– কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরের উৎস থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে ম্যাক্কাবীয়দের সময়কাল পর্যন্ত সময় ধরে তার পুজা করা হতো। ঠিক কিভাবে দাগোন দেবের পূজা করা হতো তা পরিষ্কার নয়। কেউ কেউ দাগোনকে মাছের দেবতা বলে বিবেচনা করে, কিন্তু কিছু সাম্প্রতিক তথ্যপ্রমাণ নির্দেশ করে যে, দাগোন হয় ঝড়ের দেবতা, না হয় শস্যেও দেবতা। কিন্তু তার নাম হিব্রু শব্দ "শস্য" এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৫:৩ দাগোন ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে আছে। ফিলিস্তিনীরা শরীয়ত-সিন্দুককে দাগোন দেবের পাশে রেখেছিল যেন তারা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র চেয়ে দাগোন দেবের মহানতা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু দেখা গেল মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুকের সামনে দাগোন দেবের মূর্তি উবুর হয়ে পড়ে আছে।

৫:৪ দাগোনের মুণ্ড ও দুই হাত ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাবুদ দাগোনকে পরাজিত করেছেন। প্রাচীন

আছে। ৫ এজন্য দাগোনের পুরোহিত এবং আর
যত লোক দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, তাদের
মধ্যে আজ পর্যন্ত কেউ অস্‌দোদে অবস্থিত
দাগোনের গোবরাটে পা দেয় না।
৬ আর অস্‌দোদীয়দের উপরে মাবুদের হাত
ভারী হল এবং তিনি তাদের সংহার করলেন,
অস্‌দোদের ও আশেপাশের লোকদেরকে স্ফোটক
দ্বারা আক্রান্ত করলেন। ৭ পরে অস্‌দোদীয়েরা
এরকম দেখে বললো, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র
সিন্দুক আমাদের কাছে থাকবে না; কেননা
আমাদের উপরে ও আমাদের দেবতা দাগোনের
উপরে তাঁর হাত কষ্টদায়ক হয়েছে। ৮ অতএব
তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনীদের ভূপালদের
তাদের কাছে একত্র করে বললো, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্তব্য?
ভূপালেরা বললেন, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র সিন্দুক
গাতে নিয়ে যাওয়া হোক। তাতে তারা
ইসরাইলের আল্লাহ্‌র সিন্দুক সেখানে নিয়ে গেল।
৯ তারা নিয়ে যাবার পর ঐ নগরের বিরুদ্ধে
মাবুদের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত ত্রাসজনক হল এবং
তিনি নগরের ছোট কি বড় সমস্ত লোককে
আঘাত করলেন, তাদের স্ফোটক হল। ১০ পরে
তারা আল্লাহ্‌র সিন্দুক ইক্রোণে প্রেরণ করলো।
কিন্তু আল্লাহ্‌র সিন্দুক ইক্রোণে উপস্থিত হলে
ইক্রোণীয়েরা কান্নাকাটি করে বললো, আমাদের
ও আমাদের লোকদের হত্যা করার জন্য ওরা
আমাদের কাছে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র সিন্দুক
এনেছে। ১১ পরে তারা লোক পাঠিয়ে
ফিলিস্তিনীদের সমস্ত ভূপালকে একত্র করে
বললো, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র সিন্দুক পাঠিয়ে
দিন, তা স্বস্থানে ফিরে যাক, আমাদের ও
আমাদের লোকদের হত্যা না করুক। কারণ
মহামারীর ভয়ে নগরের সর্বত্র ত্রাস হয়েছিল;
সেই স্থানে আল্লাহ্‌র হাত অতিশয় ভারী
হয়েছিল; ১২ যে লোকেরা মারা পড়লো না, তারা
স্ফোটকে আহত হল; আর নগরের আর্তনাদ
আসমান পর্যন্ত উঠলো।

শরীয়ত-সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়া

৬ ১ মাবুদের সিন্দুক ফিলিস্তিনীদের দেশে
সাত মাস থাকলো। ২ পরে ফিলিস্তিনীরা
পুরোহিত ও গণকদের ডেকে এনে বললো,
মাবুদের সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্তব্য?
বল দেখি, আমরা কি দিয়ে তা স্বস্থানে পাঠিয়ে
দেব? ৩ তারা বললো, তোমরা যদি ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র সিন্দুক পাঠিয়ে দাও, তবে খালি পাঠিও
না, কোন ভাবে দোষার্থক উপহার তাঁর কাছে
পাঠিয়ে দাও; তাতে সুস্থ থাকতে পারবে এবং
তোমাদের উপর থেকে তাঁর হাত কেন

[৫:৫] সফ ১:৯।
[৫:৬] হিজ ৯:৩; প্রেরিত ১৩:১১।
[৫:৮] কাজী ১৬:১৮।
[৫:৯] হিজ ১৪:২৪।
[৫:১০] ইউসা ১৩:৩।
[৫:১২] ১শামু ৪:৮ ১ শামু ৬।
[৬:২] হিজ ৭:১১; ইশা ৪৪:২৫।
[৬:৩] হিজ ২২:২৯; ৩৪:২০।

নিকট প্রাচ্যে, শত্রু শিবিরের সৈন্যদের মাথা বা ডান হাত কেটে বিজয়ী শিবিরে নিয়ে আসা হতো বিজয়ের ট্রফি হিসাবে (১ খান্দান ১০:১০)।

৫:৫ আজ পর্যন্ত। এই উক্তির মধ্য দিয়ে ১ শামুয়েল কিতাবটির লেখার সময় নির্দেশ করে।

গোবরাটে পা দেয় না। দৃশ্যত গোবরাটকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করা হতো কারণ এই গোবরাটের উপর দাগোন দেবতা পড়েছিল। সফনীয় ১:৯ আয়াতে যে রেফোরেন্স আছে তা একটি সাধারণ কৃষ্টি বরং পরজাতীয়দের উপাসনার ধারণা ছিল যে, গোবরাট হল আত্মাদের বাস করার জায়গা।

৫:৬ মাবুদের হাত। শরীয়ত-সিন্দুকের ঘটনার বর্ণনায় এটি একটি সার্বজনীন ধারণা। তবে আল্লাহ্‌র শক্তি বুঝাতে তা ব্যবহার করা হয়েছে এবং আরো আট বার বিষয়টি এই রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (এখানে এবং ৭,৯,১১; ৬:৩,৫,৯,; ৭:১৩; ৪:৮)।

ভারী হল। দাগোনের ভাঙ্গা হাত গোবরাটের উপর পড়েছিল (৪) কিন্তু মাবুদ মাহামারী আনয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেছেন অসদোদের ও তার আশেপাশের লোকদের উপর (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কর্তৃক ব্যবহৃত হতে চান নি, আবার ফিলিস্তিনীদের এই ধারণাও দিতে চান নি যে, তারা ইসরাইলের উপর জয়ী হয়েছে এবং শরীয়ত-সিন্দুক হস্তগত করার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র উপরে তাদের দেবতাদের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

স্ফোটক। ইসরাইলদের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহ্‌কে অমান্য করে তবে যে শাস্তিগুলো দেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে অনেক নিয়ম অভিশাপের মধ্যে এটি একটি (দ্বি:বি: ২৮:৫৮-৬০)। এখানে ফিলিস্তিনীদের ওপর এই রকম শাস্তি নেমে এসেছে।

৫:৮ ফিলিস্তিনীদের ভূপালদের। ফিলিস্তিনীদের ৫টি প্রধান শহর (দেখুন ৬:১৬; ইহি ১৩:৩; কাজী ৩:৩)। ইসরাইলের আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক গাৎ -এ পাঠানো হয়েছে। স্পষ্টত ফিলিস্তিনী নেতারা অস্‌দোদ জায়গার লোকদের মতামত কেয়ার করলেন না যে, অস্‌দোদে যা যা ঘটেছে তার সাথে শরীয়ত-সিন্দুকের সরাসরি যোগাযোগ আছে; তারা সন্দেহ করেছিল যে, যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো কাকতালিয় (দেখুন ৬:৯)। গাতে (অস্‌দোদের ১২ মাইল উত্তরপূর্বে) শরীয়ত-সিন্দুক সরানো হয়েছিল বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

৫:১০ ইক্রোণে। ফিলিস্তিনীদের ৫টি প্রধান শহরের মধ্যে একেবারে উত্তর দিকে (দেখুন ইহি ১৩:৩), যা অসদোদ এর ১১ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত এবং যা ইসরাইলের ভূখণ্ডের কাছাকাছি ছিল।

৫:১১ আল্লাহ্‌র সিন্দুক পাঠিয়ে দিন। ৩টি শহর একটার পর একটা শহরের লোকদের রোগ দ্বারা আঘাত করার পর, সেখানকার লোকদের মনে একটু একটু করে সন্দেহ হতে থাকে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র শক্তিই তাদের চরম দুর্দশার কারণ।

৬:২ পুরোহিত ও গণকদের। ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা (পুরোহিত)। এরা তাদের লুকানো জ্ঞান দিয়ে গোণাপোড়ার কাজ করে অথবা মায়া বিদ্যা খাটায়, যাদু করে, মন্ত্রবিদ্যা খাটায়। এই গণকেরা তাদের পরামর্শ দিয়েছিল (দেখুন দ্বি:বি: ১৮:১০; ইশা ২:৬; ইহি ২১: ২১)।

৬:৩ দোষার্থক উপহার। ইসরাইল দেশ থেকে শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে যাবার অপরাধবোধ বুঝতে পেরে এবং আল্লাহ্‌র সম্মান লঙ্ঘন করার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফিলিস্তিনী ইমামরা এবং ভবিষ্যৎ বক্তারা উপহার সহ সাক্ষ্য-সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার উপদেশ দিলেন (৫ পদ দেখুন) যেন তারা ইসরাইলের কাছে

বনি-ইসরাইল বনাম ফিলিস্তিনীদের যুদ্ধ

বনি-ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীরা ছিল একে অপরের জাত শত্রু এবং তাদের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ সংগঠিত হতো। ১ ও ২ শামুয়েল কিতাবে এই দুই দলের মধ্যে কিছু যুদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে বনি-ইসরাইলরা যখন তাদের আল্লাহ্ মাবুদের উপর নির্ভর করেছে তখন তারা সেই সকল যুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

যুদ্ধের স্থান	বিজয়ী জাতি	মতামত	কিতাবের রেফারেন্স
অফেক থেকে এবন্-এষর	ফিলিস্তিনীরা	এই যুদ্ধে নিয়ম-সিন্দুক ফিলিস্তিনীরা হস্তগত করে ও মহা-ইমাম আলীর দুই পুত্র মৃত্যুবরণ করে।	১ শামুয়েল ৪:১-১১
মিস্পা	ইসরাইলীয়রা	নিয়ম-সিন্দুক যখন ইসরাইলীয়দের কাছে ফিরে আসে তখন ফিলিস্তিনীরা আবারও ইসরাইলদের আক্রমন করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের বিভ্রান্ত করে দেন আর ইসরাইলরা তাদের তাড়া করে বৈৎ-কর পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয়।	১ শামুয়েল ৭:৭-১৪
গেবা	ইসরাইলীয়রা	যোনাথনের অধীনে ইসরাইলীয় সৈন্যরা ফিলিস্তিনীদের আঘাত করে।	১ শামুয়েল ১৩:৩-৪
গিল্গল	ইসরাইলীয়রা পিছিয়ে এসেছে	ইসরাইল লোকেরা হতাশ হয়ে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়লো।	১ শামুয়েল ১৩:৬-১৭
মিক্মস	ইসরাইলীয়রা	যোনাথন ও তার অস্ত্রবাহক বলেছিলেন যে, শত্রুদের কত সৈন্য আছে তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু যদি মাবুদ তাদের সঙ্গে থাকে তবে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে। তারা যুদ্ধ শুরু করে অবশেষে তাদের সৈন্যদল তা শেষ করে।	১ শামুয়েল ১৩:২৩-১৪:২৩
এলা উপত্যকা	ইসরাইলীয়রা	দাউদ ও জালুত (গলিয়াৎ) এই যুদ্ধে দাউদ জালুতের মাথা কেটে নেন বিজয়ের ট্রফি হিসাবে।	১ শামুয়েল ১৭:১-৫৮
?	ইসরাইলীয়রা	দাউদ তাঁর বিয়ের উৎসবে স্ত্রীর পক্ষের লোকদের উপহার দেবার জন্য ২০০ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেন।	১ শামুয়েল ১৮:১৭-৩০
কিয়ীলা	ইসরাইলীয়রা	দাউদ ইসরাইলীয়দের শস্য-খামার ফিলিস্তিনী লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করেন।	১ শামুয়েল ২৩:১-৫
অফেক, যিষ্রিয়েল থেকে গিলবয় পর্বত	ফিলিস্তিনীরা	বাদশাহ্ তালুত ও যোনাথন এই যুদ্ধে নিহত হন।	১ শামুয়েল ২৯:১; ৩১:১-১৩
বাল্-পরাসীম	ইসরাইলীয়রা	এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনীরা দাউদকে বন্দি করতে চেয়েছিল।	২ শামুয়েল ৫:১৭-২৫
মেথেগ-আম্মা	ইসরাইলীয়রা	ফিলিস্তিনীরা এই যুদ্ধে হেরে যাবার পর তাদের কাছ থেকে আর বড় ধরনের কোন আঘাত আসে নি।	২ শামুয়েল ৮:১
?	ইসরাইলীয়রা	অবীয়শ ফিলিস্তিনীদের এক বিশাল দেহী সৈন্যের হাত থেকে দাউদকে রক্ষা করেন।	২ শামুয়েল ২১:১৫-১৭
গোব	ইসরাইলীয়রা	অন্য আরেকজন ফিলিস্তিনী বিশাল দেহী বীর মারা পরে এবং জালুতের ভাইও এই যুদ্ধে নিহত হয়।	২ শামুয়েল ২১:১৮-২০

তোমাদের উপর থেকে সরে যাচ্ছে না, তা
জানতে পারবে। ৪ তারা জিজ্ঞাসা করলো,
দোষার্থক উপহার হিসেবে তাঁর কাছে কি পাঠিয়ে
দেবে? তারা বললো, ফিলিস্তিনীদের ভূপালদের
সংখ্যা অনুসারে সোনার পাঁচটা স্ফোটক ও
সোনার পাঁচটা ইঁদুর দাও, কেননা তোমাদের
সকলের ও তোমাদের ভূপালদের উপরে একইরূপ
আঘাত পড়েছে। ৫ অতএব তোমরা তোমাদের
স্ফোটকের মূর্তি ও দেশনাশকারী ইঁদুরের মূর্তি
তৈরি কর এবং ইসরাইলের আল্লাহ্‌র গৌরব
স্বীকার কর; হয় তো তিনি তোমাদের উপর
থেকে, তোমাদের দেবতাদের ও দেশের উপর
থেকে, তাঁর হাত লঘু করবেন। ৬ আর তোমরা
কেন নিজ নিজ অন্তর ভারী করবে? মিসরীয়েরা ও
ফেরাউন এভাবে নিজ নিজ অন্তর ভারী করেছিল;
তিনি যখন তাদের মধ্যে মহৎ কাজ করলেন,
তখন তারা কি লোকদের বিদায় করে চলে যেতে
দিল না? ৭ অতএব এখন কাঠ দিয়ে একটি নতুন
ঘোড়ার গাড়ি তৈরি কর এবং কখনও জোয়াল
বহন করে নি, এমন দু'টি দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে
সেই ঘোড়ার গাড়িতে জুড়ে দাও, কিন্তু তাদের
বাচ্চা, তাদের কাছ থেকে ঘরে নিয়ে এসো।
৮ আর মাবুদের সিন্দুক নিয়ে সেই ঘোড়ার গাড়ির
উপরে রাখ এবং ঐ যে সোনার বস্তুগুলো
দোষার্থক উপহার হিসেবে তাঁকে দেবে, তা তাঁর
পাশে আধারে রাখ, পরে বিদায় কর, তা যাক।
৯ আর দেখো, সিন্দুক যদি নিজের সীমার পথ
দিয়ে বৈৎ-শেমশে যায়, তবে তিনিই আমাদের
এই মহৎ অমঙ্গল ঘটিয়েছেন; নতুবা জানবো,
আমাদেরকে যে হাত আঘাত করেছে সে তাঁর
নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি আকস্মিক ঘটনা
হয়েছে।

[৬:৪] ইউসা ১৩:৩।
[৬:৪] ২শামু ২৪:২৫।
[৬:৫] ইউসা ৭:১৯; প্রকা ১৪:৭।
[৬:৬] হিজ ৪:২১।
[৬:৭] ২শামু ৬:৩; ১খান্দান ১৩:৭।
[৬:৯] ইউসা ১৫:১০; ২১:১৬।
[৬:১৩] পয়দা ৩০:১৪; রূত ২:২৩; ১শামু ১২:১৭।
[৬:১৪] ১শামু ১১:৭; ২শামু ২৪:২২; ১বাদশা ১৯:২১।
[৬:১৫] ইউসা ৩:৩।
[৬:১৭] ইউসা ১৩:৩।

১০ লোকেরা তা-ই করলো; দুগ্ধবতী দু'টি
গাভী নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে জুড়ে দিল ও তাদের
বাচ্চা দু'টি ঘরে বন্ধ করে রাখলো। ১১ পরে
মাবুদের সিন্দুক এবং ঐ সোনার ইঁদুর ও
স্ফোটক মূর্তিধারী আধার নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির
উপরে স্থাপন করলো। ১২ আর সেই দুই গাভী
বৈৎশেমশের সোজা পথ ধরে, রাজপথ দিয়ে
হাম্বারব করতে করতে চললো, ডানে বা বামে
ফিরল না। ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরাও বৈৎ-
শেমশের অঞ্চল পর্যন্ত তাদের পিছনে পিছনে
গেলেন।
১৩ ঐ সময়ে বৈৎ-শেমশ নিবাসীরা
উপত্যকাতে গম কাটছিল; তারা চোখ তুলে
সিন্দুকটি দেখলো, দেখে খুবই খুশি হল।
১৪ পরে ঐ ঘোড়ার গাড়ি বৈৎ-শেমশীয় ইউসার
ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে থেমে র'ইল; সেই স্থানে
একখানা বড় পাথর ছিল; পরে তারা ঘোড়ার
গাড়ির কাঠ কেটে ঐ গাভীগুলোকে পোড়ানো-
কোরবানী হিসেবে মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী
দিল। ১৫ আর লেবীয়েরা মাবুদের সিন্দুকটি এবং
সোনার বস্তুগুলো সহ আধারটি নামিয়ে ঐ পবিত্র
পাথরের উপরে রাখল এবং বৈৎ-শেমশের
লোকেরা সেই দিনে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী দিল। ১৬ তখন
ফিলিস্তিনীদের সেই পাঁচ জন ভূপাল তা দেখে
সেই দিনে ইক্রোণে ফিরে গেলেন।
১৭ ফিলিস্তিনীরা মাবুদের উদ্দেশে দোষার্থক
উপহার হিসেবে এই এই সোনার স্ফোটক উৎসর্গ
করেছিল, অস্‌দোদের জন্য একটি, গাজার জন্য
একটি, অস্কিলোনের জন্য একটি, গাতের জন্য
একটি ও ইক্রোণের জন্য একটি। ১৮ এছাড়া
প্রাচীরবেষ্টিত নগর হোক, কিংবা পল্লীগ্রাম হোক,

দোষ-কোরবানী সহ তা ফিরিয়ে দেন (দেখুন লেবী ৫:১৪-৬:৭)।

৬:৪ সোনার পাঁচটা স্ফোটক। এটি প্লেগ হওয়ার লক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (দেখুন ৫:৬)।

সোনার পাঁচটা ইঁদুর। ইদুরের ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ে যাওয়ার কারণে রোগটি মহামারি আকারে ভালভাবেই ছড়িয়ে পড়ে (৫ আয়াত)। ঈসায়ী ধর্মের আগে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদে (সেপ্টুয়াজিন্ট) এই তথ্যটি গল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সম্ভাব্য কারণ হল ইদুর রোগ বহন করে।

৬:৫ ইসরাইলের আল্লাহ্‌র গৌরব স্বীকার কর। সোনার মডেলগুলো হল রোগ এবং ইদুরের প্রতিকৃতিস্বরূপ, যা প্রকাশ করে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র হাতেই বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে (৩ আয়াত দেখুন)।

৬:৬ নিজ নিজ অন্তর ভারী করেছিল। হিজ ৪:২১; দ্বি:বি ২:৩; ইহি ১১:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

মিসরীয়েরা ও ফেরাউন। মিসরে যে মহামারি আল্লাহ্ ঘটিয়েছিলেন হিজরত কিতাবে সময়ে তা আশেপাশের জাতিদের মধ্যে দীর্ঘ প্রভাব ফেলেছিল (দেখুন ৪:৮; ইহি ২:১০)।

৬:৭ জোয়াল বহন করে নি। কাঁধে লাঙ্গল টানানোর জন্য যে গাভীগুলোকে এখনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

তাদের বাচ্চা, তাদের কাছ থেকে ঘরে নিয়ে এসো। সাধারণত গাভীরা নিজের ইচ্ছায় তাদের বাছুরগুলোকে ছাড়তে চায় না।

৬:৯ বৈৎ-শেমশে। ফিলিস্তিনীদের সীমানার কাছে অবস্থিত একটি শহর, এটি এহুদার সাথে সংযুক্ত ছিল (দেখুন ইহি ১৫:১০)।

আকস্মিক। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১২ বৈৎশেমশের সোজা পথ ধরে, ... চললো। এতে তারা ইঙ্গিত পেয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাদের নিয়ে যাচ্ছিল (৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৬:১৩ উপত্যকাতে গম কাটছিল। গমের ফসল কাটার সময় মধ্য-এপ্রিল থেকে মধ্য-জুন পর্যন্ত।

৬:১৪-১৫ বৈৎ-শেমশে শরীয়ত-সিন্দুকের ফিরে আসাটা আল্লাহ্‌র কাজেরই একটি প্রকাশ, কারণ এটি একটি ইমামীয় শহর (দেখুন ইহি ২১:১৩-১৬)।

৬:১৭ দোষার্থক উপহার। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

পাঁচ জন ভূপালের অধীন ফিলিস্তিনীদের যত নগর
ছিল, তত সোনার ইঁদুর তারা পাঠিয়েছিল।
মাবুদের সিন্দুক যার উপরে স্থাপিত হয়েছিল,
সেই বড় পাথর সাক্ষী, তা বৈৎ-শেমশীয় ইউসার
ক্ষেতে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

কিরিয়ৎ-য়িয়ারীমে শরীয়ত-সিন্দুক

১৯ পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে
অনেককে আক্রমণ করলেন, কারণ তারা মাবুদের
সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করেছিল, ফলত তিনি পঞ্চাশ
হাজার লোকের মধ্যে সত্তরজনকে আঘাত করে
মেরে ফেললেন এবং তাতে লোকেরা মাতম
করলো, কেননা মাবুদ মহা আঘাতে লোকদের
আক্রমণ করেছিলেন। ২০ আর বৈৎ-শেমশের
লোকেরা বললো, মাবুদের সাক্ষাতে, এই পবিত্র
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে, কে দাঁড়াতে পারে? আর তিনি
আমাদের কাছ থেকে কার কাছে যাবেন? ২১ পরে
তারা কিরিয়ৎ-য়িয়ারীম-নিবাসীদের কাছে দূত
পাঠিয়ে বললো, ফিলিস্তিনীরা মাবুদের সিন্দুক
ফিরিয়ে দিয়েছে, তোমরা নেমে এসো, তোমাদের
কাছে তা তুলে নিয়ে যাও।

৭ ১ তাতে কিরিয়ৎ-য়িয়ারীমের লোকেরা এসে
মাবুদের সিন্দুক তুলে নিয়ে গিয়ে পর্বতস্থিত

[৬:১৯] ২শামু ৬:৭।
[৬:২০] ২শামু ৬:৯; জবুর ১৩০:৩; মালা ৩:২; প্রকা ৬:১৭।
[৬:২১] ইউসা ৯:১৭ ১ শামু ৭।
[৭:১] ২শামু ৬:৩; ১খান্দান ১৩:৭।
[৭:২] ১খান্দান ১৩:৫; জবুর ১৩২:৬।
[৭:৩] দ্বিঃবি ৬:১৩; মথি ৪:১০; লূক ৪:৮।
[৭:৫] ১শামু ১:২০; জবুর ৯৯:৬; ইয়ার ১৫:১।

অবীনাদবের বাড়িতে রাখল এবং মাবুদের
সিন্দুক রক্ষার্থে তার পুত্র ইলিয়াসরকে পবিত্র
করলো।

ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে ইসরাইলদের উদ্ধার

২ মাবুদের সিন্দুক কিরিয়ৎ-য়িয়ারীমে স্থাপন
করার পর অনেক দিন কেটে গেল, বিশ বছর
গেল, আর সমস্ত ইসরাইল-কুল মাবুদের পিছনে
মাতম করতে লাগল।

কাজী হিসেবে হযরত শামুয়েলের কাজ

৩ তাতে শামুয়েল সমস্ত ইসরাইল-কুলকে
বললেন, তোমরা যদি সর্বান্তঃকরণে মাবুদের
কাছে ফিরে এসো, তবে তোমাদের মধ্য থেকে
বিজাতীয় দেবতা ও অষ্টারোৎ দেবীদেরকে দূর
কর ও মাবুদের দিকে নিজ নিজ অন্তঃকরণ
সুস্থির কর, কেবল তাঁরই সেবা কর; তা হলে
তিনি ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে তোমাদের
উদ্ধার করবেন। ৪ তখন বনি-ইসরাইল বাল
দেবতা ও অষ্টারোৎ দেবীদেরকে দূর করে কেবল
মাবুদের সেবা করতে লাগল।
৫ পরে শামুয়েল বললেন, তোমরা সমস্ত
ইসরাইলকে মিস্‌পাতে একত্র কর; আমি
তোমাদের জন্য মাবুদের কাছে মুনাজাত

৬:১৮ সাক্ষী। কোন অনুষ্ঠানে এক ধরনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ।

৬:১৯ সত্তরজনকে। অতিরিক্ত ৫০,০০০ সংখ্যাটি বেশিরভাগ হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেলেও দৃশ্যত যারা শাস্ত্র নকল করেছেন তারা ভুল করেছেন কারণ কোনরূপ সংযোগ শব্দ ছাড়াই এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, এই ছোট শহরে সেই সময় এত লোকের বাস ছিল না।

কারণ তারা মাবুদের সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করেছিল। বেৎ-শেমশের লোকেরা তাদের ভক্তিহীন কাজের জন্য (তাদের মধ্যে লেবীয় এবং ইমামেরা) আল্লাহ্‌র শরীয়তের মাধ্যমে বিচার করতেন। কারণ আল্লাহ্ শরীয়ত-সিন্দুকের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি বোঝানোর জন্য নিজের লোকদের সাথে এতটা কাছাকাছি থাকতেন, এটা অনেক সম্মানের সাথে দেখা হতো (দেখুন ২ শামু ৬:৭; শুমারী ৪:১৫, ১৭- ২০)। যাহোক, সম্মানের মনোভাবের সাথে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের অনেক পার্থক্য রয়েছে। তখনকার প্রাচীন লোকেরা ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে শরীয়ত-সিন্দুক যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল কারণ এটিকে একটি যাদু শক্তির বস্তু হিসেবে ভাবা হচ্ছিল (দেখুন ৪:৩ এর নোট)।

৬:২০ এই পবিত্র আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে। ২:২ আয়াত এবং নোট দেখুন। এখান থেকে শরীয়ত-সিন্দুক কোথায় যাবেন? বেৎ-শেমশের অধিবাসীরা আল্লাহ্‌র বিচারে ভয় পেয়েছিল, যেভাবে আস্‌দোদ, গাত এবং ইক্রোন এর অধিবাসীরাও আল্লাহ্‌র বিচারে ভয় পেয়েছিল (দেখুন ৫: ৮-১০)।

৬:২১ কিরিয়ৎ-য়িয়ারীম। জেরুশালেম থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

৭:১ অবীনাদবের বাড়িতে। শরীয়ত-সিন্দুকটি অবীনাদবের ঘরে ছিল যতক্ষণ না দাউদ সেটা জেরুশালেমে নিয়ে আসলেন (২ শামু ৬:২-৩)। এর আগে শীলোর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এই শরীয়ত-সিন্দুকটি সেখানে ছিল। এরপর এটা সম্ভবত নোব -এ নিয়ে যাওয়া হয় (২১:১-৯)। দাউদের সময়ে এবং সোলায়মানের সময়ে শরীয়ত-সিন্দুক গিবিয়োনে ছিল, যা জেরুশালেম থেকে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত (১ বাদশাহ্ ৩:৪; ১ খান্দান ১৬:৩৯; ৩১:২৯; ২ খান্দান ১:৩, ১৩)। মাবুদের কোরবানগাহে কাজ করার জন্য গিবিয়নীয়দের এই নিম্নস্তরের কর্মী হিসেবে শাস্তি দেয়া হয় (ইয়ার ৯:২৩, ২৭)। সোলায়মান যখন জেরুশালেমের এবাদতখানা নির্মাণের কাজ সুসম্পন্ন করেন, তখন তিনি শরীয়ত-সিন্দুক এবং মিলন-তাঁবু সেই এবাদতখানায় নিয়ে আসেন (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৮:৩-৬ এবং ৮:৪ নোট দেখুন)।

৭:২-১৭। শামুয়েলের নবী এবং বিচারক হিসেবে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এই আয়াতগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে।

৭:২ বছর গেল। সম্ভবত ইসরাইলের শরীয়ত-সিন্দুক ফিরে আসার এবং শামুয়েলের মিস্পাতে সবাইকে ডাকার মধ্যবর্তী ২০ বছর সময়ের ব্যবধান (৫ আয়াত দেখুন)।

৭:৩ অষ্টারোৎ। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও বিদেশী দেব-দেবীদের একটি সাধারণ নাম। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, অষ্টারোৎ ছিল ভালবাসা, উর্বরতা এবং যুদ্ধের দেবী। অনেক ধরণের এবং আকারের মূর্তিতে এই দেবীকে অনেক লোকেরা, এমনকি কেনানীয়রাও (কাজী ২:১৩ এর নোট দেখুন) পূজা করতো। অষ্টারোতের উপাসনা মাঝে মাঝে বাল-দেবতার সাথেও করা হতো (৪; ১২:১০; কাজী ২:১৩; ১০:৬ আয়াত দেখুন), যেহেতু তাদের দু'জনকেই উর্বরতার জন্য উপাসনা করা হতো।

৭:৫ মিস্‌পাতে। ২ বাদশাহ্ ২৫:২৩ আয়াতের নোট দেখুন; বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর এলাকার একটি শহর (ইয়ার ১৮:২৬), জেরুশালেমের সাড়ে সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত। কাজীগণের বিবরণে আমরা দেখেছি যে, বিন্‌ইয়ামীনের গিবিয়াতে ভ্রমণকারী একজন লেবীয় উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার এবং তাকে

BACIB International Bible CHURCH

করবো। ৬ তাতে তারা মিস্‌পাতে একত্র হয়ে
পানি তুলে মাবুদের সম্মুখে ঢাললো এবং সেই
দিন রোজা করে সেখানে বললো, আমরা মাবুদের
বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি। আর শামুয়েল মিস্‌পাতে
বনি-ইসরাইলদের বিচার করতে লাগলেন।
৭ পরে ফিলিস্তিনীরা যখন শুনতে পেল যে,
বনি-ইসরাইল মিস্‌পাতে একত্র হয়েছে, তখন
ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে
উঠে আসলেন; তা শুনে বনি-ইসরাইল
ফিলিস্তিনীদের দরুন ভয় পেল। ৮ আর বনি-
ইসরাইলরা শামুয়েলকে বললো, আমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে যেন
আমাদের নিস্তার করেন, এজন্য আপনি তাঁর
কাছে আমাদের জন্য ফরিয়াদ জানাতে বিরত
হবেন না। ৯ তখন শামুয়েল দুগ্ধপোষ্য একটি
ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে মাবুদের উদ্দেশে সর্বাঙ্গ
পোড়ানো-কোরবানী করলেন এবং শামুয়েল
ইসরাইলের জন্য মাবুদকে ডাকলেন; আর মাবুদ
তাঁকে উত্তর দিলেন। ১০ যে সময়ে শামুয়েল ঐ
পোড়ানো-কোরবানী করছিলেন, তখন ফিলিস্তিনীরা
ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নিকটবর্তী
হল। কিন্তু ঐ দিনে মাবুদ ফিলিস্তিনীদের উপরে
মহা-বজ্রনাদে গর্জন করে তাদেরকে ব্যাকুল করে
তুললেন; তাতে তারা ইসরাইলের সম্মুখে আহত
হল। ১১ আর ইসরাইল লোকেরা মিস্‌পা থেকে বের

[৭:৬] কাজী ২:১৬; ১৬:৩১।
[৭:৭] ১শামু ১৭:১১।
[৭:৮] হিজ ৩২:৩০; শুমারী ২১:৭; ১শামু ১২:১৯, ২৩; ১বাদশা ১৮:২৪; ইশা ৩৭:৪; ইয়ার ১৫:১; ২৭:১৮।
[৭:৯] হিজ ৩২:১১; দ্বি:বি ৯:১৯।
[৭:১০] হিজ ৯:২৩; ১শামু ২:১০।
[৭:১২] পয়দা ২৮:২২; দ্বি:বি ২৭:২; ইউসা ৪:৯।
[৭:১৩] কাজী ১৩:১, ৫।
[৭:১৪] ইউসা ১৩:৩।
[৭:১৫] ১শামু ১২:১১।
[৭:১৬] ইউসা ১০:৪৩; ১শামু ১০:৮; আমোস ৫:৫।
[৭:১৭] ইউসা ১৮:২৫।

হয়ে ফিলিস্তিনীদের পিছনে পিছনে তাড়া করে
বৈৎ-করের নিচে পর্যন্ত তাদের আক্রমণ করলো।
১২ তখন শামুয়েল একটি পাথর নিয়ে মিস্‌পার
ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করলেন এবং এই
পর্যন্ত মাবুদ আমাদের সাহায্য করেছেন, এই
কথা বলে তার নাম এবন্‌-এষর [সাহায্যের
পাথর] রাখলেন। ১৩ এইভাবে ফিলিস্তিনীরা নত
হল এবং ইসরাইলের অঞ্চলে আর এলো না।
আর শামুয়েলের সমস্ত জীবনকালে মাবুদের হাত
ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ছিল। ১৪ আর
ফিলিস্তিনীরা ইসরাইল থেকে যে সমস্ত নগর
হরণ করেছিল, ইক্রোণ থেকে গাৎ পর্যন্ত, সেসব
পুনর্বার ইসরাইলের হাতে ফিরে এল; এবং
ইসরাইল সেসব অঞ্চল ফিলিস্তিনীদের হাত
থেকে উদ্ধার করলো। আর আমোরীয়দের সঙ্গে
ইসরাইলের সন্ধি স্থাপিত হল।
১৫ শামুয়েল সারা জীবন ধরে ইসরাইলের
বিচার করলেন। ১৬ তিনি প্রতি বছর বেথেল,
গিল্‌গল ও মিস্‌পাতে পরিভ্রমণ করে সেসব
স্থানে ইসরাইলের বিচার করতেন। ১৭ পরে তিনি
রামাতে ফিরে আসতেন, কেননা সেই স্থানে তাঁর
বাড়ি ছিল এবং সেই স্থানে তিনি ইসরাইলের
বিচার করতেন; আর তিনি সেই স্থানে মাবুদের
উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেন।

হত্যা করার জন্য ইসরাইলরা বিন্যামীনদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল (কাজী ২০:১; ২১:১)। অন্যান্য অনেক জায়গার এই একই নাম দেখা যায় (দেখুন ২২:৩; পয়দা ৩১:৪৯; ইহি ১১:৩; ৮; ১৫:৩৮)।

আমি তোমাদের জন্য মাবুদের কাছে মুনাজাত করবো। দেখুন ৭:৮-৯ এবং ৭:৮; ৮:৬; ১২;১৭-১৯, ২৩; ১৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। শামুয়েল, নবী মূসার মতো, একজন মহান বিচারকর্তা হিসেবে মনে করা হতো (দেখুন জবুর ৯৯:৬; ইয়ার ১৫:১)। তাদের দু'জনকেই আল্লাহ্‌ নিরূপণ করেছিলেন তাঁর লোকদের শাসন করার জন্য, আল্লাহ্‌কে ইসরাইলের সামনে তুলে ধরার জন্য এবং ইসরাইলের হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলার জন্য।

৭:৬ পানি তুলে মাবুদের সম্মুখে ঢাললো। পুরাতন নিয়মে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আর অন্য কোনো রেফারেন্স নেই। এই অনুষ্ঠানটি হল কারো হৃদয়কে অনুতাপ এবং নম্রতার মাধ্যমে মাবুদের সামনে ঢেলে দেয়ার একটি প্রতীক। এরকম আরও উক্তির জন্য দেখুন ১:১৫; জবুর ৬২:৮; মাতম ২:১৯ এবং নোট।

শামুয়েল ... বিচার করতে লাগলেন। দেখুন এবং ১৫ আয়াত এবং ৪:১৮ আয়াতের নোট।

৭:৮ এজন্য আপনি তাঁর কাছে আমাদের জন্য ফরিয়াদ জানাতে বিরত হবেন না। লোকদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা লোকদের কাছে বলার জন্য ডাকা হয়– যারা আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। আল্লাহ্‌ এই নবীদেরকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯ এবং নোট)। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত এই বিশেষ অধিকারের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারীর বিশেষ কর্তব্য হল আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য তাঁর নিয়ম-কানুন তাঁর লোকদের কাছে তুলে ধরা– যেমনটি ছিলেন মূসা (হিজ ৩২:১১-১৪; ৩৪:৮-৯; শুমারী ১৪:১৩-১৯), এবং ইশাইয়া (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৪), ইয়ারমিয়া (দেখুন ইয়ার ৭:১৬; ১৫:১ এবং নোটগুলো দেখুন) এবং আমোস (আমোস ৭:২-৩, ৫-৬) করেছিলেন।

৭:১০ মাবুদ ফিলিস্তিনীদের উপরে মহাবজ্রনাদে গর্জন করে। মাবুদ তাঁর লোকদের রক্ষাকারী হিসেবে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যখন তারা তাদের চুক্তির ক্ষেত্রে বাধ্য থাকবে (দেখুন হিজ ২৩:২২; দ্বি:বি: ২০:১-৪; আরো দেখুন ২ শামু ৫:১৯-২৫; ইহি ১০:১১-১৪; কাজী ৫:২০-২১; ২ বাদশাহ্‌ ৭:৬; ১৯:৩৫; ২ খান্দান ২০:১৭, ২২)।

৭:১২ এবন্‌-এষর। দেখুন এবং ৪:১ আয়াতের নোট।

৭:১৩ ইসরাইলের অঞ্চলে আর এলো না। কিছু ব্যাখ্যাকারী ৯:১৬; ১০:৫; ১৩: ৩, ৫; ১৭:১; ২৩:২৭ আয়াতে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে এই বিবৃতির এবং পরবর্তী রেফারেন্সগুলোর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। এই বিবৃতিটি, যাহোক, শুধু এটাই ইঙ্গিত করে যে, ফিলিস্তিনীরা তাৎক্ষণিকভাবে পালটা আক্রমণ করেনি। দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ৬:২৩-২৪ আয়াত।

৭:১৪ আমোরীয়দের। পয়দা ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৬ গিল্‌গল ও মিস্‌পাতে। তুলনামূলকভাবে একটি ছোট জায়গা।

ইসরাইলের বিচার করতেন। ৪:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৭ রামাতে। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

বনি-ইসরাইলরা বাদশাহ্‌ চায়

৮ ১ পরে শামুয়েল যখন বৃদ্ধ হলেন, তখন তাঁর পুত্রদেরকে বিচারকর্তা করে ইসরাইলের উপরে নিযুক্ত করলেন। ২ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যোয়েল, দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয়; তারা বের্‌-শেবাতে বিচার করতো। ৩ কিন্তু তাঁর পুত্রেরা তাঁর পথে চলতো না; তারা ধনলোভে বিপথে গেল, ঘুষ গ্রহণ করতো ও অন্যায় বিচার করতো।

৪ অতএব ইসরাইলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ একত্র হয়ে রামাতে শামুয়েলের কাছে আসলেন; ৫ আর তাঁকে বললেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার পুত্রেরা আপনার পথে চলে না; এখন অন্য সকল জাতির মত আমাদের বিচার করতে আপনি আমাদের উপরে এক জন বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করুন। ৬ কিন্তু 'আমাদের বিচার করতে আমাদের এক জন বাদশাহ্‌ দিন;' তাঁদের এই কথা শামুয়েলের ভাল মনে হল না; তাতে শামুয়েল মাবুদের কাছে মুনাজাত করলেন। ৭ তখন মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যা যা বলছে, সেসব বিষয়ে তাদের কথায় কান দাও; কেননা তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করলো, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করলো, যেন আমি তাদের উপরে রাজত্ব না করি। ৮ যেদিন মিসর থেকে আমি তাদেরকে বের করে এনেছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা যেমন ব্যবহার করে আসছে, অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য আমাকে ত্যাগ করে আসছে, তেমন ব্যবহার তোমার প্রতিও করছে। ৯ এখন তাদের কথায় কান দাও; কিন্তু তাদের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দাও এবং তাদের উপরে যে রাজত্ব করবে, সেই বাদশাহ্‌র নিয়ম তাদেরকে জানাও।

১০ পরে যে লোকেরা শামুয়েলের কাছে বাদশাহ্‌ চেয়েছিল তাদের কাছে তিনি মাবুদের ঐ সমস্ত কথা বললেন। ১১ আরও বললেন, তোমাদের উপরে রাজত্বকারী বাদশাহ্‌র এরকম নিয়ম হবে; তিনি তোমাদের পুত্রদের নিয়ে তাঁর রথ ও ঘোড়ার উপরে নিযুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর রথের আগে আগে দৌড়াবে। ১২ আর তিনি তাদেরকে তাঁর সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি নিযুক্ত করবেন এবং কাউকে কাউকে তাঁর ভূমি চাষ ও শস্য কাটতে এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও রথের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে নিযুক্ত করবেন। ১৩ আর তিনি তোমাদের কন্যাদের নিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকারিণী, পাচিকা ও রুটি প্রস্তুতকারিণীর পদে নিযুক্ত করবেন। ১৪ আর তিনি তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত, আঙ্গুর-ক্ষেত ও সমস্ত জলপাই গাছ নিয়ে তাঁর গোলামদেরকে দেবেন। ১৫ আর তোমাদের শস্যের ও আঙ্গুরের দশ ভাগের এক ভাগ নিয়ে তাঁর কর্মচারী ও গোলামদের দেবেন। ১৬ আর তিনি তোমাদের

[৮:১] দ্বি:বি ১৬:১৮-১৯।
[৮:২] আমোস ৫:৪-৫।
[৮:৩] নহি ৯:২৯; ইশা ৫৩:৬।
[৮:৪] কাজী ১১:১১; ১শামু ১১:৩।
[৮:৫] দ্বি:বি ১৭:১৪-২০; হোশেয় ১৩:১১।
[৮:৬] হোশেয় ১৩:১০।
[৮:৭] শুমারী ১১:২০।
[৮:৮] ২বাদশা ২১:২২।
[৮:৯] দ্বি:বি ১৭:১৪-২০।
[৮:১০] হিজ ১৯:৭।
[৮:১১] দ্বি:বি ১৭:১৬; ২শামু ১৫:১; ১বাদশা ১:৫।
[৮:১২] দ্বি:বি ১:১৫।
[৮:১৪] ১বাদশা ২১:৭, ১৫।
[৮:১৫] পয়দা ৪১:৩৪; ১শামু ১৭:২৫।

৮:১ শামুয়েল যখন বৃদ্ধ হলেন। মিস্পাতে বিজয়ের সম্ভবত ২০ বছর পর (দেখুন ৭:১১), যখন শামুয়েলের বয়স প্রায় ৬৫ বছর।

৮:২ যোয়েল। অর্থ হল মাবুদই আল্লাহ্‌"।

অবিয়। এর অর্থ হল "মাবুদই আমার পিতা"। তাদের নাম সত্ত্বেও, শামুয়েলের দুই ছেলে "তাঁকে অনুসরণ করে নি" (৩ আয়াত)।

বের্‌-শেবা। জেরুশালেমের ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত (পয়দা ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৩ ধ ঘুষ গ্রহণ করতো। ১২:৩ আয়াতের সাথে তুলনা করুন। ঘুষের মাধ্যমে ন্যায়বিচার না করে অন্যায় বিচার করার সেচ্ছাচারিতা তৌরাতের আইন নিষিদ্ধ ছিল (দেখুন হিজ ২৩:৮; দ্বি: বি: ১৬:১৯)।

৮:৫ আমাদের উপরে এক জন বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করুন। প্রাচীনরা শামুয়েলের বয়স এবং তাঁর ছেলেদের অসদাচারণের জন্য একজন বাদশাহ্‌ চাওয়ার অনুরোধ করে। আসলে এর মূল কারণ ছিল তাদের আশেপাশের জাতিগুলোর মতো হতে চাওয়ার জন্য অনুরোধ করা– জাতীয়ভাবে শক্তি এবং একতার প্রতীক হিসেবে একজন মানুষ-বাদশাহ্‌ পাওয়া, বিশেষ একজন যিনি যুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দেবেন এবং তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবেন (২০; ১০:১৯; ১২:১২ আয়াত দেখুন)।

৮:৭ এই লোকেরা তোমার কাছে যা যা বলছে, সেসব বিষয়ে তাদের কথায় কান দাও। ইসরাইলের রাজত্বের প্রত্যাশা ইতিমধ্যে তৌরাত শরীফে রয়েছে (পয়দা ৪৯:১০; শুমারী ২৪:৭; দ্বি: বি: ১৭:১৪-২০); শামুয়েলকে নির্দেশ দেওয়া হয় লোকদের অনুরোধ শোনার জন্য (৯, ২২ আয়াত দেখুন)।

তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করলো, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করলো। দেখুন কাজী ৮:২৩ আয়াত। বনি-ইসরাইলরা একজন বাদশাহ্‌ চেয়ে অনুরোধ করার যে গুনাহ্‌ (দেখুন ১০:১৯; ১২:১২, ১৭, ১৯-২০) সেই গুনাহ্‌ করেছিল। সেটা যে শুধু তারা বাদশাহ্‌ চেয়েছিল বলে গুনাহ্‌ করেছিল সেজন্য নয়, কিন্তু তারা যে ধরনের এবং যে কারণে বাদশাহ্‌ চেয়েছিল সেটা ছিল গুনাহ্‌। তারা এমন একটি রাজত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যা তাদের সাথে করা মাবুদের প্রতিজ্ঞাকে অস্বীকার করে, যিনি তাদের ত্রাণকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। একটি বাদশাহ্‌ চাওয়ার অনুরোধ করে "অন্যান্য জাতির মত" হতে চাওয়ায় (২০ আয়াত) তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল। কারণ তারা বাদশাহ্‌ হিসেবে মাবুদ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছিল (১২:১২; শুমারী ২৩:২১; দ্বি:বি: ৩৩:৫)। অতীতে তাদের রক্ষা পাবার জন্য বার বার যে সুযোগ পেয়েছিল সেই কথা তারা ভুলে গিয়েছিল (১০:১৮; ১২:৮-১১)।

৮:৯, ১১ বাদশাহ্‌ চেয়েছিল ... উপরে রাজত্বকারী বাদশাহ্‌র এরকম নিয়ম হবে। সমসাময়িক কেনানীয় বাদশাহ্‌দের নীতিগুলোর একটি বর্ণনা ব্যবহার করা (১১-১৭ আয়াত), ইসরাইলরা যেমন রাজত্ব চেয়েছিল সেই ব্যাপারে শামুয়েল তাদেরকে সতর্ক করে একটি চাপ সৃষ্টি করেছিল।

৮:১১ রথ। ইহি ১১:৬ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন দ্বি:বি: ১৭:১৬ এবং ১৭:১৬-১৭ নোট।

৮:১৫ দশ ভাগের এক ভাগ। বাদশাহ্‌র অংশ হবে দশভাগের একভাগ যা সাধারণত মাবুদের জন্য নির্ধারিত ছিল (লেবীয়

শামুয়েল

শামুয়েল নামের অর্থ “মাবুদের কাছে চাওয়া,” গ্রীক শব্দ “*থিয়াটিয়াস*,” অর্থ হল আল্লাহ্ মাবুদের ডাক শোনা। তিনি ছিলেন আফরাহীম পর্বতের রামাথয়িম-সোফীমের অধিবাসী ইল্‌কানার পুত্র, তাঁর মায়ের নাম ছিল হান্না। তাঁর মা তাঁকে মাবুদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন এবং মাবুদের কাজের জন্য মাবুদকে দিয়ে দিয়েছিলন। মাবুদ তাঁকে দর্শন দেন ও তাঁর সেবার জন্য নবী হিসাবে গ্রহণ করেন। দান এলাকা থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত সব বনি-ইসরাইলের কাছে তিনি নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ইসরাইলকে মূর্তিপুজা থেকে মাবুদের দিকে ফিরিয়ে আনেন (২ শামু ১৪:১৪) ফিলিস্তিনী শাসকরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে শামুয়েল মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করেন এবং মাবুদ বজ্রের মত গর্জন করে তাদের পরাজিত করেন।
তাঁর বাড়ি ও শাসন পরিচালনার জায়গা ছিল রামায়, সেখানে তিনি একটি কোরবানগাহ্ তৈরি করেছিলেন। আশ্চর্য হলেও বলতে হয়, ইমাম আলীর পুত্রদের পরিণাম দেখেও শামুয়েল তাঁর পুত্রদের শাসন করেননি। শামুয়েল তাঁর দুই পুত্রকে শাসনকর্তার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের পিতার মত আল্লাহ্-ভক্ত ছিল না, ঘুষ নিয়ে অন্যায়কে ন্যায় বলে বিচার করতো। এই কারণে বনি-ইসরাইলদের বৃদ্ধ নেতারা হযরত শামুয়েলকে অনুরোধ করেন তাদের শাসন করবার জন্য একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করতে। শামুয়েল আল্লাহ্ মাবুদের নির্দেশে তালুতকে বাদশাহ্ হিসেবে অভিষিক্ত করেন। তিনি লোকদের কাছে তাঁর রাজপদের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তালুত মাবুদের বাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করেন বলে হযরত শামুয়েল বাদশাহ্ তালুতের জন্য দুঃখ করতেন।
মাবুদ শামুয়েলকে বাদশাহ্ তালুতের পরিবর্তে দাউদকে অভিষেক করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তিনি দাউদকে ইসরাইলীয়দের পরবর্তী বাদশাহ্ হবার জন্য অভিষেক করেন। হযরত শামুয়েল বালকদের শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি, শরীয়ত, পাক-সাফ, বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং মাবুদের জন্য শোভা যাত্রা করা শেখানো হত। তিনি ছিলেন কাজীগণের মধ্যে শেষ কাজী (প্রেরিত ৩:২৪)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি বনি-ইসরাইলের বিচারকর্তার যুগ থেকে রাজকীয় যুগে উত্তীর্ণ হতে আল্লাহ্ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিলেন।
- তিনি বনি-ইসরাইলের প্রথম দু’জন বাদশাহ্‌র অভিষেক দান করেছিলেন।
- তিনি ইসরাইলের শেষ ও কার্যকর বিচারকর্তা ছিলেন।
- ইবরানী কিতাবের ১১ অধ্যায়ে ঈমানের বীরদের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তাঁর পুত্রদেরকে তাঁর মত করে মানুষ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ফলে তারা বিচারকর্তা হিসাবে পিতার উত্তরাধিকারী হতে পারে নি।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মানুষ তার জীবনে যা কিছু সুসম্পন্ন করে তা তার গুরুত্ব সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয় আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন তার ভিত্তিতে।
- আমরা যে রকম মানুষই হই না কেন তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা কি কাজ করছি এবং কি করতে পারি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** ইফ্রয়িম
- **কাজ:** নবী, বিচারকর্তা, ইমাম
- **আত্মীয়-স্বজন:** মা: হান্না, বাবা: ইনকানা, ছেলেরা: যোয়েল ও অবীয়
- **সমসাময়িক:** আলী, তালুত, দাউদ

মূল আয়াত: “পরে শামুয়েল বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং মাবুদ তাঁর সহবর্তী ছিলেন, তাঁর কোন কথা বিফল হতে দিতেন না। তাতে দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত সমস্ত ইসরাইল জানতে পারলো যে শামুয়েল মাবুদের নবী হবার জন্য বিশ্বাসের পাত্র হয়েছেন” (১ শামুয়েল ৩:১৯,২০)।

১ শামুয়েল ১-২৮ অধ্যায়ে তাঁর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, জবুর ৯৯:৬; ইয়ারমিয়া ১৫:১; প্রেরিত ৩:২৪; ১৩:২০; ইবরানী ১১:৩২ আয়াতে তাঁর কথা বর্ণিত আছে।

গোলাম বাঁদী ও তোমাদের সেরা যুবকদের ও তোমাদের সমস্ত গাধা নিয়ে তাঁর নিজের কাজে নিযুক্ত করবেন। [17] তিনি তোমাদের ভেড়াগুলোর দশ ভাগের এক ভাগ নেবেন ও তোমরা তাঁর গোলাম হবে। [18] সেদিন তোমরা তোমাদের মনোনীত বাদশাহ্‌ দরুন কান্নাকাটি করবে; কিন্তু মাবুদ সেদিন তোমাদের কোন উত্তর দেবেন না।
[19] তবুও লোকেরা শামুয়েলের কথা শুনতে অস্বীকার করে বললো, না, আমাদের এক জন বাদশাহ্‌ চাই; [20] তাতে আমরাও অন্য সকল জাতির সমান হব এবং আমাদের বাদশাহ্‌ আমাদের বিচার করবেন ও আমাদের অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করবেন। [21] তখন শামুয়েল লোকদের সমস্ত কথা শুনে মাবুদের কাছে তা নিবেদন করলেন। [22] তাতে মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, তুমি তাদের কথা শোন, তাদের জন্য এক জন বাদশাহ্‌ নিযুক্ত কর। পরে শামুয়েল বনি-ইসরাইলদের বললেন, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ নগরে যাও।

বাদশাহ্‌র পদে তালুতকে বেছে নেওয়া

৯ [1] আর বিন্‌ইয়ামীন-বংশীয় এক জন লোক ছিলেন, তাঁর নাম কীশ। তিনি অবীয়েলের পুত্র, ইনি সরোরের পুত্র, ইনি বখোরতের পুত্র, ইনি অফিহের পুত্র। কীশ এক জন বিন্‌ইয়ামীনীয় বলবান বীর ছিলেন। [2] আর তালুত নামে তাঁর এক জন পুত্র ছিলেন; তিনি সুন্দর যুবা পুরুষ; বনি-ইসরাইলদের মধ্যে তার চেয়ে সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না এবং তিনি অন্য সমস্ত লোক থেকে প্রায় এক ফুট লম্বা ছিলেন।
[3] একদিন তালুতের পিতা কীশের গাধীগুলো হারিয়ে গেল, তাতে কীশ তাঁর পুত্র তালুতকে বললেন, তুমি এক জন ভৃত্য সঙ্গে নাও, উঠ, গাধীগুলোর খোঁজ করতে যাও। [4] তাতে তিনি পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে ভ্রমণ করে শালিশা প্রদেশে দিয়ে গমন করলেন; কিন্তু তারা তাদের খুঁজে পেলেন না। পরে তারা শালীম প্রদেশ দিয়ে গেল; সেখানেও নেই। পরে তিনি বিন্‌ইয়ামীনীয়দের দেশে গেল, কিন্তু তারা সেখানেও গাধীগুলোকে পেলেন না।
[5] পরে সূফ প্রদেশে উপস্থিত হলে তালুত তাঁর সঙ্গী ভৃত্যটিকে বললেন, এসো, আমরা ফিরে যাই; কি জানি আমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা করবেন। [6] সে তাঁকে বললো, দেখুন, এই নগরে আল্লাহ্‌র এক জন ব্যক্তি আছেন; তিনি অতি সম্মানিত; তিনি যা যা বলেন, সকলই সিদ্ধ হয়; চলুন, আমরা এখন সেই স্থানে যাই; হয়তো তিনি আমাদের গন্তব্য পথ বলে দিতে পারবেন। [7] তখন তালুত তাঁর ভৃত্যকে বললেন, কিন্তু দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সেই ব্যক্তির কাছে কি নিয়ে যাব? আমাদের থলির মধ্যে যে খাদ্য ছিল তা শেষ হয়েছে; আল্লাহ্‌র লোকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের কাছে কোন উপহার নেই; আমাদের কাছে কি আছে? [8] তখন ভৃত্যটি

[৮:১৮] ১শামু ২৮:৬; আইউ ২৭:৯; ৩৫:১২, ১৩; জবুর ১৮:৪১; ৬৬:১৮; মেসাল ১:২৮; ইশা ১:১৫; ৫৮:৪; ৫৯:২; ইয়ার ১৪:১২; ইহি ৮:১৮; মীখা ৩:৪। [৮:১৯] মেসাল ১:২৪; ইশা ৫০:২; ৬৬:৪; ইয়ার ৭:১৩; ৮:১২; ১৩:১০; ৪৪:১৬। [৮:২১] কাজী ১১:১১। [৯:১] ১শামু ১৪:৫১; ১খান্দান ৮:৩৩; ৯:৩৯; ইষ্টের ২:৫; প্রেরিত ১৩:২১। [৯:২] পয়দা ৩৯:৬। [৯:৩] ১শামু ১০:১৪, ১৬। [৯:৪] ইউসা ২৪:৩৩। [৯:৫] ১শামু ১:১। [৯:৬] দ্বি:বি ৩৩:১; কাজী ১৩:৬। [৯:৭] পয়দা ৩২:২০।

২৭:৩০-৩২; শুমারী ১৮:২৬; দ্বি:বি: ১৪:২২, ২৮; ২৬:১২)। প্রকৃতপক্ষে, বাদশাহ্‌ দাবী ততটুকু যা মাবুদ, মহান বাদশাহ্‌র জন্য পবিত্র করে রাখার নিয়ম ছিল (ব্যক্তিতে, জমিতে ও শষ্য ও পশুপালে– এমন কি সমস্ত কিছুর দশভাগের একভাগ (১৭ আয়াত)।

৮:১৮ মনোনীত বাদশাহ্‌ দরুন কান্নাকাটি করবে। দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১২:৪; ইয়ার ২২:১৩-১৭ আয়াত।

৯:১ বলবান বীর ছিলেন। তালুত (২ আয়াত) এবং দাউদকে এমন ভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাদের সম্প্রদায়ের নামকরা পূর্বপুরুষ থেকে এসেছেন (দেখুন রূত ২:১; ৪:২১-২২)। তবে এখানে আল্লাহ্‌ তালুতকে ৩টি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন: তিনি (১) শামুয়েল দ্বারা অভিষিক্ত (৯:১-১০:১৬), (২) অনেকের দ্বারা নির্বাচিত (১০:১৭-২৭) এবং (৩) জনসাধারণের প্রশংসা দ্বারা নিশ্চিত করার মাধ্যমে (১১:১-১৫)।

৯:২ সমস্ত লোক থেকে প্রায় এক ফুট লম্বা ছিলেন। শারীরিক ভাবে বাদশাহ্‌র দৈহিক উচ্চার কথা বলা হয়েছে– সকলের চেয়ে তিনি এক মাথা লম্বা ছিলেন (দেখুন ১০:২৩)।

৯:৩ গাধীগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। তালুত পরিচিত হন গাধীদের একজন রাখাল হিসেবে, যাকে হারিয়ে যাওয়া গাধীগুলো খুঁজে আনার জন্য পাঠানো হয়। সে সময়ে গাধীগুলো তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল– সম্ভবত যে অবাধ্য লোকেরা একজন বাদশাহ্‌ চেয়েছিল এখন তালুত তাদেরই প্রতীক (ইশা ১:৩০)। দাউদকে এখানে তাঁর বাবার মেষপালের একজন যত্নকারী মেষপালক (১৬:১১-১৩) যাঁকে পরে মাবুদের মেষপালের একজন মেষপালক হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ শামু ৫:২; ৭:৭-৮; জবুর ৭৮:৭০-৭২)।

৯:৫ সূফ। এটি সম্ভবত সেই অঞ্চল যেখানে রামা অবস্থিত (৬; ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৬ সে তাঁকে বললো। শামুয়েলকে অবজ্ঞা করাই হল তালুতের চরিত্রের প্রাথমিক একটি ইঙ্গিত যে তিনি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবেন।

এই নগরে। সম্ভবত রামা (দেখুন ৭:১৭), শামুয়েলের নিজের শহর, যেখানে তিনি মাত্র একটি যাত্রা করে ফিরেছিলেন (দেখুন ১২ আয়াত)।

আল্লাহ্‌র এক জন ব্যক্তি। ২:২৭ আয়াতের নোট দেখুন; এখানে শামুয়েলের কথা বলা হয়েছে যিনি আল্লাহ্‌র লোক বলে খ্যাত।

তিনি যা যা বলেন, সকলই সিদ্ধ হয়। দেখুন ৩:১৯ এবং নোট দেখুন।

৯:৭ আমাদের কাছে কোন উপহার নেই; আমাদের কাছে কি আছে। নবীদের উপহার দেয়ার অন্যান্য উদাহরণ পাওয়া যায় ১ বাদশাহ্‌ ১৪:৩; ২ বাদশাহ্‌ ৪:৪২; ৫:১৫-১৬; ৮:৮-৯ আয়াতে। শামুয়েল উপহারটি গ্রহণ করেছিলেন কিনা এবং তিনি জীবিকার জন্য এ ধরনের উপহারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। আল-ইয়াসা নোমানের উপহার গ্রহণ করেন নি (২ বাদশাহ্‌ ৫:১৬)। ভণ্ড নবীরা তাদের বার্তা এমনভাবে প্রকাশ করত যাতে যারা জানতে চাইত সেই বার্তা তাদের পক্ষে যেত (১ বাদশাহ্‌ ২২:৬, ৮, ১৮; ইয়ার ২৮;

তালুতকে জবাবে বললো, দেখুন, আমার হাতে
এক শেকলের চার ভাগের এক ভাগ রূপা আছে;
আমি আল্লাহ্‌র লোককে এ-ই দেব, আর তিনি
আমাদেরকে পথ বলে দেবেন। ৯ (আগেকার
দিনে ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা
করার জন্য যেতে হলে লোকে এরকম বলতো,
চল, আমরা দর্শকের কাছে যাই; কেননা সম্প্রতি
যাঁকে নবী বলা যায়, আগেকার দিনে তাকে দর্শক
বলা হত।) ১০ তখন তালুত তাঁর ভৃত্যটিকে
বললেন, ভালই বললে; চল আমরা যাই। আর
আল্লাহ্‌র লোক যেখানে ছিলেন তাঁরা সেই নগরে
গেলেন।
১১ যখন তাঁরা পাহাড়ী পথ বেয়ে নগরের দিকে
উঠছিলেন; তখন পানি তুলবার জন্য কয়েক জন
যুবতী মেয়ে বাইরে এসেছিল, তাঁরা তাদের দেখে
জিজ্ঞাসা করলেন, দর্শক কি এই স্থানে আছেন?
১২ তারা তাঁদের জবাবে বললো, হ্যাঁ, আছেন;
দেখ তিনি তোমাদের সম্মুখে আছেন; শীঘ্র
এখনই যাও, তিনি আজ নগরে এসেছেন, কারণ
ঐ উচ্চস্থলীতে আজ লোকদের একটি
কোরবানীর অনুষ্ঠান হবে। ১৩ তোমরা নগরের
মধ্যে প্রবেশ করবামাত্র, তিনি উচ্চস্থলীতে আহার
করতে যাবার আগে, তাঁর দেখা পাবে; কেননা
তিনি যতক্ষণ উপস্থিত না হবেন, ততক্ষণ
লোকেরা ভোজন করবে না, কারণ তিনি
কোরবানীর দ্রব্যে দোয়া করেন, পরে দাওয়াত
পাওয়া লোকেরা ভোজন করে; অতএব তোমরা
এখন গিয়ে উঠ; এই সময়ে তাঁর দেখা পাবে।
১৪ তখন তাঁরা নগরে উঠলেন; তাঁরা নগরের
মধ্যে উপস্থিত হলে দেখ, শামুয়েল উচ্চস্থলীতে
যাবার জন্য বের হয়ে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত
হলেন।
১৫ আর তালুতের উপস্থিত হবার আগের দিন
মাবুদ শামুয়েলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন,
১৬ আগামীকাল এমন সময়ে আমি বিন্‌ইয়ামীন
প্রদেশ থেকে এক জন লোককে তোমার কাছে
প্রেরণ করবো; তুমি তাকে আমার লোক
ইসরাইলের নায়ক করার জন্য অভিষেক করবে;
আর সে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে আমার
লোকদের নিস্তার করবে; কেননা আমার
লোকদের কান্না আমার কর্ণগোচর হওয়াতে
আমি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। ১৭ পরে
শামুয়েল তালুতকে দেখলে মাবুদ তাঁকে
বললেন, দেখ, এই সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে
আমি তোমার কাছে বলেছিলাম, সেই আমার
লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করবে। ১৮ তখন তালুত
ফটকে শামুয়েলের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা
করলেন, আরজ করি, দর্শকের বাড়ি কোথায়,
আমাকে বলে দিন। ১৯ তখন শামুয়েল তালুতকে
উত্তর করলেন, আমিই দর্শক, আমার সম্মুখবর্তী
হয়ে উচ্চস্থলীতে চল; কেননা আজ তোমরা
আমার সঙ্গে ভোজন করবে; সকালে আমি
তোমাকে বিদায় করবো এবং তোমার মনের
সমস্ত কথা তোমাকে জানাবো। ২০ আর আজ

[৯:৯] ২শামু ১৫:২৭; ২৪:১১; ২বাদশা ১৭:১৩; ১খান্দান ৯:২২; ২১:৯; ২৬:২৮; ২৯:২৯; ২খান্দান ১৯:২; ইশা ২৯:১০; ৩০:১০; আমোস ৭:১২।
[৯:১১] পয়দা ২৪:১১, ১৩।
[৯:১২] শুমারী ২৮:১১-১৫; ১শামু ৭:১৭।
[৯:১৩] মথি ১৪:১৯; ১করি ১০:১৬; ১তীম ৪:৩-৫।
[৯:১৬] হিজ ৩০:২৫; ১শামু ২:৩৫; ১২:৩; ১৫:১; ২৬:৯; ২বাদশা ১১:১২; জবুর ২:২।
[৯:১৭] ১শামু ১৬:১২।
[৯:২০] ১শামু ১২:১৩; উজা ৬:৮; ইশা ৬০:৪-৯; দানি ২:৪৪; হগয় ২:৭; মিখা ৩:৫, ১১)।

৯:৮ এক শেকলের চার ভাগের এক। মুদ্রা ব্যবহারের আগে, আর্থিক লেনদেনের জন্য সোনা অথবা রূপা মাপা হতো (দেখুন ১৩:১; আইউব ২৮:১৫)।

৯:৯ সম্প্রতি যাঁকে নবী বলা যায়, আগেকার দিনে তাকে দর্শক বলা হত। একজন দর্শক ("যিনি দেখতে পান" ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ দর্শন) এবং একজন নবীর ("যাকে ডাকা হয়" আল্লাহ্‌র মুখস্বরূপ হওয়ার জন্য; দেখুন হিজ ৭:১-২ এবং নোট দেখুন) মধ্যে আবশ্যকীয় কোন পার্থক্য নেই। ১ এবং ২ শামুয়েল কিতাবে যে ব্যক্তি জনপ্রিয় একজন নবী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁকেও দর্শক বলা হতো।

৯:১১ পানি তুলবার জন্য কয়েক জন যুবতী মেয়ে বাইরে এসেছিল। সন্ধ্যাকালে যখন ঠাণ্ডা নেমে আসে (দেখুন পয়দা ২৪:১১)।

৯:১২ উচ্চস্থলী। প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের পর, বনি-ইসরাইলরা মাঝে মাঝে কেনানীয়দের পাহাড়ের ওপর নির্মিত দালান এবং স্থানীয় বেদী তৈরির রীতি-নীতি অনুসরণ করতো। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, এই সময়ে কেন্দ্রীয় এবাদতখানা তৈরির কাজ শুরু হয়নি কারণ আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক আবাস-তাঁবু থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। যেখানে শরীয়ত-সিন্দুক অবস্থিত ছিল সেই শীলোহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ইমাম পরিবারগুলো আলীর ছেলেদের মৃত্যুর পর স্পষ্টতই নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এরকম উঁচু স্থানে এবাদত করা মানে হল ইসরাইলের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পৌত্তলিক চর্চার অনুপ্রবেশ হয়েছিল এবং এই কারণেই এটি নিন্দার কাজ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৩ তিনি কোরবানীর দ্রব্যে দোয়া করেন। শামুয়েল কোরবানীর খাবারকে আশীর্বাদ করলেন (দেখুন ১:৪; ২:১৩-১৬), যেভাবে তিনি খাবারের আগে মুনাজাত করেছিলেন, সম্ভবত এমনটি ইঞ্জিল শরীফে খাবারের সময় মুনাজাত করার সাথে এর মিল রয়েছে (দেখুন মথি ২৬:২৬-২৭; ইউহোন্না ৬:১১, ২৩; ১ তীম ৪:৩-৫)।

৯:১৬ নায়ক করার জন্য। হিব্রুতে এই শব্দটি (দেখুন ১০:১; ১৩:১৪; ২৫:৩০) সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে যিনি আল্লাহ্‌র লোকদের শাসন করার জন্য মনোনীত (আরও দেখুন ২ শামু ৫:২; ৭:৮; ১ খান্দান ১১:২; ১৭:৭)। এটি কাজীগণের শাসন কাল থেকে বাদশাহ্‌দের শাসনের সময়ের কালের মধ্যে হস্তান্তরিত একটি ব্যবহারিক শব্দ হিসাবে কাজ করে।

অভিষেক করবে। ইমামগণ অবশ্যই অভিষিক্ত (দেখুন হিজ ২৯:৭; ৪০:১২-১৫; লেবী ৪:৩; ৮:১২), কিন্তু এই সময় থেকে পুরাতন নিয়মে এক্ষেত্রে সাধারণত বাদশাহ্‌র ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেমন– "মাবুদের অভিষেক" (২:১০ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ২৪:৬; ২৬:৯, ১১, ১৬; ২ শামু ১:১৪, ১৬; ১৯:২১; জবুর ২:২; কিন্তু আরও দেখুন জাকা ৪:১৪)। অভিষিক্ত হওয়া মানে মাবুদের একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাকে আলাদা করা এবং কাজটির জন্য তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলা (দেখুন ১০:১, ৬; ১৬:১৩; ইশা ৬১:১)।

তিন দিন হল, তোমার যেসব গাধী হারিয়েছে,
তাদের জন্য চিন্তিত হয়ো না; সেসব পাওয়া
গেছে। আর ইসরাইলের সমস্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্য
কার? সেই সমস্ত কি তোমার এবং তোমার সমস্ত
পিতৃকুলের নয়? ২১ তালুত জবাবে বললেন, আমি
কি ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম বিন্‌ইয়ামীন
বংশীয় নই? আবার বিন্‌ইয়ামীন-বংশের মধ্যে
আমার গোষ্ঠী কি সবচেয়ে ক্ষুদ্র নয়? তবে আপনি
আমাকে কেন এই রকম কথা বলেন?
২২ পরে শামুয়েল তালুত ও তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে
খাবার বাড়িতে গেলেন, অনুমান ত্রিশ জন
দাওয়াত পাওয়া লোকদের মধ্যে তাঁদেরকে উত্তম
স্থানে বসালেন। ২৩ পরে শামুয়েল পাচককে
বললেন, আমি যে অংশ তোমাকে দিয়ে তোমার
কাছ রাখতে বলেছিলাম, তা নিয়ে এসো।
২৪ তাতে পাচক উরু ও তার উপরে যা ছিল তা
এনে তালুতের সম্মুখে রাখল। আর শামুয়েল
বললেন, দেখ, এটি তোমার জন্য রাখা হয়েছিল;
তুমি এটি তোমার সম্মুখে রাখ, ভোজন কর;
কেননা নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষাতে এটি তোমার
জন্য রাখা গেছে, আমি বলেছিলাম যে, আমি
লোকদের দাওয়াত করেছি। তাতে সেদিন তালুত
শামুয়েলের সঙ্গে আহার করলেন।
২৫ পরে তাঁরা উচ্চস্থলী থেকে নগরে নেমে
গেলে শামুয়েল বাড়ির ছাদের উপরে তালুতের সঙ্গে
কথাবার্তা বললেন। ২৬ পরে তাঁরা প্রভাতে
উঠলেন, আর আলো ফুটে উঠলে শামুয়েল বাড়ির
ছাদের উপরে তালুতকে ডেকে বললেন, উঠ, আমি
তোমাকে বিদায় করি। তখন তালুত উঠলেন,
আর তিনি ও শামুয়েল দু'জন বাইরে গেলেন।

মালা ৩:১।
[৯:২৪] লেবীয় ৭:৩২-৩৪।
[৯:২৫] দ্বি:বি ২২:৮; ইউসা ২:৮; মথি ২৪:১৭; লূক ৫:১৯; ১ শামু ১০।
[১০:১] হিজ ৩৪:৯; ২শামু ২০:১৯; জবুর ৭৮:৬২, ৭১।
[১০:২] পয়দা ৩৫:২০।
[১০:৩] পয়দা ৩৫:৭-৮।
[১০:৪] ১শামু ১৬:২০; মেসাল ১৮:১৬।
[১০:৫] শুমারী ১১:২৯; ১বাদশা ২০:৩৫; ২বাদশা ২:৩, ১৫; ৪:১; ৬:১; ৯:১; আমোস ৭:১৪।

২৭ পরে তাঁরা নেমে নগরের প্রান্তভাগ দিয়ে
যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে শামুয়েল তালুতকে
বললেন, তোমার ভৃত্যটিকে আগে যেতে বল,
কিন্তু তুমি কিছুকাল দাঁড়াও, আমি তোমাকে
আল্লাহ্‌র কালাম শুনাই। তাতে তাঁর ভৃত্য এগিয়ে
গেল।

বাদশাহ্‌ হিসেবে তালুতের অভিষেক

১০ ১ আর শামুয়েল তেলের শিশি নিয়ে
তাঁর মাথায় ঢেলে তাঁকে চুম্বন করে
বললেন, মাবুদ কি তোমাকে তাঁর অধিকারের
নায়ক করার জন্য অভিষেক করলেন না? ২ আজ
তুমি যখন আমার কাছ থেকে প্রস্থান করবে,
তখন বিন্‌ইয়ামীনের সীমানায় সেল্‌সহে রাহেলার
কবরের কাছে দু'জন পুরুষের দেখা পাবে; তারা
তোমাকে বলবে, তুমি যেসব গাধীর খোঁজে
গিয়েছিলে সেগুলো পাওয়া গেছে; আর দেখ,
তোমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে
তোমার জন্য চিন্তা করছেন, বলছেন, আমার
পুত্রের জন্য কি করবো? ৩ পরে তুমি সেখান
থেকে অগ্রসর হয়ে তাবোরের এলোন গাছের
কাছে আসবে, সে স্থানে বেথেলে আল্লাহ্‌র কাছে
যাচ্ছে, এমন তিন জন পুরুষের দেখা পাবে,
দেখবে, তাদের মধ্যে এক জন তিনটি ছাগলের
বাচ্চা, আর এক জন তিনখানা রুটি, আর এক
জন এক কুপা আঙ্গুর-রস বহন করছে। ৪ তারা
তোমাকে সালাম জানাবে ও দু'খানা রুটি
তোমাকে দেবে এবং তুমি তাদের হাত থেকে তা
গ্রহণ করবে। ৫ পরে ফিলিস্তিনীদের প্রহরী
সৈন্যদল যেখানে আছে, তুমি আল্লাহ্‌র সেই
পর্বতে উপস্থিত হবে, সেখানে নগরে পৌঁছিলে,

৯:২০ ইসরাইলের সমস্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্য। ইসরাইলের বাদশাহ্‌র বাঞ্ছিত দ্রব্য।

৯:২১ ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম বিন্‌ইয়ামীন-বংশীয় নই। তালুত ইসরাইলের সবচেয়ে নম্র বংশ থেকে এসেছিলেন। বিন্‌ইয়ামীন ছিলেন ইয়াকুবের সবচেয়ে ছোট ছেলে এবং কাজীদের সময় থেকে এই গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যায়; দেখুন কাজী ২০:৪৬-৪৮। বাদশাহ্‌র প্রতি তাঁর উদারতা দেখায় যে, আল্লাহ্‌ যাকে চান তাকেই "মহিমান্বিত করেন" (২:৭), এটি এমন একটি মূল বিষয় যা নিয়ে শামুয়েল সারা জীবন কাজ করেছেন। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজত্ব উন্নীত করতে আল্লাহ্‌ ক্ষমতাহীনদের ব্যবহার করেন আর কিতাবুল মোকাদ্দসে এরকম অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। এটা স্পষ্টভাবেই সত্য যে, তাঁর রাজ্য শুধু এই জগতের নয় (১ খান্দান ১:২৬-৩১)।

৯:২৪ তালুতের সম্মুখে রাখল। সাধারণভাবে মাবুদের পবিত্র ইমামদের জন্য সংরক্ষিত স্থান (দেখুন হিজ ২৯:২২, ২৭; লেবী ৭:৩২-৩৩, ৩৫; শুমারী ৬:২০; ১৮:১৮)। তালুতকে কোরবানীর মাংসের পছন্দের টুকরা দেওয়া ছিল একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় যা প্রকাশ করে যে, তিনি আল্লাহ্‌র জন্য অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন।

৯:২৫ বাড়ির ছাদের উপরে। যেখানে তারা সন্ধ্যার শীতল বাতাস পেত (দেখুন ১১ আয়াত; ২ শামু ১১:২ এবং নোট দেখুন) এবং যেখানে তালুত ঘুমাতেন (২৬ আয়াত দেখুন)।

১০:১ তেলের শিশি। সম্ভবত মশলা মেশানো তেল (দেখুন হিজ ৩০:২২-৩৩)।

তাঁর অধিকারের। মাবুদের উত্তরাধিকার হিসেবে মানুষ (দেখুন হিজ ৩৪:৯) এবং দেশ (দেখুন হিজ ১৫:১৭) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। শামুয়েল প্রস্থান করার পর, শামুয়েলের কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্‌ যে তাকেই প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তালুত ৩টি চিহ্ন পান (২-৭ আয়াত দেখুন)।

নায়ক করার জন্য অভিষেক করলেন না? ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২ রাহেলার কবরের কাছে। রাহেল, হযরত ইয়াকুবের প্রিয় স্ত্রী, বেথলেহেমের পথে বিন্‌ইয়ামীনকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। তার সমাধি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান (দেখুন পয়দা ৩৫:২০ এবং নোট দেখুন)।

১০:৩ তাবোরের এলোন গাছের কাছে। একটি বড় গাছ, যে গাছটি প্রায়ই তীর্থযাত্রীদের এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীদের জন্য একটি সুন্দর বিশ্রামের জায়গা ছিল (দেখুন পয়দা ১২:৬ দেখুন)।

বেথেলে। জেরুশালেমের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত (পয়দা ১২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:৫ আল্লাহ্‌র সেই পর্বতে। হিব্রুতে 'গিবিয়া-হা-এলোহিম'।

এমন এক দল নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, যারা
নেবল, তবল, বাঁশী ও বীণা নিয়ে ভাবোক্তি
বলতে বলতে উচ্চস্থলী থেকে নেমে আসছে।
৬ তখন মাবুদের রূহ্ সবলে তোমার উপরে
অবস্থান নেবেন, তাতে তুমিও তাদের সঙ্গে
ভাবোক্তি বলবে এবং অন্য রকম মানুষ হয়ে
উঠবে। ৭ এসব চিহ্ন তোমার প্রতি ঘটলে তোমার
হাত যা করতে পারে, তা করো, কেননা আল্লাহ্
তোমার সহবর্তী। ৮ আর তুমি আমার আগে
গিল্‌গলে নেমে যাবে, আর দেখ, পোড়ানো-
কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী করার জন্য আমি
তোমার কাছে যাব; আমি তোমার কাছে উপস্থিত
হয়ে তোমার কর্তব্য তোমাকে না জানানো পর্যন্ত
সাত দিন বিলম্ব করবে।

তালুত বাদশাহ্ হলেন

৯ পরে তিনি শামুয়েলের কাছ থেকে যাবার জন্য
ফিরে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তাকে অন্য মন দিলেন
এবং সেদিন ঐ সমস্ত চিহ্ন সফল হল। ১০ তাঁরা
সেখানে, সেই পর্বতে, উপস্থিত হলে, দেখ, এক
দল নবী তাঁর সম্মুখে পড়লেন; এবং আল্লাহ্‌র রূহ্
সবলে তাঁর উপরে আসলেন ও তাঁদের মধ্যে
তিনি ভাবোক্তি বলতে লাগলেন। ১১ আর যারা
আগে তাঁকে জানত, তারা সকলে যখন দেখলো,
তিনি নবীদের সঙ্গে ভাবোক্তি বলছেন, তখন
লোকেরা পরস্পর বললো, কীশের পুত্রের কি
হল? শৌলও কি নবীদের মধ্যে এক জন?
১২ তাতে সেখানকার এক জন জবাবে বললো,
ভাল, ওদের পিতা কে? এভাবে, "শৌলও কি
নবীদের মধ্যে এক জন?" এই কথা প্রবাদ হয়ে
উঠলো। ১৩ পরে তিনি ভাবোক্তি বলা শেষ করে
উচ্চস্থলীতে গেলেন।
১৪ পরে তালুতের চাচা তাঁকে ও তাঁর ভৃত্যকে
জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?
তিনি বললেন, গাধীগুলোর খোঁজে; কিন্তু গাধীগুলো
কোন স্থানে নেই দেখে আমরা শামুয়েলের কাছে
গিয়েছিলাম। ১৫ তালুতের চাচা বললেন, বল,
শামুয়েল তোমাদের কি বললেন? ১৬ তখন
তালুত তাঁর চাচাকে বললেন, তিনি আমাদের
স্পষ্টভাবে বললেন, সমস্ত গাধী পাওয়া গেছে।
কিন্তু রাজত্বের বিষয় যে কথা শামুয়েল
বলেছিলেন, তা তিনি তাঁকে বললেন না।
১৭ পরে শামুয়েল লোকদেরকে মিস্‌পাতে
মাবুদের কাছে ডাকালেন; ১৮ আর বনি-
ইসরাইলদের বললেন, মাবুদ ইসরাইলের
আল্লাহ্, এরকম বলেন, আমিই ইসরাইলকে
মিসর থেকে এনেছি এবং মিসরীয়দের হাত
থেকে ও তোমাদের প্রতি যে সমস্ত রাজ্য জুলুম
করতো, তাদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার

[১০:৬] শুমারী ১১:২৫।
[১০:৭] ২শামু ৭:৩; ১বাদশা ৮:১৭; ১খান্দান ২২:৭; ২৮:২।
[১০:৮] ইউসা ৪:২০; ১০:৪৩; ১শামু ৭:১৬; ১১:১৪-১৫।
[১০:৯] দ্বি:বি ১৩:২।
[১০:১০] শুমারী ১১:২৫; ১শামু ১১:৬।
[১০:১১] ১শামু ১৯:২৪।
[১০:১৩] ১শামু ১৯:২৩।
[১০:১৪] ১শামু ১৪:৫০।
[১০:১৬] ১শামু ৯:৩।
[১০:১৭] ১শামু ৭:৫।
[১০:১৮] হিজ ১:১৪; শুমারী ১০:৯।

তালুতের জন্মস্থান ছিল গিবিয়াতে (২৬; ১১:৪ আয়াত দেখুন), যা বিন্‌ইয়ামীন এলাকার উপজাতীয় এলাকায় অবস্থিত ছিল (ইউসা ১৮:২৮; কাজী ১৯:১২-১৪)। এই জায়গাটিকে সাধারণত "গিবিয়া" অথবা "বিন্‌ইয়ামীনের মধ্যে গিবিয়া" (যেমন ১৩:২,১৫ আয়াতে রয়েছে), কিন্তু ৩ বার "তালুতের গিবিয়া" বলা হয়েছে (১১:৪; ১৫:৩৪; ২ শামু ২১:৬)। বর্তমানে এই উপাধিটি (শুধু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে) শামুয়েলের তালুতকে স্মরণ করিয়ে দেবার একটি উপায় ছিল যে, কেনান দেশটি আল্লাহ্‌র অধিকার এবং এটি ফিলিস্তিনীদের নয় (দেখুন দ্বি: বি: ৩২:৪৩; ইশা ১৪:২; হোসেয় ৯:৩)।

এক দল নবী। কয়েক দল শিষ্য নবীর সাথে শামুয়েলের যোগাযোগ ছিল (এই "নবীদের দলের" সাথে ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসাও যুক্ত ছিলেন; ১ বাদশাহ্ ২০:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে মানুষের সমাজে এমন একটি দল দেখা যায় যারা অধঃপতিত সময়ে রূহানিক ভাবে একত্রিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা করতো এবং আল্লাহ্‌র জন্য কাজ করতো।

নেবল, তবল, বাঁশী ও বীণা। কখনো পৃথক ভাবে নবীরা অথবা নবীদের একটি দল একত্রে মিলে বাদ্যযন্ত্র বাজাতো (দেখুন ২ বাদশাহ্ ৩:১৫; ১ খান্দান ২৫:১)।

ভাবোক্তি। এখানে (এবং ৬, ১০-১১ আয়াতে) আল্লাহ্ হতে আগত পরমানন্দদায়ক প্রশংসা যা আল্লাহ্‌র রূহ্ দ্বারা অনুপ্রাণিত (দেখুন শুমারী ১১:২৪ আয়াত)।

১০:৬ অন্য রকম মানুষ হয়ে উঠবে। আল্লাহ্‌র রূহ্ তালুতকে ইসরাইলের বাদশাহ্ করতে সক্ষম।

১০:৭ তোমার হাত যা করতে পারে, তা করো। পরিস্থিতির কারণে যখন তালুত নিজেই সুস্পষ্টভাবে তার রাজকীয় নেতৃত্ব প্রকাশ করবেন তখন তালুত সেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যা তিনি উপযুক্ত মনে করবেন (দেখুন ১১:৪-১১)।

১০:৮ তুমি আমার আগে গিল্‌গলে নেমে যাবে। ভবিষ্যতের কিছু অনির্দিষ্ট সময়ে, সম্ভবত আগেই আলোচনা করা হয়েছে (দেখুন ৯:২৫), তালুতকে গিল্‌গলে যেতে হয় এবং শামুয়েলের আগমনের জন্য ৭ দিন অপেক্ষা করতে হয় (দেখুন ১৩:৭-১৪)।

গিল্‌গল। ইহি ৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১১ তালুতও কি নবীদের মধ্যে এক জন? দেখুন ১৯:২৪ এবং নোট দেখুন; অবাক হওয়ার একটি অভিব্যক্তি হল যারা তালুতকে আগে থেকে চিনত তারা তালুতের ব্যবহারে প্রকাশ করে দেয়– তার চরিত্রের আরেকটি ধূর্ততার ইঙ্গিত (৯:৩, ৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:১২ ওদের পিতা কে? কেউ কেউ এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বুঝে থাকেন যে, এটা একটি সাধারণভাবে নবীদের দোষারোপ করা, অন্যেরা মনে করেন যে, এর মধ্যে দিয়ে স্বীকার করে, নবীদের অনুপ্রেরণা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে এবং এটা তার প্রতিই ঘটে যাকে তিনি এই কাজের জন্য বেছে নেন। যাহোক, যারা বড় নবী তাদের পিতা বলে ডাকা হয় (২ বাদশাহ্ ২:১২; ৬:২১; ১৩:১৪)। এখনে লেখক হয়তো শামুয়েলকে অথবা নেতিবাচক অর্থে গিবিয়ার তালুতকে বুঝাতে চেয়েছেন।

১০:১৭ শামুয়েল লোকদেরকে মিস্‌পাতে মাবুদের কাছে ডাকালেন। তালুতের ব্যক্তিগত পদ ও অভিষেকের পরে বাদশাহ্‌র পদের জন্য (৯:১৫-১৭, ২০-২১, ২৭; ১০:১), এবং মাবুদের বেছে নেওয়া বাদশাহ্‌কে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একটি সভা শামুয়েল ডেকেছেন (২১) সেই সঙ্গে বাদশাহ্‌র কি কাজ হবে তা বর্ণনা করেন (২৫)।

মিস্পা। দেখুন ৭:৫ আয়াত।

১০:১৮ তোমাদের উদ্ধার করেছি। শামুয়েলের মধ্য দিয়ে প্রভু

করেছি। ১৯ কিন্তু তোমরা আজ তোমাদের
আল্লাহ্‌কে, যিনি সমস্ত দুর্দশা ও সঙ্কট থেকে
তোমাদের নিস্তার করে আসছেন, তাঁকেই অগ্রাহ্য
করলে এবং তাঁকে বললে যে, আমাদের উপরে
এক জন বাদশাহ্‌ নিযুক্ত কর; অতএব তোমরা
এখন স্ব স্ব বংশ ও স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে মাবুদের
সাক্ষাতে উপস্থিত হও।
২০ পরে শামুয়েল ইসরাইলের সমস্ত বংশকে
কাছে আনালে বিন্‌ইয়ামীন-বংশ নিশ্চিত হল।
২১ আর এক এক গোষ্ঠী অনুসারে বিন্‌ইয়ামীন-
বংশকে কাছে আনালে মট্রীয়দের গোষ্ঠী নিশ্চিত
হল এবং তার মধ্যে কীশের পুত্র তালুত নিশ্চিত
হলেন; কিন্তু খোঁজ করলে তাঁর খোঁজ পাওয়া
গেল না। ২২ অতএব তারা পুনরায় মাবুদের কাছে
জিজ্ঞাসা করলো, সেই ব্যক্তি কি এই স্থানে
এসেছে? মাবুদ বললেন, দেখ, সেই ব্যক্তি
জিনিসপত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ২৩ পরে তারা
দৌড়ে সেখান থেকে তাঁকে আনলো। আর তিনি
লোকদের মধ্যে দাঁড়ালে পর দেখা গেল তিনি
অন্য লোকদের চেয়ে প্রায় এক ফুট লম্বা।
২৪ পরে শামুয়েল সমস্ত লোককে বললেন, তোমরা
কি এই মানুষটিকে দেখছ? ইনি মাবুদের
মনোনীত; সমস্ত লোকের মধ্যে এঁর মত কেউ
নেই। তখন সকলে জয়ধ্বনি করে বললো,
বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন।

[১০:১৯] জবুর ৭:১০; ১৮:৪৮; ৬৮:২০; ১৪৫:১৯।
[১০:২১] ইষ্টের ৩:৭; মেসাল ১৬:৩৩।
[১০:২২] পয়দা ২৫:২২; কাজী ১৮:৫।
[১০:২৩] ১শামু ৯:২।
[১০:২৪] দ্বিঃবি ১৭:১৫; ২শামু ২১:৬।
[১০:২৫] দ্বিঃবি ১৭:১৪-২০; ১শামু ৮:১১-১৮; ২বাদশা ১১:১২।
[১০:২৬] কাজী ২০:৪৪।
[১০:২৭] ১বাদশা ১০:২৫; জবুর ৬৮:২৯।
[১১:১] পয়দা ১৯:৩৮; ১খান্দান ১৯:১।
[১১:২] পয়দা ৩৪:১৫।
[১১:৩] কাজী ২:১৬।

২৫ পরে শামুয়েল লোকদের রাজতন্ত্রের নিয়ম-
কানুন বললেন এবং তা পুস্তকে লিখে মাবুদের
সম্মুখে রাখলেন। আর শামুয়েল সমস্ত লোককে
তাদের নিজ নিজ বাড়িতে বিদায় করলেন।
২৬ আর তালুতও গিবিয়ায় তাঁর বাড়িতে গেলেন;
এবং আল্লাহ্‌ যাদের অন্তর স্পর্শ করলেন, এমন
এক দল সৈন্য তাঁর সঙ্গে গমন করলো। ২৭ কিন্তু
পাষণ্ডেরা কেউ কেউ বললো, এই ব্যক্তি
আমাদের কিভাবে উদ্ধার করবে? তারা তাঁকে
তুচ্ছ জ্ঞান করে উপহার দিল না; তবুও তিনি
নির্বিকার ও নির্বাক থাকলেন।

বাদশাহ্‌ তালুতের বীরত্ব

১১ ১ পরে অম্মোনীয় নাহশ এসে যাবেশ-
গিলিয়দের সম্মুখে শিবির স্থাপন
করলেন; আর যাবেশের সমস্ত লোক নাহশকে
বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ম স্থির
করুন; আমরা আপনার গোলাম হব।
২ অম্মোনীয় নাহশ তাদের এই জবাব দিলেন,
আমি এই শর্তে তোমাদের সঙ্গে নিয়ম স্থির
করবো যে, তোমাদের সকলের ডান চোখ
উৎপাটন করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আমি
সমস্ত ইসরাইলে কলঙ্ক লাগাব। ৩ তখন
যাবেশের প্রাচীনবর্গরা বললেন, আপনি সাত দিন
আমাদের প্রতি ক্ষান্ত থাকুন; আমরা ইসরাইল
দেশের সমস্ত অঞ্চলে দূত প্রেরণ করি; তাতে

লোকদের কাছে জোর দিয়ে বলছেন যে, তিনি ইতিহাসের সমস্ত ধরে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাদের উদ্ধারকর্তা। তিনি মিসর থেকে তাদের বের করে এনে কাজীগণের সময়ে তাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। যদিও কোন কোন সময়ে সেই সব কাজীগণ নিজেকে ইসরাইলের উদ্ধারকর্তা হিসাবে উল্লেখ করেছেন (দেখুন কাজী ৩:৯, ১৫, ৩১; ৬:১৪; ১০:১; ১৩:৫), দ্বিতীয় অর্থে হয়তো সেই কথা সত্যি কারণ তারাও প্রভুর উদ্ধারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন (দেখুন ১২:১১; কাজী ৬:১৪)।

১০:১৯ তাঁকেই অগ্রাহ্য করলে। ৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২০ বিন্‌ইয়ামীন-বংশ নিশ্চিত হল। দেখুন ১৪:৪১-৪২; ইহি ৭:১৬-১৮। এই নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে উরীম এবং তুম্মীম ব্যবহৃত হতো (২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন; হিজ ২৮:৩০)।

১০:২৩ প্রায় এক ফুট লম্বা। দেখুন ৯:২ এবং নোট দেখুন।

১০:২৪ বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন। জবুর ৬২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২৫ রাজতন্ত্রের নিয়ম-কানুন। বনি-ইসরাইল বাদশাহ্‌ চেয়ে যে ভুল করেছে এবং এ বিষয়ে তাদের যে দুশ্চিন্তা ছিল তা কাটাবার জন্য শামুয়েল এখানে প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে তাদের বলেন যে, আল্লাহ্‌ তাদের একজন বাদশাহ্‌ দিতে চান। ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কর্তব্য ও দায়িত্বের বর্ণনা লোকদের এবং বাদশাহ্‌র এই উভয়ের জন্যই দিয়েছেন। তিনি ইসরাইলের রাজপদ ও তাদের আশেপাশের রাজ্যের রাজপদের মাঝে যে একটি বড় পার্থক্য আছে তা পরিষ্কার ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। যদিও ইসরাইলে একজন বাদশাহ্‌ থাকবেন কিন্তু এর মধ্য দিয়ে মাবুদই তাদের উপর রাজত্ব করবেন (দ্বিঃবিঃ ১৭:১৪-২০)।

পুস্তকে। দেখুন হিজ ১৭:১৪।

মাবুদের সম্মুখে রাখলেন। দেখুন হিজ ৩১:৯। এই আইনগত নথিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ লোকদের বাদশাহ্‌র শাসনতন্ত্র বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল সেই জায়গায় এবং সেখানেই তা রক্ষিত হচ্ছিল।

১০:২৭ পাষণ্ডেরা। দেখুন ২:১২; আরও দেখুন দ্বিঃবিঃ ১৩:১৩।

এই ব্যক্তি আমাদের কিভাবে উদ্ধার করবে? বার বার লোকদের এই রকম ধর্মত্যাগী ধারণার জন্যই জাতীয় নিরাপত্তার একজন মানুষ-বাদশাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হয়েছে (১৮ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ৮:২০)।

১১:১ অম্মোনীয়। অম্মোনীয়রা হল হযরত লূতের বংশধর (দেখুন পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ এবং নোট দেখুন; দ্বিঃবিঃ ২:১৯) এবং জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে এবং জব্বোক নদীর দক্ষিণে অম্মোনীয়রা বাস করতো (দেখুন দ্বিঃবিঃ ২:৩৭; ইহি ১২:২)। কাজী ৩:১৩; ১১:৪-৩৩ আয়াতে আগে অম্মোনীয়দের ইসরাইল দখল করার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ হয়েছে। ফিলিস্তিনীরা পশ্চিম ইসরাইলকে যে হুমকি দিয়েছিল তাকে কাজে লাগিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যাবার জন্য অম্মোনীয়দের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

যাবেশ-গিলিয়দের। জর্ডানের পূর্বের একটি শহর।

১১:২ তোমাদের সকলের ডান চোখ উৎপাটন করতে হবে। বনি-ইসরাইলকে এভাবে অপমান করার জন্য পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল (কাজী ১৬:২১ আয়াতের নোট দেখুন), তা হল তাদের ধনুর্ধারী সৈন্যদলকে ধ্বংস করে দেওয়া।

একজন বাদশাহ্ থাকায় যেসব সমস্য হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল

যে সমস্ত সমস্যার কথা নবী শামুয়েল বলেছিলেন	কিতাবের রেফারেন্স	যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল
বাদশাহ্ তোমাদের পুত্রদের নিয়ে তাঁর রথ ও ঘোড়ার উপরে নিযুক্ত করবেন।	১ শামুয়েল ৮:১১, ১২	১ শামুয়েল ১৪:৫২– আর তালুত কোন বলবান পুরুষ বা কোন বীর পুরুষকে দেখলে তাকে তাঁর সৈন্যদলে গ্রহণ করতেন।
তোমাদের যুবকেরা বাদশাহ্ রথের আগে আগে দৌড়াবে।	১ শামুয়েল ৮:১১	২ শামুয়েল ১৫:১– এর পরে অবশালোম তার জন্য রথ, ঘোড়া ও তার অগ্রভাগে দৌড়াবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক নিযুক্ত করলো।
বাদশাহ্ তাদেরকে তাঁর সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি নিযুক্ত করবেন এবং কাউকে কাউকে তাঁর ভূমি চাষ ও শস্য কাটতে এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও রথের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে নিযুক্ত করবেন। তোমরা তাঁর গোলাম হবে।	১ শামুয়েল ৮:১২, ১৭	২ খান্দাননামা ২:১৭, ১৮– আর সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের গণনার পরে ইসরাইল দেশের সমস্ত প্রবাসী লোক গণনা করালেন, তাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয় শত লোক পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে তিনি ভার বইতে সত্তর হাজার লোক, পর্বতে কাঠ কাটতে আশী হাজার লোক ও লোকদেরকে কাজ করাবার জন্য তিন হাজার ছয় শত নেতা নিযুক্ত করলেন।
তিনি তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত, আঙ্গুরক্ষেত ও সমস্ত জলপাই গাছ নিয়ে নেবেন।	১ শামুয়েল ৮:১৪	১ বাদশাহ্নামা ২১:৫-১৬– বাদশাহ্ আহাব নাবোতের আঙ্গুর ক্ষেত নিয়ে নেন।
তোমাদের সম্পত্তি নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করবেন।	১ শামুয়েল ৮:১৪-১৬	১ বাদশাহ্নামা ৯:১০-১৪– সোরের বাদশাহ্ হীরমকে বাদশাহ্ সোলায়মান ২০টি নগর দিয়ে দেন।
শস্যর ও আঙ্গুরের দশ ভাগের এক ভাগ এবং ভেড়াগুলোর দশ ভাগের এক ভাগ নেবেন ও তোমরা তাঁর গোলাম হবে।	১ শামুয়েল ৮:১৫-১৭	১ বাদশাহ্নামা ১২:১-১৬– বাদশাহ্ রহবিয়াম সোলায়মানের চেয়েও বেশী কর ইসরাইলীয়দের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

বনি-ইসরাইলদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র

কাজীগণের সময়ে ইসরাইলীয়দের তাদের একের অধিক রাজধানী ছিল। এটা হয়তো একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে কেন পাক-কিতাবে কোন কোন নগরের কথা একটার সঙ্গে অন্যটা জড়িয়ে গেছে।

গিলগল	ইউসা ৪:১৯; কাজী ২:১; হোশেয় ৪:১৫; মীকাহ্ ৬:৫
শীলো	ইউসা ১৮:১-১০;১৯:৫১; কাজী ১৮:৩১; ১ শামু ১:৩ ইয়ার ৭:১২-১৪
শিখিম	ইউসা ২৪:১
রামা	১ শামু ৭:১৭; ৮:৪
মিস্পা	কাজী ১১:১১; ২০:১; ১ শামু ১০:১৭
বেথেল	কাজী ২০:১৮, ২৬; ১ শামু ১০:৩
গিবিয়া	১ শামু ১০:২৬ (মাত্র রাজনৈতিক কেন্দ্র)
গিবিয়োন	১ বাদশাহ্ ৩:৪; ২ খান্দান ১:২,৩ (উভয় কেন্দ্র)
জেরুশালেম	১ বাদশাহ্ ৮:১; জবুর ৫১:১৬-১৯

নবী শামুয়েল সমস্ত ইসরাইলকে মিস্পাতে জড়ো হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তালুতকে প্রথম বাদশাহ্ হিসাবে অভিষিক্ত করেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত খুব সম্ভবত তাদের ধর্মীয় ও রাজ-নৈতিক কেন্দ্র এখানেই ছিল। যে সমস্ত স্থানের কথা এখানে বলা হয়েছে খুব সম্ভবত ইউসার সময় থেকেই তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। হয়তো তালুতই প্রথম বাদশাহ্ যিনি ধর্মীয় কেন্দ্র মিস্পা থেকে রাজনৈতিক কেন্দ্রকে গিবিয়ায় নিয়ে যান। রাজনৈতিকভাবে তখন কিছু দিনের জন্য তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল কিন্তু যখন তালুত আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করতে শুরু করেন তখন তারা দুর্বল হয়ে পরে। যখন দাউদ রাজত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর রাজধানী জেরুশালেমে স্থাপন করেন ও নিয়ম-সিন্দুকও সেখানে স্থাপন করেন। এরপর সোলায়মানের সময় থেকে জেরুশালেম তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

কেউ যদি আমাদের নিস্তার না করে, তবে আমরা
বের হয়ে আপনার কাছে যাব।
৪ পরে দূতেরা তালুতের বাসস্থান গিবিয়ায়
এসে লোকদের ঐ কথা অবগত করলো, তাতে
সমস্ত লোক চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে
লাগল।
৫ পরে দেখ, তালুত ক্ষেত থেকে বলদের
পিছনে পিছনে আসছেন। তালুত জিজ্ঞাসা
করলেন, ওদের কি হয়েছে? ওরা কেন
কান্নাকাটি করছে? লোকেরা যাবেশের লোকদের
কথা তাঁকে বললো। ৬ ঐ কথা শুনে আল্লাহ্‌র রূহ্‌
তালুতের উপরে সবলে আসলেন এবং তাঁর
ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। ৭ আর
তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ঐ
দূতদের দ্বারা ইসরাইল দেশের সমস্ত অঞ্চলে
পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, যে কেউ তালুত ও
শামুয়েলের পিছনে বাইরে না আসবে, তার সকল
বলদের প্রতি এরকম করা যাবে; তাতে মাবুদের
প্রতি লোকদের ভয় উপস্থিত হওয়াতে তারা এক
জন মানুষের মত বের হয়ে আসল। ৮ পরে তিনি
বেষকে তাদের গণনা করলেন; তাতে
ইসরাইলদের তিন লক্ষ ও এহুদার ত্রিশ হাজার
লোক হল।
৯ পরে তারা সেই আগত দূতদের বললো,

[১১:৪] ১শামু ১০:৫, ২৬।
[১১:৬] কাজী ৩:১০।
[১১:৭] ১শামু ৬:১৪।
[১১:৭] কাজী ১৯:২৯।
[১১:৮] কাজী ২০:২।
[১১:১১] কাজী ৭:১৬।
[১১:১২] দ্বি:বি: ১৩:১৩; লূক ১৯:২৭; ১ শামু ১১।

তোমরা যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের বলবে,
আগামীকাল প্রখর রৌদ্রের সময়ে তোমরা উদ্ধার
পাবে। তখন দূতেরা এসে যাবেশের লোকদের
ঐ সংবাদ দিলে তারা আনন্দিত হল। ১০ পরে
যাবেশের লোকেরা নাহশকে বললো,
আগামীকাল আমরা আপনাদের কাছে বের হয়ে
যাব; আপনাদের দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয়,
আমাদের প্রতি তা-ই করবেন। ১১ পর দিন
তালুত তাঁর লোকদের তিনটি দলে ভাগ করে
শেষ রাতে দুশমনদের শিবিরের মধ্যে এসে প্রচণ্ড
রৌদ্র পর্যন্ত অম্মোনীয়দের সংহার করলেন; আর
তাদের অবশিষ্ট লোকেরা এমন ছিন্নভিন্ন হল যে,
তাদের দু'জন এক স্থানে থাকলো না।
১২ পরে লোকেরা শামুয়েলকে বললো, কে
বলেছে, তালুত কি আমাদের উপরে বাদশাহ্‌
হবে? সেই লোকদেরকে আমাদের হাতে তুলে
দিন, আমরা তাদের হত্যা করবো। ১৩ কিন্তু
তালুত বললেন, আজ কারো প্রাণদণ্ড হবে না,
কেননা আজ মাবুদ ইসরাইলের মধ্যে নিস্তার
সাধন করলেন।
১৪ পরে শামুয়েল লোকদের বললেন, চল,
আমরা গিল্‌গলে গিয়ে সেখানে রাজত্ব পুনর্বার স্থির
করি। ১৫ তাতে সমস্ত লোক গিল্‌গলে গিয়ে সেই
গিল্‌গলে মাবুদের সম্মুখে তালুতকে বাদশাহ্‌

১১:৪ তালুতের থাকবার জায়গা গিবিয়ায়। দেখুন ১০:২৬ এবং ১০:৫ আয়াত। সন্দেহ নেই যে, পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধন মনে করিয়ে দেয় যে, যাবেসের বাসিন্দারা তখন বিন্‌ইয়ামীন বংশের কাছে সাহায্য চাইছিল।

১১:৫ তালুত ক্ষেত থেকে বলদের পিছনে পিছনে আসছেন। মিস্পায় জনসমক্ষে তালুতের বাদশাহ্‌ হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর (১০:১৭-২৫) তিনি তার বাসায় ফিরে আসেন (১০:২৬)। তার সাধারণ ব্যক্তিগত কাজ আবার শুরু করার জন্য এবং বাদশাহ্‌ হিসাবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মাবুদের পরিচালনা পাবার অপেক্ষা করছিলেন (১৫ আয়াতের নোট দেখুন;১০:৭)।

১১:৬ আল্লাহ্‌র রূহ্‌ তালুতের উপরে সবলে আসলেন। দেখুন ১০:৬, ১০ আয়াত। বনি-ইসরাইলকে উদ্ধার করার একই শক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রূহের অসাধারণ শক্তি ইতিহাসের সময় ধরে বার বার দান করা হয়েছে তাদের উদ্ধার করার জন্য। দেখুন ১১:২৯ এবং নোট দেখুন; কাজী ১৪:৬, ১৯; ১৫:১৪।

১১:৭ খণ্ড খণ্ড করে ঐ দূতদের দিয়ে ইসরাইল-দেশের সব অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন। একই ঘটনার জন্য কাজী ১৯:২৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১১:৮ বেষকে। শিখিমের উত্তরে, জর্ডান নদীর পশ্চিমে কিন্তু যাবেস গিলিয়দের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

১১:১১ শেষ রাতে। ৩য় বার পাহারা দেবার সময় (রাত ২:০০ টা - ভোর ৬.০০ টা; মথি ১৪:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১৩ আজ মাবুদ ইসরাইলের মধ্যে নিস্তার সাধন করলেন। তালুত ইসরাইলের সত্যিকারের উদ্ধারকর্তাকে চিনতে পারেন (১০:১৮ আয়াতের দেখুন)। ইসরাইলের জয়, এর সাথে তালুতের স্বীকারোক্তি হল আরেকটি বেহেশতী সীলমোহর ও অনুমোদন যে, তালুতকে আল্লাহ্‌ বাদশাহ্‌ হিসেবে মনোনীত করেছেন।

১১:১৪ চল, আমরা গিল্‌গলে গিয়ে সেখানে রাজত্ব আবার স্থির করি। শামুয়েল বুঝতে পারেন যে, এটাই লোকদের জন্য সঠিক সময় মাবুদের সামনে পুনরায় তাদের আনুগত্য প্রকাশ করার। তিনি যে রাজত্বের কথা বলেন তা মাবুদের, তালুতের নয়। মাবুদের সাথে তাঁর লোকদের যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক তা পুনরুদ্ধার করার জন্য শামুয়েল ইসরাইলদের একত্রিত হওয়ার জন্য একটি সভা ডাকেন। তিনি চেয়েছিলেন একটি আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তালুতের আইন-কানুন একটি রীতির মাধ্যমে প্রকাশ করতে যা মাবুদের, একজন মহান বাদশাহ্‌র আইন-কানুন হিসেবে প্রচলিত হবে, যেখানে নতুন যুগের রাজতন্ত্রের আইন-কানুন কমানোর বা ভঙ্গ করার কোন পথ থাকবে না। ১৪-১৫ আয়াতে গিল্‌গলে অনুষ্ঠান এবং ১২ আয়াতে ঐ একই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

গিল্‌গলে। জেরিকোর পূর্বে, জর্ডান নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ইসরাইলদের জন্য একেবারে একটি উপযুক্ত জায়গা ছিল মাবুদের প্রতি তদের আনুগত্য প্রকাশ করার (দেখুন ইহি ৪:১৯ -৫:১০; ১০:৭-১৫)।

১১:১৫ সেই গিল্‌গলে মাবুদের সামনে তালুতকে বাদশাহ্‌ করলো। তালুতকে শামুয়েল আগে ব্যক্তিগতভাবে রামাতে বলেছিলেন (১০:১) এবং মিসপাতে জনসম্মুখে বাদশাহ্‌ হিসেবে মনোনীত করেছিলেন (১০:১৭-২৭)। পরবর্তীতে অম্মোনীয়দের সংকটকালে (১-১৩ আয়াত) তার নেতৃত্ব জনগণের তেমন স্বীকৃতি পায়নি, শুধু সামরিক বিজয় পেয়েছিল। এখন গিল্‌গলে তালুত আল্লাহ্‌র রূহের দ্বারা অভিষিক্ত হলেন তাঁর মনোনীত করা বাদশাহ্‌ হিসেবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তার

করলো এবং সেই স্থানে মাবুদের সম্মুখে মঙ্গল-
কোরবানী করলো; আর সেই স্থানে তালুত ও
ইসরাইলের সমস্ত লোক মহা আনন্দ করলো।

বনি-ইসরাইলদের কাছে হযরত শামুয়েলের বাণী

১২ 1 পরে শামুয়েল সমস্ত ইসরাইলকে
বললেন, দেখ, তোমরা আমাকে যা যা
বললে, আমি তোমাদের সেসব কথা শুনে
তোমাদের উপরে এক জনকে বাদশাহ্‌ নিযুক্ত
করলাম। 2 এখন দেখ, বাদশাহ্‌ তোমাদের
সম্মুখে গমনাগমন করছেন; কিন্তু আমি বৃদ্ধ
হয়েছি ও আমার চুল পেকে গেছে; আর দেখ,
আমার পুত্ররা তোমাদের সঙ্গে আছে এবং আমি
বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের সম্মুখে
গমনাগমন করে আসছি। 3 আমি এই স্থানে
আছি; তোমরা মাবুদের সাক্ষাতে এবং তাঁর
অভিষিক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য
দিয়ে বল দেখি, আমি কার গরু নিয়েছি? কার
গাধা নিয়েছি? কার প্রতি দৌরাত্ম্য করেছি? কার
উপরেই বা উৎপীড়ন করেছি? কিম্বা নিজের চোখ
অন্ধ করার জন্য কার হাত থেকে ঘুষ গ্রহণ
করেছি? আমি তোমাদের তা ফিরিয়ে দেব।
4 তারা বললো, আপনি আমাদের উপর দৌরাত্ম্য

[১২:১] ১শামু ৮:৭।
[১২:২] ১শামু ৮:৫।
[১২:৩] ১শামু ৯:১৬; ২৪:৬; ২৬:৯, ১১; ২শামু ১:১৪; ১৯:২১; জবুর ১০৫:১৫।
[১২:৫] পয়দা ৩১:৫০।
[১২:৬] হিজ ৩:১০; মীখা ৬:৪ ১২:৭: কাজী ২৪:১ ১২:৭: ইশা ১:১৮; ৩:১৪; ইয়ার ২:৯; ২৫:৩১; ইহি ১৭:২০; ২০:৩৫; মীখা ৬:১-৫ ১২:৭: কাজী ৫:১১।
[১২:৮] পয়দা ৪৬:৬।
[১২:৯] দ্বি:বি ৩২:১৮; কাজী ৩:৭।

করেন নি, আমাদের উপরে উৎপীড়ন করেন নি,
কারো হাত থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি। 5 তিনি
তাদের বললেন, তোমরা আমার হাতে কোন
দ্রব্য পাও নি, এই বিষয়ে আজ তোমাদের বিপক্ষে
মাবুদ সাক্ষী এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি সাক্ষী।
তারা জবাবে বললো, তিনি সাক্ষী।
6 পরে শামুয়েল লোকদের বললেন, মাবুদই
মূসা ও হারুনকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং
তোমাদের পূর্বপুরুষদের মিসর দেশ থেকে বের
করে এনেছেন। 7 তোমরা এখন প্রস্তুত হও;
তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি
মাবুদ যে সমস্ত মঙ্গলের কাজ সাধন করেছেন,
সেই বিষয়ে আমি মাবুদের সাক্ষাতে তোমাদের
সঙ্গে আলোচনা করবো। 8 ইয়াকুব মিসরে
যাবার পর যখন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মাবুদের
কাছে কান্নাকাটি করেছিল, তখন মাবুদ মূসা ও
হারুনকে প্রেরণ করেন; আর তাঁরা মিসর থেকে
তোমাদের পূর্বপুরুষদের বের করে আনলেন
এবং এই স্থানে তাদের বাস করালেন। 9 কিন্তু
লোকেরা তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভুলে গেল,
আর তিনি হাৎসোরের সেনাপতি সীষরার হাতে,
ফিলিস্তিনীদের হাতে ও মোয়াব বাদশাহ্‌র হাতে

কার্যালয়ের বিশেষ অধিকারগুলো এবং দায়িত্বগুলো পালন করা শুরু করেন।

মঙ্গল-কোরবানী করলো। এই ধরনের কোরবানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সিনাই পর্বতে চুক্তি অনুমোদনের মূল অনুষ্ঠান পালন করা (হিজ ২৪:৫, ১১)। এটি একটি সহভাগিতা অথবা মাবুদ এবং তাঁর লোকদের মধ্যে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ এটি প্রকাশ করা হয় যে, যখন তারা চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুসারে জীবন যাপন করবে তখন আল্লাহ্‌ ও তাদের মধ্যে শান্তি বজায় থাকবে (দেখুন লেবী ৭:১১-২১; ২২:২১-২৩)।

ইসরাইলের সব লোক মহা আনন্দ করলো। এখানে মাবুদের কাছে লোকেরা তাদের প্রতিশ্রুতি নবায়ন করার মাধ্যমে, তাদের গুনাহ্‌ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে (দেখুন ১২:১৯) এবং একজন বাদশাহ্‌ পাওয়ার মাধ্যমে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে।

১২:২ বাদশাহ্‌ তোমাদের সামনে যাতায়াত করছেন। হিব্রু ভাষায় যে চিত্র প্রকাশ পায় তা হল, একজন বাদশাহ্‌কে তার লোকদের মেষপালক হিসেবে দেখানো হয়েছে (দেখুন ২ শামু ৫:২; ইহি ৩৪:২৩; জবুর ২৩:১ আয়াত দেখুন; মিখা ২:১২-১৩) - ইউহোন্না ১০:৩-৪, ১১, ১৪-১৫, ২৭ আয়াতে শেষ পর্যন্ত ঈসা মসীহেরই কথাই বলা হয়েছে (ইউহোন্না ১০:১-৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:৩ আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বল দেখি। আইনগত ভাষা। যখন শামুয়েল সকলের সামনে নতুন বাদশাহ্‌কে লোকদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তখন তিনি তার নিজের অতীতের বিশ্বস্ততা স্থাপন করার মাধ্যমে জাতির নেতা হিসেবে শপথ রক্ষা করার অনুসন্ধান করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সকলের সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার এবং তালুতের নতুন দায়িত্বগুলো যেন তিনি সুন্দরভাবে পালন করতে পারে সেজন্য তার সামনে একটি উদাহরণ দেখানো।

আমি কার গরু নিয়েছি? দেখুন হিজ ২০:১৭; ২২:১, ৪, ৯ আয়াত। তার ছেলেদের থেকে ভিন্ন, শামুয়েল তার ব্যক্তিগত লাভের জন্য তার পদকে কখনো ব্যবহার করেন নি (দেখুন ৮:৩ এবং নোট দেখুন; শুমারী ১৬:১৫)।

কার উপরেই বা অত্যাচার করেছি? দেখুন লেবী ১৯:১৩; দ্বি:বি: ২৪:১৪ আয়াত।

কার হাত থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছি? তুলনা করুন ৮:৩। দেখুন হিজ ২৩:৮; দ্বি:বি: ১৬:১৯ আয়াত।

আমি তোমাদের তা ফিরিয়ে দেব। ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে (দেখুন লেবী ৫:১৫ এবং নোট; লূক ১৯:৮)।

১২:৬ শামুয়েল লোকদের বললেন। শামুয়েল লোকদের বাদশাহ্‌ চাওয়ার অনুরোধের কথা শুনতে রাজি হন, যেটি তিনি একটি চুক্তি ভঙ্গকারী কাজ এবং একটি গুনাহ্‌ হিসেবে দেখেন।

মাবুদই। অতীতে মাবুদ ইসরাইল জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শামুয়েল তার উপর জোর দেন।

১২:৭ সেই বিষয়ে আমি মাবুদের সাক্ষাতে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। এখানে যে আলোচনা তা আইনগত যেমন ২-৫ আয়াতে বলা হয়েছে, কিন্তু এখন দলগুলোর সম্পর্কগুলো পালটে গেছে। এই সময়ে শামুয়েল হলেন অভিযোগকারী, লোকেরা হল আসামী এবং মাবুদ হলেন বিচারকর্তা।

মাবুদ যে সমস্ত মঙ্গলের কাজ সাধন করেছেন। এই সমস্ত কাজ (দেখুন ৮-১১ আয়াত) শুধু মাবুদের লোকদের প্রতি অতীতে চুক্তির বিশ্বস্ততার দৃঢ়তাই প্রদর্শন করে না, এটা তাদের বর্তমান গুনাহ্‌কেও দেখিয়ে দেয়।

১২:৯-১১ গুনাহের বিষন্ন চক্র, বেহেশতী শাস্তি, মাবুদের কাছে জরুরী নিবেদন, বেহেশতী পুনঃস্থাপন যা কাজীগণের সময়ের কথা বলে– এটি তারই একটি সংক্ষিপ্তরূপ। (দেখুন কাজী ২: ১০-১৫ এবং নোট।

১২:৯ তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভুলে গেল। এটা ইসরাইলের ক্রমাগত ব্যর্থতা হবে (দেখুন হোসেয় ২:১৩ এবং নোট)।

BACIB International Bible CHURCH

তালুত

তালুতকে হিব্রু ভাষায় *“শউল” বলা হয়েছে*। তালুত ছিলেন কীশের পুত্র। তিনি দেখতে সুন্দর ও অনেক লম্বা ছিলেন (১ শামু ৯:২)। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মাবুদের মনোনীত প্রথম বাদশাহ্। গিবীয়ার সাথে তালুতের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁর পিতার গাধা খোঁজ করতে গিয়ে শামুয়েলের সাথে তাঁর দেখা ও আলাপ হয়। পরে আল্লাহ্‌র নির্দেশে শামুয়েল তালুতকে বাদশাহ্ হিসেবে অভিষেক দেন ও তাঁর রাজত্ব ঘোষণা করেন। বাদশাহ্ তালুত যুবা বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। বাদশাহ্ হিসেবে অভিষিক্ত হবার পর তিনি অম্মোনীয়দের উপর জয়লাভ করেন এবং গিল্‌গলে তাঁর রাজত্ব পুনরায় ঘোষণা করা হয়। বাদশাহ্ তালুত প্রথম প্রথম ঠিক থাকলেও পরে নবী শামুয়েলের অবাধ্য হয়ে মাবুদের কাছে অবিশ্বস্ত হন। অধৈর্য্য ও অবাধ্য হয়ে মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করেন যা তার করা উচিত ছিল না। এর ফলে বাদশাহ্ তালুত হযরত শামুয়েলের নিন্দার পাত্র হন। একইভাবে বাদশাহ্ তালুতের মধ্যে পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং অসহিষ্ণুতা দেখতে পাওয়া যায়। শামুয়েল তালুতের অবাধ্যতার জন্য বলেছিলেন, “দেখ, কোরবানীর চেয়েও ভাল হচ্ছে মাবুদের হুকুম পালন করা, বিদ্রোহ করা আর জাদুবিদ্যা একই গুনাহ্”। শেষে বাদশাহ্ তালুত তাঁর নিজের গুনাহে পতিত হন ও আল্লাহ্ তাঁকে বাদশাহ্ হিসাবে অগ্রাহ্য করেন।

বাদশাহ্ হিসাবে তালুতের পরিবর্তে দাউদকে বেছে নেওয়া হয়। তালুত দাউদকে বীণা বাদক হিসাবে নিজের কাছে রাখেন ও পরে তাকে অস্ত্রবাহক করেন। কিন্তু দাউদ ফিলিস্তিনী বীর জালুতকে হত্যা করার পর যখন তালুত শুনলেন, “তালুত বধিলেন সহস্র সহস্র, আর দাউদ বধিলেন অযুত অযুত,” (১ শামু ১৮:৭) তখন থেকেই তিনি তাকে শত্রু ভাবতে শুরু করলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিকে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর বাদশাহ্ তালুত এক জাদুকারিণীর সাহায্যে শামুয়েলের রূহের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। যুদ্ধে তিনি ও তাঁর তিন পুত্র নিহত হয়। যাবেশ গিলিয়দের লোকেরা বাদশাহ্ তালুত ও তাঁর পুত্রদের লাশগুলো এনে পুড়িয়ে ফেলে এবং হাড়গুলো একটি গাছের তলায় দাফন করে। কয়েক বছর পর দাউদ তালুত ও তাঁর পুত্রদের হাড়গুলো এনে সেলাতে কীশের কবরে দাফন করেন, (২ শামু ২১:১২-১৪)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনিই আল্লাহ কর্তৃক অভিষিক্ত ইসরাইলীয়দের প্রথম বাদশাহ্।
- তাঁর ব্যক্তিগত সাহস ও উদারতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।
- তিনি অনেক লম্বা ছিলেন ও সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলগুলো:

- তাঁকে দেখতে যেমন মনে হয় সেই দৈহিক সক্ষমতার সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বের সক্ষমতার খাপ খায় না।
- প্রকৃতিগতভাবেই তিনি একটু অস্থির প্রকৃতির, তিনি তাঁর সীমা অতিক্রম করে চলতে চাইতেন।
- দাউদের প্রতি তিনি হিংসায় জ্বলে ওঠতেন ও তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করতেন।
- তিনি বিশেষ বিশেষ সময়েই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমাদের জীবনে মাত্র ধর্মীয় কাজ-কর্ম করা নয় কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের হৃদয়ের বাধ্যতা চান।
- বাধ্যতা সবসময়ই অনেক ত্যাগ দাবী করে, কিন্তু অনেক ত্যাগ করলেও তা সব সময় বাধ্যতার করণে তা করা হয় না।
- আল্লাহ্ আমাদের দুর্বলতা ও সক্ষমতা উভয়ই চান।
- দুর্বলতা আমাদের সাহায্য করে এটা বুঝতে যে, আল্লাহ্‌কে ও তাঁর পরিচালনা আমাদের প্রয়োজন আছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** বিন্‌ইয়ামীনীয় অঞ্চল
- **কাজ:** বনি-ইসরাইলের বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:**ইপতা: কীশ, স্ত্রী অহীনোয়াম, পুত্র: যোনাদব, মল্কীশূয়, অবীনাদব, ঈশবোশত, কন্যা: মেবরও মীখল

মূল আয়াত: “শামুয়েল বললেন, মাবুদের কথা পালন করলে যেমন, তেমন কি পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানীতে মাবুদ খুশি হন? দেখ, কোরবানীর চেয়ে হুকুম পালন করা উত্তম এবং ভেড়ার চর্বির চেয়ে তাঁর কালামের বাধ্য হওয়া উত্তম। কারণ হুকুম লঙ্ঘন করা মন্ত্র উচ্চারণ করার মতই গুনাহ্ এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও মূর্তি পূজার সমান। তুমি মাবুদের কালাম অগ্রাহ্য করেছ, এজন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করে রাজ্যচ্যুত করেছেন” (১ শামুয়েল ১৫:২২-২৩)।

১ শামুয়েল কিতাবের ৯-১৩ অধ্যায়ে তাঁর কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া, প্রেরিত ১৩:২১ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের বিক্রি করলেন এবং এরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করলো। ১০ তখন তারা মাবুদের কাছে কেঁদে
কেঁদে বললো, আমরা গুনাহ্ করেছি, আমরা
মাবুদকে ত্যাগ করে বালদেবতাদের ও অষ্টারোৎ
দেবীদের সেবা করেছি; কিন্তু এখন তুমি
দুশমনদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর,
আমরা তোমার সেবা করবো। ১১ পরে মাবুদ
যিরুব্বাল, বদান, যিপ্তহ ও শামুয়েলকে প্রেরণ
করে তোমাদের চারদিকের দুশমনদের হাত থেকে
তোমাদের উদ্ধার করলেন; তাতে তোমরা নির্ভয়ে
বাস করলে। ১২ পরে যখন তোমরা দেখলে
অম্মোণ সন্তানদের বাদশাহ্ নাহশ তোমাদের
বিরুদ্ধে বের হয়ে আসছে, তখন, তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদ তোমাদের বাদশাহ্ থাকতেও
তোমরা আমাকে বললে, না, আমাদের উপরে
এক জন বাদশাহ্ রাজত্ব করুন। ১৩ অতএব এই
দেখ, সেই বাদশাহ্, যাঁকে তোমরা মনোনীত
করেছ ও বেছে নিয়েছ; দেখ, মাবুদ তোমাদের
উপরে এক জন বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন।
১৪ যদি তোমরা মাবুদকে ভয় কর, তাঁর সেবা কর
ও তাঁর কালাম পালন কর এবং মাবুদের হুকুমের
বিরুদ্ধাচরণ না কর, আর তোমরা ও তোমাদের
উপরে যিনি কর্তৃত্ব করবেন সেই বাদশাহ্, উভয়ে
যদি তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের অনুগামী হও,
তবে ভাল। ১৫ কিন্তু তোমরা যদি মাবুদের কথায়
মনযোগ না দাও এবং মাবুদের হুকুমের
বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে মাবুদের হাত যেমন
তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে ছিল, তেমনি
তোমাদেরও বিরুদ্ধে যাবে। ১৬ অতএব তোমরা
প্রস্তুত হও; মাবুদ তোমাদের সাক্ষাতে যে মহৎ
কাজ করবেন, তা দেখ। ১৭ আজ কি গম কাটার
সময় নয়? আমি মাবুদকে ডাকব, যেন তিনি
মেঘ-গর্জন ও বৃষ্টি দেন; তাতে তোমরা জানবে
ও বুঝবে যে, তোমরা নিজেদের জন্য বাদশাহ্
চেয়ে মাবুদের সাক্ষাতে খুব অন্যায় করেছ।
১৮ তখন শামুয়েল মাবুদকে ডাকলে মাবুদ ঐ
দিনে মেঘ-গর্জন ও বৃষ্টি দিলেন; তাতে সমস্ত
লোক মাবুদ ও শামুয়েলকে খুব ভয় করতে
লাগল।

১৯ আর সমস্ত লোক শামুয়েলকে বললো,
আমরা যেন মারা না পড়ি, এজন্য আপনি
আপনার গোলামদের জন্য আপনার আল্লাহ্
মাবুদের কাছে মুনাজাত করুন; কেননা আমরা
আমাদের সকল গুনাহ্র উপরে এই দুষ্কর্ম করেছি
যে, আমাদের জন্য বাদশাহ্ চেয়েছি।
২০ শামুয়েল লোকদের বললেন, ভয় করো না;

[১২:১০] কাজী ৩:৯।
[১২:১১] কাজী ১১:১।
[১২:১২] ১শামু ২৫:৩০; ২শামু ৫:২; ১খান্দান ৫:২।
[১২:১৩] ১শামু ৯:২০।
[১২:১৪] ইয়ার ৪:১৭; মাতম ১:১৮।
[১২:১৫] ইশা ১:২০।
[১২:১৬] হিজ ১৪:১৪।
[১২:১৭] ১বাদশা ১৮:৪২; ইয়াকুব ৫:১৮।
[১২:১৮] পয়দা ৩:১০; হিজ ১৪:৩১।
[১২:১৯] ইয়াকুব ৫:১৮; ১ইউ ৫:১৬।
[১২:২০] হিজ ৩২:৩০।

১২:১০ বালদেবতাদের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা করেছি। ৭:৩ আয়াতের নোট দেখুন; কাজী ২:১৩।

১২:১১ যিরুব্বাল, বদান, যিপ্তহ ও শামুয়েল। ইবরানী ১১:৩২-৩৩ এবং নোট দেখুন।

তোমাদের উদ্ধার করলেন। শামুয়েলের জীবনকালেই মাবুদ বার বার ইসরাইলকে তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন (দেখুন ৭:৩, ৮, ১০, ১২), সেজন্য একজন বাদশাহ্ চাওয়া লোকদেরই গুনাহ্ প্রকাশ করে।

১২:১২ যখন তোমরা দেখলে ... বিরুদ্ধে বের হয়ে আসছে। পশ্চিমে ফিলিস্তিনীদের (৯:১৬) এবং পূর্বে অম্মোনীদের (১১:১-১৩) একত্রিত ভাবে ভীতি প্রদর্শনের পর, ইসরাইলরা একজন মানুষ-বাদশাহ্র মধ্য দিয়ে নিরাপত্তা খুঁজতে থাকে।

তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমাদের বাদশাহ্ থাকতে ... এক জন বাদশাহ্ রাজত্ব করুন। হিজরত কিতাব, কেনানে ইউসার বিজয় এবং কাজীগণের সময়কাল থেকে মাবুদের বিশ্বস্ততাকে অস্বীকার করে ইসরাইলরা একজন মানুষ বাদশাহ্ পাওয়ার ইচ্ছা করছিল এবং তারা মানুষ নেতায় বিশ্বাস করেছিল যার কারণে তারা মাবুদের রাজত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

১২:১৩ মাবুদ তোমাদের উপরে এক জন বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন। ইসরাইলদের গুনাহ্পূর্ণ অনুরোধ সত্ত্বেও, মাবুদ এই বাদশাহ্কে বেছে নিলেন যার সাথে একত্রিত হয়ে তিনি কাজ করবেন (তাঁর রাজত্বের জন্য)। ইসরাইলদের কাছে মাবুদ রাজত্ব প্রদান করলেন যা তাদের শাসনের জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল।

১২:১৪ যদি তোমরা। শামুয়েল চুক্তির শর্তগুলো যুক্ত করেন (দেখুন হিজ ১৯:৫-৬; দ্বি:বি: ৮:১৯; ১১:১৩-১৫, ২২-২৩; ২৮:১, ১৫; ৩০:১৭-১৮; ইহি ২৪:২০)। ইসরাইলের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে নতুন যুগে তারা প্রবেশ করছে সেখানে যেন এই চুক্তির শর্তগুলো তারা মান্য করে চলতে পারে।

তোমরা ও তোমাদের উপরে ... বাদশাহ্, উভয়ে যদি ... অনুগামী হও, তবে ভাল। বনি-ইসরাইল এবং সে দেশের বাদশাহ্ এটা দেখান যে, যদিও মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবুও তারা তাদের মাবুদকেই তাদের সত্যিকারের বাদশাহ্ হিসেবে স্বীকার করে চলতে থাকবে। এই নতুন যুগে মাবুদ এবং মানুষ বাদশাহ্র উভয়ের জন্য আনুগত্য বিভক্ত হলেও মাবুদের প্রতি ইসরাইলের আনুগত্য অলঙ্ঘনীয় থাকবে।

১২:১৫ যদি মাবুদের ... বিরুদ্ধাচরণ কর। শামুয়েল ইসরাইলদের মুখোমুখি হন যেভাবে মূসা কয়েক শতাব্দী আগে একই ভাবে ইসরাইলদের মুখোমুখি হয়েছিলেন (দেখুন দ্বি:বি: ২৮:১, ১৫; ৩০:১৫-২০)। ইসরাইলের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রাজবংশ স্থাপন শুরু করলেও মাবুদের প্রতি তাদের মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তন হয়নি।

১২:১৬ যে মহৎ কাজ করবেন, তা দেখ। ২৪ আয়াত দেখুন। শামুয়েল ইসরাইলদের সতর্কভাবে মনোযোগ দেয়ার জন্য আহ্বান করেন কারণ মাবুদের অস্তিত্ব ও শক্তি এবং শামুয়েলের কথার সত্যতা ও গুরুত্ব কতটা খাঁটি তা তাদের মধ্যে প্রদর্শন করবেন।

১২:১৭ গম কাটার সময়। ৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৮ তাতে সমস্ত লোক মাবুদ ও শামুয়েলকে খুব ভয় করতে লাগল। হিজ ১৪:৩১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১২:১৯ আপনার আল্লাহ্ মাবুদের কাছে মুনাজাত করুন। শামুয়েলের অভিযোগ (৬-১৫ আয়াত), শুষ্ক মৌসুমে মেঘের গর্জন এবং বৃষ্টির অসাধারণ চিহ্ন (১৬-১৮ আয়াত), ইসরাইলদেরকে তাদের গুনাহ্ স্বীকারের বাধ্য করে এবং শামুয়েলকে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করে।

তোমরা এই সমস্ত দুষ্কর্ম করেছ বটে, কিন্তু কোন
মতে মাবুদের পেছন থেকে সরে যেও না,
সর্বান্তঃকরণে মাবুদের সেবা কর। ২১ সরে যেও
না, গেলে সেসব অবস্তুর অনুগামী হবে, যারা
অবস্তু বলে উপকার ও উদ্ধার করতে পারে না।
২২ কারণ মাবুদ তাঁর মহানামের গুণে তাঁর
লোকদের ত্যাগ করবেন না; কেননা তোমাদের
তাঁর লোক করতে মাবুদের অভিমত হয়েছে।
২৩ আর আমিই যে তোমাদের জন্য মুনাজাত
করতে বিরত হয়ে মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্
করবো, তা দূরে থাকুক; আমি তোমাদের উত্তম
ও সরল পথ শিক্ষা দেব; ২৪ তোমরা কেবল
মাবুদকে ভয় কর ও সর্বান্তঃকরণে ও সত্যে তাঁর
সেবা কর; কেননা দেখ, তিনি তোমাদের জন্য
কেমন মহৎ মহৎ কাজ করলেন। ২৫ কিন্তু তোমরা
যদি মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের
বাদশাহ্ উভয়ে বিনষ্ট হবে।

ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি

১৩ ১ তালুত ত্রিশ বছর বয়সে বাদশাহ্
হন। দু'বছর ইসরাইলের উপরে রাজত্ব
করার পর, ২ তালুত নিজের জন্য ইসরাইলের
মধ্যে তিন হাজার লোক মনোনীত করলেন; তার
দুই হাজার মিক্‌মসে ও বেথেল পর্বতে তালুতের
সঙ্গে থাকলো; এবং এক হাজার বিন্‌ইয়ামীন
প্রদেশের গিবিয়াতে যোনাথনের সঙ্গে থাকলো; আর
অন্য সমস্ত লোককে তিনি নিজ নিজ তাঁবুতে
বিদায় করলেন। ৩ পরে যোনাথন গেবাতে
অবস্থিত ফিলিস্তিনীদের প্রহরী সৈন্যদলকে
আঘাত করলে ফিলিস্তিনীরা তা শুনতে পেল;
তখন তালুত দেশের সর্বত্র তূরী বাজিয়ে
বললেন, ইব্‌রানীরা শুনুক। ৪ তখন সমস্ত
ইসরাইল এই কথা শুনতে পেল যে, তালুত
ফিলিস্তিনীদের সেই প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত
করেছেন, আর ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের কাছে
ঘৃণাস্পদ হয়েছে। পরে লোকদের ডাকা হলে
তারা তালুতের পিছনে গিল্‌গলে একত্র হল।
৫ পরে ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ
করার জন্য জমায়েত হল; ত্রিশ হাজার রথ, ছয়
হাজার ঘোড়সওয়ার ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার
মত অসংখ্য লোক এল; তারা এসে বৈৎ-
আবনের পূর্ব দিকে মিক্‌মসে শিবির স্থাপন
করলো। ৬ তখন ইসরাইল লোকেরা নিজেদেরকে
বিপদগ্রস্ত দেখলো, কেননা লোকেরা নির্যাতিত
হচ্ছিল; তখন তারা গুহাতে, ঝোপে, শৈলে,
পাকা বাড়িতে ও গর্তে লুকিয়ে রইল। ৭ আর
অনেক ইবরানী জর্ডান পার হয়ে গাদ ও গিলিয়দ
দেশে চলে গেল। কিন্তু তখনও তালুত গিল্‌গলে
ছিলেন; এবং তাঁর সঙ্গের সমস্ত লোক ভয়ে
কাঁপতে লাগল।
৮ পরে তালুত শামুয়েলের নির্ধারিত

[১২:২১] ইউ ২:৮; হবক ২:১৮; প্রেরিত ১৪:১৫।
[১২:২২] দানি ৯:১৯।
[১২:২৩] ১বাদশা ৮:৩৬; মেসাল ৪:১১।
[১২:২৪] দ্বি:বি ৬:৫; ইউসা ২৪:১৪।
[১২:২৫] দ্বি:বি ২৮:৩৬।
[১৩:২] নহি ১১:৩১; ইশা ১০:২৮।
[১৩:৩] লেবীয় ২৫:৯; কাজী ৩:২৭।
[১৩:৪] পয়দা ৩৪:৩০।
[১৩:৫] ইউসা ১১:৪; প্রকা ২০:৮।
[১৩:৬] কাজী ৬:২; ইহি ৩৩:২৭।
[১৩:৭] পয়দা ৩৫:৫; হিজ ১৯:১৬।
[১৩:৮] ১শামু ১০:৮।

১২:২০ কিন্তু কোন মতে মাবুদের পেছন থেকে সরে যেও না। ইসরাইলের রাজবংশ স্থাপনের ক্ষেত্রে যে বিতর্ক ছিল সেই বিতর্কের মাঝেই শামুয়েল কেন্দ্রীয় বিষয়টি আবারও তাদের নজরে আনেন।

১২:২১ সেসব অবস্তুর। মাবুদের কোনো প্রতিপক্ষই বনি-ইসরাইলকে উদ্ধার অথবা নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারবে না (দেখুন হিজ ২০:৩ এবং নোট)।

১২:২৩ মুনাজাত করতে বিরত হয়ে মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করবো। দেখুন ৭:৮ এবং নোট।

আমি তোমাদের উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দেব। শামুয়েল তার নবীর ভূমিকা থেকে অবসর নেন নি যখন তিনি ইসরাইলের লোকদের জন্য একজন বাদশাহ্ উপস্থাপন করেন। তিনি ইসরাইলদের জন্য মধ্যস্থতা করবেন (দেখুন ১৯ আয়াত; ৭:৮-৯) এবং তাদের চুক্তির যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের নির্দেশনা দেবেন (দেখুন দ্বি:বি: ৬:১৮; ১২:২৮)। তালুত এবং সকল ভবিষ্যৎ বাদশাহ্দের মাবুদ তাঁর নবীদের দ্বারা নির্দেশনা দিবেন এবং ভুলগুলো সংশোধন করবেন।

১২:২৪ মাবুদকে ভয় কর। নোট দেখুন পয়দা ২০:১১; জবুর ১৫:৪; ১১১:১০; মেসাল ১:৭। এখানে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের জন্য যে মহান কাজগুলো করেছিলেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ্র প্রতি ইসরাইলের আনুগত্য ও বাধ্যতা সম্পর্কেও শামুয়েল সংক্ষেপে বলেন।

১২:২৫ তবে তোমরা ও তোমাদের বাদশাহ্ উভয়ে বিনষ্ট হবে। যদি এই জাতির বার বার চুক্তি ভাঙ্গা অব্যাহত থাকে, তবে তা তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

১৩:১ তালুত [ত্রিশ] বছর বয়সে বাদশাহ্ হন। এই আয়াতে যে শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দাবলি একটি সুত্রের মত যা এর পরবর্তীতে বাদশাহদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, ২ শামু ২:১০; ৫:৪; ১ বাদশাহ্ ১৪:২১; ২ বাদশাহ্ ৮:২৬)।

১৩:২ মিক্‌মস। বেথেলের দক্ষিণপূর্ব এবং গিবার উত্তরপূর্বের গিরিপথের কাছে অবস্থিত (২৩ আয়াত দেখুন)।

যোনাথন। তিনি ছিলেন তালুতের বড় ছেলে (দেখুন ১৪:৪৯; ৩১:২), এখানে প্রথমবার তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩:৩, ৭ ইব্‌রানীরা। পয়দা ১৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৩ গেবা। একটি গিরিখাত এবং মিক্‌মসের দক্ষিণ জুড়ে অবস্থিত।

১৩:৪ ঘৃণাস্পদ। এখানে একটি বস্তুর শক্তিশালী শত্রুতাকে রূপক অর্থে চিত্রিত করা হয়েছে ২ শামু ১০:৬; ১৬:২১; পয়দা ৩৪:৩০; হিজ ৫:২১ আয়াতে।

গিল্‌গল। ১১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহী ব্যবস্থাপনা শুরু হবার আগেই তালুতকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল শামুয়েলের জন্য অপেক্ষা করতে (৮; ১০:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:৫ ত্রিশ হাজার রথ। সোলায়মানের সময়কালের আগ পর্যন্ত ইসরাইলরা রথ অর্জন করতে পারে নি (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৪:২৬)।

ছয় হাজার ঘোড়সওয়ার। ১ বাদশাহ্ ২২:৩৪ আয়াত দেখুন।

১৩:৮ শামুয়েলের নির্ধারিত সময়ানুসারে। ১০:৮ আয়াতের নোট দেখুন। গিল্‌গলে একত্রিত হওয়ার সময় শামুয়েল যে আগের নির্দেশনাগুলো দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তালুত পুরোপুরি

সময়ানুসারে সাত দিন অপেক্ষা করলেন; কিন্তু
শামুয়েল গিল্‌গলে আগমন করলেন না এবং
লোকেরা তাঁর কাছ থেকে বিছিন্ন হতে লাগল।
[৯] তাতে তালুত বললেন, এই স্থানে আমার কাছে
পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী আন।
পরে তিনি পোড়ানো-কোরবানী করলেন।
[১০] পোড়ানো-কোরবানী সমাপ্ত করামাত্র দেখ,
শামুয়েল উপস্থিত হলেন; তাতে তালুত তাঁকে
কুশল জানবার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
গেলেন। [১১] পরে শামুয়েল বললেন, তুমি কি
করলে? তালুত বললেন, আমি দেখলাম,
লোকেরা আমার কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে
এবং নির্ধারিত দিনের মধ্যে আপনিও আসেন নি,
আর ফিলিস্তিনীরা মিক্‌মসে জমায়েত হয়েছে।
[১২] তাই আমি মনে মনে বললাম, ফিলিস্তিনীরা
এখনই আমার বিরুদ্ধে গিল্‌গলে নেমে আসবে,
আর আমি মাবুদের অনুগ্রহ যাচঞা করি নি;
এজন্য ইচ্ছা না থাকলেও আমি পোড়ানো-
কোরবানী করলাম। [১৩] শামুয়েল তালুতকে
বললেন, তুমি নির্বোধের কাজ করেছ; তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা
পালন কর নি; করলে মাবুদ এখন ইসরাইলের
উপরে তোমার রাজত্ব চিরকাল স্থায়ী করতেন।
[১৪] কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না;
মাবুদ তাঁর মনের মত একজনের খোঁজ করে
তাকেই তাঁর লোকদের নেতৃত্ব পদে নিযুক্ত
করেছেন; কেননা মাবুদ তোমাকে যা হুকুম
করেছিলেন, তুমি তা পালন কর নি। [১৫] পরে
শামুয়েল উঠে গিল্‌গল থেকে বিন্‌ইয়ামীনের
গিবিয়াতে প্রস্থান করলেন; তখন তালুত তাঁর
কাছে উপস্থিত লোকদেরকে গণনা করে
দেখলেন, তারা অনুমান ছয় শত।

বনি-ইসরাইলদের অস্ত্রশস্ত্র

[১৬] তালুত, তাঁর পুত্র যোনাথন ও তাঁদের কাছে
উপস্থিত লোকেরা বিন্‌ইয়ামীনের গেবাতে থাকলেন
এবং ফিলিস্তিনীরা মিক্‌মসে শিবির স্থাপন করে
রইলো। [১৭] পরে ফিলিস্তিনীদের শিবির থেকে
তিন দল বিনাশক সৈন্য বের হল, তার এক দল
অফ্রার পথে গমন করে শূয়াল প্রদেশে গেল।
[১৮] আর এক দল বৈৎ-হোরোণের পথের দিকে
ফিরল; এবং আর এক দল মরুভূমির দিকে
সিবোয়িম উপত্যকার অভিমুখী সীমার পথ দিয়ে
গমন করলো।
[১৯] ঐ সময়ে সমস্ত ইসরাইল দেশে কর্মকার
পাওয়া যেত না; কারণ ফিলিস্তিনীরা বলতো,
ইব্রানীরা নিজেদের জন্য কোন তলোয়ার বা
বর্শা তৈরি করতে পারবে না। [২০] এজন্য নিজ
নিজ হলমুখ বা ফাল বা কুড়াল বা কোদাল শাণ
দেবার জন্য ইসরাইলের সমস্ত লোককে
ফিলিস্তিনীদের কাছে নেমে যেতে হত; [২১] সুতরাং
সকলের কোদাল, ফাল, বিদা, কুড়ালের ধার
এবং অস্ত্র-শস্ত্রের অগ্রভাগ ভোঁতা ছিল; [২২] আর

[১৩:৯] দ্বি:বি ১২:৫-১৪; ২শামু ২৪:২৫; ১বাদশা ৩:৪। [১৩:১০] ১শামু ১৫:১৩। [১৩:১২] দ্বি:বি ৪:২৯; জবুর ১১৯:৫৮; ইয়ার ২৬:১৯। [১৩:১৩] ইউসা ২২:১৬; ১শামু ১৫:২৩, ২৪; ২শামু ৭:১৫; ১খান্দান ১০:১৩। [১৩:১৪] জবুর ১৮:৪৩; ইশা ১৬:৫; ৫৫:৪; ইয়ার ৩০:৯; ইহি ৩৪:২৩-২৪; ৩৭:২৪; দানি ৯:২৫; হোশেয় ৩:৫; মীখা ৫:২। [১৩:১৬] ইউসা ১৮:২৪। [১৩:১৭] ইউসা ১৮:২৩। [১৩:১৮] নহি ১১:৩৪। [১৩:১৯] পয়দা ৪:২২। [১৩:২২] শুমারী ২৫:৭; ১শামু ১৪:৬; ১৭:৪৭;

সচেতন ছিলেন। তালুতের লোকেরা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। সাতদিন অতিরিক্ত দেরি করার জন্য ইসরাইলী সেনারা ভয় পেয়েছিল।

১৩:৯ পরে তিনি পোড়ানো-কোরবানী করলেন। শামুয়েল প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তিনি নিজে পোড়ানো-কোরবানী প্রস্তুত করবেন (দেখুন ১০:৮) ইসরাইলদের যুদ্ধে যাওয়ার আগে (দেখুন ৭:৯)। শামুয়েলকে নির্দেশ দিতে হয়েছিল যেন তালুত তাঁর আগমনের এবং তার নির্দেশাবলীর জন্য অপেক্ষা করেন।

১৩:১৩ তুমি নির্বোধের কাজ করেছ। এটি ছিল তালুতের মূর্খতাপূর্ণ এবং গুনাহ্‌পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ কাজ (দেখুন ২৬:২১; ২ শামু ২৪:১০; ২ খান্দান ১৬:৯; ইশা ৩২:৬)। তিনি ভেবেছিলেন যে, মাবুদের নবী শামুয়েলের নির্দেশ ছাড়াই করেই তিনি ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সুযোগকে আরো শক্তিশালী করতে পারবেন।

তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা পালন কর নি। নবী শামুয়েলের কথা যা মাবুদেরই কালাম ছিল তা তালুত জানতেন (দেখুন ৩.২০; ১৫:১; হিজ ২০:১৮-১৯; হিজ ৭:১-২ আয়াতের নোট দেখুন)। সেজন্য শামুয়েলের নির্দেশনা অমান্য করে তালুত তাঁর ঐশ্বরীক পদের একটি মৌলিক চাহিদাকে লঙ্ঘন করেন। তার রাজত্ব আইন-কানুন এবং নবীদের নির্দেশ ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ছিল না (১২:১৪, ২৩; ১৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:১৪ এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না। তালুতের পর তার রাজত্ব তার পুত্ররা ধরে রাখতে পারবে না; এখানে তার নাম বহন করে এমন কোন রাজবংশ থাকবে না (দাউদের প্রতি মাবুদের কালামের তুলনা করুন, ২ শামু ৭:১১-১৬)। এখানে ইমাম আলীর প্রতি মাবুদের কালামের মধ্যে একটি লক্ষণীয় মিল ছিল (দেখুন ২:৩০, ৩৫ এবং নোট)।

মাবুদ তাঁর মনের মত … নিযুক্ত করেছেন। হযরত পৌল এই অনুচ্ছেদটি থেকে তাঁর পত্রে উদ্ধৃতি করেছেন (প্রেরিত ১৩:২২)।

নেতৃত্ব পদে। ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৫ ছয় শত। এই সাত দিনের বিলম্ব তালুতের বাহিনীকে ব্যাপকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত করেছিল (দেখুন ২, ৪, ৬-৮, ১১ আয়াত)।

১৩:১৭ বিনাশক সৈন্য। ফিলিস্তিনীদের এই বড় সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য ইসরাইলদের যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা ছিল না, কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের লুণ্ঠন এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

১৩:১৮ সিবোয়িম উপত্যকা। এটি জর্দান উপত্যকার পূর্বদিকে অবস্থিত (দেখুন পয়দা ১০:১৯ এবং নোট)।

১৩:১৯ কর্মকার পাওয়া যেত না। লোহার তৈরি জিনিসপত্র তৈরি করার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীদের একচেটিয়া ব্যবসা ইসরাইলদের জন্য একটি বাধা ছিল বিশেষ করে কৃষিকাজের ব্যবহারিক জিনিসপত্র এবং সৈন্যবাহিনীর অস্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে।

১৩:২০ ফাল। ইশা ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২১ ভোঁতা। বা এক শেখলের তিন ভাগের দুই ভাগ। হয়তো এই দামের জন্য তারা তাদের অস্ত্র ধার দিতে পারতো না। হিব্রুতে যে শব্দটি ‘পিম’ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ

যুদ্ধের দিনে তালুত ও যোনাথনের সঙ্গী লোকদের
কারো হাতে তলোয়ার বা বর্শা পাওয়া গেল না,
কেবল তালুত ও তাঁর পুত্র যোনাথনের হাতে
পাওয়া গেল।
২৩ পরে ফিলিস্তিনীদের প্রহরী সৈন্যদল বের
হয়ে মিক্‌মসের পাহাড়ী পথে এল।

ফিলিস্তিনীদের পরাজয়

১৪ ১ এক দিন এই ঘটনা হল, তালুতের
পুত্র যোনাথন তাঁর অস্ত্র-বাহক যুবককে
বললেন, চল, আমরা ঐ দিকে ফিলিস্তিনীদের
প্রহরী সৈন্যদলের কাছে যাই; কিন্তু তিনি এই
কথা তাঁর পিতাকে জানালেন না। ২ তখন তালুত
গিবিয়ার প্রান্তভাগে মিগ্রোণে অবস্থিত ডালিম
গাছের তলে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে
অনুমান ছয় শত লোক ছিল। ৩ আর আলী, যিনি
শীলোতে মাবুদের ইমাম ছিলেন, তাঁর সন্তান
পীনহসের সন্তান ঈখাবোদের ভাই অহীটুবের পুত্র
যে অহিয়, তিনি এফোদ পরিহিত ছিলেন। আর
যোনাথন যে বের হয়ে গেছেন সেই কথা
লোকেরা জানত না। ৪ যোনাথন যে পাহাড়ী পথ
দিয়ে ফিলিস্তিনীদের প্রহরী সৈন্যদলের কাছে
যেতে চেষ্টা করলেন, সেই ঘাটের মধ্যস্থলে এক
পাশে সুউচ্চ এক শৈল এবং অন্য পাশে সুউচ্চ
আর এক শৈল ছিল; তার একটি নাম বোৎসেস
ও আর একটির নাম সেনি। ৫ তার মধ্যে একটি
শৈল উত্তর দিকে মিকমসের অভিমুখে, আর
একটি ছিল দক্ষিণ দিকে গেবার অভিমুখে।
৬ আর যোনাথন তাঁর অস্ত্রবাহক যুবককে
বললেন, চল, আমরা ঐ দিকে খৎনা-না-করানো
প্রহরীদলের কাছে যাই; হয় তো মাবুদ আমাদের
জন্য কাজ করবেন; কেননা অনেকের দ্বারা হোক
বা অল্পের দ্বারা হোক, নিস্তার করতে মাবুদের
কোন প্রতিবন্ধক নেই। ৭ তখন তাঁর অস্ত্রবাহক
বললো, আপনার যা মনে আসে, তা-ই করুন;
সেই দিকে ফিরুন, দেখুন, আপনার মনোবাঞ্ছা
অনুসারে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি।
৮ যোনাথন বললেন, দেখ, আমরা ঐ লোকদের
দিকে অগ্রসর হব, ওদের সামনে দেখা দেব।
৯ যদি তারা আমাদের বলে, থাক, আমরা
তোমাদের কাছে আসবো, তবে আমরা নিজেদের
স্থানে দাঁড়িয়ে থাকব, তাদের কাছে যাব না।
১০ কিন্তু যদি বলে, আমাদের কাছে এসো, তবে
আমরা যাব, কেননা মাবুদ আমাদের হাতে
তাদের তুলে দিয়েছেন; এ-ই আমাদের চিহ্ন হবে।
১১ পরে তাঁরা দু'জন ফিলিস্তিনীদের প্রহরীদলের
কাছে দেখা দিলে ফিলিস্তিনীরা বললো, দেখ,
ইবরানীরা যেসব গর্তে লুকিয়ে ছিল, তা থেকে
এখন বের হয়ে আসছে। ১২ পরে সেই
প্রহরীদলের লোকেরা যোনাথন ও তাঁর
অস্ত্রবাহককে বললো, আমাদের কাছে এসো,
আমরা তোমাদের কিছু দেখাব। যোনাথন তাঁর
অস্ত্রবাহককে বললেন, আমার পিছনে এসো,
কারণ মাবুদ ওদেরকে ইসরাইলের অধিকারভুক্ত
করেছেন। ১৩ পরে যোনাথন হামাগুড়ি দিয়ে উঠে
গেলেন এবং তাঁর অস্ত্রবাহক তাঁর পিছনে গেল;
তাতে সেই লোকেরা যোনাথনের সম্মুখে মারা
পড়তে লাগল এবং তাঁর অস্ত্রবাহক তাঁর পিছনে
পিছনে তাদের হত্যা করতে লাগল। ১৪ যোনাথন
ও তাঁর অস্ত্রবাহকের কৃত এই প্রথম হত্যাকাণ্ডে
এক বিঘার প্রায় অর্ধেক একর পরিমিত ভূমিতে
কমবেশি কুড়ি জন নিহত হল। ১৫ আর শিবিরের
মধ্যে, ক্ষেতে ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ভীতির
সঞ্চার হল, প্রহরী ও বিনাশক-দলগুলোও ভয়ে
কাঁপতে লাগল; আর ভূমিকম্প হল; এভাবে
তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ থেকে মহাভয় উপস্থিত
হল।
১৬ তখন বিন্‌ইয়ামীনের গিবিয়াতে অবস্থিত
তালুতের প্রহরীরা চেয়ে দেখলো; আর দেখ,
লোকের ভিড় ভেঙ্গে গেল, তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে
পড়লো। ১৭ তখন তালুত তাঁর সঙ্গীদের বললেন,

জাকা ৪:৬।
[১৩:২৩] ১শামু ১৪:৪।
[১৪:২] ইশা ১০:২৮।
[১৪:৩] জবুর ৭৮:৬০।
[১৪:৪] ১শামু ১৩:২৩।
[১৪:৫] ইউসা ১৮:২৪।
[১৪:৬] কাজী ১৪:৩; ১শামু ১৭:২৬, ৩৬; ৩১:৪; ইয়ার ৯:২৬; ইহি ২৮:১০।
[১৪:১০] পয়দা ২৪:১৪।
[১৪:১১] পয়দা ১৪:১৩।
[১৪:১২] ১শামু ১৭:৪৬; ২শামু ৫:২৪।
[১৪:১৫] পয়দা ৩৫:৫; হিজ ১৪:২৪; ১৯:১৬; ২বাদশা ৭:৫-৭।
[১৪:১৬] ২শামু ১৮:২৪; ২বাদশা ৯:১৭; ইশা ৫২:৮; ইহি ৩৩:২।

পরিষ্কার নয়। তবে এখন প্রচলিত অনুবাদগুলোতে মাপের জন্য শেখল শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

১৩:২২ কারো হাতে তলোয়ার বা বর্শা পাওয়া গেল না। সেই সময় ইসরাইলরা তীর এবং ধনুক এবং গুলতি দিয়ে যুদ্ধ করেছিল।

১৪:২ গিবিয়া। তালুত গিবিয়া (১৩.৩) থেকে গিবিয়ার প্রান্তভাগে মিগ্রোণে পশ্চাদপসরণ করলেন।

ডালিম গাছের তলে। পূর্বে এটা একটি প্রথা ছিল যে, ইসরাইলের নেতারা কোন এক পরিচিত গাছের নিচে বসে বিচারের কাজ করতেন (দেখুন ২২:৬ ; কাজী ৪:৫)।

১৪:৩ অহিয়। এখানে তিনি হয় অহিটূবের পুত্র অহিমেলেকের ভাই এবং পূর্বপুরুষ (২১:১; ২২:৯, ১১ উল্লেখ করা হয়েছে) অথবা অহিয় অহিমেলেকেরই আরেকটি নাম।

এফোদ পরিহিত। ২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৬ খৎনা-না-করানো প্রহরিদলের। এই শব্দাবলির মধ্য দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করা (দেখুন ১৭:২৬, ৩৬; ৩১:৪; ২ শামু ১:২০; কাজী ১৪:৩; ১৫:১৮), যার মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্য দিয়ে মাবুদের সাথে তাদের চুক্তির সম্পর্ক (দেখুন পয়দা ১৭:১০ এবং নোট দেখুন) এবং চুক্তির বাইরে থাকা ফিলিস্তিনীদের অবস্থা বর্ণনা করে।

অনেকের দ্বারা হোক বা অল্পের দ্বারা হোক। ১৭:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন। একটি বিশ্বাসের আইন হিসেবে যোনাথনের সাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ (হিব্রু ১১:৩২-৩৪) যেখানে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাকে খুঁজে পাওয়া যায় (৯:১৬)।

১৪:১০ এ-ই আমাদের চিহ্ন হবে। দেখুন বিচার ৬:৩৬-৪০; ইশা ৭:১১।

১৪:১১ ইবরানীরা। দেখুন ২১ আয়াত; ৪:৬; ১৩:৩,৭ এবং পয়দা ১৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১৫ ভূমিকম্প হল। ইসরাইলকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলোর ক্ষেত্রে দেখুন ৭:১০; ২ শামু ২২:১২-১৬; ইহি ১০:১১-১৪; জবুর ৭৭:১৮ আয়াত।

BACIB
International Bible
CHURCH

একবার লোক গণনা করে দেখ, আমাদের মধ্য
থেকে কে গেছে? পরে তারা গণনা করে দেখলো
যোনাথন ও তাঁর অস্ত্রবাহক সেখানে নেই।
১৮ তখন তালুত অহিয়কে বললেন, আল্লাহ্‌র
সিন্দুক এই স্থানে আন; কেননা সেই দিনে
আল্লাহ্‌র সিন্দুক বনি-ইসরাইলদের মধ্যে ছিল।
১৯ পরে যখন তালুত ইমামের সঙ্গে কথা
বলছিলেন, তখন ফিলিস্তিনীদের সৈন্যদের মধ্যে
উত্তরোত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাতে
তালুত ইমামকে বললেন, হাত টেনে নাও।
২০ আর তালুত ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক সমাগত
হয়ে যুদ্ধে গমন করলেন, আর, দেখ
প্রত্যেকজনের তলোয়ার একে অন্যের প্রতিকূল
হওয়াতে অতিশয় কোলাহল হচ্ছিল। ২১ আর যে
ইবরানীরা আগে ফিলিস্তিনীদের পক্ষ হয়েছিল,
যারা চারদিক থেকে তাদের সঙ্গে শিবিরের মধ্যে
এসেছিল, তারাও তালুত ও যোনাথনের সঙ্গী
ইসরাইলদের সঙ্গে যোগ দিল। ২২ আর

[১৪:১৮] ১শামু ৩০:৭।
[১৪:১৯] শুমারী ২৭:২১।
[১৪:২০] কাজী ৭:২২; ইহি ৩৮:২১; জাকা ১৪:১৩।
[১৪:২১] ১শামু ২৯:৪।
[১৪:২২] ১শামু ১৩:৬।
[১৪:২৩] হিজ ১৪:৩০।
[১৪:২৪] ইউসা ৬:২৬।

ইসরাইলের যে সমস্ত লোক পর্বতময় আ-
ফরাহীম প্রদেশে লুকিয়ে ছিল, তারাও
ফিলিস্তিনীদের পলায়নের সংবাদ শুনে যুদ্ধে
তাদের পিছনে তাড়া করতে লাগল। ২৩ এই
ভাবেই মাবুদ ঐ দিনে ইসরাইলকে নিস্তার
করলেন এবং বৈৎ-আবনের পার পর্যন্ত যুদ্ধ
ছড়িয়ে পড়লো।

বাদশাহ্‌ তালুতের শপথ

২৪ ঐ দিনে ইসরাইল লোকেরা দুর্দশাপন্ন
হয়েছিল, কিন্তু তালুত লোকদেরকে এই কসম
করিয়েছিলেন, সন্ধ্যাবেলার আগে, আমি যে
পর্যন্ত আমার দুশমনদের প্রতিফল না দিই, সেই
পর্যন্ত যে কেউ খাদ্য গ্রহণ করবে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত হবে। এজন্য লোকদের মধ্যে
কেউই খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করলো না। ২৫ পরে
সকলে বনের মধ্যে গেল, সেখানে ভূমির উপরে
মধু ছিল। ২৬ আর লোকেরা যখন বনে উপস্থিত
হল, দেখ, মধু ক্ষরছে, কিন্তু কেউ সেই কসম

১৪:১৮ আল্লাহ্‌র সিন্দুক এই স্থানে আন। তালুত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ফিলিস্তিনীদের সাথে যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কি তা জানবেন (দেখুন শুমারী ২৭:২১; দ্বি:বি: ২০:২-৪)। নিয়ম-সিন্দুক বা এফোদ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানার জন্য ব্যবহৃত হতো: (১) ৭:১ আয়াতে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি কিরিয়ৎ-যিয়ারিমে অবস্থিত ছিল। দাউদ যতক্ষণ না সেই সিন্দুকটি জেরুশালেমে নিয়ে আসেন ততদিন সেটি সেখানেই ছিল (২ শামু ৬ অধ্যায়), কিন্তু এফোদটি গিবিয়ায় তালুতের ছাউনিতে ছিল (৩ আয়াত দেখুন)। (২) পুরাতন নিয়মের কোথাও কোথাও নিয়ম-সিন্দুকের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কথা জানা যেত, কিন্তু এফোদ (উরীম এবং তুম্মীম এর সাথে) এই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছিল (দেখুন ২৩:৯; ৩০:৭ এবং ২:১৮, ২৮ আয়াত নোট দেখুন)। (৩) ইমামদের প্রতি নিয়ম-সিন্দুকের ব্যবহারের চেয়ে এফোদ ব্যবহারের প্রতি আরো জোর দেওয়া হয়েছিল।

১৪:১৯ হাত টেনে নাও। ঐ মুহূর্তে জরুরী কারণে, তালুত সিদ্ধান্ত নেন যে, মাবুদের কালামের জন্য অপেক্ষা করলে তালুতের সৈন্যবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হয়ে যাবে। ১৩:৮-১২ আয়াত অনুসারে তালুত তার নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মাবুদের আদেশের উপর নির্ভর করেন নি ও তাঁর হুকুম পালন করবার জন্য যে ওয়াদা করেছিলেন তা পালন করেন নি।

১৪:২৩ এই ভাবেই মাবুদ ঐ দিনে ইসরাইলকে নিস্তার করলেন। সেদিন মাবুদই ইসরাইলকে বাঁচিয়েছিলেন। লেখক এখানে মাবুদের জয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তালুত অথবা যোনাথনকে নয় (দেখুন ৬, ১০, ১২, ১৫; ১১:১৩ আয়াত)।

১৪:২৪-৪৬ মাবুদ যে মহান জয় দিয়েছিলেন তার বর্ণনা অনুসারে, লেখক তার লেখায় তালুতের কাজ সম্পর্কিত লেখাও বর্ণনা করেছেন যেটা তার বাদশাহ্‌ হওয়ার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার অভাবকে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত করেছে। তার নির্বুদ্ধিতার অভিশাপের আগে এই যুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর জন্য (২৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) "চরম দুর্দশা" বয়ে এনেছিল এবং এই কারণে যোনাথনও বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন, "আমার পিতা লোকদেরকে ভয়ে ব্যাকুল করেছেন" (২৯ আয়াত)। এই বিজয়ে যোনাথন যে অবদান রেখেছিল তার চেয়ে লোকেরা বেশি ভয় পেয়েছিল (ইউসা ৭:২৫; ১ বাদশাহ্‌ ১৮:১৭-১৮)। পরে, যখন মাবুদ কোন উত্তর না দেওয়ায় এই যুদ্ধের সুবিধা নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হলো (৩৭ আয়াত), তখন তালুত যোনাথনকেও হত্যা করতেও প্রস্তুত ছিলেন, যদিও এই বিজয়ের ক্ষেত্রে বেশিভাগই অবদান ছিল তার এবং সবাই তা জানতো (৪৫ আয়াত)। তালুতের এই আত্মকেন্দ্রীকতা তাকে সম্পদ আহরনের দিকে পরিচালিত করলো যা একটি জাতির সমস্ত মঙ্গলের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়াল। বরং মাবুদ ও তাঁর লোকদের সেবা করার বদলে, তিনি একজন বাদশাহ্‌ হওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন "যেমন অন্য সকল জাতিদের বাদশাহ্‌রা করে থাকেন" (৮:৫)।

১৪:২৪ দুর্দশাপন্ন হয়েছিল। তালুতের সৈন্যদলকে সবার প্রথমে রাখাটা ছিল হঠকারী কর্মকান্ড যা যুদ্ধের জন্য ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং অসুবিধাজনক (২৯-৩০ আয়াত দেখুন)।

আমি যে পর্যন্ত আমার দুশমনদের প্রতিফল না দিই। তালুত উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি যুদ্ধে মাবুদের সম্মান এবং তাঁর লোকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেয়ে ফিলিস্তিনীদের সাথে তার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বেশি ছিল (১৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। ৬, ১০, ১২ আয়াতে তার মনোভাব এর সাথে যোনাথনের মনোভাবের তুলনা করুন।

বদদোয়াগ্রস্ত। তালুত একজন বাদশাহ্‌ হিসেবে "তার সৈন্যবাহিনীকে একটি কড়া শপথের মধ্যে রেখেছিলেন" (২৮ আয়াত)। শপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ একটি শপথ সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করাকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে সে আল্লাহ্‌র সাথে জড়িত থাকে, যার মধ্য দিয়ে মাবুদ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় (হিজ ২০:৭; লেবী ১৯:১২), অঙ্গীকার করা হয় (পয়দা ২১:২৩-২৪; ২৪:৩-৪) অথবা নিষিদ্ধ পদক্ষেপ নেয়া হয় (যেমনটা এখানে হয়েছে)। এটি মহান আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন তুলে ধরে যিনি সমস্ত ক্ষমতার উৎস ও মানুষের সমস্ত কাজকর্ম সম্বন্ধে সব কিছু জানেন।

ভাঙ্গবার ভয়ে তা মুখে তুললো না; [২৭] কিন্তু
যোনাথনের পিতা লোকদের যে কসম
করিয়েছিলেন, যোনাথন তা শোনেন নি, তাই
তিনি তাঁর হাতে থাকা লাঠির অগ্রভাগ বাড়িয়ে
দিয়ে একটি মধুর চাকে ডুবিয়ে হাতে করে মুখে
দিলেন; তাতে তাঁর চোখ সতেজ হল। [২৮] তখন
লোকদের মধ্যে এক জন বললো, তোমার পিতা
শপথ সহকারে লোকদেরকে এই দৃঢ় হুকুম
দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আজ খাদ্য গ্রহণ করবে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত হবে; কিন্তু সমস্ত লোক ক্লান্ত
হয়েছে। [২৯] যোনাথন বললেন, আমার পিতা
লোকদেরকে ভয়ে ব্যাকুল করেছেন; আরজ করি,
দেখ, এই একটুখানি মধু মুখে দেওয়াতে আমার
চোখ কেমন সতেজ হল। [৩০] আজ যদি লোকেরা
দুশমনদের থেকে পাওয়া লুটের দ্রব্য থেকে যথেষ্ট
আহার করতে পেত, তবে আরও সতেজ হত।
কেননা এখন ফিলিস্তিনীদের মধ্যে মহাহত্যা হয়
নি।
[৩১] ঐ দিনে তারা মিক্‌মস থেকে অয়ালোন
পর্যন্ত ফিলিস্তিনীদেরকে আক্রমণ করলো; আর
লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। [৩২] পরে
তারা লুটদ্রব্যের দিকে দৌড়ে ভেড়া, গরু ও বাছুর
ধরে ভূমিতে জবেহ্‌ করে রক্তসুদ্ধ ভোজন করতে
লাগল। [৩৩] তখন কেউ কেউ তালুতকে বললো,
দেখুন, লোকেরা রক্তসুদ্ধ ভোজন করে মাবুদের
বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করছে; তাতে তিনি বললেন,
তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ; এখন আমার কাছে
একটি বড় পাথর গড়িয়ে আন। [৩৪] তালুত আরও
বললেন, তোমরা চারদিকে গিয়ে তাদেরকে বল,
তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গরু ও প্রত্যেকজন
যার যার ভেড়া আমার কাছে আন, আর এই
স্থানে জবেহ্‌ করে ভোজন কর; রক্তসুদ্ধ ভোজন
করে মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করো না। তাতে
সমস্ত লোক সেই রাত্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ গরু
সঙ্গে করে এনে সেই স্থানে জবেহ্‌ করলো।
[৩৫] আর তালুত মাবুদের উদ্দেশে একটি

[১৪:২৭] জবুর ১৯:১০; মেসাল ১৬:২৪; ২৪:১৩।
[১৪:২৯] ইউসা ৭:২৫; ১বাদশা ১৮:১৮।
[১৪:৩১] ইউসা ১০:১২।
[১৪:৩২] ১শামু ১৫:১৯; ইষ্টের ৯:১০।
[১৪:৩৩] পয়দা ৯:৪।
[১৪:৩৪] লেবীয় ১৯:২৬।
[১৪:৩৫] ১শামু ৭:১৭।
[১৪:৩৬] পয়দা ২৫:২২; কাজী ১৮:৫।
[১৪:৩৭] ১শামু ২৮:৬, ১৫; ২শামু ২২:৪২; জবুর ১৮:৪১।
[১৪:৩৮] ইউসা ৭:১১।
[১৪:৩৯] শুমারী ১৪:২১; ২শামু ১২:৫; আইউ ১৯:২৫; জবুর ১৮:৪৬; ৪২:২।
[১৪:৩৯] ইউসা ৭:১৫।
[১৪:৪২] ইউ ১:৭।
[১৪:৪৩] ইউসা ৭:১৯।
[১৪:৪৪] রূত ১:১৭।

কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন, তা মাবুদের
উদ্দেশে তাঁর নির্মিত প্রথম কোরবানগাহ্‌।

মৃত্যুর ঝুঁকিতে যোনাথন

[৩৬] পরে তালুত বললেন, চল, আমরা রাত্রে
ফিলিস্তিনীদের পেছন পেছন নেমে গিয়ে প্রভাত
পর্যন্ত তাদের দ্রব্য লুট করি এবং তাদের এক
জনকেও অবশিষ্ট রাখবো না। তারা বললো,
আপনার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয়, তা-ই করুন।
পরে ইমাম বললো, এসো, আমরা এই স্থানে
আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হই। [৩৭] তাতে তালুত
আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি
ফিলিস্তিনীদের পিছনে নেমে যাব? তুমি কি
তাদের ইসরাইলের হাতে তুলে দেবে? কিন্তু
সেদিন তিনি তাঁকে জবাব দিলেন না। [৩৮] তখন
তালুত বললেন, হে লোকদের সমস্ত নেতৃবর্গ,
তোমরা কাছে এসো এবং আজকের এই গুনাহ্‌
কিসে হল তা খুঁজে দেখ। [৩৯] ইসরাইলের
উদ্ধারকর্তা জীবন্ত মাবুদের কসম, যদি আমার
পুত্র যোনাথনেরই দোষে তা হয়ে থাকে, তবে সে
অবশ্য মরবে। কিন্তু সমস্ত লোকের মধ্যে কেউই
তাঁকে উত্তর দিল না। [৪০] পরে তিনি সমস্ত
ইসরাইলকে বললেন, তোমরা একদিকে থাক
এবং আমি ও আমার পুত্র যোনাথন অন্য দিকে
থাকি। তাতে লোকেরা তালুতকে বললো,
আপনার বিবেচনায় যা ভাল মনে হয়, তা-ই
করুন। [৪১] পরে তালুত মাবুদকে বললেন, হে
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, যথার্থ কি, দেখিয়ে দিন;
তখন যোনাথন ও তালুত ধরা পড়লেন, কিন্তু
লোকেরা মুক্ত হল। [৪২] পরে তালুত বললেন,
আমার ও আমার পুত্র যোনাথনের মধ্যে গুলিবাঁট
কর; তাতে যোনাথন ধরা পড়লেন।
[৪৩] তখন তালুত যোনাথনকে বললেন, বল
দেখি, তুমি কি করেছ? যোনাথন বললেন, আমি
আমার হাতে থাকা লাঠির অগ্রভাগে একটু মধু
নিয়ে চেখেছিলাম; তাই আমাকে মরতে হবে।
[৪৪] তালুত বললেন, আল্লাহ্‌ অমুক ও তার চেয়েও

১৪:৩১ অয়ালোন। ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব এলাকার কাছাকাছি একটু পশ্চিমে অবস্থিত (দেখুন ইহি ১০:১২)।

১৪:৩৩ লোকেরা রক্তসুদ্ধ ভোজন করে। বনি-ইসরাইলদের মাংসের রক্ত খাওয়ার অনুমতি ছিল না। তা তাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল (পয়দা ৯:৪; লেবী ১৭:১০-১১; ১৯:২৬; দ্বি:বি: ১২:১৬, ২৪; ইহি ৩৩:২৫; প্রেরিত ১৫:২০ এবং নোট দেখুন) **বিশ্বাস ভঙ্গ করে।** দেখুন মালাখি ২:১০-১১। একই হিব্রু শব্দ "ঈমানহীনতা" (জবুর ৭৮:৫৭), "অবিশ্বস্ততা" (ইয়ার ৩:৭-৮, ১০-১১) এবং "বিশ্বাসভঙ্গকারী" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে (ইশা ৪৮:৮)।

১৪:৩৫ তাঁর নির্মিত প্রথম কোরবানগাহ্‌। তালুতের লক্ষণগুলোর মধ্যে আরেকটি ব্যক্তিগত লক্ষণ ছিল ধর্মীয় ব্যাপারগুলোতে আগ্রহের অভাব (৯:৩, ৬; ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:৩৬ ইমাম। আহিয় (দেখুন ৩ আয়াত)।

১৪:৩৭ তালুত আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। কি পদক্ষেপ নেয়া হবে সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য উরীম ও তুম্মীম এবং এর সাথে এফোদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানা যেত (৩ আয়াত দেখুন এবং ১৮ আয়াত নোট দেখুন)। **তিনি তাঁকে জবাব দিলেন না।** কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে শপথ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, তাই তালুত যখন সৈন্যবাহিনীর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা জানতে চেয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাকে কোন জবাব প্রদান করেন নি।

১৪:৩৯, ৪৫ জীবন্ত মাবুদের কসম। একটি প্রতিজ্ঞার ফর্মূলা (২৪; ১৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন; আরো দেখুন পয়দা ৪২:১৫; হোসেয় ৪:১৫ এবং নোট।)

১৪:৪১ হে ইসরাইলের আল্লাহ্‌, যথার্থ কি, দেখিয়ে দিন। গুলিবাটের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানা একটি প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। দেখুন ১০:২০-২১; ইহি ৭:১৪-১৮; হিত ১৬:৩৩।

১৪:৪৪ আল্লাহ্‌ অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। একটি

বেশি দণ্ড দিন; যোনাথন, তোমাকে অবশ্য মরতে
হবে। ৪৫ কিন্তু লোকেরা তালুতকে বললো,
ইসরাইলের মধ্যে যিনি এমন মহানিস্তার সাধন
করেছেন, সেই যোনাথন কি মরবেন? এমন না
হোক, জীবন্ত মাবুদের কসম, তাঁর মাথার একটি
কেশও মাটিতে পড়বে না, কেননা উনি আজ
আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাজ করেছেন। এভাবে লোকেরা
যোনাথনকে রক্ষা করলো, তাঁর মৃত্যু হল না।
৪৬ পরে তালুত ফিলিস্তিনীদের তাড়া করা বন্ধ
করে ফিরে আসলেন, আর ফিলিস্তিনীরা স্বস্থানে
গমন করলো।

বাদশাহ্‌ তালুতের সঙ্গে চারদিকের জাতিদের যুদ্ধ

৪৭ ইসরাইলের উপর রাজত্ব গ্রহণ করার পর
তালুত সকল দিকে সমস্ত দুশমনের সঙ্গে, অর্থাৎ
মোয়াবীয়, অম্মোনীয়, ইদোমীয়, সোবার
বাদশাহ্‌দের ও ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ
করেছিলেন। তিনি যে কোন দিকে ফিরতেন,
সকলের সর্বনাশ ঘটাতেন। ৪৮ তিনি বীরত্বের সঙ্গে
কাজ করতেন, আমালেককে আঘাত করলেন
এবং লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে ইসরাইলকে
উদ্ধার করলেন।
৪৯ যোনাথন, যিশ্‌বি ও মল্কীশূয় নামে তালুতের
তিন পুত্র ছিলেন; আর তাঁর দু'টি কন্যার নাম
এরকম– জ্যেষ্ঠার নাম মেরব, কনিষ্ঠার নাম
মীখল; ৫০ আর তালুতের স্ত্রীর নাম অহীনোয়ম,
তিনি অহীমাসের কন্যা; এবং তাঁর সেনাপতির
নাম অব্‌নের; ইনি তালুতের চাচা নেরের পুত্র।
৫১ আর কীশ তালুতের পিতা এবং অব্‌নেরের
পিতা নের অবীয়েলের পুত্র।
৫২ তালুতের সারা জীবনকাল ফিলিস্তিনীদের
সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হল। আর তালুত কোন
বলবান পুরুষ বা কোন বীর পুরুষকে দেখলে
তাকে তাঁর সৈন্যদলে গ্রহণ করতেন।

বাদশাহ্‌ তালুতের অবাধ্যতা

১৫ ১ আর শামুয়েল তালুতকে বললেন,
মাবুদ তাঁর লোকদের ও ইসরাইলের
উপরে তোমাকে বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করতে
আমাকেই প্রেরণ করেছিলেন; অতএব এখন
তুমি মাবুদের কথা শোন। ২ বাহিনীগণের মাবুদ
এই কথা বলেন, ইসরাইলের প্রতি আমালেক যা
করেছিল, মিসর থেকে তাদের আসার সময়ে সে
পথের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে যেরকম ঘাঁটি
বসিয়েছিল আমি তা লক্ষ্য করেছি। ৩ এখন তুমি
গিয়ে আমালেককে আক্রমণ কর ও তার যা কিছু
আছে নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তার প্রতি রহম করো
না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক-বালিকা ও স্তন্যপায়ী
শিশু, গরু ও ভেড়া, উট ও গাধা সকলকেই
মেরে ফেলবে।
৪ পরে তালুত লোকদের ডেকে এনে টলায়ীমে
তাদের গণনা করলেন; তাতে দুই লক্ষ পদাতিক
ও এহুদার দশ হাজার লোক হল। ৫ পরে তালুত
আমালেকীয়দের নগর পর্যন্ত গিয়ে উপত্যকায়
লুকিয়ে থাকলেন। ৬ আর তালুত কেনীয়দের

[১৪:৪৫] ১বাদশা ১:৫২; মথি ১০:৩০।
[১৪:৪৭] পয়দা ১৯:৩৮; ২শামু ১২:৩১।
[১৪:৪৮] পয়দা ৩৬:১২; শুমারী ১৩:২৯।
[১৪:৪৯] ১শামু ৩১:২; ১খান্দান ৮:৩৩।
[১৪:৫০] ২শামু ২:৮; ৩:৬; ১বাদশা ২:৫।
[১৪:৫১] ১শামু ৯:১।
[১৪:৫২] ১শামু ৮:১১।
[১৫:১] ১শামু ৯:১৬।
[১৫:২] পয়দা ১৪:৭; ১শামু ১৪:৪৮; ২শামু ১:৮।
[১৫:৩] পয়দা ১৪:২৩; ইউসা ৬:১৭; ১শামু ২২:১৯; ২৭:৯; ২৮:১৮; ইষ্টের ৩:১৩; ৯:৫।
[১৫:৬] পয়দা ১৫:১৯; শুমারী

অভিশাপের ফর্মূলা (২৪ আয়াতের নোট দেখুন; আরো দেখুন ৩:১৭ এবং নোট দেখুন)।

১৪:৪৫ উনি আজ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাজ করেছেন। তালুতের সৈন্য বাহিনীর লোকেরা স্বীকার করলো যে, এমন কোন লোকের প্রাণ নেওয়া ঠিক হবে না যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের রক্ষা করেছেন।

১৪:৪৭-৪৮ পূর্ব দিকে (মোয়াব এবং অম্মোনীয়), দক্ষিণ দিকে (ইদোম), উত্তর দিকে (সোবা) এবং পশ্চিম দিকে (প্যালেষ্টাইন) তালুতের সৈন্যবাহিনীর জয়ের সার সংক্ষেপ।

১৪:৪৭ অম্মোনীয়। ১১:১ আয়াতের নোট দেখুন; আরো দেখুন দ্বি:বি: ২:১৯-২১, ৩৭ আয়াত।

১৪:৪৮ আমালেক। ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৪৯ তালুতের তিন পুত্র ছিলেন। দেখুন ৩১:২; ১ খান্দান ৯:৩৯ এবং নোট।

মেরব, ... মীখল। দেখুন ১৮:১৭, ২০; ১৯:১১-১৭; ২৫:৪৪; ২ শামু ৬:১৬-২৩।

১৪:৫০ অহীনোয়ম। তালুতের স্ত্রীর একমাত্র রেফারেন্স। ২ শামু ৩:৭; ২১:৮-১১ আয়াতে তার উপপত্নী রিস্‌পার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪:৫২ তালুতের সারা জীবনকাল। তালুতের রাজত্বের মূল বর্ণনার সমাপ্তি।

তাঁর সৈন্যদলে গ্রহণ করতেন। তালুত পেশাদারী সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই একটি বিশেষ ক্যাডার তৈরি করেন যারা তাঁকে ঘিরে থাকবে, যেভাবে দাউদ পরে দেহরক্ষী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন (দেখুন ২২:২; ২৩:১৩; ২৫:১৩; ২৭:২-৩; ২৯:২; ৩০:১, ৯-১০; ২ শামু ২:৩; ৫:৬; ৮:১৮; ১৫:১৮; ২৩:৮-৩৯ আয়াত)।

১৫:১ শামুয়েল তালুতকে বললেন। বাদশাহ্‌ হিসেবে তালুতের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঘটনা। যদিও এখানে কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি, এটা প্রমাণিত যে যুদ্ধের পরই এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৪:৪৭ আয়াতে।

১৫:২ ইসরাইলের প্রতি আমালেক যা করেছিল। দেখুন ১৪:৪৮; হিজ ১৭:৮-১৫; শুমারী ১৪:৪৩, ৪৫; দ্বি:বি: ২৫:১৭-১৯; কাজী ৩:১৩; ৬:৩-৫, ৩৩; ৭:১২; ১০:১২ আয়াত।

১৫:৩ নিঃশেষে বিনষ্ট কর। দেখুন দ্বি:বি: ১৩:১২-১৮; লেবী ২৭:২৮-২৯; ইহি ৬:১৭-১৮ আয়াতের আরো নোট দেখুন। তালুতকে একজন বাদশাহ্‌ হিসেবে নির্ধারিত কাজের প্রতি বাধ্যতার দ্বারা মাবুদের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করার একটি সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

১৫:৪ টলায়ীমে। সম্ভবত ইউসা ১৫:২৪ আয়াতের টেলম সম্ভবত একই, এহুদার দক্ষিণের অংশে অবস্থিত।

পদাতিক। দক্ষিণ প্রান্তের উপজাতি (দেখুন ১১:৮)।

১৫:৫ আমালেকীয়দের নগর। অমালেকদের উপনিবাস, যার বেশিরভাগই অবস্থিত টেলম এবং কাদেশ বর্ণেয়তে, সম্ভবত তাদের বাদশাহ্‌র বাসভবন এখানে অবস্থিত ছিল।

১৫:৬ কেনীয়দের। সিনাই এর যাযাবর জাতীয় রাখালেরা, যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিদিয়নীয়দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মূসা একজন মিদিয়নীয় নারীকে বিয়ে করেছিলেন (দেখুন হিজ ২:১৬, ২১-২২; শুমারী ১০:২৯; কাজী ১:১৬; ৪:১১), এবং কিছু কেনানীয়

বললেন, তোমরা যাও, অন্য কোথাও যাও,
আমালেকীয়দের মধ্য থেকে প্রস্থান কর, পাছে
আমি তাদের সঙ্গে তোমাদেরকেও বিনষ্ট করি;
যখন মিসর থেকে সমস্ত বনি-ইসরাইল বের হয়ে
এসেছিল, তখন তোমরা তাদের প্রতি দয়া
করেছিলে। অতএব কেনীয়রা আমালেকীয়দের
মধ্য থেকে প্রস্থান করলো। [৭] পরে তালুত হবীলা
থেকে মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্যন্ত
আমালেকীয়দের আক্রমণ করলেন। [৮] তিনি
আমালেকের বাদশাহ্ অগাগকে জীবিত ধরলেন
এবং সমস্ত লোককে তলোয়ারের আঘাতে
নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন। [৯] কিন্তু তালুত ও
লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম উত্তম ভেড়া
ও গরু, পুষ্ট বাছুর এবং ভেড়ার বাচ্চা ও সমস্ত
উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করলেন, সেগুলোকে
নিঃশেষে বিনষ্ট করতে চাইলেন না; কিন্তু যা কিছু
তুচ্ছ রুগ্ন, তা-ই নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন।

বাদশাহ্ হিসেবে তালুতকে অগ্রাহ্য করা

[১০] পরে শামুয়েলের কাছে মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, [১১] আমি তালুতকে বাদশাহ্ করেছি
বলে আমার অনুশোচনা হচ্ছে, যেহেতু সে আমার
পিছনে চলা থেকে ফিরে গিয়েছে, আমার কালাম
পালন করে নি। তখন শামুয়েল ক্রুদ্ধ হলেন এবং
সমস্ত রাত মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলেন।
[১২] পরে শামুয়েল তালুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে প্রত্যুষে উঠলেন; তখন শামুয়েলকে এই
সংবাদ দেওয়া হল, তালুত কর্মিলে এসেছিলেন
এবং তিনি নিজের জন্য একটি স্তম্ভ প্রস্তুত
করিয়েছেন, পরে সেখান থেকে ফিরে, ঘুরে
গিল্গলে নেমে গেলেন। [১৩] আর শামুয়েল
তালুতের কাছে আসলে তালুত তাঁকে বললেন,
মাবুদ আপনাকে দোয়া করুন; আমি মাবুদের
কালাম পালন করেছি; [১৪] শামুয়েল বললেন, তবে
আমার কর্ণগোচরে ভেড়ার ডাক আসছে কেন?
আর এই গরুর ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি কেন?
[১৫] তালুত বললেন, সেসব আমালেকীয়দের
থেকে আনা হয়েছে; ফলত আপনার আল্লাহ্
মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করার জন্য লোকেরা
উত্তম উত্তম ভেড়া ও গরুগুলো জীবিত রেখেছে;
কিন্তু আমরা অবশিষ্ট লোকদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট
করেছি। [১৬] তখন শামুয়েল তালুতকে বললেন,
ক্ষান্ত হও; গত রাতে মাবুদ আমাকে যা
বলেছেন, তা তোমাকে বলি।
[১৭] তালুত বললেন, বলুন। শামুয়েল বললেন,
যদিও তুমি তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলে, তবুও
তোমাকে কি ইসরাইল বংশগুলোর মাথা করা

২৪:২২; কাজী ১:১৬; ১শামু ৩০:২৯।

[১৫:৭] পয়দা ১৬:৭।

[১৫:৮] হিজ ১৭:৮-১৬; শুমারী ২৪:৭।

[১৫:১১] আইউ ২১:১৪; ৩৪:২৭; জবুর ২৮:৫; ইশা ৫:১২; ৫৩:৬; ইয়ার ৪৮:১০; ইহি ১৮:২৪।

[১৫:১২] ইউসা ১৫:৫৫।

[১৫:১৭] হিজ ৩:১১।

তাদের সঙ্গ দিয়েছিল যখন তারা কেনানে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করে (দেখুন ২৭:১০; কাজী ১:১৬; ৪:১৭-২৩; ৫:২৪; ১ খান্দান ২:৫৫)।

১৫:৭ হবীলা থেকে মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্যন্ত। ইসমাইলের বংশধরেরা এই এলাকা দখল করে (দেখুন পয়দা ২৫:১৮)। হবীলার অবস্থান নিশ্চিত করা যায় নি। শূর মিসরের পূর্ব সীমান্তে ছিল (দেখুন ২৭:৮; পয়দা ১৬:৭; ২০:১)।

১৫:৮ আমালেকের বাদশাহ্ অগাগ। তার বংশধরেরা পরে ইসরাইলদের অত্যাচার করবে (ইষ্টের ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

সমস্ত লোককে। এই যুদ্ধে সকল অমালেকীয়রা সম্মুখ-যুদ্ধ করে। কিছু আমালেকীয়রা বেঁচে যায় (দেখুন ২৭:৮; ৩০:১, ১৮; ২ শামু ১:৮, ১৩; ৮:১২; ১ খান্দান ৪:৪৩ আয়াত)।

১৫:৯ কিন্তু যা কিছু তুচ্ছ রুগ্ন, তা-ই নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন। যখন ইসরাইলরা মাবুদের আদেশ অমান্য করলো (৩ আয়াত), আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মযুদ্ধের অধঃপতন হয় ব্যক্তিগত লাভের কারণে। সেটা অনেকটা আখনের মত যখন বনি-ইসরাইল কেনান জয় করছিল (দেখুন ইহি ৭:১)। বর্জিত হবার জন্য যা কিছু মাবুদকে দেওয়া হয় তা যখন দুর্বল হয় তখন তা অসম্মানজনক কাজ (মালা ১:৭-১২ এবং নোট দেখুন), যা কোনো অজুহাত দ্বারা সেই পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না (দেখুন ১৯ আয়াত)। এই বর্জিত দ্রব্য মাবুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য (১৫, ২১ আয়াত)।

১৫:১১ অনুশোচনা হচ্ছে। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

সে আমার পিছনে চলা থেকে ফিরে এসেছে। বাদশাহ্ হিসেবে তার প্রধানতম যে কাজ সেই কাজ থেকে ফিরে আসা (১২:১৪-১৫ আয়াতের নোটসমূহ দেখুন।)

১৫:১২ কর্মিল। এটি হেবরনের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত (দেখুন ২৫:২; ইউসা ১৫:৫৫)।

তিনি নিজের জন্য একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়েছেন। এখানে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে জয় লাভের পর তালুতের আত্মগৌরব এবং আত্ম-অবমাননার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে তুলনা দেখানো হয়েছে (দেখুন ১১:১৩ আয়াত; ১৭ আয়াত; ২ শামু ১৮:১৮)।

গিল্গল। তালুত সেই স্থানে ফিরে আসলেন যেখানে তাকে অভিষেক করা হয়েছিল এবং তার কার্যালয়ের দায়িত্বগুলো নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল (দেখুন ১১:১৪-১৫)। এই স্থানটি সেই স্থান যেখানে তাকে এটাও বলা হয়েছিল যে তার অবাধ্যতার কারণে তার রাজত্ব স্থায়ী হবে না (দেখুন ১৩:১৩-১৪)।

১৫:১৩ আমি মাবুদের কালাম পালন করেছি। এখানে এবং ২০ আয়াতে পরিষ্কারভাবেই শামুয়েলের কাছে তালুত বিবৃতির মাধ্যমে নিজেকে একজন ন্যায়বান বাদশাহ্‌র চেয়ে নিচু প্রমাণিত করেছেন।

১৫:১৫ লোকেরা উত্তম উত্তম ভেড়া ও গরুগুলো জীবিত রেখেছে। তালুত তার দায়িত্বগুলো সৈন্যবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার এবং আন্তরিক উদ্দেশ্যের কারণে তাদের কর্মগুলো ক্ষমা করার প্রচেষ্টা নেন।

আপনার আল্লাহ্ মাবুদের। এখানে তালুতের "আমার" এর পরিবর্তে "তোমাদের" বিশেষণ ব্যবহার করা এবং ২১, ৩০ আয়াতে মাবুদের কাছ থেকে তার বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে সচেতনতার ইঙ্গিত দেয় (একই রকম ঘটনা দেখুন ১২:১৯ আয়াতে), এমনকি যদিও তিনি কোরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য থাকা এবং সম্মান দেখানোর কথা বলেন।

১৫:১৭ তুমি তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলে। দেখুন ৯:২১; ১০:২২ আয়াত।

বিষাদ ও নিয়তি: বনি-ইসরাইলদের প্রতি নবী শামুয়েলের বার্তা

কিতাবের রেফারেন্স	হযরত শামুয়েলের বার্তা
১ শামুয়েল ৩:১১-১৪	মহা-ইমাম আলীর পরিবারের উপর শাস্তি নেমে আসবে।
১ শামুয়েল ৭:১-৪	মূর্তিপুজা থেকে জাতিকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে।
১ শামুয়েল ৮:১০-১২	তোমাদের বাদশাহ্ তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবে না কিন্তু এর পরিবর্তে নানা সমস্যার জন্ম দেবে।
১ শামুয়েল ৮:১২-২৫	যদি তোমরা গুনাহ্ করতেই থাক তবে মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন।
১ শামুয়েল ১৩:১৩, ১৪	তালুতের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে।
১ শামুয়েল ১৫:১৭-৩১	তালুত তুমি মাবুদ আল্লাহ্র সামনে গুনাহ্ করেছ।

একজন নবীর পক্ষে সব কিছু বলা মোটেই সহজ কাজ নয়। যে সমস্ত বার্তা তিনি দিয়েছিলেন তা তাদের শুনতে ভাল লাগে নি। তিনি মন পরিবর্তন, অনুতাপ, বিচার ও ধ্বংস, গুনাহ্ এবং মাবুদ আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন তা তবলিগ করেছেন। নবীরা সাধারণত তাঁদের শহরে খুব জনপ্রিয় লোক ছিলেন না যদি না তাঁরা ভন্ড নবী হত আর লোকেরা যেমন শুনতে চাইত তেমন কথা বলতো। তাই আল্লাহ্র একজন সত্যিকারের নবীর জন্য জনপ্রিয়তা শেষ কথা নয়– আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের বাধ্যতা ও যা ঘোষণা করতে বলতেন তা করাই ছিল তাঁদের কাজ। নবী শামুয়েল ছিলেন তাঁদের একজন প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমাদেরও আল্লাহ্র বার্তা ঘোষণা করতে বলা হয়েছে। অবশ্য তাঁর সেই বার্তা সুখবরের মধ্যে প্রচুর পরিমানে রয়েছে। কিন্তু সেখানে মন্দ খবরও রয়েছে যারা অবাধ্য তাদের জন্য। আমাদেরও দায়িত্ব একজন বিশ্বস্ত নবীর মত আল্লাহ্র যে বার্তা আমাদের হাতে আছে– প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক তা ঘোষণা করা।

মাবুদ আল্লাহ্ সাধারণ লোককে ও বস্তুকে তাঁর কাজের জন্য ব্যবহার করেন

আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রায়ই সাধারণ লোক ও বস্তু ব্যবহার করে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যাদের তিনি ব্যবহার করতে চান তাদের অবশ্যই তাঁর কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত হতে হবে। আপনার মধ্যে এমন কি আছে যা আল্লাহ্ ব্যবহার করতে পারেন? “যে কোন কিছু” বা “সমস্ত কিছুই” তাঁর কাজের জন্য ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব।

যেসব বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে	কিতাবের রেফারেন্স	যিনি ব্যবহার করেছেন	কিভাবে তা ব্যবহৃত হয়েছে?
লাঠি	হিজ ৪:২-৪	মূসা	ফেরাউনের সামনে অলৌকিক কাজ করার জন্য।
তূরী	ইউসা ৬:৩-৫	ইউসা	জেরিকোর দেওয়াল ধ্বসে পড়ার জন্য।
ভেড়ার লোম	কাজী ৬:৩৬-৪০	গিদিয়োন	আল্লাহ্র ইচ্ছার বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য।
তূরী, কলস ও মশাল	কাজী ৭:১৯-২২	গিদিয়োন	মাদীয়নীয়দের পরাজয়ের জন্য।
গাধার চোয়াল	কাজী ১৫:১৫	শামাউন	এক হাজার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছেন।
ছোট ছোট পাথর	১ শামু ১৭:১০	দাউদ	জালুত বীরকে হত্যা করেছেন।
তেল	২ বাদশাহ্ ৪:১-১৭	ইলিয়াস	যোগান দেবার জন্য আল্লাহ্র ক্ষমতা দেখানো।
একটি নদী	২ বাদশাহ্ ৫:৯-১৪	আল-ইয়াসা	কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার জন্য।
মসীনা-সুতার অন্তর্বাস	ইয়ার ১৩:১-১১	ইয়ারমিয়া	আল্লাহ্র ক্রোধ বোঝাবার জন্য।
কুমারের বস্তু	ইয়ার ১৯:১-১৩	ইয়ারমিয়া	আল্লাহ্র ক্রোধ বোঝাবার জন্য।
লোহার পাত্র, পানি, খাবার	ইহি ৪;১-১৭	ইহিস্কেল	আল্লাহ্র শাস্তি বোঝাবার জন্য।
পাঁচটা রুটি ও দুটো মাছ	মার্ক ৬:৩০-৪৪	ঈসা মসীহ্	পাঁচ হাজারেরও বেশী লোককে খাবার দেবার জন্য।

হয় নি? আর মাবুদ তোমাকে ইসরাইলের উপরে
বাদশাহ্‌র পদে অভিষিক্ত করলেন। ১৮ পরে মাবুদ
তোমাকে একটি কাজে পাঠালেন, বললেন, যাও,
সেই গুনাহ্‌গার আমালেকীয়দের নিঃশেষে বিনষ্ট
কর; এবং যে পর্যন্ত তারা উচ্ছিন্ন না হয়, ততদিন
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। ১৯ তবে তুমি মাবুদের
কথা মান্য না করে কেন লুটের উপর ঝাঁপিয়ে
পড়ে মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করলে?
২০ তালুত শামুয়েলকে বললেন, আমি তো মাবুদের
কথা মান্য করেছি, যে কাজে মাবুদ আমাকে
পাঠিয়েছেন, সেই কাজ করেছি, আর
আমালেকের বাদশাহ্ অগাগকে ধরে নিয়ে এসেছি
ও আমালেকীয়দের নিঃশেষে বিনষ্ট করেছি।
২১ কিন্তু গিল্‌গলে আপনার আল্লাহ্ মাবুদের
উদ্দেশে কোরবানী করার জন্য লোকেরা বর্জিত
দ্রব্যের অগ্রিমাংশ বলে লুটের মধ্য থেকে
কতকগুলো ভেড়া ও গরু এনেছে। ২২ শামুয়েল
বললেন, মাবুদের কথা পালন করলে যেমন,
তেমন কি পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য
কোরবানীতে মাবুদ খুশি হন? দেখ, কোরবানীর
চেয়ে হুকুম পালন করা উত্তম এবং ভেড়ার চর্বির
চেয়ে তাঁর কালামের বাধ্য হওয়া উত্তম।
২৩ কারণ হুকুম লজ্ঘন করা মন্ত্র উচ্চারণ করার
মতই গুনাহ্ এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও মূর্তি
পূজার সমান। তুমি মাবুদের কালাম অগ্রাহ্য
করেছ, এজন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করে
রাজ্যচ্যুত করেছেন।
২৪ তখন তালুত শামুয়েলকে বললেন, আমি
গুনাহ্ করেছি; ফলত মাবুদের হুকুম ও আপনার
নির্দেশ লজ্ঘন করেছি; কারণ আমি লোকদেরকে
ভয় করে তাদের কথায় মনযোগ দিয়েছি।
২৫ এখন আরজ করি, আমার গুনাহ্ মাফ করুন ও
আমার সঙ্গে ফিরে আসুন; আমি মাবুদকে সেজ্‌দা
করবো। ২৬ শামুয়েল তালুতকে বললেন, আমি
তোমার সঙ্গে ফিরে যাব না; কেননা তুমি
মাবুদের কালাম অগ্রাহ্য করেছ, আর মাবুদ
তোমাকে অগ্রাহ্য করে ইসরাইলের রাজ্যচ্যুত
করেছেন। ২৭ এই কথা বলে শামুয়েল চলে
যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন, তখন তালুত তাঁর
পোশাকের একটি অংশ ধরলেন, তাতে তা ছিঁড়ে
গেল। ২৮ তখন শামুয়েল তাঁকে বললেন, মাবুদ
আজ তোমার কাছ থেকে ইসরাইলের রাজ্য
টেনে ছিঁড়লেন এবং তোমার চেয়ে উত্তম তোমার
এক জন প্রতিবেশীকে তা দিলেন। ২৯ যিনি
ইসরাইলের বিশ্বাসভূমি তিনি মিথ্যা কথা বলেন
না ও মন পরিবর্তন করেন না; কেননা তিনি
মানুষ নন যে, মন পরিবর্তন করবেন। ৩০ তখন
তালুত বললেন, আমি গুনাহ্ করেছি; তবু আরজ

[১৫:১৯] পয়দা ১৪:২৩; ১শামু ১৪:৩২।
[১৫:২০] ১শামু ২৮:১৮।
[১৫:২২] ইশা ১:১১-১৫; মীখা ৬:৬-৮; মার্ক ১২:৩৩।
[১৫:২৩] দ্বি:বি ১৮:১০।
[১৫:২৪] হিজ ৯:২৭; শুমারী ২২:৩৪; জবুর ৫১:৪।
[১৫:২৫] হিজ ১০:১৭।
[১৫:২৬] ১বাদশা ১৪:১০।
[১৫:২৭] ১বাদশা ১১:১১, ৩১; ১৪:৮; ২বাদশা ১৭:২১।
[১৫:২৮] ১শামু ২৮:১৭।
[১৫:২৯] শুমারী ২৩:১৯; ইব ৭:২১।
[১৫:৩০] ইশা ২৯:১৩; ইউ ১২:৪৩।

১৫:২২ মাবুদের কথা পালন করলে যেমন, ... তাঁর কালামের বাধ্য হওয়া উত্তম। শামুয়েল এই পোড়ানো কোরবানীর জন্য নির্দেশনা দেন নি কারণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য হবে তখনই, যখন মাবুদের প্রতি আনুগত্য এবং ভক্তি থাকবে (জবুর ৫১:১৬-১৭ এবং নোটগুলো দেখুন; ইশা ১:১১-১৭; হোসেয় ৬:৬; আমো ৫:২১-২৪; মীখা ৬:৫-৮)।

ভেড়ার চর্বি। উৎসর্গকৃত পশুর চর্বি মাবুদের উদ্দেশ্যে রাখা হতো (দেখুন ২:১৫ এবং নোট দেখুন; হিজ ২৩:১৮; লেবী ৩:১৪-১৬; ৭:৩০)।

১৫:২৩ অবাধ্যতা। বাদশাহ্ হওয়ার সময় যে শর্ত তালুতকে দেয়া হয়েছিল সেই শর্তের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো লজ্ঘনের জন্য শামুয়েল তালুতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন (দেখুন ১২:১৪-১৫)।

মন্ত্র উচ্চারণ করার মতই গুনাহ্। মাবুদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অপরাধ (দেখুন লেবী ১৯:২৬; দ্বি:বি: ১৮:৯-১২), যা তালুত করেছিলেন (২৮:৩, ৯)।

তুমি মাবুদের কালাম অগ্রাহ্য করেছ। একজন বাদশাহ্ যিনি তার নিজের ইচ্ছাকে মাবুদের আদেশের ওপর স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ যেখানে তার লোকদের শাসন করার জন্য বাদশাহ্‌কে একটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন তার বিরুদ্ধাচারণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক পদের শর্তকে লজ্ঘন করে।

তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করে রাজ্যচ্যুত করেছেন। এখানে বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়েছে যার কথা আগে বলা হয়েছিল (১৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এখন তালুত নিজেই একজন বাদশাহ্ হিসেবে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছেন। যদিও সেটা সাথে সাথেই ঘটেনি, যা ১৬-৩১ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়াটি শেষ হয় তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে– তাঁর অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ্‌র রূহ্ তাঁকে ত্যাগ করেন যিনি একসময়ে তাঁর পক্ষে ছিলেন (১৬:১৪), দলত্যাগ করে তার ছেলে যোনাথন এবং তার মেয়ে মীখলের দাউদের দলে যাওয়া (১৮:১-৪, ২০; ১৯:১১-১৭) এবং তার নিজের কর্মকর্তাদের মধ্যে অবাধ্যতা দেখা দেওয়া (২২:১৭)।

১৫:২৪ আমি গুনাহ্ করেছি; ফলত মাবুদের হুকুম ও আপনার নির্দেশ লজ্ঘন করেছি। তালুতের স্বীকারোক্তিতে নিজের সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং অন্যের দিকে নিন্দা ছুঁড়ে দেওয়াটা অপরিবর্তিত দেখা যায় (দাউদের স্বীকারোক্তির সাথে তুলনা করুন; ২ শামু ১২:১৩; জবুর ৫১:৪ এবং নোটগুলো দেখুন)। এর আগে তিনি তার সৈন্যবাহিনীর কর্মকান্ড সমর্থন করার চেষ্টা করেছিলেন (১৫, ২১ আয়াত)।

১৫:২৫ আমার সঙ্গে ফিরে আসুন। আল্লাহ্‌র এবাদত করাটা তালুতের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল না কিন্তু নবী শামুয়েলের সাথে খোলাখুলিভাবে বিচ্ছেদকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল বড় উদ্বেগের বিষয়, যে বিচ্ছেদ তার বাদশাহ্ হিসেবে তার যে কতৃত্ব তা হারানোর কারন হতে পারে (দেখুন ৩০ আয়াত)।

১৫:২৮ তোমার এক জন প্রতিবেশীকে তা দিলেন। এখানে প্রতিবেশী হলেন দাউদ যিনি পরে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন (দেখুন ২৮:১৭ এবং ১৩:১৪ আয়াত নোট দেখুন)।

১৫:২৯ যিনি ইসরাইলের বিশ্বাসভূমি। জবুর ১০৬:২০; ইয়ার ২:১১; হোসে ৪:৭ আয়াতে আল্লাহ্‌কে বলা হয়েছে "মহিমান্বিত আল্লাহ্" (৪:২১; ইব ৯:৫ এবং নোটগুলো দেখুন)। ২ শামু ১:১৯; জবুর ৮৯:১৭; ইশা ১৩:১৯ দেখুন।

মিথ্যা কথা বলেন না ও মন পরিবর্তন করেন না। দেখুন শুমারী ২৩:১৯; মালা ৩:৬ এবং নোট; আরও দেখুন জবুর ১১০:৪; ইয়ার ৪:২৮। এই বিবৃতি এবং ১১,৩৫ আয়াত এবং যেখানে

করি, এখন আমার লোকদের ও প্রধান ব্যক্তিবর্গের
ও ইসরাইলের সম্মুখে আমার সম্মান রাখুন,
আমার সঙ্গে ফিরে আসুন; আমি আপনার আল্লাহ্‌
মাবুদকে সেজ্‌দা করবো। ৩১ তাতে শামুয়েল
তালুতের সঙ্গে গেলেন; আর তালুত মাবুদকে
সেজ্‌দা করলেন।
৩২ পরে শামুয়েল বললেন, তোমরা
আমালেকের বাদশাহ্‌ অগাগকে এই স্থানে আমার
কাছে আন। তাতে অগাগ পুলকিত মনে তাঁর
কাছে আসলেন, তিনি ভাবলেন, মৃত্যুর তিক্ততা
নিশ্চয়ই গেল। ৩৩ কিন্তু শামুয়েল বললেন,
তোমার তলোয়ার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন
সন্তানহীনা হয়েছে, তেমনি স্ত্রীলোকদের মধ্যে
তোমার মাও সন্তানহীনা হবে; তখন শামুয়েল
গিল্‌গলে মাবুদের সাক্ষাতে অগাগকে খণ্ড-বিখণ্ড
করলেন।
৩৪ পরে শামুয়েল রামাতে গেলেন এবং তালুত
গিবিয়াস্থিত নিজের বাড়িতে গেলেন। ৩৫ আর
মরণ দিন পর্যন্ত শামুয়েল তালুতের সঙ্গে আর
সাক্ষাৎ করলেন না। শামুয়েল তালুতের জন্য
শোক করতেন। আর মাবুদ ইসরাইলের উপরে
তালুতকে বাদশাহ্‌ করেছেন বলে অনুশোচনা
করলেন।

হযরত দাউদকে অভিষেক করা

১৬ ১ পরে মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, তুমি
কতকাল তালুতের জন্য শোক করবে?
আমি তো তাকে অগ্রাহ্য করে ইসরাইলের
রাজ্যচ্যুত করেছি। তুমি তোমার শিংগায় তেল
ভরে নাও, যাও, আমি তোমাকে বেথেলহেমীয়
ইয়াসির কাছে প্রেরণ করি, কেননা তার পুত্রদের
মধ্যে আমি আমার জন্য এক জন বাদশাহ্‌কে
দেখে রেখেছি। ২ শামুয়েল বললেন, আমি
কিভাবে যেতে পারি? তালুত যদি এই কথা
শোনে, তবে আমাকে হত্যা করবে। মাবুদ
বললেন, তুমি একটি বক্‌না বাছুর সঙ্গে নিয়ে
যাবে এবং বলবে, তুমি মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করতে এসেছ। ৩ আর ইয়াসিকে সেই
কোরবানীতে দাওয়াত করবে, পরে তোমাকে কি
করতে হবে তা আমি তোমাকে জানাবো; এবং
আমি তোমার কাছে যার নাম করবো, তুমি
আমার জন্য তাকে অভিষেক করবে। ৪ পরে
শামুয়েল মাবুদের সেই কালাম অনুসারে কাজ
করলেন, তিনি বেথেলহেমে উপস্থিত হলেন;
তখন নগরের প্রাচীনবর্গরা কাঁপতে কাঁপতে তার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলেন, আর বললেন,
আপনি শান্তির মনোভাব নিয়ে এসেছেন তো?
৫ তিনি বললেন, শান্তির মনোভাব নিয়েই
এসেছি; আমি মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী
করতে এসেছি; তোমরা নিজদের পবিত্র করে
আমার সঙ্গে কোরবানীতে যোগ দাও। আর তিনি
ইয়াসি ও তার পুত্রদেরকে পবিত্র করে
কোরবানীতে দাওয়াত করলেন।
৬ পরে তাঁরা আসলে তিনি ইলীয়াবের প্রতি
দৃষ্টিপাত করে মনে মনে বললেন, অবশ্যই

[১৫:৩৩] ইষ্টের ৯:৭-১০; ইয়ার ১৮:২১।
[১৫:৩৪] কাজী ১৯:১৪; ১শামু ১০:৫।
[১৫:৩৫] ১শামু ১৯:২৪।
[১৫:৩৫] পয়দা ৬:৬।
[১৬:১] ২শামু ৫:২; ৭:৮; ১বাদশা ৮:১৬; ১খান্দান ১২:২৩; জবুর ৭৮:৭০; প্রেরিত ১৩:২২।
[১৬:৩] দ্বি:বি ১৭:১৫।
[১৬:৪] পয়দা ৪৮:৭; লূক ২:৪।
[১৬:৫] হিজ ১৯:১০, ২২।
[১৬:৬] ১শামু ১৭:১৩; ১খান্দান ২:১৩।

যেখানে মাবুদ বলেছেন যে তিনি তালুতকে বাদশাহ্‌ বানিয়েছিলেন বলে "দুঃখ" প্রকাশ করেছেন– তার মধ্যে কোন রকম দ্বন্দ্ব নেই।

১৫:৩১ তাতে শামুয়েল তালুতের সঙ্গে গেলেন। শামুয়েলের উদ্দেশ্য ছিল তালুতের অনুরোধে একমত হওয়া যার মানে তালুতকে সম্মান করা নয়, এর মানে হল অগাগের ওপর বেহেশতী বিচার চালু রাখা এবং দায়িত্বের ওপর তালুতের অবহেলাকে পুনরায় জোর দেওয়া।

১৫:৩৪ রামা। যেখানে শামুয়েলের বাড়ি ছিল (দেখুন ৭:১৭; আরও দেখুন ১:১ আয়াতের নোট)।

গিবিয়াস্থিত নিজের বাড়ি। দেখুন ১০:৫ আয়াতের নোট।

১৫:৩৫ শামুয়েল তালুতের জন্য শোক করতেন। শামুয়েল তালুতকে যেন মৃত হিসেবে গণ্য করেছিলেন (৬:১৯ আয়াতে "শোক পালন" এর ব্যবহার দেখুন)। যদিও তালুতের প্রতি তার ভালবাসা ছিল (১১ আয়াত, ১৬:১ দেখুন), তিনি তার সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখতে চাননি কারণ আল্লাহ্‌ তাকে বাদশাহ্‌ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তালুত অন্য একটি অনুষ্ঠানে শামুয়েলের কাছে এসেছিলেন (দেখুন ১৯:২৪)।

১৬:১ পরে মাবুদ শামুয়েলকে বললেন। সম্ভবত ১০২৫ খ্রী:পূ: (১৫:১-৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

ইয়াসিরের। ইয়াসিরের বংশতালিকার জন্য দেখুন রূত ৪:১৮-২২; মথি ১:৩-৬।

বেথেলহেমীয়। একটি শহর যেটি জেরুশালেমের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত; পূর্বে এটি ইফ্রাথা নামে পরিচিত ছিল (দেখুন পয়দা ৩৫:১৬ এবং নোট দেখুন)। পরে এটি "দাউদের নগর" হিসেবে এবং মসীহের জন্মস্থান (মিখা ৫:২; মথি ২:১; লূক ২:৪-৭) হিসেবে সুপরিচিত হয়।

তার পুত্রদের মধ্যে আমি আমার জন্য এক জন বাদশাহ্‌কে দেখে রেখেছি। ১৩:১৪; ১৫:২৮ আয়াতের নোটগুলো দেখুন।

১৬:২ আমাকে খুন করবে। রামা (যেখানে শামুয়েল ছিলেন, ১৫:৩৪) থেকে বেথলেহেমের রাস্তা পর্যন্ত যেতে হলে তালুতের গিবিয়া পার হয়ে যেতে হয়। তালুত আগেই জেনে গিয়েছিলেন যে, মাবুদ তার জায়গায় আরেক জনকে বাদশাহ্‌ হিসেবে বেছে নিয়েছেন (দেখুন ১৫:২৮)। শামুয়েল ভয় পাচ্ছিলেন যে, হিংসা তালুতকে সহিংসতা করার জন্য খুঁচিয়ে তুলতে পারে। পরের ঘটনা প্রবাহ (১৮:১০-১১; ১৯:১০; ২০:৩৩) দেখায় যে, শামুয়েলের ভয়টিই পরে সত্যিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

বলবে, তুমি মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করতে এসেছ। এই সাড়া দানটি সত্য কিন্তু অসম্পূর্ণ এবং এটা তালুতকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

১৬:৩ অভিষেক করবে। ১, ১৩ আয়াত দেখুন এবং ৯:১৬ নোট দেখুন।

১৬:৫ তোমরা নিজদের পবিত্র করে। কাউকে রূহানিকভাবে প্রস্তুত করার পাশাপাশি কাউকে ধুয়ে পরিষ্কার করা কাপড় পড়ানোর মাধ্যমে পাক-পবিত্র করার বিষয়টি জড়িত থাকে (দেখুন হিজ ১৯:১০, ১৪; লেবী ১৫; শুমারী ১৯:১১-২২)।

১৬:৬ ইলীয়াবের। ইয়াসিরের বড় ছেলে (১৭:১৩)।

মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে। [৭] কিন্তু
মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, তুমি ওর মুখশ্রী বা
কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না; কারণ
আমি ওকে অগ্রাহ্য করলাম। কেননা মানুষ যা
দেখে, তা কিছু নয়; যেহেতু মানুষ প্রত্যক্ষ
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু মাবুদ
অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। [৮] পরে
ইয়াসি অবীনাদবকে ডেকে শামুয়েলের সম্মুখ
দিয়ে গমন করালেন; শামুয়েল বললেন, মাবুদ
একেও মনোনীত করেন নি; [৯] পরে ইয়াসি
শম্মকে তাঁর সম্মুখ দিয়ে গমন করালেন; তিনি
বললেন, মাবুদ একেও মনোনীত করেন নি।
[১০] এভাবে ইয়াসি তাঁর সাত পুত্রকে শামুয়েলের
সম্মুখ দিয়ে গমন করালেন। পরে শামুয়েল
ইয়াসিকে বললেন, মাবুদ এদেরকে মনোনীত
করেন নি। [১১] পরে শামুয়েল ইয়াসিকে বললেন,
এরাই কি তোমার সমস্ত ছেলে? তিনি বললেন,
কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, দেখুন, সে ভেড়া
চরাচ্ছে। তখন শামুয়েল ইয়াসিরকে বললেন,
লোক পাঠিয়ে তাকে আনাও; সে না আসলে
আমরা ভোজনে বসবো না। [১২] পরে তিনি লোক
পাঠিয়ে তাঁকে আনালেন। তিনি কিছুটা লাল
রংয়ের, সুনয়ন ও দেখতে সুন্দর ছিলেন। তখন
মাবুদ বললেন, উঠ, একে অভিষেক কর, কেননা
এ-ই সেই ব্যক্তি। [১৩] অতএব শামুয়েল তেলের
শিঙ্গা নিয়ে তাঁর ভাইদের মধ্যে তাঁকে অভিষেক
করলেন। আর সেদিন থেকে মাবুদের রূহ্‌
দাউদের উপরে আসলেন। পরে শামুয়েল উঠে
রামাতে চলে গেলেন।

[১৬:৭] ১শামু ২:৩; ২শামু ৭:২০; জবুর ৪৪:২১; ১৩৯:২৩; প্রকা ২:২৩।
[১৬:৮] ১শামু ১৭:১৩।
[১৬:৯] ১শামু ১৭:১৩; ২শামু ১৩:৩; ২১:২১।
[১৬:১১] পয়দা ৩৭:২; ২শামু ৭:৮।
[১৬:১২] পয়দা ৩৯:৬।
[১৬:১৩] ১শামু ২:৩৫; ২শামু ২২:৫১।
[১৬:১৪] কাজী ১৬:২০।
[১৬:১৬] ১শামু ১০:৫, ৬; ২খান্দান ২৯:২৬-২৭; জবুর ৪৯:৪।

বাদশাহ্‌ তালুতের কাজে হযরত দাউদ

[১৪] তখন মাবুদের রূহ্‌ তালুতকে ত্যাগ
করেছিলেন, আর মাবুদের কাছ থেকে একটি দুষ্ট
রূহ্‌ এসে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। [১৫] পরে
তালুতের গোলামেরা তাঁকে বললো, দেখুন,
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি দুষ্ট রূহ্‌ এসে
আপনাকে উত্ত্যক্ত করছে। [১৬] আমাদের প্রভু হুকুম
করুন, যেন আপনার সম্মুখস্থ এই গোলামেরা
এক জন নিপুণ বীণাবাদকের খোঁজ করে; পরে
যে সময়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেই দুষ্ট রূহ্‌
আপনার উপরে আসবে, সেই সময় সেই ব্যক্তি
বীণা বাজালে আপনার উপশম হবে। [১৭] তখন
তালুত তাঁর গোলামদেরকে হুকুম করলেন,

১৬:৭ মুখশ্রী বা কায়িক দীর্ঘতার। শামুয়েল এই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে মনোযোগ দেননি, যেগুলো তালুতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল (দেখুন ৯:২; ১০:২৩-২৪)।

অন্তঃকরণের। মাবুদ একজন ব্যক্তির ভেতরের স্বভাব এবং চরিত্র নিয়ে চিন্তিত ছিলেন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৯; ১ খান্দান ২৮:৯; লূক ১৬:১৫; ইউহোন্না ২:২৫; প্রেরিত ১:২৪)।

১৬:৮ অবীনাদব। ইয়াসিরের দ্বিতীয় ছেলে (১৭:১৩)।

১৬:৯ শম্ম। ইয়াসিরের তৃতীয় ছেলে (১৭:১৩)।

১৬:১১ সে ভেড়া চরাচ্ছে। একজন রাখালকে মাবুম মনোনীত করলেন বনি-ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হিসাবে (৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ২ শামু ৭:৭-৮: জবুর ৭৮:৭১-৭২)।

১৬:১৩-১৪ এখানে একত্রে এই আয়াতগুলো শুধু এটাই বর্ণনা করে না যে, তালুতের কাছ থেকে দাউদের কাছে আল্লাহ্‌র রূহ্‌ সরিয়ে নেয়া হয়েছে, তার সাথে এটাও বর্ণনা করে যে, দাউদকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ কার্যকরীভাবে তালুতকে সরিয়ে দিয়েছেন। এই পরিবর্তনটি, এমনভাবে ঘটেছে যেন মনে হচ্ছে যে, ১ শামুয়েলের কেন্দ্রীয় বিষয়, যা এই কিতাবটির সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং রূহানিক মূল বিষয় হিসেবে কাজ করছে। জবুর ৫১:১১ এবং নোট দেখুন।

১৬:১৩ তাঁর ভাইদের মধ্যে তাঁকে অভিষেক করলেন। পরিচিত সাক্ষীদের এই ছোট দলটি দাউদের এই অভিষেকের গোপনীয়তার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এটা যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে যে, দাউদ শামুয়েলের দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি কেবল তালুতের রাজপদের দখলদার ছিলেন না।

মাবুদের রূহ্‌ দাউদের উপরে আসলেন। দেখুন ১০:-৬, ১০; ১১:৬; ১৪:৬, ১৯; কাজী ৩:১০ এবং নোট দেখুন; ১১:২৯ এবং নোট দেখুন; ১৫:১৪। ১ শামুয়েলে এই প্রথম দাউদের নাম উল্লেখ করা হয়।

১৬:১৪-১৭:৫৮ পরবর্তী দুই ঘটনায়, দাউদকে তালুতের আদালতে এবং ইসরাইলের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় একজন প্রতিভাধর সুরকার সঙ্গীত শিল্পী এবং যোদ্ধা হিসেবে। এই দুটি প্রতিভা নিয়ে তিনি ইসরাইলের কাছে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক প্রাণশক্তি হয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দেন (দেখুন ২ শামু ২২; ২৩:১-৭)। এই দুইটি প্রতিভার জন্য তালুতও দাউদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

১৬:১৪ মাবুদের রূহ্‌ তালুতকে ত্যাগ করেছিলেন। কাজী ১৬:২০। আল্লাহ্‌র রূহ্‌ তালুতকে ছেড়ে চলে যাওয়া এবং দাউদের ওপর আল্লাহ্‌র রূহ্‌ নেমে আসা (১৩ আয়াত), তাদের জীবনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়।

মাবুদের কাছ থেকে একটি দুষ্ট রূহ্‌ এসে। এই বিবৃতিটি এবং পাক-কিতাবের কিছু অনুরূপ বাক্য এই ইঙ্গিত দেয় যে, বদ-রূহ্‌রা আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার মধ্যে কাজ করে (১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯-২৩; আইউব ১:১২; ২:৬ এবং নোট দেখুন)। তালুতের অবাধ্যতা বাড়ছিল এবং একটি মন্দ রূহ্‌র আক্রমণ দ্বারা শাস্তি পাচ্ছিল (১৫-১৬, ২৩ আয়াত; ১৮:১০; ১৯:৯)।

তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। তালুতের হতাশা, হিংসা এবং সহিংসতার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছিল কারণ তিনি যে বাদশাহ্‌ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত (দেখুন ১৩:১৩-১৪; ১৫:২২-২৬; ১৮:৯; ২০:৩০-৩৩; ২২:১৬-১৮) এবং দাউদের ক্রমবর্ধমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তালুতের এই মানসিক বিচ্যুতির জন্য একটি মন্দ রূহের প্রভাব এক্ষেত্রে জড়িত ছিল ।

১৬:১৬ আপনার উপশম হবে। একটি অস্থির রূহ্‌র ওপর কিছু নির্দিষ্ট সঙ্গীত আরামদায়ক ও উপশমকারী প্রভাব রয়েছে যেটি এখানে ঘটেছিল (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ৩:১৫)। সঙ্গীতের এই প্রাকৃতিক প্রভাব থাকার পরেও, যাহোক, এটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল যে, সাময়িকভাবে মন্দ রূহ্‌ দমন করার জন্য মাবুদের রূহ্‌ দাউদের সঙ্গীতের ওপর সক্রিয় প্রভাব রাখবে (দেখুন ২৩

তোমরা এক জন নিপুণ বাদকের খোঁজ করে
আমার কাছে তাকে আন। [১৮] যুবকদের এক জন
বললো, দেখুন, আমি বেথেলহেমীয় ইয়াসির এক
জন পুত্রকে দেখেছি; সে বীণা বাদনে নিপুণ,
বলবান বীর, যোদ্ধা, বাক্‌পটু ও রূপবান, আর
মাবুদ তার সহবর্তী।
[১৯] পরে তালুত ইয়াসির কাছে দূত পাঠিয়ে
বললেন, তোমার পুত্র দাউদ, যে ভেড়া চরাচ্ছে,
তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। [২০] তখন
ইয়াসি একটা গাধার পিঠে রুটি ও এক কুপা
আঙ্গুর-রস পূর্ণ করে এবং একটি ছাগলের বাচ্চা
নিয়ে তাঁর পুত্র দাউদের হাতে দিয়ে তালুতের
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [২১] পরে দাউদ তালুতের
কাছে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে তিনি তাঁকে খুব
আদর যত্ন করতে লাগলেন, আর তিনি তাঁর
অস্ত্রবাহক হলেন। [২২] পরে তালুত ইয়াসিকে বলে
পাঠালেন, আরজ করি, দাউদকে আমার সম্মুখে
দাঁড়াতে দাও; কেননা সে আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
লাভ করেছে। [২৩] পরে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেই
রূহ্‌ যখন তালুতের কাছে আসত, তখন দাউদ
বীণা নিয়ে নিজের হাতে বাজাতেন; তাতে তালুত
সুস্থ হতেন, উপশম পেতেন এবং সেই দুষ্ট রূহ্‌
তাঁকে ছেড়ে যেত।

হযরত দাউদ ও জালুত বীরের যুদ্ধ

১৭ [১] পরে ফিলিস্তিনীরা যুদ্ধ করার জন্য
সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে এহুদা অধিকৃত
সোখোতে জমায়েত হল এবং সোখো ও
অসেকার মধ্যে এফস্‌দম্মীমে শিবির স্থাপন
করলো। [২] আর তালুত ও ইসরাইল লোকেরা
জমায়েত হয়ে এলা উপত্যকাতে শিবির স্থাপন
করে ফিলিস্তিনীদের বিপক্ষে সৈন্য রচনা
করলেন। [৩] এভাবে ফিলিস্তিনীরা এক দিকে এক
পর্বতে ও ইসরাইল অন্য দিকে অন্য পর্বতে
দাঁড়াল; উভয়ের মধ্যে একটি উপত্যকা ছিল।
[৪] পরে গাৎ-নিবাসী এক বীর ফিলিস্তিনীদের
শিবির থেকে বের হয়ে আসল। তার নাম ছিল
জালুত এবং সে সাড়ে ছয় হাত লম্বা ছিল।
[৫] তার মাথায় ছিল ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ এবং সে
আঁশের মত বর্মে সজ্জিত ছিল; সেই বর্ম
ব্রোঞ্জের, তার পরিমাণ পাঁচ হাজার শেকল।
[৬] আর তার পা ব্রোঞ্জের বর্মে আবৃত ও তার
কাঁধে ব্রোঞ্জের তলোয়ার ছিল। [৭] তার বর্শার
দণ্ডটা তন্তুবায়ের নরাজের সমান ও বর্শার ফলাটা
ছিল লোহার ও এর ওজন ছিল ছয় শত শেকল।
তার ঢাল বহনকারী তার সম্মুখভাগে চলতো।
[৮] সে দাঁড়িয়ে ইসরাইলের সৈন্য শ্রেণীকে লক্ষ্য
করে চেঁচিয়ে বললো, তোমরা কেন যুদ্ধ করার
জন্য সৈন্য সজ্জিত করে বের হয়ে এসেছো?
আমি কি এক জন ফিলিস্তিনী নই, আর তোমরা
কি তালুতের গোলাম নও? তোমরা নিজেদের
জন্য এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার
কাছে নেমে আসুক। [৯] সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ
করে জয়ী হয়, আমাকে হত্যা করে, তবে আমরা
তোমাদের গোলাম হব; কিন্তু আমি যদি তাকে
পরাজিত করে হত্যা করতে পারি, তবে তোমরা
আমাদের গোলাম হবে, আমাদের গোলামীর
কাজ করবে। [১০] সেই ফিলিস্তিনী আরও বললো,
আজ আমি ইসরাইলের সৈন্যদেরকে টিট্‌কারি
দিচ্ছি; তোমরা এক জনকে দাও, আমরা
পরস্পর যুদ্ধ করি। [১১] তখন তালুত ও সমস্ত
ইসরাইল সেই ফিলিস্তিনীর এসব কথা শুনে
হতাশ হলেন ও ভীষণ ভয় পেলেন।

[১৬:১৮] পয়দা ৩৯:২; ১শামু ১৭:৩২-৩৭; ২০:১৩; ১খান্দান ২২:১১; মথি ১:২৩।
[১৬:১৯] ১শামু ১৭:১৫।
[১৬:২০] পয়দা ৩২:১৩; ১শামু ১০:৪।
[১৬:২১] পয়দা ৪১:৪৬।
[১৬:২৩] কাজী ৯:২৩ ১ ঝধসঁবষ ১৭।
[১৭:১] ইউসা ১৫:৩৫; ২খান্দান ২৮:১৮।
[১৭:২] ১শামু ২১:৯।
[১৭:৪] ১শামু ২১:৯; ২শামু ২১:১৯।
[১৭:৬] ১শামু ১৮:১০।
[১৭:৭] ২শামু ২১:১৯; ১খান্দান ১১:২৩; ২০:৫।
[১৭:৮] ২শামু ২:১২-১৭।
[১৭:১০] ২শামু ২১:২১।

আয়াত)।

১৬:১৮ আর মাবুদ তার সহবর্তী। শামুয়েলকেও একথা বলা হয়েছে (দেখুন ৩:১ এবং নোট দেখুন)। এটি সত্যি যে, আল্লাহ্‌ দাউদের সঙ্গে ছিলেন (আরও দেখুন ১৭:৩৭; ১৮:১২, ১৪, ২৮; ২ শামু ৫:১০)।

১৬:১৯ তোমার পুত্র দাউদ, ... তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তালুত অজান্তে সেই ব্যক্তিকে দাওয়াত করেন যাকে আল্লাহ্‌ তার জায়গায় বেছে নিয়েছেন। এইভাবে দাউদকে তালুতের সংস্পর্শে আনা হয়, এবং এভাবে ইসরাইলে দাউদের ভূমিকা শুরু হয়।

১৬:২১ তিনি তাঁর অস্ত্রবাহক হলেন। দাউদ তার যুদ্ধের বর্ম-বহনকারীদের একজন হলেন। এটি বলা হয়েছে সম্ভবত জালুতের উপর দাউদের বিজয়ের পরের সময়ে (দেখুন ১৮:২)।

১৭:১ সোখো। এটি ফিলিস্তিনী সীমান্তের কাছে বেথলেহেমের ১৫ মাইল পশ্চিমে (দেখুন ২ খান্দান ২৮:১৮) অবস্থিত।

অসেকার। এটি সোকোহর একটু ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

১৭:২ এলা উপত্যকা। অসেকা ও সোখোর মাঝখানে অবস্থিত।

১৭:৪ এক বীর। প্রাচীন গ্রীকেরা, যাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনীরা আপাতদৃষ্টিতে সংযুক্ত ছিল, মাঝে মাঝে তারা যুদ্ধে দুই পক্ষের মধ্যে যারা বীর এমন লোকদের দিয়ে যুদ্ধ করাত। এই রকম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের সময়ে জয় পরাজয় দেবতাদের বিচারের ফলে স্থিরকৃত হতো বলে মনে করা হতো। বনি-ইসরাইলের মধ্যেও অনেক যুদ্ধ এভাবে সংগঠিত হয়েছে (দেখুন ২ শামু ২:১৪-১৬)।

গাৎ। দেখুন ৫:৮ এবং নোট।

১৭:১১ তালুত ও সমস্ত ইসরাইল ... ভীষণ ভয় পেলেন। ইসরাইলের শক্তিশালী যোদ্ধারা (দেখুন ৯:২; ১০:২৩) যারা ফিলিস্তিনী এই বীরের সামনে কাঁপছিলেন। তালুত এবং ইসরাইল সৈন্যরা এই ভয় পাওয়ার মাধ্যমে (দেখুন ২৪, ৩২ আয়াত) তারা প্রকাশ করেছে যে, আল্লাহ্‌ তাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার ওপর তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল (দেখুন হিজ ২৩:২২; দ্বি:বি: ৩:২২; ২০:১-৪)। তাদের ভয় আরো দেখায় যে, ইসরাইলরা একজন মানুষ-বাদশাহ্‌র মধ্য দিয়ে নিরাপত্তা খুঁজছে (মাবুদের উপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে; ৮:৫,৭ আয়াতের নোট দেখুন) এবং হেরে গেছে। আল্লাহ্‌র

১২ দাউদ ছিলেন বেথেলহেম-এহুদা নিবাসী
সেই ইফ্রাথীয় পুরুষের পুত্র, যাঁর নাম ইয়াসির;
সেই ব্যক্তির আট জন পুত্র ছিল, আর তালুতের
সময়ে তিনি বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হয়েছিলেন।
১৩ সেই ইয়াসিরের বড় তিন পুত্র তালুতের
পিছনে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। যুদ্ধে যাওয়া তার
তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ইলীয়াব;
দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবীনাদব; আর তৃতীয় পুত্রের
নাম শম্ম। ১৪ দাউদ ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র; আর সেই
বড় তিন জন তালুতের অনুগামী হয়েছিলেন।
১৫ কিন্তু দাউদ তালুতের কাছ থেকে বেথেলহেমে
তাঁর পিতার ভেড়া চরাবার জন্য যাতায়াত
করতেন। ১৬ আর সেই ফিলিস্তিনী চল্লিশ দিন
পর্যন্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলা কাছে এগিয়ে
এসে নিজেকে দেখাত।
১৭ আর ইয়াসি তাঁর পুত্র দাউদকে বললেন,
তুমি তোমার ভাইদের জন্য এই এক ঐফা ভাজা
শস্য ও দশখানা রুটি নিয়ে শিবিরে তাদের কাছে
দৌড়ে যাও। ১৮ আর এই দশ তাল পনীর তাদের
সহস্রপতির কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার ভাইয়েরা
কেমন আছে, দেখে এসো, তাদের থেকে কোন
চিহ্ন নিয়ে এসো। ১৯ তালুত ও তোমার ভাইয়েরা
এবং সমস্ত ইসরাইল এলা উপত্যকাতে আছে,
ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।
২০ পরে দাউদ খুব ভোরে উঠে ভেড়াগুলোকে
এক জন রক্ষকের হাতে দিয়ে ইয়াসির হুকুম
অনুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য নিয়ে গমন করলেন।
তিনি যে সময়ে শিবিরের কাছে উপস্থিত হলেন,
সেই সময়ে সৈন্যরা যুদ্ধে যাবার জন্য বের হচ্ছিল
এবং সংগ্রামের জন্য সিংহনাদ করছিল। ২১ পরে
ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীরা পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি
হয়ে সৈন্য রচনা করলো। ২২ তখন দাউদ
দ্রব্যরক্ষকের হাতে তার সমস্ত দ্রব্য রেখে
সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড়ে গিয়ে তাঁর ভাইদের
কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ২৩ তিনি তাঁদের সঙ্গে
কথা বলছেন, ইতোমধ্যে দেখ, গাৎ-নিবাসী
ফিলিস্তিনী জালুত নামক সেই বীর ফিলিস্তিনীদের
সৈন্যশ্রেণী থেকে উঠে এসে আগের মত কথা
বললো; আর দাউদ তা শুনলেন।
২৪ কিন্তু ইসরাইলের সমস্ত লোক সেই
ব্যক্তিকে দেখে তার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল,
তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। ২৫ আর ইসরাইলের
লোকেরা একে অপরকে বললো, এই যে ব্যক্তি
উঠে এল, একে তোমরা দেখছ তো? এই তো
ইসরাইলকে উপহাস করতে এসেছে। একে যে
হত্যা করতে পারবে বাদশাহ্‌ তাকে প্রচুর ধনে
ধনবান করবেন ও তাকে তাঁর কন্যা দেবেন এবং
ইসরাইলের মধ্যে তার পিতৃকুলকে কর থেকে
মুক্ত করবেন। ২৬ তখন দাউদ, কাছে যে
লোকেরা দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন,
এই ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে যে ব্যক্তি
ইসরাইলের কলঙ্ক খণ্ডন করবে, তার প্রতি কি
করা হবে? এই খৎনা-না-করানো ফিলিস্তিনীটা
কে যে, জীবন্ত আল্লাহ্‌র সৈন্যদের নিয়ে উপহাস
করছে? ২৭ তাতে লোকেরা এইভাবে তাঁকে
জবাবে বললো, ওকে যে হত্যা করবে, সে অমুক
পুরস্কার পাবে।
২৮ সেই লোকদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বলার
সময়ে তাঁর বড় ভাই ইলীয়াব সবই শুনলেন;
তাই ইলীয়াব দাউদের উপরে ক্রোধে প্রজ্বলিত
হয়ে বললেন, তুই কেন নেমে এসেছিস্‌?
মরুভূমির মধ্যে সেই ভেড়া কয়টি কার কাছে
রেখে এসেছিস্‌? তোর অহংকার ও তোর মনের
দুষ্টামির কথা আমার জানা আছে; তুই যুদ্ধ
দেখতে এসেছিস্‌। ২৯ দাউদ বললেন, আমি
আবার কি করলাম? আমি তো কেবল একটা
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি? ৩০ পরে তিনি তাঁর কাছ
থেকে আর একজনের দিকে ফিরে সেই একই
কথা বললেন; তাতে লোকেরা তাঁকে আগের মত
উত্তর দিল।

[১৭:১২] পয়দা ৩৫:১৬; ৪৮:৭; জবুর ১৩২:৬।
[১৭:১৩] ১শামু ১৬:৬।
[১৭:১৫] পয়দা ৩৭:২।
[১৭:১৭] লেবীয় ২৩:১৪; ১শামু ২৫:১৮।
[১৭:২২] ইউসা ১:১১।
[১৭:২৫] ১শামু ১৮:১৭।
[১৭:২৬] ১শামু ১১:২।
[১৭:২৬] দ্বি:বি ৫:২৬; ইউসা ৩:১০; ২বাদশা ১৯:৩৫।
[১৭:২৮] পয়দা ২৭:৪১; মেসাল ১৮:১৯।

চুক্তির প্রতিশ্রুতি অনুসারে, ইসরাইল কখনো তার শত্রুদের ভয় পাবে না কিন্তু মাবুদের উপরে বিশ্বাস রাখবে (দেখুন ২ শামু ১০:১২; হিজ ১৪:১৩-১৪; শুমারী ১৪:৯; ইউসা ১০:৮; ২ খান্দান ২০:১৭)।

১৭:১২ ইফ্রাথীয়। রূত ১:২ এর নোট দেখুন।

১৭:১৫ দাউদ তালুতের কাছ থেকে বেথেলহেমে ... যাতায়াত করতেন। রাজদরবারে (দেখুন ১৬:২১-২৩) দাউদের অবস্থান স্থায়ী ছিল না, কিন্তু পরিবর্তনশীল ছিল। ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক কি তা দেখার জন্য, ৫৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:২৪ তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। ১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:২৫ বাদশাহ্‌ তাকে প্রচুর ধনে ধনবান করবেন। দেখুন ৮:১৪; ২২:৭ আয়াত।

তাকে তাঁর কন্যা দেবেন। দেখুন ১৮:১৭-২৭; ইহি ১৫:১৬ আয়াত।

১৭:২৬, ৩৬ খৎনা-না-করানো। ১৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:২৬ ফিলিস্তিনীটা কে। দাউদ পরিষ্কারভাবে বিষয়গুলো দেখেন– যা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে তালুতের কাছ থেকে এবং সকল ইসরাইলদের কাছ থেকে পৃথক করে উপস্থাপন করে। ফিলিস্তিনীদের হুমকি এবং তালুত এবং তার সৈন্যবাহিনী ফিলিস্তিনীদের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকার কারণে, ইসরাইলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথ দিয়ে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজ্য আসাটা সঙ্কটাপন্ন ছিল। দাউদ এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। এটাই তাকে বিশেষ একজন হিসেবে চিহ্নিত করে যিনি তালুতের চেয়ে যোগ্য ছিলেন– অথবা অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের চেয়েও– ইসরাইলের রাজ-মুকুট পড়ার জন্য।

১৭:২৮ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে। সম্ভবত ইলিয়াবের রাগ হয়েছিল তার ভাইয়ের ওপর হিংসার কারণে এবং ইসরাইলদের পরাজিত মনোভাবের অপরাধ বোধের কারণে। ইলিয়াব দাউদের অদম্য মানসিকতা বুঝতে পারে নি (দেখুন ১৬:১৩)।

৩১ তখন দাউদ যা যা বলেছিলেন তা রাষ্ট্র হয়ে
পড়লো ও তালুতের কাছে তার সংবাদ উপস্থিত
হল; তাতে তিনি নিজের কাছে তাঁকে ডেকে
আনালেন। ৩২ তখন দাউদ তালুতকে বললেন, ওর
জন্য কারো অন্তঃকরণ হতাশ না হোক; আপনার
এই গোলাম গিয়ে এই ফিলিস্তিনীটার সঙ্গে যুদ্ধ
করবে। ৩৩ তখন তালুত দাউদকে বললেন, তুমি
ঐ ফিলিস্তিনীর বিরুদ্ধে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ
করতে পারবে না, কেননা তুমি বালক এবং সে
বাল্যকাল থেকে যোদ্ধা। ৩৪ দাউদ তালুতকে
বললেন, আপনার এই গোলাম পিতার ভেড়া
রক্ষা করছিল, ইতোমধ্যে একটি সিংহ ও একটি
ভালুক এসে পালের মধ্য থেকে ভেড়া ধরে নিয়ে
গেল; ৩৫ আমি তার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে
প্রহার করে তার মুখ থেকে তা উদ্ধার করলাম;
পরে সে আমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালে আমি তার
কেশর ধরে প্রহার করে তাকে হত্যা করলাম।
৩৬ আপনার গোলাম সেই সিংহ ও সেই ভালুক
উভয়কেই হত্যা করেছে; আর এই খৎনা-না-
করানো ফিলিস্তিনী সেই দুইয়ের মধ্যে একটির
মত হবে, কারণ সে জীবন্ত আল্লাহ্‌র সৈন্যদের
উপহাস করেছে। ৩৭ দাউদ আরও বললেন, যে
মাবুদ সিংহের থাবা ও ভালুকের থাবা থেকে
আমাকে উদ্ধার করেছেন, তিনি এই ফিলিস্তিনীর
হাত থেকে আমাকে নিস্তার করবেন। তখন
তালুত দাউদকে বললেন, যাও, মাবুদ তোমার
সহবর্তী হবেন।
৩৮ পরে তালুত নিজের সাজ-পোশাকে
দাউদকে সাজিয়ে তাঁর মাথায় ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ
ও শরীরে বর্ম দিলেন। ৩৯ তখন দাউদ সাজ-
পোশাকের উপরে তাঁর তলোয়ার বেঁধে চলতে
চেষ্টা করলেন, কারণ এর আগে তা কখনও
করেন নি। তখন দাউদ তালুতকে বললেন, এই
বেশে আমি যেতে পারব না, কেননা এইভাবে
চলতে আমার অভ্যেস নেই। পরে দাউদ তা
খুলে রাখলেন। ৪০ আর তিনি তাঁর লাঠিখানা
হাতে নিলেন এবং বয়ে যাওয়া পানির স্রোত
থেকে পাঁচখানি মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে,
নিজের কাছে যে ভেড়ার রাখালের ঝুলি ছিল
তাতে রাখলেন এবং নিজের ফিঙ্গাটি হাতে করে
ঐ ফিলিস্তিনীর কাছে এগিয়ে গেলেন।
৪১ আর সেই ফিলিস্তিনী আসতে লাগল এবং
দাউদের নিকটবর্তী হল, আর সেই ঢাল
বহনকারী লোকটি তার আগে আগে চললো।
৪২ পরে ফিলিস্তিনী চারদিকে চেয়ে দেখলো, আর
দাউদকে দেখতে পেয়ে তুচ্ছজ্ঞান করলো;
কেননা তিনি বালক, কিছুটা লাল রংয়ের ও
দেখতে সুন্দর ছিলেন। ৪৩ পরে ঐ ফিলিস্তিনী
দাউদকে বললো, আমি কি কুকুর যে, তুই লাঠি
নিয়ে আমার কাছে আসছিস্? আর সেই
ফিলিস্তিনী তার দেবতাদের নাম নিয়ে দাউদকে
বদদোয়া দিল। ৪৪ ফিলিস্তিনী দাউদকে আরও
বললো, তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর
গোশ্‌ত আসমানের পাখিদের ও মাঠের
পশুদেরকে খেতে দিই। ৪৫ তখন দাউদ ঐ
ফিলিস্তিনীকে বললেন, তুমি তলোয়ার, বর্শা ও
বল্লম নিয়ে আমার কাছে আসছ, কিন্তু আমি
বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের সৈন্যদের
আল্লাহ্‌র নামে, তুমি যাঁকে উপহাস করেছ তাঁরই
নামে, তোমার কাছে আসছি। ৪৬ আজ মাবুদ

[১৭:৩২] দ্বি:বি ২০:৩; জবুর ১৮:৪৫; ইশা ৭:৪; ইয়ার ৪:৯; ৩৮:৪; দানি ১১:৩০।
[১৭:৩৩] শুমারী ১৩:৩১।
[১৭:৩৪] আইউ ১০:১৬; ইশা ৩১:৪; ইয়ার ৪৯:১৯; হোশেয় ১৩:৮; আমোস ৩:১২।
[১৭:৩৫] কাজী ১৪:৬।
[১৭:৩৬] ১খান্দান ১১:২২।
[১৭:৩৭] ২করি ১:১০।
[১৭:৩৮] পয়দা ৪১:৪২।
[১৭:৪২] জবুর ১২৩:৩-৪; মেসাল ১৬:১৮।
[১৭:৪৩] ১শামু ২৪:১৪; ২শামু ৩:৮; ৯:৮; ২বাদশা ৮:১৩।
[১৭:৪৪] পয়দা ৪০:১৯; প্রকা ১৯:১৭।
[১৭:৪৫] দ্বি:বি ২০:১; ২খান্দান ১৩:১২; ১৪:১১; ৩২:৮; জবুর ২০:৭-৮; ১২৪:৮; ইব ১১:৩২-৩৪।
[১৭:৪৬] ইউসা

১৭:৩২ ওর জন্য কারো অন্তঃকরণ হতাশ না হোক। দাউদের আস্থা তার সামর্থ্যের ওপর ছিল না (৩৭, ৪৭ এবং নোট দেখুন), তার আস্থা ছিল জীবন্ত আল্লাহ্‌র শক্তির ওপর, যার সম্মান নিয়ে ফিলিস্তিনীরা ঠাট্টা করেছিল এবং যার চুক্তির প্রতিশ্রুতিকে ইসরাইলরা অবজ্ঞা করেছিল।

১৭:৩৩ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। এই বর্ণনায় তালুত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন সাহায্য নেননি (৩৭,৪৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৭:৩৪ একটি সিংহ ও একটি ভালুক। সেই সময়ে কেনানে সিংহ এবং ভল্লুকের চলাচল ছিল, দেখুন ২ শামু ১৭:৮; ২৩:২০; কাজী ১৪:৫-১১; ১ বাদশাহ্‌ ১৩:২৪-২৬; ২য় বাদশাহ্‌ ২:২৪; আমোস ৩:১২; ৫:১৯।

১৭:৩৭ মাবুদ ... আমাকে নিস্তার করবেন। সত্যিকারের ঐশ্বরিক বাদশাহ্‌র জন্য প্রয়োজন ছিল মাবুদের ওপর নির্ভরতা রাখা (১০:১৮; ১১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে দাউদের বিশ্বাসের সাথে সূক্ষ্মভাবেই তুলনা করা যায় তালুতের বিশ্বাস হারানোর সাথে (দেখুন ১১:৬-৭ আয়াতে দেখুন তালুতের আগের ভয়হীনতা)।

তালুত দাউদকে বললেন, যাও। তালুত এখন শুধু তার মানসিক সুস্থতার জন্যই দাউদের ওপর নির্ভরশীল নয় (১৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন), তার সাথে তার রাজ্যের সুরক্ষার জন্যও দাউদের ওপর নির্ভরশীল।

মাবুদ তোমার সহবর্তী হবেন। ১৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৪০ তাঁর লাঠিখানা হাতে নিলেন। আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন মেষপালক (২ শামু ৫:২; ৭:৭; জবুর ৭৮:৭২) যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান আল্লাহ্‌র সেই মেষপালদের রক্ষা করতে যাদের হুমকি এবং ভয় দেখনো হচ্ছিল।

মসৃণ পাথর। দেখুন কাজী ২০:১৬ এবং নোট দেখুন। সাধারণত এর জন্য যে পাথরগুলো বেছে নেয়া হতো সেগুলো ছিল গোল এবং মসৃণ এবং একটি বেসবলের চেয়ে কিছুটা বড়।

ফিঙ্গাটি হাতে করে। বিন্‌ইয়ামীনীয়দের গুলতি মারার দক্ষতার জন্য দেখুন কাজী ২০:১৬ আয়াত।

১৭:৪৩ আমি কি কুকুর যে...? দেখুন ২ শামু ৯:৮ এবং নোট দেখুন।

১৭:৪৫ আমি বাহিনীগণের ... আল্লাহ্‌র নামে, ... আসছি। দাউদের শক্তি ছিল মাবুদের ওপর নির্ভরতা (দেখুন জবুর ৯:১০)।

আল্লাহ্‌র নামে। হিজ ৩:১৩-১৪; দ্বি:বি: ১২-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

বাহিনীগণের মাবুদ। ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমাকে আমার হাতে তুলে দিবেন; আর আমি
তোমাকে আঘাত করবো, তোমার দেহ থেকে মুণ্ড
তুলে নেব এবং ফিলিস্তিনীদের সৈন্যের লাশ আজ
আকাশের পাখি ও ভূমির পশুদের খেতে দেব;
তাতে ইসরাইলে এক জন আল্লাহ্‌ আছেন তা
সমস্ত দুনিয়া জানতে পারবে। ৪৭ আর মাবুদ
তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা নিস্তার করেন না, এই
কথাও এই সমস্ত সমাজ জানতে পারবে; কেননা
এই যুদ্ধ মাবুদের, আর তিনি তোমাদেরকে
আমাদের হাতে তুলে দিবেন।
৪৮ পরে ঐ ফিলিস্তিনী উঠে দাউদের সম্মুখীন
হবার জন্য নিকটবর্তী হলে দাউদ তাড়াতাড়ি ঐ
ফিলিস্তিনীর সম্মুখীন হবার জন্য সৈন্যশ্রেণীর
দিকে দৌড় দিলেন। ৪৯ পরে দাউদ তাঁর ঝুলি
থেকে একখানি পাথর বের করলেন এবং
ফিঙ্গাতে পাক দিয়ে ঐ ফিলিস্তিনীর কপালে
আঘাত করলেন; সেই পাথরখানি তার কপালে
বসে গেল; তাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হয়ে পড়ে
গেল।
৫০ এইভাবে দাউদ ফিঙ্গা ও পাথর দিয়ে ঐ
ফিলিস্তিনীকে পরাজিত করলেন এবং তাকে
আঘাত করে হত্যা করলেন; কিন্তু দাউদের হাতে
তলোয়ার ছিল না। ৫১ তাই দাউদ দৌড়ে ঐ
ফিলিস্তিনীর পাশে দাঁড়িয়ে তারই তলোয়ার নিয়ে
খাপ খুলে তাকে হত্যা করলেন এবং তা দ্বারা
তার মাথা কেটে ফেললেন। ফিলিস্তিনীরা যখন
দেখতে পেল যে, তাদের বীর মরে গেছে, তখন

৪:২৪; ইশা ১১:৯।

[১৭:৪৭] হিজ ১৪:১৪; শুমারী ২১:১৪; ১শামু ২:৯; ২খান্দান ২০:১৫; জবুর ৪৪:৬-৭।

[১৭:৫০] ১শামু ২৫:২৯।

[১৭:৫১] ইব ১১:৩৪।

[১৭:৫১] ১শামু ২১:৯; ২২:১০।

[১৭:৫২] ইউসা ১৫:৩৬।

[১৭:৫৫] ১শামু ১৬:২১।

[১৭:৫৮] রূত ৪:১৭।

[১৮:১] ১শামু ১৯:১; ২০:১৬; ৩১:২; ২শামু ৪:৪।

তারা পালিয়ে গেল।
৫২ আর ইসরাইলের ও এহুদার লোকেরা উঠে
জয়ধ্বনি করলো এবং গাৎ ও ইক্রোণের দ্বার
পর্যন্ত ফিলিস্তিনীদের পিছনে পিছনে তাড়া করে
গেল; তাতে ফিলিস্তিনীদের আহতরা শারয়িমের
পথে গাৎ ও ইক্রোণ পর্যন্ত পড়ে থাকল। ৫৩ পরে
বনি-ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের পিছনে তাড়া করা
বন্ধ করে ফিরে এসে তাদের শিবির লুট করলো।
৫৪ পরে দাউদ সেই ফিলিস্তিনীর মুণ্ড তুলে
জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তার সাজ-
পোশাক নিজের তাঁবুতে রাখলেন।
৫৫ আর তালুত যখন ঐ ফিলিস্তিনীর বিরুদ্ধে
দাউদকে যেতে দেখেছিলেন, তখন সেনাপতি
অব্‌নেরকে বলেছিলেন, অব্‌নের, এই যুবক কার
পুত্র? অবনের বলেছিলেন, হে বাদশাহ্‌! আপনার
জীবন্ত প্রাণের কসম, আমি তা বলতে পারি না।
৫৬ পরে বাদশাহ্‌ বলেছিলেন, তুমি জিজ্ঞাসা কর,
ঐ বালকটি কার পুত্র? ৫৭ পরে দাউদ যখন
ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে ফিরে আসছেন, তখন
অব্‌নের তাঁকে ধরে তালুতের কাছে নিয়ে
গেলেন; তাঁর হাতে ঐ ফিলিস্তিনীর মুণ্ড ছিল।
৫৮ তালুত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক,
তুমি কার পুত্র? জবাবে দাউদ বললেন, আমি
আপনার গোলাম বেথেলহেমীয় ইয়াসির পুত্র।

যোনাথনের সঙ্গে হযরত দাউদের বন্ধুত্ব

১৮ ১ তালুতের সঙ্গে তাঁর কথা শেষ হলে
যোনাথনের প্রাণ দাউদের প্রাণের প্রতি

১৭:৪৬ তা সমস্ত দুনিয়া জানতে পারবে। দাউদের জয়ের জন্য যে প্রত্যাশা ছিল তা প্রত্যেককে ইসরাইলকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর ক্ষমতা দেখাবে (দেখুন হিজ ৭:১৭; ৯:১৪, ১৬, ২৯; দ্বিঃবিঃ ৪:৩৪-৩৫; ইউসা ২:১০-১১; ৪:২৩-২৪; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৫৯-৬০; ১৮:৩৬-৩৯; ২ বাদশাহ্‌ ৫:১৫; ১৯:১৯)।

১৭:৪৭ এই যুদ্ধ মাবুদের। ইসরাইলী সৈন্যরা এবং ফিলিস্তিনীরা সৈন্যরা উভয়েই তাদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ধারণ করেছিল (দেখুন ২:১০; ১৪:৬; ২ খান্দান ১৪:১১; ২০:১৫; জবুর ৩৩:১৬-২২; ৪৪:৬-৭; হেদা ৯:১১; হোসেয় ১:৭; জাকা ৪:৬)।

১৭:৫১ তার মাথা কেটে ফেললেন। ৫:৪; ৩১:৯ এবং নোটগুলো দেখুন।

তখন তারা পালিয়ে গেল। সম্ভবত বেশিরভাগ ফিলিস্তিনীরা তাদের দেবতাদের বিচারে তাদের সেনাপতিকে পতিত হতে দেখেছিল, কিন্তু তারা জালুতের আসল প্রস্তাবকে সম্মান করেনি (৯ আয়াত দেখুন)।

১৭:৫৪ মুণ্ড তুলে জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন। জেরুশালেম এই সময়ে ইসরাইলদের দখলে ছিল না। দাউদ জালুতের মাথা জয়ের শিরোপা হিসেবে রাখতে পারতেন এবং জেরুশালেমে তার সাথে মাথাটাকে আনতেও পারতেন যখন তিনি সেই শহরের দখলে নিয়েছিলেন এবং তার রাজধানী করেছিলেন (দেখুন ২ শামু ৫:৬-৯)। অথবা, যে সব যিবূষীয়রা এই শহরের ছায়ার আশ্রয়ে বড় হয়েছিল, তিনি তাদের কাছে জালুতের মাথা প্রদর্শন করে এখানকার অধিবাসীদের কাছে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ কি করতে সমর্থ এবং শেষ পর্যন্ত কি করবেন।

কিন্তু তার সাজ-পোশাক নিজের তাঁবুতে রাখলেন। যুদ্ধে পাওয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই তিনি তা তাঁর নিজের তাঁবুতে নিয়ে রাখলেন। যখন থেকে জালুতের তলোয়ার নোবে ইমামের হেফাজতে রাখা হয়েছে (দেখুন ২১:৯), তখন থেকে দাউদ নিশ্চয়ই এই তলোয়ারকে মাবুদের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, যুদ্ধের প্রকৃত বিজয়ীর কাছে (৩১:১০)।

১৭:৫৫ এই যুবক কার পুত্র? ৫৫-৫৮ এবং ১৬:১৬-২৩ আয়াতের মধ্যে যে অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে তা কোন কিছু দ্বারা সমাধান করা যেতো না কারণ দাউদ তালুতের রাজদরবারে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না (দেখুন ১৫ আয়াত; ১৮:২; আরো দেখুন ১৬:২১ আয়াতের নোট)। এর ফলে হয়তো দাউদের ও তার পরিবারের বিষয়ে তালুতের নূন্যতম জ্ঞান ছিল না। অথবা তালুত দাউদের সাহসীকতায় খুব সন্দেহবাদী হয়ে থাকতে পারেন যার জন্য তিনি বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন যে, এটা কি সত্যিই দাউদ কিনা। এখানে হয়তো তালুত দাউদের পারিবারিক পরিবেশ এবং সামাজিক অবস্থান জেনে দাউদের অসাধারণ চরিত্রের ব্যাখ্যা পেতে চেয়েছে।

১৮:১ তালুতের সঙ্গে তাঁর কথা শেষ হলে। এখানে দেখা যায় যে দাউদ অবশেষে তালুতের সাথে কথা বললেন, এবং তিনি

BACIB International Bible CHURCH

আসক্ত হল এবং যোনাথন তাঁর প্রাণের মতই
তাঁকে ভালবাসতে লাগলেন। ২ আর তালুত ঐ
দিনে তাঁকে গ্রহণ করলেন, তাঁর পিতার বাড়িতে
ফিরে যেতে দিলেন না। ৩ আর যোনাথন ও
দাউদ একটি নিয়ম করলেন, কেননা যোনাথন
তাঁকে প্রাণতুল্য ভালবাসলেন। ৪ আর যোনাথন
তাঁর কোর্তা খুলে দাউদকে দিলেন আর তাঁর যুদ্ধের
সাজ-পোশাক, এমন কি, নিজের তলোয়ার, ধনুক
ও কোমরবন্ধনীও দিলেন। ৫ পরে তালুত
দাউদকে যে স্থানেই প্রেরণ করতেন, দাউদ সেই
স্থানে যেতেন ও বুদ্ধিপূর্ববক চলতেন, এজন্য
তালুত সৈন্যদের উপরে সেনাপতি পদে তাঁকে
নিযুক্ত করলেন, আর তা সমস্ত লোকের এবং
তালুতের গোলামদের দৃষ্টিতেও ভাল মনে হল।
৬ পরে লোকেরা ফিরে আসলে যখন দাউদ
ফিলিস্তিনীদের আঘাত করে ফিরে আসছিলেন,
তখন বাদশাহ্ তালুতের সঙ্গে সাক্ষাত করতে
ইসরাইলের সমস্ত নগর থেকে স্ত্রীলোকেরা
তম্বুরাধ্বনি, আনন্দ গীত ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য বাদ্য
সহকারে গান ও নৃত্য করতে করতে বের হয়ে
এল। ৭ সেই স্ত্রীলোকেরা অভিনয় করে একে
একে গান করে বললো,

> তালুত মারলেন হাজার হাজার,
> আর দাউদ মারলেন অযুত অযুত।

[১৮:৩] ২শামু ২১:৭।
[১৮:৪] পয়দা ৪১:৪২।
[১৮:৫] ২শামু ৫:২।
[১৮:৬] হিজ ১৫:২০; ২শামু ১:২০।
[১৮:৭] ১শামু ২১:১১; ২৯:৫; ২শামু ১৮:৩।
[১৮:৮] ১শামু ১৩:১৪; ১শামু ১৫:৮।
[১৮:৯] ১শামু ১৯:১।
[১৮:১০] কাজী ৯:২৩; ১শামু ১৬:১৪।
[১৮:১১] ১শামু ২০:৭, ৩৩।
[১৮:১২] ইউসা ১:৫; ১শামু ১৭:৩৭; ২০:১৩; ১খান্দান ২২:১১।
[১৮:১৩] শুমারী ২৭:১৭।
[১৮:১৪] পয়দা ৩৯:২; শুমারী

৮ এতে তালুত ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি এই
কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ওরা দাউদের
বিষয়ে অযুত অযুতের কথা বললো ও আমার
বিষয়ে কেবল হাজার হাজারের কথা বললো;
এতে রাজত্ব ছাড়া সে আর কি পাবে? ৯ সেদিন
থেকে তালুত দাউদের উপরে দৃষ্টি রাখলেন।

দাউদের প্রতি তালুতের ঈর্ষা

১০ পরের দিন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি দুষ্ট
রূহ্ সবলে তালুতের উপরে এল এবং তিনি
বাড়ির মধ্যে প্রলাপ বকতে লাগলেন, আর দাউদ
প্রত্যেক দিন যেমন করতেন, তেমনি বাদ্য
বাজাচ্ছিলেন; তখন তালুতের হাতে তাঁর বর্শা
ছিল। ১১ তালুত সেই বর্শা নিক্ষেপ করলেন,
বললেন, আমি দাউদকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে
ফেলব; কিন্তু দাউদ দু'বার তাঁর সম্মুখ থেকে
সরে গেলেন।
১২ আর তালুত দাউদকে ভয় করতে লাগলেন,
কারণ মাবুদ দাউদের সহবর্তী ছিলেন, কিন্তু
তালুতকে ত্যাগ করেছিলেন। ১৩ সেজন্য তালুত
তাঁর কাছ থেকে তাঁকে দূর করে দিলেন ও
সহস্রপতি পদে নিযুক্ত করলেন; তাতে তিনি
লোকদের সাক্ষাতে ভিতরে ও বাইরে গমনাগমন
করতে লাগলেন। ১৪ আর দাউদ তাঁর সারা পথ
বুদ্ধিপূর্বক চলতেন এবং মাবুদ তাঁর সহবর্তী

মাবুদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করতে তাঁর এই পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন। এইভাবে তিনি যোনাথনের বিশ্বাস এবং বিশ্বস্ততা আর্কষণ করেন (দেখুন ৩ আয়াত; ১৪:৬; ১৯:৫)। এমনকি এই বন্ধুত্ব তখনও স্থায়ী ছিল যখন এটা পরিষ্কার হয় যে, তার বদলে দাউদই তার পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

১৮:২ তালুত ঐ দিনে তাঁকে গ্রহণ করলেন। ১৮:২ তালুত দাউদকে তার সাথে রাখলেন। ১৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৩ যোনাথন ও দাউদ একটি নিয়ম করলেন। যোনাথন দাউদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন। এই উদ্যোগটি যোনাথনের কাছ থেকেই আসে। এখানে চুক্তির শর্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি (আবার দেখুন ১৯:১; ২০:৮, ১২-১৬, ৪১-৪২; ২৩:১৮) কিন্তু এখানে পারস্পরিক আনুগত্য এবং বন্ধুত্বের অঙ্গীকার প্রদর্শিত হবে। অন্ততপক্ষে যোনাথন দাউদকে তার সমান হিসেবেই গ্রহণ করে।

১৮:৪ যোনাথন তাঁর কোর্তা খুলে দাউদকে ... কোমরবন্ধনীও দিলেন। যোনাথন এই চুক্তি সমর্থন করলেন নিজেকে দাউদের কাছে সমর্পণের মাধ্যমে। এমনকি তার এই কাজটি চিহ্নিত করে যে, তালুতের পর উত্তরাধিকারী হিসেবে তার জায়গায় দাউদ সিংহাসনের ভার গ্রহণ করেছেন (দেখুন ২০:১৪-১৫, ৩১; ২৩:১৭)– খুব সম্ভবত এ কারণে তিনি দাউকে তার “যুদ্ধের সাজ-পোশাক, এমন কি, নিজের তলোয়ার, ধনুক ও কোমরবন্ধনীও দিলেন” (১৩:২২)।

১৮:৬ স্ত্রীলোকেরা ... বের হয়ে এল। হিজ ১৫:২০ এবং নোট দেখুন।

১৮:৭ দাউদ মারলেন অযুত অযুত। দেখুন ২১:১১; ২৯:৫। হিব্রু কবিতার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, এটি সাধারণত এমন একটি কথা যা সাধারণত স্ত্রীলোকেরাই বলে থাকে, “তালুত এবং দাউদ মারলো হাজার হাজার” (১০,০০০ সাধারণত ১০০০ এর সদৃশ পরিমাণ হিসেবে ধরা হয় - দ্বিঃ বিঃ ৩২:৩০; জবুর ৯১:৭ এবং নোট দেখুন; দানি ৭:১০; মিখা ৬:৭ আয়াত এবং উগারিট -এ প্রাপ্ত কেনানীয় কবিতায়ও এরকম বিষয় পাওয়া যায়)। এটি তালুতের নিরাপত্তাহীনতা এবং ঈর্ষার একটি পরিমাপ যা তিনি ভুলভাবে বুঝেলেন এবং গুনাহ্ করলেন (দেখুন ৮ আয়াত)। তার এই অসন্তোষ প্রথমে শুরু হয়ে থাকতে পারে তার নিজের নামের পাশে দাউদের নাম উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে। ফিলিস্তিনীরা কিভাবে গানটি ব্যাখ্যা করেছে তার জন্য ২১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১০ একটি দুষ্ট রূহ্ সবলে তালুতের উপরে এল। ১৬:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রলাপ বকা। এই শব্দটি হিব্রুতে মাঝে মাঝে অনিয়ন্ত্রিত পরমানন্দদায়ক আচরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় (১ বাদশাহ্ ১৮:২৯ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এই শব্দটির অর্থ এই প্রেক্ষিতে সবচেয়ে ভাল বোঝা যায় (আরও দেখুন ১০:৫ আয়াতের নোট)।

যেমন করতেন। দেখুন ১৬:২৩।

১৮:১২ মাবুদ দাউদের সহবর্তী ছিলেন। ১৬:১৮ এবং নোট দেখুন।

তালুতকে ত্যাগ করেছিলেন। ১৬:১৪ এবং নোট দেখুন।

১৮:১৩ তাঁকে দূর করে দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তার উদ্দেশ্য ছিল দাউদ যেন যুদ্ধে মারা যান (১৭, ২১, ২৫ আয়াত; ১৯:১ দেখুন), কিন্তু ফলাফল হিসেবে তা দাউদের জন্য বৃহত্তর জয়ধ্বনি বয়ে আনলো (১৪, ১৬, ৩০ আয়াত দেখুন)।

১৮:১৪ মাবুদ তাঁর সহবর্তী ছিলেন। ১৬:১৮ আয়াতের নোট

ছিলেন। ১৫ তিনি বেশ বুদ্ধিপূর্বক চলছেন দেখে
তালুত তাঁকে ভয়ের চোখে দেখতে লাগলেন।
১৬ কিন্তু সমস্ত ইসরাইল ও এহুদার লোকেরা
দাউদকে ভালবাসত, কেননা তিনি তাদের
সাক্ষাতে ভিতরে ও বাইরে গমনাগমন করতেন।

হযরত দাউদের সঙ্গে মিখলের বিয়ে

১৭ পরে তালুত দাউদকে বললেন, দেখ,
আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরবকে আমি তোমার সঙ্গে
বিয়ে দেব; তুমি কেবল আমার পক্ষে শক্তিশালী
হয়ে মাবুদের জন্য যুদ্ধ কর। কারণ তালুত
বললেন, আমার হাত তার উপরে না উঠুক, কিন্তু
ফিলিস্তিনীদের হাত তার উপরে উঠুক। ১৮ আর
দাউদ তালুতকে বললেন, আমি কে এবং আমার
প্রাণ কি, ইসরাইলের মধ্যে আমার পিতার
গোষ্ঠীই বা কি যে, আমি বাদশাহ্‌র জামাতা হই?
১৯ কিন্তু তালুতের কন্যা মেরবকে দাউদের সঙ্গে
বিয়ে দেবার সময় উপস্থিত হলে তাকে
মহোলাতীয় অদ্রীয়েলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল।
২০ পরে তালুতের কন্যা মীখল দাউদকে
মহব্বত করতে লাগলেন; তখন লোকেরা
তালুতকে তা জানালে তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন।
২১ তালুত বললেন, আমি তাকে সেই কন্যা দেব;
সে তাঁর ফাঁদস্বরূপ হোক ও ফিলিস্তিনীদের হাত
তাঁর উপরে উঠুক। অতএব তালুত দাউদকে
বললেন, তুমি আজ দ্বিতীয়বার আমার জামাতা
হও। ২২ পরে তালুত তাঁর গোলামদের হুকুম
দিলেন, তোমরা গোপনে দাউদের সঙ্গে আলাপ
করে এই কথা বল, দেখ, তোমার প্রতি বাদশাহ্‌
সন্তুষ্ট এবং তাঁর সমস্ত গোলাম তোমাকে
ভালবাসে; অতএব এখন তুমি বাদশাহ্‌র জামাতা
হও। ২৩ তালুতের গোলামেরা এই কথা দাউদের
কর্ণগোচর করলো। দাউদ বললেন, বাদশাহ্‌র

১৪:৪৩; ২শামু ৭:৯।
[১৮:১৬] ২শামু ৫:২।
[১৮:১৭] ১শামু ১৭:২৫।
[১৮:১৮] হিজ ৩:১১; ১শামু ৯:২১।
[১৮:১৯] কাজী ৭:২২।
[১৮:২০] পয়দা ২৯:২৬।
[১৮:২১] হিজ ১০:৭; দ্বি:বি ৭:১৬।
[১৮:২৫] জবুর ৮:২; ৪৪:১৬; ইয়ার ২০:১০।
[১৮:২৭] ২শামু ৩:১৪; ৬:১৬।
[১৯:১] ১শামু ১৮:১।

জামাতা হওয়া কি তোমাদের কাছে লঘু বিষয়
মনে হয়? আমি তো দরিদ্র লোক, তাচ্ছিল্যের
পাত্র। ২৪ পরে তালুতের গোলামেরা তাঁকে
সংবাদ দিয়ে বললো, দাউদ এই রকম কথা
বলেন। ২৫ তালুত বললেন, তোমরা দাউদকে
এই কথা বল, বাদশাহ্‌ কোন পণ চান না, কেবল
বাদশাহ্‌র দুশমনদের প্রতিশোধের জন্য
ফিলিস্তিনীদের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ চান। তালুত
মনে করলেন, ফিলিস্তিনীদের হাত দিয়ে দাউদকে
নিপাত করা যাবে। ২৬ পরে তাঁর গোলামেরা
দাউদকে সেই কথা জানালে দাউদ রাজ-জামাতা
হতে তুষ্ট হলেন। তখনও কাল সম্পূর্ণ হয় নি;
২৭ দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে দুই
শত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করলেন এবং বাদশাহ্‌র
জামাতা হবার জন্য দাউদ পূর্ণ সংখ্যা অনুসারে
তাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ এনে বাদশাহ্‌কে দিলেন; পরে
তালুত তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা মীখলের বিয়ে
দিলেন।
২৮ আর তালুত বুঝতে পারলেন যে, মাবুদ
দাউদের সহবর্তী এবং তালুতের কন্যা মীখল
তাঁকে মহব্বত করেন। ২৯ তাতে তালুত দাউদের
বিষয়ে আরও ভয় পেলেন, আর তালুত সব
সময়ই দাউদের দুশমন থাকলেন।
৩০ পরে ফিলিস্তিনীদের নেতৃবর্গ যুদ্ধ করবার
জন্য বের হতে লাগলেন; কিন্তু যতবার বের
হলেন, ততবার তালুতের গোলামদের মধ্যে
দাউদ সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিপূর্বক চললেন, তাতে
তাঁর নাম অতিশয় সম্মানিত হল।

হযরত দাউদের জন্য যোনাথনের অনুরোধ

১৯ ১ পরে তালুত তাঁর পুত্র যোনাথন ও
তাঁর নিজের সমস্ত গোলামকে বলে
দিলেন, যেন তারা দাউদকে হত্যা করে। কিন্তু

দেখুন।
১৮:১৭ দেখ, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা। জালুতের বিরুদ্ধে দাউদের জয়ের কারণে তালুত দাউদের কাছে তার মেয়ে বিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (দেখুন ১৭:২৫)। তিনি এই প্রতিজ্ঞা রাখেন নি, বরং তিনি এই প্রতিজ্ঞাকে সামরিক সেবার শর্তাধীনে রাখলেন। তালুত আসা করেছিলেন যে, এর ফলে দাউদ হয়তো যুদ্ধে মারা পড়বেন।
মাবুদের জন্য সংগ্রাম কর। দেখুন ২৫:২৮ আয়াত।
১৮:২০ মীখল দাউদকে মহব্বত করতে লাগলেন। ২৮ আয়াত দেখুন। পুরাতন নিয়মে মীখল-ই একমাত্র নাম যিনি একজন পুরুষের প্রেমে পড়েছেন বলে বলা হয়েছে।
১৮:২১ তুমি আজ দ্বিতীয়বার আমার জামাতা হও। প্রথম সুযোগটি দেখুন ১৭:২৫ আয়াতে।
১৮:২৫ বাদশাহ্‌ কোন পণ চাহেন না। সাধারণত বিয়ের পাত্রীর পিতাকে পাত্র পণ দিত (দেখুন পয়দা ৩৪:১২; হিজ ২২:১৬) মেয়ে হারানোর একটি ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং মেয়ে যদি বিধবা হয় তবে তাকে সহায়তা করার জন্য একরকম বীমা হিসেবে। দাউদের কাছে তালুত এই দাবী করেন যে, মহান যোদ্ধা হিসেবে তাকে একটি পরীক্ষায় পাস করতে হবে, কিন্তু তিনি আশা করছিলেন যে, দাউদ হেরে যাবেন (২৫; ১৭, ২১ আয়াত দেখুন)।
১৮:২৮ মাবুদ দাউদের সহবর্তী। ১৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।
মীখল তাঁকে মহব্বত করেন। ২০ আয়াত এবং নোট দেখুন। দাউদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ শুধু তাঁর সামরিক অবদানেই প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, বরং তা দাউদের জন্য মিখলের ভালবাসাতেও তা প্রকাশিত হয়েছে– যেটা দাউদের প্রতি যোনাথনের ভালবাসাতেও দেখা যায়। তালুত যা কিছু দাউদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাই দাউদের জন্য সুবিধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।
১৮:২৯ তালুত দাউদের বিষয়ে আরও ভয় পেলেন। তালুত উপলব্ধি করলেন যে, দাউদের ওপর আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে যা দাউদকে পরিচালিত করছে। তালুত তার গুনাহের জন্য কোন অনুশোচনা করেন নি এবং তাঁর জন্য যা নির্ধারিত হয়েছিল তা মেনে নেন নি (দেখুন ১৫:২৬) কিন্তু তার সবচেয়ে বড় ভয় এবং ঈর্ষা ছিল দাউদকে নিয়ে।
১৯:১ তালুত তাঁর পুত্র যোনাথ ... দাউদকে হত্যা করে। তালুত এখন দাউদের জীবনে পরোক্ষভাবে যে পদক্ষেপগুলো

জালুত

জালুত নামের অর্থ, *মহান*। সে ছিল প্যালেষ্টাইনের গাৎ শহরের একজন বীর যোদ্ধা। সে ৪০ দিন যাবৎ বনি-ইসরাইল বাহিনীর সৈন্যদের হত্যা করার জন্য মাবুদের নামের নিন্দা করে ভয় দেখাত ও চ্যালেঞ্জ দিত যেন ইসরাইলীয় কোন সৈন্য এসে সম্মুখ যুদ্ধে তাকে পরাজিত করার সাহস দেখায়। তার ভয়ে ইসরাইলীয় সৈন্যরা অস্থির থাকত। সম্ভবত সে ছিল রফায়ী বংশজাত, যারা অম্মোনীয়দের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনীদের শরণার্থী হিসেবে ছিল (দ্বি.বি. ২:২০,২১)। লম্বায় তার উচ্চতা ছিল প্রায় "ছয় কিউবিক ও এক হাত পরিমাণ," এখানে এক কিউবিক বলতে ২১ ইঞ্চি বোঝায়, অর্থাৎ তার মোট উচ্চতা ছিল প্রায় সাড়ে দশ ফুট। তার হাতে যে তলোয়ার ও বর্শা ছিল এবং পরনে যে পোশাক ছিল তাতেই দৈহিক গড়ন সম্পর্কে বোঝা যায়।

দাউদ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর ভাইদের দেখতে এসে এই বীরের দেখা পান ও তার মুখে মাবুদের নিন্দা ও ভয়ের কথা শুনতে পান। ফলে দাউদ মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ও তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান। দাউদের কোন যুদ্ধাস্ত্র না থাকলেও তিনি তাঁর গুল্‌তি বা ফিঙ্গা ও কয়েকটি পাথর নিয়ে এগিয়ে যান। জালুত তাঁকে দেখে খুবই তুচ্ছ করে কারণ তিনি মাত্র একজন বালক কোন প্রফেশনাল যোদ্ধা নয়। কিন্তু এই যুদ্ধে দাউদ তাঁর ফিঙ্গার আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করেন ও তারই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলেন। এভাবে সেদিন বনি-ইসরাইলীদের জীবনে এক বড় জয় নেমে আসে। দাউদ তাঁর কাটা মাথাটি জেরুশালেমে নিয়ে আসেন (১ শামু ১৭:৫১)। দাউদ জালুতের শরীরের যুদ্ধের পোশাকও নিয়ে আসেন ও তাঁর তাঁবুর সামনে টাঙ্গিয়ে রাখেন। জালুতের তলোয়ারখানা একটি ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নোব গ্রামে সাজিয়ে রাখা হয় (১ শামু ২১:৯)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ফিলিস্তিনী সৈন্যবাহিনীর একজন নামকরা বীর।
- সমস্ত ইসরাইলীয় সৈন্যবাহিনীকে মাত্র শিশুর মতই মনে করতো ও ভয় দেখাতো।
- তার সময়ে তাকে সবাই একজন বীর হিসাবে স্বীকার করতো।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলগুলো:

- জীবন্ত ও সত্য মাবুদের সৈন্যবাহিনীকে অবজ্ঞা করতো।
- দাউদকে একজন কার্যকর যোদ্ধা হিসাবে মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- শক্তি অনেক সময় দুর্বলতাকে গোপন করে রাখে।
- মাবুদ আল্লাহ্‌কে উপহাস করা যায় না।
- আল্লাহ্ কোন কোন সময় শক্তিকে দুর্বলতায় পরিণত করেন এবং দুর্বলতাকে শক্তিতে রুপান্তর করেন।
- যারা মাবুদের উপর আস্থা রাখেন আল্লাহ্ মাবুদ তাদের আত্মিক যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** গাৎ
- **কাজ:** সৈন্য
- **আত্মীয়-স্বজন:** কমপক্ষে একজন ভাই ছিল
- **সমসাময়িক:** তালুত, যোনাথন ও দাউদ

মূল আয়াত: "তখন দাউদ, কাছে যে লোকেরা দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে যে ব্যক্তি ইসরাইলের কলঙ্ক খণ্ডন করবে, তার প্রতি কি করা হবে? এই খৎনা-না-করানো ফিলিস্তিনীটা কে যে, জীবন্ত আল্লাহ্‌র সৈন্যদের নিয়ে উপহাস করছে?" (১ শামুয়েল ১৭:২৬)।

১ শামুয়েল কিতাবের ১৭ অধ্যায়ে তার কথা বর্ণিত আছে।

তালুতের পুত্র যোনাথন দাউদের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ২ যোনাথন দাউদকে বললেন, আমার পিতা তালুত তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছেন; অতএব আরজ করি, তুমি খুব ভোরে সাবধান হবে, একটি গুপ্ত স্থানে গিয়ে লুকিয়ে থেকো। ৩ তুমি যে ক্ষেতে থাকবে, সেই স্থানে আমি গিয়ে আমার পিতার পাশে দাঁড়াবো ও তোমার বিষয়ে পিতার সঙ্গে কথোপকথন করবো, আর যদি তেমন কিছু বুঝতে পারি তবে তোমাকে বলে দেব। ৪ পরে যোনাথন তাঁর পিতা তালুতের কাছে দাউদের পক্ষে ভাল কথা বললেন, তিনি বললেন, বাদশাহ্‌ তাঁর গোলাম দাউদের বিষয়ে গুনাহ্‌ না করুন, কেননা সে আপনার বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করে নি, বরং তার সমস্ত কাজ আপনার পক্ষে অতি মঙ্গলজনক। ৫ সে তো প্রাণ হাতে করে সেই ফিলিস্তিনীকে আঘাত করলো, আর মাবুদ সমস্ত ইসরাইলের পক্ষে মহানিস্তার সাধন করলেন; আপনি তা দেখে আনন্দ করেছিলেন; অতএব এখন অকারণে দাউদকে হত্যা করে কেন নির্দোষের রক্তপাতের গুনাহ্‌ করবেন? ৬ তখন তালুত যোনাথনের কথা শুনলেন এবং তিনি কসম খেয়ে বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম, তাকে হত্যা করা হবে না। ৭ পরে যোনাথন দাউদকে ডেকে ঐ সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। আর যোনাথন দাউদকে তালুতের কাছে আনলেন, তাতে তিনি আগের মত তাঁর কাছে থাকলেন।

তালুতের কাছ থেকে হযরত দাউদের পালিয়ে যাওয়া

৮ পরে পুনর্বার যুদ্ধ উপস্থিত হলে দাউদ বের হয়ে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, তিনি মহাবিক্রমে তাদের সংহার করলেন এবং তারা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল। ৯ আর মাবুদের কাছ থেকে একটি দুষ্ট রূহ্‌ সবলে তালুতের উপরে এল; তখন তালুত তাঁর বাড়িতে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে তাঁর বর্শা ছিল; আর দাউদ বাদ্য বাজাচ্ছিলেন; ১০ এমন সময় তালুত বর্শা দিয়ে দাউদকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তিনি তালুতের সম্মুখ থেকে সরে যাওয়াতে তাঁর বর্শা দেয়ালে ঢুকে গেল এবং দাউদ সেই রাতে পালিয়ে রক্ষা পেলেন।

১১ পরে তালুত দাউদের বাড়ির কাছে দূতদের পাঠালেন, যেন তারা তাঁর উপরে দৃষ্টি রাখে, আর খুব ভোরে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু দাউদের স্ত্রী মীখল তাঁকে সংবাদ দিয়ে বললেন, তুমি যদি এই রাতে নিজের প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কাল মারা পড়বে। ১২ আর মীখল জানালা দিয়ে দাউদকে নামিয়ে দিলেন; তাতে তিনি পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলেন। ১৩ আর মীখল দেবমূর্তিগুলো নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং ছাগলের লোমের একটা লেপ তার মাথায় দিয়ে কাপড় দিয়ে তা ঢেকে রাখলেন। ১৪ পরে তালুত দাউদকে ধরতে দূতদের পাঠালে মীখল বললেন, তিনি অসুস্থ আছেন। ১৫ তাতে তালুত দাউদকে দেখবার জন্য সেই দূতদের পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তাকে পালঙ্কে করে আমার কাছে আন, আমি তাকে হত্যা করবো। ১৬ পরে দূতেরা যখন ভিতরে গেল, দেখ, পালঙ্কে সেই দেবমূর্তিগুলো ও তার মাথায় ছাগলের লোমের লেপ রয়েছে। ১৭ তখন তালুত মীখলকে বললেন, তুমি আমাকে কেন এভাবে আমাকে ঠকালে? তুমি আমার দুশমনকে ছেড়ে দেওয়াতে সে পালিয়ে গেছে। তাতে মীখল তালুতকে জবাবে বললেন, তিনি বলেছিলেন, আমাকে যেতে দাও, আমি তোমাকে কেন হত্যা করবো?

হযরত শামুয়েলের কাছে হযরত দাউদ

১৮ ইতোমধ্যে দাউদ পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলেন এবং রামাতে শামুয়েলের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতি তালুতের কৃত সমস্ত ব্যবহারের কথা জানালেন, পরে তিনি ও শামুয়েল গিয়ে নায়োতে বাস করলেন। ১৯ পরে কেউ তালুতকে বললো, দেখুন, দাউদ রামাস্থ নায়োতে আছেন। ২০ তখন তালুত দাউদকে ধরবার জন্য দূতদের পাঠালেন,

[১৯:২] ১শামু ২০:৫, ১৯।
[১৯:৩] ১শামু ২০:১২।
[১৯:৪] ১শামু ২০:৩২; ২২:১৪; মেসাল ৩১:৮, ৯; ইয়ার ১৮:২০।
[১৯:৫] পয়দা ৩১:৩৬; দ্বি:বি ১৯:১০-১৩।
[১৯:৭] ১শামু ১৮:২, ১৩।
[১৯:৯] কাজী ৯:২৩।
[১৯:১০] ১শামু ১৮:১১।
[১৯:১১] জবুর ৫৯।
[১৯:১২] ইউসা ২:১৫; প্রেরিত ৯:২৫; ২করি ১১:৩৩।
[১৯:১৩] পয়দা ৩১:১৯।
[১৯:১৪] হিজ ১:১৯; ইউসা ২:৪।
[১৯:১৮] ১শামু ৭:১৭।

নিচ্ছিলেন সেগুলো ত্যাগ করলেন (দেখুন ১৮:১৩, ১৭, ২১, ২৫) এবং রাজপ্রসাদ এবং তালুতের রাজকীয় কার্যালয় থেকে দাউদকে সরানোর জন্য আরও সরাসরি পদক্ষেপ নিলেন (দেখুন ১২, ১৮ আয়াত; ২০:৪২)।

১৯:৪ দাউদের পক্ষে ভাল কথা বললেন। যোনাথন উপলব্ধি করেছিলেন যে, দাউদের ওপর সত্যিই পবিত্র রূহ্‌ রয়েছেন, তাই তিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিকৃত করেন নি (৫ আয়াত দেখুন এবং ১৪:৬; ১৭:১১; ১৮:১ আয়াতের নোট)।

১৯:৫ মাবুদ সমস্ত ইসরাইলের পক্ষে মহানিস্তার সাধন করলেন। ১০:১৮; ১২:১১; ১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৬ তালুত যোনাথনের কথা শুনলেন এবং তিনি কসম খেয়ে বললেন। ১৪:২৪, ৪৪ আয়াতে আগের শপথগুলো দেখুন যেগুলো তালুত রক্ষা করেন নি (১৪:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:৯ একটি দুষ্ট রূহ্‌ সবলে তালুতের উপরে এল। ১৬:১৪ ১৮:১০-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১০ তালুত বর্শা দিয়ে। দেখুন ১৮:১০-১১; ২০:৩৩ আয়াত।

১৯:১২ জানালা দিয়ে। একই ধরনের পলায়ন, দেখুন ইহি ২:১৫; প্রেরিত ৯:২৫।

১৯:১৮ রামা। শামুয়েলের বাড়ি (দেখুন ৭:১৭ এবং ১:১ আয়াতের নোট)।

নায়োতে। এর অর্থ "বাসস্থান" বা "আবাস"। এই শব্দটি রামার একটি নির্দিষ্ট অংশ যেখানে একটি জটিলভাবে তৈরি কিছু ঘর রয়েছে যার বিষয়ে বলা হতো, 'এখানে নবীরা বসবাস করতেন' (১৯-২০, ২২-২৩ আয়াত দেখুন)।

তাতে যখন দূতেরা ভাবোক্তি তবলিগকারী নবীর
দলকে ও তাদের নেতারূপে দণ্ডায়মান
শামুয়েলকে দেখলো, তখন আল্লাহ্‌র রূহ্‌
তালুতের দূতদের উপরে আসলেন, তাতে তারাও
ভাবোক্তি তবলিগ করতে লাগল। ২১ এই সংবাদ
তালুতকে দেওয়া হলে তিনি অন্য দূতদের প্রেরণ
করলেন, আর তারাও ভাবোক্তি তবলিগ করতে
লাগল। পরে তালুত তৃতীয়বার দূতদের প্রেরণ
করলেন, আর তারাও ভাবোক্তি তবলিগ করতে
লাগল। ২২ তখন তালুত স্বয়ং রামাতে গমন
করলেন; আর সেখুস্থ বড় কূপের কাছে উপস্থিত
হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শামুয়েল ও দাউদ
কোথায়? এক জন বললো, দেখুন, তাঁরা রামাস্থ
নায়োতে রয়েছেন। তখন তালুত রামাস্থিত
নায়োতে গেলেন। ২৩ আর আল্লাহ্‌র রূহ্‌ তাঁর
উপরেও আসলেন, তাতে তিনি রামাস্থিত
নায়োতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যেতে যেতে
ভাবোক্তি প্রচার করলেন। ২৪ আর তিনিও তাঁর
কাপড় খুলে ফেললেন এবং তিনিও শামুয়েলের
সম্মুখে ভাবোক্তি তবলিগ করলেন, আর সমস্ত
দিনরাত উলঙ্গ হয়ে পড়ে রইলেন। এজন্য লোকে
বলে, তালুতও কি নবীদের মধ্যে এক জন?

হযরত দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্ব

২০ ১ পরে দাউদ রামাস্থ নায়োৎ থেকে
পালিয়ে যোনাথনের কাছে এসে
বললেন, আমি কি করেছি? আমার অপরাধ কি?
তোমার পিতার কাছে আমার দোষ কি যে, তিনি
আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছেন? ২ যোনাথন
তাঁকে বললেন, এমন না হোক; তুমি মারা পড়বে
না। দেখ, আমার পিতা আমাকে না জানিয়ে ছোট
কি বড় কোন কাজ করেন না; তবে আমার পিতা
আমার কাছ থেকে এই কথা কেন গোপন
করবেন? এ হতেই পারে না। ৩ তাতে দাউদ
কসম খেয়ে পুনর্বার বললেন, আমি তোমার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছি, এই কথা তোমার পিতা
খুব ভাল করেই জানেন; এজন্য তিনি বললেন,
যোনাথন এই বিষয় না জানুক, পাছে সে দুঃখিত
হয়, কিন্তু জীবন্ত মাবুদের কসম ও তোমার
জীবিত প্রাণের কসম, মৃত্যু আমার কাছ থেকে
মাত্র এক পা দূরে। ৪ যোনাথন দাউদকে
বললেন, তোমার প্রাণে যা বলে, আমি তোমার
জন্য তা-ই করবো। ৫ তখন দাউদ যোনাথনকে
বললেন, দেখ, আগামীকাল অমাবস্যা, আমাকে
বাদশাহ্‌র সঙ্গে ভোজনে বসতেই হবে; কিন্তু
তুমি আমাকে যেতে দাও, আমি তৃতীয় দিন
সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ক্ষেতে লুকিয়ে থাকি। ৬ যদি
তোমার পিতা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন,
তবে তুমি বলবে, দাউদ তাঁর নগর বেথেলহেমে
শীঘ্র যাবার জন্য আমার অনুমতি যাচ্ঞা করলো,
কেননা সেই স্থানে তাদের সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য
বার্ষিক কোরবানী হচ্ছে। ৭ তিনি যদি বলেন,
ভাল, তবে তোমার এই গোলামের কুশল; নতুবা
যদি বাস্তবিক তিনি ক্রুদ্ধ হন, তবে তুমি জানবে,
তিনি অমঙ্গল করবেন বলে স্থির করেছেন।
৮ অতএব, তুমি তোমার এই গোলামের প্রতি
সদয় ব্যবহার কর, কেননা তুমি তোমার সঙ্গে
তোমার এই গোলামকে মাবুদের এক নিয়মে
আবদ্ধ করেছ। কিন্তু যদি আমার কোন অপরাধ
থাকে, তবে তুমিই আমাকে হত্যা কর; তুমি
কেন তোমার পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?
৯ যোনাথন বললেন, তোমার প্রতি এমন না
ঘটুক; বরঞ্চ আমার পিতা তোমার প্রতি অমঙ্গল
ঘটাতে স্থির করেছেন, এই কথা যদি আমি
নিশ্চয় করে জানতে পারি, তবে কি তোমাকে
বলে দেব না? ১০ দাউদ যোনাথনকে বললেন,
তোমার পিতা যদি তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে উত্তর দেন
তবে কে আমাকে জানাবে? ১১ যোনাথন
দাউদকে বললেন, চল, আমরা বের হয়ে ক্ষেতে

[১৯:২০] শুমারী ১১:২৯।
[১৯:২৩] ১শামু ১০:১৩।
[১৯:২৪] ২শামু ৬:২০; ইশা ২০:২।
[২০:১] ১শামু ২২:২৩; ২৩:১৫; ২৪:১১; ২৫:২৯; জবুর ৪০:১৪; ৫৪:৩; ৬৩:৯; ৭০:২।
[২০:৩] দ্বি:বি ৬:১৩।
[২০:৫] শুমারী ১০:১০।
[২০:৬] ১শামু ১৭:৫৮।
[২০:৭] ১শামু ১০:২৭; ২৫:১৭।
[২০:৮] ১শামু ১৮:৩।

১৯:২০ নবীর দল। দেখুন ১০:৫ এবং নোট।

ভাবোক্তি। ১০:৫; ১৮:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২৪ তিনিও তাঁর কাপড় খুলে ফেললেন ... ভাবোক্তি প্রচার করলেন। তালুত আল্লাহ্‌র রূহ্‌র শক্তিতে এতোই আবিষ্ট ছিলেন যে, তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি দাউদের জীবন নেওয়ার চিন্তা করতে পারেন নি। তিনি তার হতাশাগুলোর কারণে দাউদকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন– দাউদের ক্ষতি করার জন্য তার নিজের অক্ষমতা এবং যোনাথনের সততা, মিখলের ছলচাতুরি এবং দাউদের নিজস্ব চতুরতা– সবকিছুই তাকে হতাশার চরম সীমায় পৌঁছে দেয়।

তালুতও কি নবীদের মধ্যে এক জন? তালুত কি নবীদের একজন ছিলেন? দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথমটিকে চাঙ্গা করে (১০:১১ এবং নোট দেখুন)। এটি পুনরায় বলা দেখিয়ে দেয় যে, তালুত মাবুদের গোলামের প্রতি কতটুকু ঈর্ষান্বিত ছিলেন ও তাঁকে শত্রু মনে করতেন।

২০:১ রামাস্থ নায়োৎ। ১৯:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৩ কিন্তু জীবন্ত মাবুদের কসম ও তোমার জীবিত প্রাণের কসম। দেখুন ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট।

২০:৫ অমাবস্যা। বছরের প্রত্যেক মাসকে পবিত্র করা হতো মাবুদের কাছে বিশেষ উৎসর্গীকরণের মাধ্যমে (শুমারী ২৮:১১-১৫) এবং তূরী বাজানোর মাধ্যমে (শুমারী ১০:১০; জবুর ৮১:৩)। সাধারণ কাজ থেকে যখন বিরতি নেওয়া হয় তখন এই রীতি পালন করা হয়, বিশেষভাবে সপ্তম মাসের শুরুতে (লেবী ২৩:২৪-২৫; শুমারী ২৯:১-৬; ২ বাদশাহ্‌ ৪:২৩; ইশা ১:১৩; আমোস ৮:৫)।

২০:৬ বার্ষিক কোরবানী। দাউদের এই কথা এই ইঙ্গিত দেয় যে, বছরে একবার নতুন চাঁদ বা অমাবস্যার সময়ে উৎসব পালন করা পরিবারগুলোর জন্য একটি প্রথা ছিল। পুরাতন নিয়মে আর কোথাও এই উৎসব পালনের কথা উল্লেখ নেই।

২০:৮ এক নিয়মে। ১৮:৩ আয়াতের দেখুন।

২০:১১ চল, আমরা বের হয়ে ক্ষেতে যাই। যোনাথন দাউদকে বাঁচানোর জন্য অভিনয় করলেন। কাবিল হাবিলকে একই কথা

যাই। তাতে তাঁরা দু'জন বের হয়ে ক্ষেতে
গেলেন।
[১২] পরে যোনাথন দাউদকে বললেন,
ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ সাক্ষী, আগামীকাল বা
পরশু অনুমান এই সময়ে পিতার কাছে কথা তুলে
দেখব; দেখ, দাউদের পক্ষে ভাল বুঝলে আমি
কি তখনই তোমার কাছে লোক পাঠিয়ে তা
তোমাকে জানবো না? যদি তোমার অমঙ্গল
করতে আমার পিতার মনোবাসনা থাকে, [১৩] আর
আমি তোমাকে তা না জানাই, তবে মাবুদ
যোনাথনকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন;
আর আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব, তাতে তুমি
সহিসালামতে যাবে; মাবুদ যেমন আমার পিতার
সহবর্তী হয়েছেন, তেমনি তোমারও সহবর্তী
থাকুন। [১৪] আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে
যতদিন জীবিত থাকব তুমি কেবল আমাকেই যে
মাবুদের রহম দেখাবে এমন নয়, [১৫] কিন্তু তুমি
আমার কুলের প্রতিও রহম দেখাতে ত্রুটি কখনও
করবে না; যখন মাবুদ দাউদের প্রত্যেক
দুশমনকে ভূতল থেকে উচ্ছিন্ন করবেন, তখনও
না। [১৬] এভাবে যোনাথন দাউদের কুলের সঙ্গে
নিয়ম করলেন; বললেন, আর মাবুদ দাউদের
দুশমনদের উপর প্রতিশোধ নেবেন। [১৭] পরে
যোনাথন, দাউদের প্রতি তাঁর যে মহব্বত ছিল,
তার দরুন আবার তাঁকে শপথ করালেন, কেননা
তিনি নিজের প্রাণের মত তাঁকে ভালবাসতেন।
[১৮] পরে যোনাথন দাউদকে বললেন,
আগামীকাল অমাবস্যা; আগামীকাল তোমার
আসন শূন্য থাকায় তোমার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা
হবে; [১৯] তুমি পরশু পর্যন্ত থেকে, সেদিন খুব

[২০:১২] ১শামু ১৯:৩।
[২০:১৩] রূত ১:১৭।
[২০:১৪] পয়দা ৪০:১৪।
[২০:১৫] ১শামু ২৪:২১; ২শামু ৯:৭।
[২০:১৬] ইউসা ২২:২৩।
[২০:১৭] ইউসা ৯:১৮; ১শামু ১৮:৩।
[২০:১৯] ১শামু ১৯:২।
[২০:২০] ২বাদশা ১৩:১৫।
[২০:২৩] পয়দা ৩১:৫০।
[২০:২৪] শুমারী ১০:১০।
[২০:২৬] লেবীয় ৭:২০-২১।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে আগের দিন যে স্থানে
লুকিয়ে ছিলে সেই স্থানে এষল নামক পাথরের
কাছে থাকবে। [২০] আমি লক্ষ্য বিদ্ধ করার ছলে
তিনটি তীর তার পাশে নিক্ষেপ করবো। [২১] আর
দেখ, আমার বালকটিকে পাঠাব, বলবো, যাও,
তীর কুড়িয়ে আন; আমি যদি বালকটিকে বলি,
দেখ তোমার এদিকে তীর আছে, তুলে নাও,
তবে তুমি এসো; জীবন্ত মাবুদের কসম, তোমার
মঙ্গল, কোন ভয় নেই; [২২] কিন্তু আমি যদি
বালকটিকে বলি, দেখ, তোমার ওদিকে তীর
আছে, তবে তুমি চলে যেও, কেননা মাবুদ
তোমাকে বিদায় করলেন, [২৩] আর দেখ, তোমার
ও আমার এই কথাবার্তার বিষয়ে মাবুদ যুগে
যুগে আমার ও তোমার মধ্যবর্তী।
[২৪] পরে দাউদ ক্ষেতে লুকিয়ে রইলেন,
ইতোমধ্যে অমাবস্যা উৎসব উপস্থিত হলে
বাদশাহ্ ভোজনে বসলেন। [২৫] বাদশাহ্ অন্য
সময়ের মত তাঁর আসনে অর্থাৎ দেয়ালের
নিকটস্থ আসনে বসলেন। যোনাথন উঠে
দাঁড়ালেন এবং অব্নের তালুতের পাশে বসলেন;
কিন্তু দাউদের স্থান শূন্য থাকলো।
[২৬] তবুও সেদিন তালুত কিছুই বললেন না,
কেননা মনে মনে ভাবলেন, তার কিছু হয়েছে,
সে হয়তো পাক-সাফ নয়, সে অবশ্য নাপাক
হয়ে থাকবে। [২৭] কিন্তু পরের দিন, মাসের দ্বিতীয়
দিনে, দাউদের স্থান শূন্য থাকাতে তালুত তাঁর
পুত্র যোনাথনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াসিরের
পুত্র গতকাল ও আজ ভোজনে আসে নি কেন?
[২৮] যোনাথন তালুতকে জবাবে বললেন, দাউদ
বেথেলহেমে যাবার জন্য আমার কাছে অনেক

বলেছিলেন, কিন্তু সেটা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে (পয়দা ৪:৮)।

২০:১৩ তবে মাবুদ যোনাথনকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। অভিশাপে নিজেকে আবদ্ধ করার একটি সাধারণ পদ্ধতি (৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

মাবুদ যেমন আমার পিতার সহবর্তী হয়েছেন, তেমনি তোমারও সহবর্তী থাকুন। যোনাথন যে দাউদের বাদশাহ্ হবার আশা করেছিলেন এটি তার পরিষ্কার একটি ইঙ্গিত।

২০:১৪ আর আমি যদি বেঁচে থাকি। বাদশাহ্ হবার জন্য ও তার অবস্থান সুরক্ষিত রাখার জন্য তার রাজবংশের অন্য কেউ যদি সিংহাসনের দাবিদার থাকে তবে তাকে হত্যা করাটা পৃথিবীর প্রাচীনতম সময় থেকেই একটি সাধারণ বিষয় ছিল (দেখুন ১ বাদশাহ্ ১৫:২৯; ১৬:১১; ২ বাদশাহ্ ১০:৭; ১১:১)।

২০:১৫ তুমি আমার কুলের প্রতিও রহম দেখাতে ত্রুটি কখনও করবে না। এই অনুরোধটি পূর্বের চুক্তির ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল যে চুক্তিটি যোনাথন এবং দাউদের মধ্যে হয়েছিল (১৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং পরবর্তীকালে যোনাথনের ছেলে মফীবোশতের সাথে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে এই চুক্তিকে সম্মান দেখানো হয়।

২০:১৬ মাবুদ দাউদের দুশমনদের উপর প্রতিশোধ নেবেন। যোনাথন দাউদের সাথে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে একাত্মা করে ফেলে। সেজন্য তিনি চান যেন দাউদের শত্রুরা ধ্বংস হয়, এমনকি যদি সেই শত্রুদের মধ্যে তার পিতা তালুতও থাকেন, তা হলেও যেন তিনি ধ্বংস হন।

২০:১৭ আবার তাঁকে শপথ করালেন। ১৪-১৫, ৪২ আয়াত; ১৮:৩ দেখুন।

তিনি নিজের প্রাণের মত তাঁকে ভালবাসতেন। দেখুন ১৮:৩; ২ শামু ১:২৬।

২০:১৮ অমাবস্যা। ৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২১ জীবন্ত মাবুদের কসম। ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২৩ তোমার ও আমার এই কথাবার্তার বিষয়ে। দেখুন ১৪-১৭ আয়াত।

মাবুদ যুগে যুগে আমার ও তোমার মধ্যবর্তী। তাদের মধ্যে সাক্ষী এবং বিচারকর্তা হবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা যাতে এটা নিশ্চিত হয় যে, তাদের চুক্তি স্থির থাকবে।

২০:২৫ অব্নের। তালুতের চাচাতো ভাই এবং সৈনাবাহিনীর সেনাপতি (দেখুন ১৪:৫০)।

২০:২৬ সে হয়তো পাক-সাফ নয়। ১৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; লেবী ৭:১৯-২১; ১৫:১৬; দ্বি:বি: ২৩:১০ দেখুন।

২০:২৭, ৩০-৩১ ইয়াসিরের পুত্র। দাউদের বিষয়ে উল্লেখ করার জন্য অবজ্ঞাসূচক উপায় (দেখুন ২২:৭-৯, ১৩; ২৫:১০;

যোনাথন

যোনাথন নামের অর্থ, *যাকে মাবুদ দিয়েছেন*। তিনি বাদশাহ্ তালুতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাদশাহ্ দাউদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর ৩০ বছর বয়েসের সময় তাঁর পিতার রাজত্বের সময়কার কথা কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখ করা হয় (১ শামু ১৩:২)। দাউদ জালুতকে হত্যা করার পর যোনাথন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাঁকে ভালবাসতে শুরু করেন। এক সময় তাঁদের মধ্যে ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে। যদিও বাদশহ্ তালুত চাইতেন যেন তিনি দাউদের কাছ থেকে দূরে থাকেন কিন্তু তিনি কখনও পিতার এই চাওয়া পূর্ণ করেন নি। যদিও তালুতের পরে যোনাথনেরই ইসরাইলের বাদশাহ্ হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি জানতেন যে, মাবুদ পরবর্তী বাদশাহ্ হিসাবে দাউদকে মনোনীত করে রেখেছেন। তাই তিনি দাউদের বিপদের সময়ে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে তুলেছেন ও চেয়েছেন যেন দাউদের পরেই তাঁর স্থান হয়।

পিতার মত তিনিও ব্যাপক শক্তি ও কর্মক্ষমতার অধিকারী ছিলেন (২ শামু ১:২৩); তিনি ধনুবিদ্যা ও ফিঙ্গা ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন (১ খান্দান ১২:২; ২ শামু ১:২২)। তাঁর পিতা তালুতের উন্মাদনার কারণে তাঁর এবং যোনাথনের মধ্যকার আন্তরিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অবশেষে একদিন মহাক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর পিতার খাবার টেবিল থেকে চলে আসেন (১ শামু ২০:৩৪)। বিচিত্র ঘটনাবহুল কর্মজীবনের শেষে গিল্‌বোয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতা এবং দুই ভাইয়ের সাথে শহীদ হন (১ শামু ৩১:২,৮)। তাঁকে প্রথমে যাবেশ-গলিয়দে দাফন করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর শরীরের অবশিষ্টাংশ তাঁর পিতার অবশিষ্টাংশের সাথে সরিয়ে বিন্‌ইয়ামীন এলাকার সেলাতে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত দাউদের বিখ্যাত শোকগাথা “ধনুক” রচিত হয় (২ শামু ১:১৭-২৭)। তিনি পাঁচ বছর বয়েসের একটি পুত্র রেখে যান, যার নাম *মফীবোশৎ*।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- সাহসী, অনুগত, এবং সহজাত নেতা।
- বাদশাহ্ দাউদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু।
- তিনি যাঁকে ভালবাসতেন তারচেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধাকে বড় করে দেখেন নি।
- মাবুদ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- তাঁর সাহাসের সবচেয়ে বড় দিকটি হল তার আনুগত্যতা।
- আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য থাকলে অন্য সব সম্পর্কগুলোকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকে।
- মহান বন্ধুত্বের জন্য সবসময়েই মূল্য দিতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** গিবিয়া, বিন্‌ইয়ামীনীয় এলাকা
- **কাজ:** সৈন্য, সেনাপতি
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: তালুত, মা: অহীনোয়াম, ভাইয়েরা: মল্কীশূয়, অবিনাদব, ঈশবোশৎ, বোন: মেরাব ও মীখল, পুত্র: মফিবোশৎ
- **সমসাময়িক:** দাউদ, তালুত

মূল আয়াত: “হ্যাঁ, ভাই যোনাথন! তোমার জন্য আমি ব্যাকুল। তুমি আমার কাছে অতিশয় মনোহর ছিলে; তোমার ভালবাসা আমার পক্ষে চমৎকার ছিল, রমণীদের ভালবাসার চেয়েও বেশি ছিল” (২ শামুয়েল ১: ২৬)।

১ শামুয়েল কিতাবের ১৩-৩১ অধ্যায়ে তাঁর কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া, ২ শামুয়েল ৯ অধ্যায়ে তাঁর কথা লেখা আছে।

মিনতি করেছিল; ২৯ সে বলেছিল, অনুগ্রহ করে
আমাকে যেতে দাও, কেননা নগরে আমাদের
গোষ্ঠীর একটি কোরবানীর অনুষ্ঠান আছে এবং
আমার ভাই আমাকে যেতে হুকুম করেছেন;
অতএব আরজ করি, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে আমি গিয়ে আমার
জ্ঞাতিদের দেখে আসি। এজন্য সে বাদশাহ্‌র
ভোজে আসে নি।
৩০ তখন যোনাথনের প্রতি তালুতের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হল, তিনি তাঁকে বললেন, ওহে জারজ
সন্তান, বিদ্রোহিনী স্ত্রীর পুত্র, আমি কি জানি না
যে, তুই তোর লজ্জা ও তোর মায়ের লজ্জা
জন্মাতে ইয়াসির পুত্রকে মনোনীত করেছিস?
৩১ ফলে ইয়াসির পুত্র যতদিন ভূতলে থাকবে,
ততদিন তুই স্থির থাকবি না, তোর রাজ্যও স্থির
থাকবে না। অতএব এখন লোক পাঠিয়ে তাকে
আমার কাছে নিয়ে আয়, কেননা সে মৃত্যুর
সন্তান। ৩২ তাতে যোনাথন জবাবে তাঁর পিতা
তালুতকে বললেন, সে কেন হত হবে? সে কি
করেছে? ৩৩ তখন তালুত তাঁকে আঘাত করার
জন্য তাঁর দিকে তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করলেন; এতে
যোনাথন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা
দাউদকে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন। ৩৪ তখন
যোনাথন মহাক্রুদ্ধ হয়ে আসন থেকে উঠলেন,
মাসের দ্বিতীয় দিনে আহার করলেন না; কেননা
দাউদের জন্য তাঁর দুঃখ হল, কারণ তাঁর পিতা
দাউদকে অপমান করেছিলেন।
৩৫ পরে খুব ভোরে যোনাথন একটি ছোট
বালককে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতে, দাউদের সঙ্গে যে
স্থান নির্ধারিত হয়েছিল সেখানে গেলেন। ৩৬ পরে
তিনি বালকটিকে বললেন, আমি যে কয়েকটি
তীর নিক্ষেপ করবো, তুমি দৌড়ে গিয়ে তা
কুড়িয়ে আন। তাতে বালকটি দৌড়ালে তিনি
তার ওদিকে পড়বার মত তীর নিক্ষেপ করলেন।
৩৭ আর বালকটি যোনাথনের নিক্ষিপ্ত তীরের
কাছে উপস্থিত হলে যোনাথন বালকটিকে ডেকে
বললেন, তোমার ওদিকে কি তীর নেই?
৩৮ আবার যোনাথন বালককে ডেকে বললেন,
শীঘ্র দৌড়ে যাও, বিলম্ব করো না। তখন
যোনাথনের সেই বালক তীরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে
তাঁর মালিকের কাছে এল। ৩৯ কিন্তু বালকটি
কিছুই বুঝল না, কেবল যোনাথন ও দাউদ সেই
বিষয় জানতেন। ৪০ পরে যোনাথন তাঁর তীর
ধনুকাদি বালকটিকে দিয়ে বললেন, এইগুলো
নগরে নিয়ে যাও। ৪১ বালকটি চলে যাওয়া মাত্র
দাউদ দক্ষিণ দিকস্থ কোন স্থান থেকে উঠে এসে
তিনবার ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে সালাম করলেন
এবং তাঁরা দু'জনে পরস্পর চুম্বন করে কাঁদতে
লাগলেন, কিন্তু দাউদ বেশি কাঁদলেন। ৪২ পরে
যোনাথন দাউদকে বললেন, সহিসালামতে যাও,
আমরা তো দু'জন মাবুদের নামে এই কসম
খেয়েছি যে, মাবুদ যুগে যুগে আমার ও তোমার
মধ্যবর্তী এবং আমার বংশের ও তোমার বংশের
মধ্যবর্তী থাকবেন। পরে তিনি উঠে প্রস্থান
করলেন, আর যোনাথন নগরে চলে গেলেন।

হযরত দাউদ ও পবিত্র রুটি

২১ ১ পরে দাউদ নোবে অহীমেলক ইমামের
কাছে উপস্থিত হলেন; আর অহীমেলক
কাঁপতে কাঁপতে এসে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করলেন ও তাঁকে বললেন, আপনি একা কেন?
আপনার সঙ্গে কেউ নেই কেন? ২ দাউদ
অহীমেলক ইমামকে বললেন, বাদশাহ্ একটি
কাজের ভার দিয়ে আমাকে বলেছেন, আমি
তোমাকে যে কাজে প্রেরণ করলাম ও যা হুকুম
করলাম, তার কিছুই যেন কেউ না জানে; আর
আমি নিজের সঙ্গী যুবকদের অমুক অমুক স্থানে

[২০:২৯] পয়দা ৮:২০।
[২০:৩১] ১শামু ২৩:১৭; ২৪:২০।
[২০:৩২] ১শামু ১৯:৪; মথি ২৭:২৩।
[২০:৩৩] ১শামু ১৮:১১, ১৭।
[২০:৪১] পয়দা ৩৩:৩; রূত ২:১০; ১শামু ২৪:৮; ২৫:২৩; ২শামু ১:২।
[২০:৪২] পয়দা ৪০:১৪; ২শামু ১:২৬; মেসাল ১৮:২৪।
[২১:১] ১শামু ২২:৯, ১৯; নহি ১১:৩২; ইশা ১০:৩২।

২ শামু ১৬:১০; ইশা ৭:৪)।

২০:৩০ ওহে জারজ সন্তান, বিদ্রোহিনী স্ত্রীর পুত্র। যোনাথনের চরিত্র বোঝানোর জন্য হিব্রু বাগধারা, তার মায়ের নয়।

২০:৩১ ততদিন তুই স্থির থাকবি না, তোর রাজ্যও স্থির থাকবে না। তালুত উপলব্ধি করেন যে, দাউদ তাকে সফলতা পাইতে দেবে না যদি না দাউদকে না মারা হয় (১৮:১৩, ১৭, ২৯; ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সিংহাসন যোনাথনের পাবার কথা সেই বিষয়টিও যোনাথন বুঝতে সমর্থ হয় নি।

২০:৪১ তিনবার ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে সালাম করলেন। সমর্পণ এবং সম্মান দেখানোর প্রতীক (দেখুন পয়দা ৩৩:৩ এবং নোট; ৪২:৬)।

২০:৪২ মাবুদের নামে এই কসম খেয়েছি। দেখুন ১৪-১৫, ২৩ আয়াত; ১৮:৩।

নগরে। গিবিয়া (দেখুন ১০:২৬)।

২১:১ নোব। জেরুশালেম থেকে উত্তর-পূর্বে এবং গিবিয়া থেকে দক্ষিণ-পর্বে একটি নগর। শীলো নগরটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে এখানেই শরীয়ত-সিন্দুক স্থাপন করা হয়েছিল (৪:৩; ইয়ার ৭:১২)। যদিও এটা দৃশ্যমান যে, এই পবিত্র স্থানে শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে আসবার কোন চেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি (দেখুন ৭:১ আয়াতের নোট), মহা-ইমাম অহিমেলক, ৮৫ জন ইমাম (২২:১৬-১৮), এফোদ (৯ আয়াত) এবং পবিত্র রুটির (৬ আয়াত) কথা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অহীমেলক ইমামের কাছে। দেখুন ১৪:৩ আয়াতের নোট। ২২:১০,১৫ আয়াত থেকে দেখা যায় যে, দাউদের এই স্থানে আসার উদ্দেশ্য ছিল উরীম ও তুম্মীম এর দ্বারা মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নির্দেশনা জেনে নেওয়া (২:২৮; হিজ ২৮:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:২ এটা পরিস্কার নয় কেন দাউদ অহিমেলকের প্রশ্নের উত্তরে ছলনার আশ্রয় নিলেন। খুব সম্ভবত দাউদ যে বাদশাহ্ তালুতের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন সেই ঘটনায় যেন অহিমেলক অহেতুক জড়িয়ে না পরেন সেইজন্যই তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। যদি তাই হয় তবে তাঁর এই ছলনা কোন কাজে আসে নি (দেখুন ২২:১৩-১৯)।

আসতে বলেছি। [৩] এখন আপনার কাছে কি আছে? পাঁচখানা রুটি হোক, কিংবা যা থাকে, আমার হাতে দিন। [৪] ইমাম দাউদকে জবাবে বললেন, আমার কাছে সাধারণ রুটি নেই, কেবল পবিত্র রুটি আছে– যদি সেই যুবকেরা কেবল স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে থাকে তবে তা খেতে পারবে। [৫] দাউদ ইমামকে বললেন, সত্যিই তিন দিন আমরা স্ত্রীলোক থেকে পৃথক রয়েছি; আমি যখন বের হয়ে আসি, তখন যাত্রা সাধারণ হলেও যুবকদের সমস্ত পাত্র পবিত্র; অতএব আজ তাদের সমস্ত পাত্র আরও কত না পবিত্র। [৬] তখন ইমাম তাঁকে পবিত্র রুটি দিলেন, কেননা সেই স্থানে অন্য রুটি ছিল না, কেবল তা তুলে নেবার দিনে তপ্ত রুটি রাখার জন্য যে দর্শন-রুটি মাবুদের সম্মুখ থেকে সরানো হয়েছিল, মাত্র সেই রুটিই সেখানে ছিল।

[৭] সেদিন তালুতের গোলামদের মধ্যে ইদোমীয় দোয়েগ নামে এক জন মাবুদের সাক্ষাতে দায়বদ্ধ হয়ে সেই স্থানে ছিল, সে তালুতের প্রধান পশুপালক।

[৮] পরে দাউদ অহীমেলক্‌কে বললেন, এই স্থানে আপনার কাছে কি বর্শা বা তলোয়ার নেই? কেননা রাজকার্যের ব্যস্ততায় আমি আমার তলোয়ার বা অস্ত্র সঙ্গে আনি নি। [৯] ইমাম বললেন, এলা উপত্যকায় আপনি যাকে হত্যা করেছিলেন, সেই ফিলিস্তিনী জালুতের তলোয়ারখানা আছে; দেখুন, এই এফোদের পিছনে এখানে কাপড়ে জড়িয়ে রাখা আছে; এটি যদি নিতে চান, নিন, কেননা এছাড়া আর কোন তলোয়ার এখানে নেই। দাউদ বললেন, সেটার মত তলোয়ার আর কোথায় আছে? সেটা আমাকে দিন।

[২১:৪] মথি ১২:৪।
[২১:৫] দ্বি:বি ২৩:৯-১১; ইউসা ৩:৫; ২শামু ১১:১১।
[২১:৫] ১থিষ ৪:৪।
[২১:৬] হিজ ২৫:৩০; ১শামু ২২:১০; মথি ১২:৩-৪; মার্ক ২:২৫-২৮; লূক ৬:১-৫।
[২১:৭] ১শামু ২২:৯, ২২।
[২১:৯] ১শামু ১৭:৫১।
[২১:১০] ১শামু ২৫:১৩; ২৭:২।
[২১:১১] ১শামু ১৮:৭।
[২১:১৩] জবুর ৩৪।
[২২:১] জবুর ৫৭।
[২২:২] ১শামু ২৩:১৩; ২৫:১৩; ২শামু ১৫:২০।

হযরত দাউদের গাতে পালিয়ে যাওয়া

[১০] পরে দাউদ উঠে সেদিন তালুতের ভয়ে পালিয়ে গাতের বাদশাহ্‌ আখীশের কাছে গেলেন। [১১] তাতে আখীশের গোলামেরা তাঁকে বললো, এই ব্যক্তি কি ইসরাইল দেশের বাদশাহ্‌ দাউদ নয়? লোকেরা কি নাচতে নাচতে তার বিষয়ে সমস্বরে গেয়ে বলে নি,

"তালুত মারলেন হাজার হাজার,
আর দাউদ মারলেন অযুত অযুত"?

[১২] আর দাউদ সে কথা মনে রাখলেন এবং গাতের বাদশাহ্‌ আখীশকে খুব ভয় করতে লাগলেন। [১৩] আর তিনি তাদের সম্মুখে বুদ্ধির বৈকল্য দেখালেন; তিনি তাদের কাছে উন্মাদের মত ব্যবহার করতেন, দ্বারের কবাট আঁচড়াতেন ও তাঁর দাড়ির উপরে লালা ক্ষরণ হতে দিতেন। [১৪] তখন আখীশ তাঁর গোলামদের বললেন, দেখ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই লোকটা পাগল; তবে একে আমার কাছে কেন আনলে? [১৫] আমার কি পাগলের অভাব আছে যে, তোমরা একে আমার কাছে পাগলামী করতে এনেছ? এই লোকটা কি আমার বাড়িতে আসবে?

অদুল্লমে হযরত দাউদ

২২ [১] পরে দাউদ সেখান থেকে প্রস্থান করে অদুল্লম গুহাতে পালিয়ে গেলেন; আর তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল তা শুনে সেই স্থানে তাঁর কাছে নেমে গেল। [২] আর যারা নানা রকম দুঃখ-কষ্টে ভুগছিল, যারা ঋণী ও তিক্তপ্রাণ এমন সমস্ত লোক তাঁর কাছে জমায়েত হল, আর তিনি তাদের সেনাপতি হলেন; এভাবে অনুমান চার শত লোক তাঁর সঙ্গী হল।

[৩] পরে দাউদ সেখান থেকে মোয়াবের মিস্পীতে গিয়ে মোয়াবের বাদশাহ্‌কে বললেন,

২১:৪ পবিত্র রুটি। "উপস্থিতির রুটি" (৬ আয়াত; দেখুন হিজ ২৫:৩০ ও নোট), যা শরীয়ত-তাঁবুর পবিত্র স্থানে মাবুদের প্রতি ধন্যবাদের উৎসর্গ হিসাবে রাখা হতো। এই প্রতীকীর মধ্য দিয়ে বুঝানো হতো যে, মাবুদ সকলের জন্য রুটির যোগান দিয়ে থাকেন।

যদি সেই যুবকেরা কেবল স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে থাকে। যদিও কেবল মাত্র ইমামেরাই সেই রুটি খেতে পারতেন (দেখুন লেবীয় ২৪:২৯), অহিমেলক তা দাউদকে ও তাঁর লোকদের দিতে রাজী হয়েছিলেন এক শর্তে যদি তারা ধর্মীয়ভাবে পাক-পবিত্র হয়ে থাকেন (দেখুন হিজ ১৯:১৫; লেবীয় ১৫:১৮)। ঈসা মসীহ্‌ এই একটি বিষয়টি উদ্ধৃতি দিয়ে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, ধর্মীয় নিয়মকে কোন মূল শরীয়তের বিধান বলে ধরা উচিত নয় (দেখুন মথি ১২:৩-৪)। এছাড়া তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষের জীবন রক্ষা করা ও ভাল কাজ করা সব সময়েই শরীয়ত অনুসারে ভাল কাজ (দেখুন লূক ৬:৯)। এই রকম মমতার কাজ হল শরীয়তের মূল শিক্ষা যা আমাদের পালন করা উচিত।

২১:৫ সমস্ত পাত্র পবিত্র। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পৃথক আছে (দেখুন হিজ ৩:৫ আয়াত)।

২১:৯ জালুতের তলোয়ার। দেখুন ১৭:৫৪ আয়াত।

এফোদ। দেখুন ২:২৮ আয়াতের নোট।

২১:১০ বাদশাহ্‌ আখীশ। দেখুন জবুর ৩৪ এর শিরোনাম। এই নামটি হয়তো একটি ঐতিহ্যগত টাইটেল যা ফিলিস্তিনী শাসকেরা ব্যবহার করতেন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২:৩৯ আয়াতের নোট)। কয়েক শতাব্দী পরে ইক্রোনের বাদশাহ্‌র টাইটেল হিসাবে এটি দেখা যায় (আসিরিয়ার বাদশাহ্‌ এসোর হদ্দন, অশূরবানীপালের জন্যও এই টাইটেল ব্যবহার করতে দেখা যায়, এছাড়া ১৯৯৬ সালে একটি উৎকীর্ণলিপিতে এই নাম পাওয়া গেছে।)

২১:১১ দেশের বাদশাহ্‌ দাউদ নয়। ফিলিস্তিনীদের দ্বারা দাউদের এই বাদশাহ্‌ পদের উচ্চারণ হয়তো একটি জনপ্রিয় উক্তি থেকে এসেছে। কারণ তখনও ইসরাইলদের মধ্যে দাউদ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

২২:১ অদুল্লম গুহা। দেখুন ২ শামু ২৩:১৩; পয়দা ৩৮:১ এবং নোট; ইউসা ১২:১৫; ১৫:৩৫ আয়াত।

২২:২ অনুমান চার শত লোক তাঁর সঙ্গী হল। সরকারী ভাবে দাউদ একজন আইন-ভঙ্গকারী, এখন তাঁর সঙ্গে একই কারণে আরও অনেকে যোগদান করেছে, এভাবে তারা একটি সামরিক

দাউদ

দাউদ নামের অর্থ, প্রিয়জন। ইয়াসিরের অষ্টম এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, বেথেলহেম গ্রামের অধিবাসী। তাঁর মায়ের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর গায়ের রং ছিল লালচে, চোখ দু'টো ছিল চমৎকার এবং চেহারা ছিল সুদর্শন। বাল্যকালে তিনি এহুদার উঁচু ভূমিতে তাঁর পিতার ভেড়া চরাতেন। সেখানে তিনি বীণা বাজিয়ে ভেড়া চরাতেন এবং এখান থেকেই তিনি অনেক শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রথম উল্লিখিত বীরত্বের কাজ ছিল মাঠে বন্য পশুর হাত থেকে তাঁর ভেড়াগুলোকে রক্ষা করা। তিনি খালি হাতে সিংহ বা ভালুককে দাড়ি ধরে আঘাত করে মেরে ফেলতেন এবং এগুলোকে ধাওয়া করে ভেড়াগুলোকে রক্ষা করতেন, (১ শামু ১৭:৩৪-৩৫)। মাবুদের বেহেশতী নির্দেশনায় নবী শামুয়েল হঠাৎ করে বেথেলহাম গ্রামে গিয়ে দাউদকে অভিষেক করেন। দাউদের বয়স যখন ২০ বছর তখন তাঁর ফিঙ্গা দিয়ে জালুত বীরকে হারিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে মাথা কেটে নেন। দাউদের এই বীরত্বের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং এতে বাদশাহ্ তালুতের খুব হিংসা হয়। কিন্তু যোনাথনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তালুতের মৃত্যুর পর এহুদার লোকেরা তাঁকে বাদশাহ্ হিসাবে গ্রহণ করে। তিনি হেবরনে সাড়ে সাত বছর রাজত্ব করেন।

তালুতের অবশিষ্ট পুত্রের রাজত্ব ঘুচে গেলে পর দাউদ সমস্ত ইসরাইলের উপর বাদশাহ্ হিসাবে অভিষিক্ত হন এবং জেরুশালেমকে কেন্দ্র করে তাঁর রাজধানী গড়ে ওঠে। তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুকটি নতুন রাজধানী শহরে নিয়ে আসেন। দাউদ পর্যায়ক্রমে অনেক রাজ্য জয় করেন এবং তাঁর রাজ্য ও শক্তি বেড়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে মিসরের ইউফ্রেটিস নদী বরাবর সমস্ত জায়গা এবং পশ্চিমে গাজা হতে পূর্বে দামেস্কাস পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাঁর অধীনে চলে আসে (২ শামু ৮:৩-১৩; ১০:১)।

বাদশাহ্ দাউদ মহিমার উচ্চ শখরে উঠেন। কিন্তু তাঁর এই উন্নতির মাঝখানে তিনি গুনাহ্ করে বসেন এবং তাঁর চরিত্রে জেনার মত অপরাধ দেখা যায়। এই গুনাহের কারণে তার জীবনে আল্লাহ্ কর্তৃক শাস্তিও নেমে আসে। আল্লাহ্‌র সম্মুখে তিনি তাঁর গুনাহ্ স্বীকার করেন এবং এর জন্য ক্ষমা চান। একসময় তার পুত্র অবশালম তাঁর রাজত্ব কেড়ে নেয় ও তিনি পালিয়ে বেড়ানো ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবার তা ফিরে পান ও অবশালোম মারা পড়ে। তাঁর জীবনের শেষ সময়ে তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে তা নিয়ে রাজপ্রাসাদে কানাঘুষা ও ষড়যন্ত্র চলে। শেষ পর্যন্ত সোলায়মানকে বাদশাহ্ হিসেবে অভিষেক দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়। ৪০ বছর ৬ মাস রাজত্ব করার পর ৭০ বছর বয়স দাউদ মারা যান এবং তাঁকে দাউদ নগরে দাফন করা হয় (২ শামু ৫:৫; ১ খান্দান ৩:৪)। তাঁর কবর এখনও সিয়োন পাহাড়ে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ইসরাইলের মহান বাদশাহ্ এবং ঈসা মসীহের পূর্বপুরুষ।
- ইবরানী ১১ অধ্যায়ে ঈমানে বীরদের তালিকায় তাঁর কথা লেখা আছে।
- অল্লাহ্ নিজেই বলেছেন যে, 'দাউদ আমার মনের মত মানুষ'।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলগুলো:

- তিনি বেৎশেবার সঙ্গে ব্যভিচারের মত গুনাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন।
- বেৎশেবার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে হত্যা করেছেন।
- লোক-গণনার মত কাজ করে সরাসরি মাবুদের হুকুমের অমান্য করেছেন।
- তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের তাঁর শাসনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সততার পথে চলতে ইচ্ছা করা ও ভুলগুলো স্বীকার করা হল প্রথম পদক্ষেপ আল্লাহ্ পক্ষে কাজ করা।
- মাবুদের ক্ষমা পাওয়া মানে এই নয় যে, আমরা যে পাপ করি তার শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাই।
- আল্লাহ্ মাবুদ খুব বেশী করেই তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ নির্ভরত আশা করেন ও চান যেন আমরা তাঁর এবাদত করি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** বেথেলহাম, জেরুশালেম
- **কাজ:** রাখাল, বাদক, কবি, সৈন্য ও বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: ইয়াসি, স্ত্রী: এদের মধ্যে রয়েছে মীখল, অহিনোয়াম, বেৎশেবা, অবীগল, পুত্র: এদের মধ্যে রয়েছে অবশালোম, অম্নোন, শলোমন, আদোনীয়, কন্যা: তামর, সাত জন ভাই।
- **সমসাময়িক:** তালুত, যোনাথন, শামুয়েল ও নাথন

মূল আয়াত: "আর এখন, হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমিই আল্লাহ্, তোমারই কালাম সত্য, আর তুমি তোমার গোলামের কাছে এই মঙ্গলযুক্ত ওয়াদা করেছ। অতএব মেহেরবানী করে তোমার গোলামের কুলকে দোয়া কর; তা যেন তোমার সম্মুখে চিরকাল থাকে; কেননা হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমি নিজেই এই কথা বলেছ; আর তোমার দোয়ায় এই গোলামের কুল চিরকাল দোয়াযুক্ত থাকুক" (২ শামুয়েল ৭:২৮, ২৯)।

বাদশাহ্ দাউদের কথা ১ শামুয়েল ১৬ - ১বাদশাহ্ ২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এছাড়া, তাঁর কথা আমোস ৬:৫; মথি ১:১, ৬: ২২: ৪৩-৪৫; লূক ১:৩২; প্রেরিত ১৩:২২; রোমীয় ১:৩; ইবরানী ১১:৩২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরজ করি, আল্লাহ্‌ আমার প্রতি কি করবেন, তা
যে পর্যন্ত আমি না জানতে পারি, ততদিন আমার
পিতা-মাতা এসে আপনাদের কাছে থাকুন।
[৪] পরে তিনি তাঁদের মোয়াবের বাদশাহ্‌র কাছে
রাখলেন; আর যতদিন দাউদ সেই অজ্ঞাত স্থানে
থাকলেন, ততদিন তাঁরা ঐ বাদশাহ্‌র সঙ্গে বাস
করলেন। [৫] পরে গাদ নবী দাউদকে বললেন,
তুমি আর এই দুর্গম স্থানে থেকো না, প্রস্থান করে
এহুদা দেশে যাও। তখন দাউদ যাত্রা করে হেরৎ
বনে উপস্থিত হলেন।

তালুতের হুকুমে ইমামদের হত্যা করা

[৬] পরে তালুত শুনতে পেলেন যে, দাউদ ও
তাঁর সঙ্গীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই সময়ে
তালুত বল্লম হাতে গিবিয়ায়, রামাস্থ ঝাউ গাছের
তলে বসে ছিলেন এবং তাঁর চারদিকে তাঁর সমস্ত
গোলাম দাঁড়িয়ে ছিল। [৭] তখন তালুত নিজের
চারদিকে দণ্ডায়মান তাঁর গোলামদের বললেন, হে
বিন্‌ইয়ামীনীয়েরা শোন। ইয়াসির পুত্র কি
তোমাদের প্রত্যেক জনকেই ক্ষেত ও আঙ্গুরের
বাগান দেবে? সে কি তোমাদের সকলকেই
সহস্রপতি ও শতপতি করবে? [৮] এজন্য তোমরা
সকলে কি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছ?
ইয়াসিরের পুত্রের সঙ্গে আমার পুত্র যে নিয়ম
করেছে, তা কেউ আমাকে জানাও নি; এবং
আমার পুত্র আজকের মত আমার বিরুদ্ধে ঘাঁটি
বসাবার জন্য আমার গোলামকে যে উস্কিয়ে
দিয়েছে, এতেও তোমাদের মধ্যে কেউ আমার
জন্য দুঃখিত হও নি বা আমাকে তা জানাও নি।
[৯] তখন ইদোমীয় দোয়েগ– যে তালুতের
গোলামদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে জবাবে
বললো, আমি নোবে অহীটূবের পুত্র
অহীমেলকের কাছে ইয়াসির পুত্রকে যেতে
দেখেছিলাম। [১০] সেই ব্যক্তি তার জন্য মাবুদকে
জিজ্ঞাসা করেছিল ও তাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়েছিল
এবং ফিলিস্তিনী জালুতের তলোয়ারখানা তাকে
দিয়েছিল।
[১১] তখন বাদশাহ্‌ লোক পাঠিয়ে অহীটূবের
পুত্র ইমাম অহীমেলক ও তাঁর সমস্ত পিতৃ-
কুলকে, নোব-নিবাসী ইমামদের ডাকালেন। আর
তাঁরা সকলে বাদশাহ্‌র কাছে আসলেন। [১২] তখন
তালুত বললেন, হে অহীটূবের পুত্র, শোন। তিনি
জবাব দিলেন, হে আমার মালিক, দেখুন, এই
আমি। [১৩] তালুত তাঁকে বললেন, তুমি ও
ইয়াসিরের পুত্র আমার বিরুদ্ধে কেন চক্রান্ত
করলে? সে যেন আজকের মত আমার বিরুদ্ধে
ঘাঁটি বসায়, সেজন্য তুমি তাকে রুটি ও
তলোয়ার দিয়েছ এবং তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে
জিজ্ঞাসা করেছ।
[১৪] অহীমেলক বাদশাহ্‌কে উত্তর করলেন,
আপনার সমস্ত গোলামের মধ্যে কে দাউদের মত
বিশ্বস্ত? তিনি তো বাদশাহ্‌র জামাতা, আপনার
গুপ্ত মন্ত্রণা জানবার অধিকারী ও আপনার বাড়ির
মধ্যে এক জন সম্মানিত লোক। [১৫] আমি কি
এই প্রথমবার তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা
করেছি? কখনই নয়; বাদশাহ্‌ আপনার এই
গোলাম ও আমার সমস্ত পিতৃকুলকে দোষ
দেবেন না, কেননা আপনার গোলাম এই
বিষয়ের কম বা বেশি কিছুই জানে না। [১৬] কিন্তু
বাদশাহ্‌ বললেন, হে অহীমেলক, তোমাকে ও
তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে মরতে হবে। [১৭] তখন
বাদশাহ্‌ তাঁর চারদিকে দণ্ডায়মান সৈন্যদেরকে

[২২:৪] পয়দা ১৯:৩৭।
[২২:৫] ২শামু ২৪:১১; ১খান্দান ২১:৯; ২৯:২৯; ২খান্দান ২৯:২৫।
[২২:৬] কাজী ৪:৫।
[২২:৭] দ্বিঃবি ১:১৫।
[২২:৮] ১শামু ১৮:৩।
[২২:৯] ১শামু ২১:৭।
[২২:১০] পয়দা ২৫:২২; ১শামু ২৩:২।
[২২:১৪] ১শামু ১৯:৪।
[২২:১৬] ১শামু ২:৩১।
[২২:১৭] হিজ ১:১৭।

শক্তির উন্নয়ন করছেন যারা পরবর্তীতে তাঁকে বাদশাহ্‌ হবার ব্যাপারে ও তাঁকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে (দেখুন ১৪:৫২ আয়াতের নোট)।

২২:৩ ততদিন আমার পিতা-মাতা এসে আপনাদের কাছে থাকুন। দাউদের সঙ্গে মোয়াবের বাদশাহ্‌র ঐক্য গড়ে উঠেছিল কারণ তালুত মোয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন (দেখুন ১৪:৪৭) এবং দাউদের বড় দাদী রূত ছিলেন একজন মোয়াবীয়া (দেখুন রূত ৪:৫, ১৩, ২২)।

২২:৪ অজ্ঞাত স্থানে। খুব সম্ভবত কোন নির্দিষ্ট দুর্গ, কিন্তু এটি এমন কোন জায়গা যেখানে সহজেই লুকিয়ে থাকা যায় (দেখুন ২৩:১৪; ২ শামু ৫:১৭; ২৩:১৪)।

২২:৫ গাদ নবী। এখন বাদশাহ্‌র দেওয়া উপাধী দেওয়া একজন নবীও এখন তাঁর জন্য কাজ করছেন। পরে একজন ইমামও তাঁর কাছে আসবেন (২০ আয়াত) এবং তাঁকে ভবিষ্যতে বাদশাহ্‌ হিসাবে উৎসাহ দেবেন– তারা সবাই তালুতের ব্যবস্থাপনা ত্যাগ করে দাউদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। দাউদের সঙ্গে একজন নবীর যোগ দেওয়া এখানে প্রথম বার দেখা যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে তিনি বায়তুল মোকাদ্দসের সঙ্গীত পরিচালনায় দাউদকে সাহায্য করতেন (দেখুন ২ খান্দান ২৯:২৫), যিনি দাউদের রাজত্বের ইতিহাস লিখেছেন (দেখুন ১ খান্দান ২৯:২৯) এবং এক সময়ে তিনি দাউদের বিরোধিতাও করেছেন যখন তিনি লোক গণনার মত কাজ করে গুনাহ্‌ করেছেন (দেখুন ২ শামু ২৪:১১-২৫)।

হেরৎ বন। এহুদার পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত।

গিবিয়া। দেখুন ১০:৫ আয়াতের নোট।

২২:৭ বিন্‌ইয়ামীনীয়েরা। বাদশাহ্‌ তালুত ছিলেন বিনইয়ামীন বংশের লোক (৯:১-২; ১০:২১), তিনি তার বংশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিজেকে শক্তিশালী করতে চাইছেন। দাউদ ছিলেন এহুদা বংশের লোক (দেখুন ১৬:১; ২ শামু ২:৪ আয়াত)।

তোমাদের প্রত্যেক জনকেই ক্ষেত ও আঙ্গুরের বাগান দেবে? এখানে তালুত তাই করছেন যে, বিষয়ে নবী শামুয়েল তাঁকে সাবধান করেছিলেন– তিনি অন্যান্য জাতির বাদশাহ্‌দের মত হবেন (দেখুন ৮:১৪)। এখানে তার কাজ মাবুদের চুক্তির যে রাজপদ তার সঙ্গে খাপ খায় না (দেখুন ৮:৭; ১০:২৫ আয়াতের নোট)।

সহস্রপতি ও শতপতি। দেখুন ৮:১২ আয়াত।

২২:১০ সেই ব্যক্তি তার জন্য মাবুদকে জিজ্ঞাসা করেছিল। দেখুন ২১:১ আয়াতের নোট।

BACIB
International Bible CHURCH

বললেন, তোমরা ফিরে দাঁড়াও, মাবুদের এই
ইমামদের হত্যা কর: কেননা এরাও দাউদকে
সাহায্য করে এবং তার পলায়নের কথা জেনেও
আমাকে জানায় নি; কিন্তু মাবুদের ইমামদের
আক্রমণ করতে বাদশাহ্‌র গোলামেরা সম্মত হল
না। ১৮ পরে বাদশাহ্‌ দোয়েগকে বললেন, তুমি
ফিরে এই ইমামদের আক্রমণ কর। তখন
ইদোমীয় দোয়েগ ফিরে দাঁড়াল ও ইমামদের
আক্রমণ করে সেই দিনে মসীনা-সূতার এফোদ
পরা পঁচাশী জনকে হত্যা করলো। ১৯ পরে সে
ইমামদের নোব নগরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত
করলো; সে স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকা ও
স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, গাধা ও সমস্ত ভেড়া
তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করলো।
২০ ঐ সময়ে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের
একটি মাত্র পুত্র রক্ষা পেলেন; তাঁর নাম
অবিয়াথর; তিনি দাউদের কাছে পালিয়ে গেলেন।
২১ অবিয়াথর দাউদকে এই সংবাদ দিলেন যে,
তালুত মাবুদের ইমামদের হত্যা করেছেন।
২২ দাউদ অবিয়াথরকে বললেন, ইদোমীয়
দোয়েগ সে স্থানে থাকাতে আমি সেই দিনই
বুঝেছিলাম যে, সে নিশ্চয়ই তালুতকে সংবাদ
দেবে। আমিই তোমার পিতৃকুলের সমস্ত প্রাণীর
হত্যার কারণ। ২৩ তুমি আমার সঙ্গে থাক, ভয়
পেয়ো না; কেননা যে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা
করছে, সে তোমারও প্রাণনাশের চেষ্টা করছে;
কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি নিরাপদ থাকবে।

কিয়ীলা নগরের উদ্ধার

২৩ ১ আর লোকেরা দাউদকে এই সংবাদ
দিল, দেখ, ফিলিস্তিনীরা কিয়ীলার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আর খামারগুলোর শস্য লুটে
নিচ্ছে। ২ তখন দাউদ মাবুদের কাছ জিজ্ঞাসা
করলেন, আমি কি গিয়ে ঐ ফিলিস্তিনীদের
আক্রমণ করবো? মাবুদ দাউদকে বললেন, যাও,
সেই ফিলিস্তিনীদের আক্রমণ কর ও কিয়ীলা রক্ষা
কর। ৩ দাউদের লোকেরা তাঁকে বললো, দেখুন,
আমাদের এই এহুদা দেশে থাকাই ভয়ের বিষয়;

[২২:১৮] ১শামু ২:১৮, ৩১।
[২২:১৯] ১শামু ২১:১।
[২২:২০] ১শামু ২৩:৬, ৯; ৩০:৭; ২শামু ১৫:২৪; ২০:২৫; ১বাদশা ১:৭; ২:২২, ২৬, ২৭; ৪:৪; ১খান্দান ১৫:১১; ২৭:৩৪।
[২২:২২] ১শামু ২১:৭।
[২২:২৩] ১শামু ২০:১।
[২৩:১] শুমারী ১৮:২৭; কাজী ৬:১১।
[২৩:২] ১শামু ২২:১০; ৩০:৮; ২শামু ২:১; ৫:১৯, ২৩; জবুর ৫০:১৫।
[২৩:৪] ১শামু ৯:১৬।
[২৩:৬] ১শামু ২২:২০।
[২৩:৭] জবুর ৩১:২১।
[২৩:৯] ১শামু ২২:২০।
[২৩:১৩] ১শামু ২২:২।

সেখানে কিয়ীলাতে ফিলিস্তিনীদের সৈন্যদের
বিরুদ্ধে যাওয়া আরও কত না ভয়ের বিষয়?
৪ তখন দাউদ পুনর্বার মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা
করলেন; আর মাবুদ জবাবে বলেন, উঠ,
কিয়ীলাতে যাও, কেননা আমি ফিলিস্তিনীদের
তোমার হাতে তুলে দিব। ৫ তখন দাউদ ও তাঁর
লোকেরা কিয়ীলাতে গেলেন এবং ফিলিস্তিনীদের
সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পশুগুলো নিয়ে আসলেন,
আর তাদের মহা আয়োজনে সংহার করলেন;
এভাবে দাউদ কিয়ীলা-নিবাসীদের রক্ষা
করলেন।
৬ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর যখন
কিয়ীলাতে দাউদের কাছে পালিয়ে যান, তখন
তিনি একটি এফোদ নিয়ে এসেছিলেন। ৭ পরে
দাউদ কিয়ীলাতে এসেছেন, এই সংবাদ পেয়ে
তালুত বললেন, আল্লাহ্‌ তাকে আমার হাতে
তুলে দিয়েছেন, কেননা দ্বার ও অর্গলযুক্ত নগরে
প্রবেশ করাতে সে আবদ্ধ হয়েছে। ৮ পরে দাউদ
ও তাঁর লোকদেরকে অবরোধ করার জন্য তালুত
যুদ্ধার্থে কিয়ীলাতে যাবার জন্য সমস্ত লোককে
ডাকলেন। ৯ দাউদ জানতে পারলেন যে, তালুত
তাঁর বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করছেন, তাই তিনি
ইমাম অবিয়াথরকে বললেন, এফোদটা এখানে
নিয়ে এসো। ১০ পরে দাউদ বললেন, হে মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, তালুত আমার জন্য
কিয়ীলাতে এসে এই নগর উচ্ছিন্ন করার চেষ্টা
করছেন, তোমার গোলাম আমি এই কথা শুনতে
পেলাম। ১১ কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি তাঁর হাতে
আমাকে তুলে দেবে? তোমার গোলাম আমি
যেরকম শুনলাম, সেভাবে তালুত কি আসবেন?
হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, আরজ করি,
তোমার গোলামকে তা বল। মাবুদ বললেন, সে
আসবে। ১২ দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ীলার
গৃহস্থেরা কি আমাকে ও আমার লোকদের
তালুতের হাতে তুলে দেবে? মাবুদ বললেন,
তুলে দেবে। ১৩ তখন দাউদ ও তাঁর লোকেরা
অনুমান ছয় শত লোক, উঠে কিয়ীলা থেকে বের

২২:১৭ তার পলায়নের কথা জেনেও আমাকে জানায় নি। ইমামগণ এই বিষয়ে কতটুকু জানতেন তা পরিস্কার নয়। দাউদ নিজে তাদের তা বলেন নি (দেখুন ২১:২-৩,৮ আয়াত)।

২২:১৮ মসীনা-সূতার এফোদ। দেখুন ২:১৮ আয়াতের নোট।

২২:১৯ নোব নগরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। এভাবে ইমাম আলীর বংশের বিরুদ্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করলো (দেখুন ২:৩১ আয়াত ও নোট)।

২২:২০ একটি মাত্র পুত্র ... অবিয়াথর ... পালিয়ে গেলেন। দেখুন ৫ আয়াত। অবিয়াথর মহা-ইমামের এফোদ তার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন (দেখুন ২৩:৬) এবং এর ফলে তিনি দাউদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলেন (দেখুন ২৩:২ এবং নোট; এছাড়া দেখুন ২৩:৪, ৯; ৩০:৭-৮; ২ শামু ২:১; ৫:১৯, ২৩)। তিনি মহা-ইমাম হিসাবে সোলায়মানের রাজত্ব পর্যন্ত বহাল ছিলেন। পরে অদনীয়ের বিদ্রোহের সঙ্গে তার যোগসাযোগের জন্য এই পদ থেকে তাকে বহিস্কার করা হয় (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২:২৬-২৭)।

২৩:১ কিয়ীলা। অদুল্লম থেকে তিন মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত।

২৩:২, ৪ মাবুদের কাছ জিজ্ঞাসা করলেন। দাউদের পক্ষে মহা-ইমাম অবিয়াথর উরীম ও তুম্মীম এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞেস করেছেন (দেখুন ৬,৯ আয়াতের নোট ও ২:২৮ আয়াত)।

২৩:৫ কিয়ীলা-নিবাসীদের রক্ষা করলেন। আল্লাহ্‌ এই কাজে তালুতকে ব্যবহার না করে দাউদকে ব্যবহার করেছেন কারণ দাউদই হলেন ইসরাইলের রক্ষাকারী "রাখাল"– সুতরাং দাউদ আবারও তালুতের "মেষদের" রক্ষা করেন।

২৩:৯ এফোদটা এখানে নিয়ে এসো। দেখুন ২ আয়াতের নোট।

হয়ে যে যেখানে যেতে পারল, গেল; আর
তালুতকে যখন বলা হল যে, দাউদ কিয়ীলা
থেকে পালিয়ে গেছে তখন তিনি আর সেখানে
গেলেন না। ১৪ পরে দাউদ মরু-ভূমিতে নানা
সুরক্ষিত স্থানে বাস করলেন, সীফ মরুভূমিতে
পাহাড়ী অঞ্চলে রইলেন। আর তালুত প্রতিদিন
তাঁর খোঁজ করলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর হাতে
তাঁকে তুলে দিলেন না।

হযরত দাউদের খোঁজে বাদশাহ্ তালুত

১৫ আর দাউদ দেখলেন যে, তালুত আমার
প্রাণনাশের চেষ্টায় বের হয়ে এসেছেন। সেই
সময় দাউদ সীফ মরুভূমিতে বনে ছিলেন।
১৬ আর তালুতের পুত্র যোনাথন হরেশে দাউদের
কাছে গিয়ে মাবুদের মধ্য দিয়ে তাঁর হাত
শক্তিশালী করলেন। ১৭ আর তিনি তাঁকে
বললেন, ভয় করো না, আমার পিতা তালুতের
হাতে তুমি ধরা পড়বে না, আর তুমি ইসরাইলের
উপরে বাদশাহ্ হবে এবং আমি তোমার দ্বিতীয়
হব, এই কথা আমার পিতা তালুতও জানেন।
১৮ পরে তাঁরা দু'জন মাবুদের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির
করলেন। আর দাউদ হরেশেই থাকলেন কিন্তু
যোনাথন নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। ১৯ পরে
সীফীয়েরা গিবিয়াতে তালুতের কাছে গিয়ে
বললো, দাউদ কি আমাদের কাছে যিশীমোনের
দক্ষিণে হখীলা পাহাড়ের হরেশের কোন সুরক্ষিত
স্থানে লুকিয়ে নেই?
২০ অতএব হে বাদশাহ্! নেমে আসার জন্য
আপনার প্রাণ যেভাবে চায়, সেভাবে নেমে
আসুন; বাদশাহ্‌র হাতে তাকে তুলে দেওয়া
আমাদের কাজ। ২১ তালুত বললেন, মাবুদ
তোমাদের দোয়া করুন, কেননা তোমরা আমার
প্রতি কৃপা করলে। ২২ তোমরা যাও, আরও
সন্ধান করে জেনে নাও, দেখ তার পা রাখার স্থান
কোথায়? আর সেখানে তাকে কে দেখেছে?
কেননা দেখ, লোকে আমাকে বলেছে, সে ভীষণ
চালাক। ২৩ অতএব যে সমস্ত গুপ্ত স্থানে সে
লুকিয়ে থাকে, তার কোন্ স্থানে সে আছে, তা
দেখ, লক্ষ্য কর, পরে আমার কাছে আবার নিশ্চয়
সংবাদ নিয়ে এসো, আসলে আমি তোমাদের
সঙ্গে যাব; সে যদি দেশে থাকে তবে আমি
এহুদার সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তার সন্ধান করবো।
২৪ তাতে তারা উঠে তালুতের আগে সীফে গেল;
কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা যিশীমোনের
দক্ষিণে অরাবায়, মায়োন মরুভূমিতে ছিলেন।
২৫ পরে তালুত ও তাঁর লোকেরা তাঁর খোঁজে
গেলেন, আর লোকেরা দাউদকে তার সংবাদ
দিলে তিনি শৈলে নেমে আসলেন এবং মায়োন
মরু মরুভূমিতে রইলেন। তা শুনে তালুত
মায়োন মরুভূমিতে দাউদের পিছনে পিছনে
তাড়া করে গেলেন। ২৬ আর তালুত পর্বতের
এক পাশে গেলেন এবং দাউদ ও তাঁর লোকেরা
পর্বতের অন্য পাশে গেলেন। আর দাউদ
তালুতের ভয়ে স্থানান্তরে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি
প্রস্তুত হলেন; কেননা তাঁকে ও তাঁর লোকদের
ধরবার জন্য তালুত তাঁর লোকদের সঙ্গে তাঁকে
বেষ্টন করেছিলেন। ২৭ কিন্তু এক দূত তালুতের
কাছে এসে বললো, আপনি শীঘ্র আসুন, কেননা
ফিলিস্তিনীরা দেশ আক্রমণ করেছে। ২৮ তখন
তালুত দাউদের পিছনে তাড়া করা বন্ধ করে
ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। এজন্য
সেই স্থানের নাম সেলা-হম্মলকোৎ [রক্ষাশৈল]
হল। ২৯ পরে দাউদ সেখান থেকে উঠে গিয়ে
ঐন্-গদীস্থ নানা সুরক্ষিত স্থানে বাস করলেন।

তালুতের প্রতি হযরত দাউদের দয়া

২৪ ১ পরে তালুত ফিলিস্তিনীদের তাড়া করা
শেষ করে ফিরে আসলে লোকে তাঁকে
এই সংবাদ দিল, দেখুন, দাউদ ঐন্‌গদীর
মরুভূমিতে আছে। ২ তাতে তালুত সমস্ত
ইসরাইল থেকে মনোনীত তিন হাজার লোক
নিয়ে বন্য ছাগলের শৈলের উপরে দাউদের ও
তাঁর লোকদের খোঁজে গেলেন। ৩ পথের মধ্যে
তিনি মেষবাথানে উপস্থিত হলেন; সেখান একটি
গুহা ছিল; আর তালুত মলত্যাগ করার জন্য
সেই গুহায় প্রবেশ করলেন; কিন্তু দাউদ ও তাঁর
লোকেরা সেই গুহার শেষ প্রান্তে বসেছিলেন।
৪ তখন দাউদের লোকেরা তাঁকে বললো, দেখুন,

[২৩:১৪] জবুর ৫৫:৭।
[২৩:১৫] ১শামু ২০:১।
[২৩:১৬] ১শামু ৩০:৬; জবুর ১৮:২; ২৭:১৪।
[২৩:১৭] ১শামু ২০:৩১।
[২৩:১৮] ১শামু ১৮:৩; ২শামু ৯:১।
[২৩:১৯] ১শামু ২৬:১।
[২৩:২১] রূত ২:২০; ২শামু ২:৫।
[২৩:২৩] পয়দা ৩১:৩৬।
[২৩:২৪] ইউসা ১৫:৫৫।
[২৩:২৬] জবুর ১৭:৯।
[২৩:২৯] ইউসা ১৫:৬২; ২খান্দান ২০:২; সোলায় ১:১৪ ১ শামু ২৪।
[২৪:১] ইউসা ১৫:৬২।
[২৪:২] ১শামু ২৬:২।
[২৪:৩] কাজী ৩:২৪।

২৩:১৩ অনুমান ছয় শত লোক। খুব তাড়াতাড়ি দাউদের লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল (দেখুন ২২:২)।

২৩:১৪ মরুভূমিতে নানা সুরক্ষিত স্থানে। যেখানে সহজে লোকেরা যেতে পারে না (দেখুন ২২:৪ আয়াতের নোট)।

সীফ মরুভূমি। এই স্থানটি দক্ষিণ হেবরনে অবস্থিত।

আল্লাহ্ তাঁর হাতে তাঁকে তুলে দিলেন না। বাদশাহ্ তালুত ৭ আয়াতে যে চিন্তা করেছেন যে, আল্লাহ্ দাউদকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন এর বিপরীতে এখানে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করছেন, তালুতের হাতে তাকে পড়তে দেন নি।

২৩:১৭ তুমি ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্ হবে। দেখুন ১৮:৪; ২০:১৩, ১৬, ৩১ আয়াতের নোট।

আমি তোমার দ্বিতীয় হব। দাউদের প্রতি যোনাথনের ভালবাসা ও ভক্তিই তাকে দাউদের পরের পদের জন্য নিজেকে ভাবতে শিখিয়েছে যেখানে কোন বিরোধিতা ও ঈর্ষার কোন চিহ্ন ছিল না (দেখুন ১৮:৩; ১৯:৪ আয়াতের নোট)। এটিই হল যোনাথন ও দাউদের শেষ সাক্ষাত। এর পরের আর কোন সাক্ষাতের ঘটনা লেখা হয় নি।

এই কথা আমার পিতা তালুতও জানেন। দেখুন ১৮:৮; ২০:৩১ আয়াতের নোট।

২৩:১৮ নিয়ম স্থির করলেন। দেখুন ১৮:৩; ২০:১৪-১৫ আয়াতের নোট।

২৩:১৯ সুরক্ষিত স্থানে। দেখুন ১৪ আয়াত ও ২২:৪ আয়াতের নোট।

২৩:২৯ ঐন্-গদী। দেখুন সোলায়মান ১:১৪ আয়াতের নোট।

এটি সেই দিন, যে দিনের বিষয়ে মাবুদ
আপনাকে বলেছেন, দেখ, আমিই তোমার
দুশমনকে তোমার হাতে তুলে দেব, তখন তুমি
তার প্রতি যা ভাল বুঝবে, তা-ই করবে। তাতে
দাউদ উঠে গোপনে তালুতের পোশাকের অগ্রভাগ
কেটে নিলেন। [৫] পরে তালুতের পোশাকের
একটি টুকরা কেটে নেওয়াতে দাউদের অন্তঃকরণ
ধুক্ ধুক্ করতে লাগল; [৬] আর তিনি তাঁর
লোকদের বললেন, আমার প্রভুর প্রতি, মাবুদের
অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি এই কাজ করতে, তাঁর
বিরুদ্ধে আমার হাত তুলতে মাবুদ আমাকে অনু-
মতি না দিন; কেননা তিনি মাবুদের অভিষিক্ত
ব্যক্তি। [৭] এরকম কথা দ্বারা দাউদ তাঁর লোকদের
নিষেধ করলেন, তালুতের বিরুদ্ধে উঠতে দিলেন
না। পরে তালুত উঠে গুহা থেকে বের হয়ে তাঁর
পথে যাত্রা করলেন।
[৮] তারপর দাউদও উঠে গুহা থেকে বের হলেন
এবং তালুতের পেছন থেকে ডেকে বললেন, হে
আমার মালিক বাদশাহ্; আর তালুত পিছনে
তাকালে দাউদ ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম
করলেন। [৯] আর দাউদ তালুতকে বললেন,
মানুষের এমন কথা আপনি কেন শোনেন যে,
দাউদ আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করছে? [১০] দেখুন,
আজ তো আপনি নিজের চোখেই দেখছেন, এই
গুহার মধ্যে মাবুদ আপনাকে আমার হাতে তুলে
দিয়েছিলেন এবং কেউ আপনাকে হত্যা করার
পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু আপনার উপরে আমার
মমতা হল, আমি বললাম, আমার প্রভুর বিরুদ্ধে
হাত তুলব না, কেননা তিনি মাবুদের অভিষিক্ত
ব্যক্তি। [১১] আর হে আমার পিতা, দেখুন; হ্যাঁ,
আমার হাতে আপনার পোশাকের এই টুক্‌রাটি
দেখুন; কেননা আমি আপনার পোশাকের
অগ্রভাগ কেটে নিয়েছি, তবুও আপনাকে হত্যা
করি নি, এতে আপনি বিবেচনা করে দেখবেন,
আমি হিংসায় বা অধর্মে হস্তক্ষেপ করি নি এবং
আপনার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করি নি; তবুও আপনি
আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছেন। [১২] মাবুদ
আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করবেন,
আপনার কৃত অন্যায় থেকে আমাকে উদ্ধার
করবেন, কিন্তু তবুও আপনার বিরুদ্ধে আমি হাত
তুলব না। [১৩] প্রাচীনদের প্রবাদে বলে, "দুষ্টদের
থেকেই নাফরমানী জন্মে," কিন্তু আমার হাত
আপনার বিরুদ্ধ যাবে না। [১৪] ইসরাইলের
বাদশাহ্ কার পিছনে বের হয়ে এসেছেন?
আপনি কার পিছনে পিছনে তাড়া করে
আসছেন? একটা মৃত কুকুরের পিছনে, একটা
ছারপোকার পিছনে? [১৫] কিন্তু মাবুদ বিচারকর্তা
হোন, তিনি আমার ও আপনার মধ্যে বিচার
করুন; আর তিনি দৃষ্টিপাতপূর্বক আমার ঝগড়া
নিষ্পত্তি করুন এবং আপনার হাত থেকে
আমাকে রক্ষা করুন।
[১৬] দাউদ তালুতের কাছে এসব কথা শেষ
করলে তালুত জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার
সন্তান দাউদ, এ কি তোমার স্বর? আর তালুত
চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। [১৭] পরে তিনি
দাউদকে বললেন, আমার চেয়ে তুমি ধার্মিক,
কেননা তুমি আমার মঙ্গল করেছ, কিন্তু আমি
তোমার অমঙ্গল করেছি। [১৮] তুমি আমার প্রতি
কেমন মঙ্গল ব্যবহার করে আসছ, তা আজ
দেখালে; মাবুদ আমাকে তোমার হাতে তুলে
দিলেও তুমি আমাকে হত্যা করলে না। [১৯] মানুষ
তাঁর দুশমনকে পেলে কি তাকে মঙ্গলের পথে
ছেড়ে দেয়? আজ তুমি আমার প্রতি যা করলে,
তার প্রতিশোধে মাবুদ তোমার মঙ্গল করুন।
[২০] এখন দেখ, আমি জানি, তুমি অবশ্যই
বাদশাহ্ হবে, আর ইসরাইলের রাজ্য তোমার
হাতে অটুট থাকবে। [২১] অতএব এখন মাবুদের
নামে আমার কাছে কসম কর যে, তুমি আমার পরে

[২৪:৪] ১শামু ২৫:২৮-৩০।
[২৪:৫] ১শামু ২৬:৯; ২শামু ২৪:১০।
[২৪:৬] পয়দা ২৬:১১; ১শামু ১২:৩।
[২৪:৮] ১শামু ২০:৪১।
[২৪:৯] ১শামু ২৬:১৯।
[২৪:১১] পয়দা ৩১:৩৬; ১শামু ২৬:২০।
[২৪:১২] পয়দা ১৬:৫; ১শামু ২৫:৩৮; আইউ ৯:১৫।
[২৪:১৩] মথি ৭:২০।
[২৪:১৪] ১শামু ১৭:৪৩।
[২৪:১৫] পয়দা ১৬:৫।
[২৪:১৫] জবুর ২৬:১; ৩৫:২৪; ৪৩:১; ৫০:৪; ৫৪:১; ১৩৫:১৪।
[২৪:১৬] ১শামু ২৬:১৭।
[২৪:১৭] হিজ ৯:২৭।
[২৪:১৮] ১শামু ২৬:২৩।
[২৪:১৯] রূত ২:১২; ২খান্দান ১৫:৭।
[২৪:২০] ১শামু ২০:৩১।

২৪:৪ এটি সেই দিন, যে দিনের বিষয়ে মাবুদ আপনাকে বলেছেন। এখানে এই বিষয়ে বেহেশতী প্রকাশের পূর্বের কোন রেকর্ড নেই যে, বিষয়টি দাউদের লোকেরা তুলে ধরেছে। হয়তো তালুতের পরিবর্তে দাউদকে অভিষেক করা হয়েছিল সেটার ভিত্তিতেই তারা এই ব্যাখ্যা করেছে (দেখুন ১৬:১৩-১৪), অথবা দাউদকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাকে তালুতের হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং পরিশেষে তিনি বাদশাহ্ হবেন তার থেকেই তারা এই ধারণা পেয়েছে (দেখুন ২০:১৪-১৫; ২৩:১৭)।

পোশাকের অগ্রভাগ কেটে নিলেন। খুব সম্ভবত দাউদ প্রতীকীভাবে তালুতকে হতাশ করে তুলছেন তার রাজকীয় কতৃত্বের ব্যাপারে এবং তার পরিবর্তে তিনি সেই কর্তৃত্ব নিজের দিকে নিচ্ছেন (দেখুন ১১ আয়াত; এছাড়া ১৫: ২৭-২৮; ১৮:৪ আয়াত দেখুন)।

২৪:৬ মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি এই কাজ করতে। দেখুন ১০; ২৬:৯, ১১, ১৬, ২৩; ২ শামু ১:১৪, ১৬ আয়াত। তালুতের রাজত্ব ও রাজপদ যেহেতু তাঁর অভিষেকের দ্বারা মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, সেইজন্য দাউদ নিজের হাতে তা তালুতের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান নি বরং তিনি চেয়েছেন যেন মাবুদ যিনি তাঁকে এই পদ দিয়েছিলেন তিনিই যেন তা কেড়ে নেন (দেখুন ১২, ১৫; ২৬:১০ আয়াত)।

২৪:১১ হে আমার পিতা। দেখুন তালুতও দাউদকে "আমার পুত্র" বলে সম্বোধন করেছেন (১৬)। দাউদ এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করেছেন কারণ হয়তো (১) তালুত দাউদের শশুর ছিলেন (দেখুন ১৮:২৭)। অথবা (২) বাদশাহ্ ও তার অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকলে পর সেই ঘনিষ্ঠতা বুঝাবার জন্য এই রকম উপমামূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়।

২৪:১৪ মৃত কুকুরের। দেখুন ২ শামু ৯:৮ আয়াত।

ছারপোকার। দেখুন ২৬:২০ আয়াতের নোট।

২৪:১৬ তালুত চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। সাময়িকভাবে তালুত দাউদের প্রতি তার অন্যায় কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন (২৬:২১) কিন্তু এর কিছু পরেই আবার তিনি তার আগের অবস্থানে ফিরে এসে দাউদকে হত্যা করতে উদ্যত হন (দেখুন ২৬:২)।

BACIB International Bible CHURCH

আমার বংশ উচ্ছিন্ন করবে না ও আমার পিতৃকুল
থেকে আমার নাম লোপ করবে না। ২২ তখন দাউদ
তালুতের কাছে কসম করলেন। পরে তালুত বাড়ি
চলে গেলেন, কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা সুরক্ষিত
স্থানে উঠে গেলেন।

হযরত শামুয়েলের মৃত্যু

২৫ ১ পরে শামুয়েলের মৃত্যু হল এবং সমস্ত
ইসরাইল একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য শোক
করলো, আর রামায় তাঁর বাড়িতে তাঁকে দাফন
করা হল। পরে দাউদ পারণ মরুভূমিতে গমন
করলেন।
২ সেই সময়ে মায়োনে এক ব্যক্তি ছিল,
কর্মিলে তার বিষয়-আশয় ছিল; সে খুব ধনবান
ছিল; তার তিন হাজার ভেড়া ও এক হাজার ছাগী
ছিল। সেই ব্যক্তি কর্মিলে তাঁর ভেড়াগুলোর লোম
ছাঁটাই করছিল। ৩ সেই পুরুষের নাম নাবল ও
তার স্ত্রীর নাম অবীগল; ঐ স্ত্রী সুবুদ্ধি ও সুদর্শনা
ছিল, কিন্তু ঐ পুরুষটি কঠিন ও নীচমনা ছিল; সে
কালুতের বংশজাত।
৪ আর নাবল তার ভেড়াগুলোর লোম ছাঁটাই
করছে, দাউদ মরুভূমিতে থাকবার সময়ে এই
কথা শুনলেন। ৫ পরে দাউদ দশ জন যুবককে
পাঠালেন; দাউদ সেই যুবকদের বললেন, তোমরা
কর্মিলে নাবলের কাছে যাও এবং আমার নামে
তাকে শুভেচ্ছা জানাও; ৬ আর তাকে এই কথা
বল, চিরজীবী হোন; আপনার কুশল, আপনার
বাড়ির কুশল ও আপনার সর্বস্বের কুশল হোক।
৭ সম্প্রতি আমি শুনলাম, আপনার কাছে লোম
ছাঁটাইকারীরা আছে; ইতোমধ্যে আপনার ভেড়ার
রাখালরা আমাদের সঙ্গে ছিল, আমরা তাদের
অপকার করি নি; এবং যতদিন তারা কর্মিলে
ছিল ততদিন তাদের কিছু হারায়ও নি।
৮ আপনার যুবকদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা
আপনাকে বলবে; অতএব এই যুবকদের প্রতি
আপনার অনুগ্রহের দৃষ্টি হোক, কেননা আমরা শুভ
দিনে এলাম। আরজ করি, আপনার গোলামদের
ও আপনার পুত্র দাউদকে আপনার হাতে যা
উঠে, দান করুন।
৯ তখন দাউদের যুবকরা গিয়ে দাউদের নাম
করে নাবলকে সেসব কথা বললো, পরে তারা
চুপ করে রইলো। ১০ নাবল উত্তরে দাউদের
গোলামদের বললো, দাউদ কে? ইয়াসির পুত্র
কে? এই সময়ে অনেক গোলাম তাদের
মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।
১১ আমি কি আমার রুটি, পানি ও আমার ভেড়ার
লোম ছাঁটাইকারীদের জন্য যেসব পশু মেরেছি,

[২৪:২১] পয়দা ২১:২৩; ৪৭:৩১; ১শামু ১৮:৩; ২শামু ২১:১-৯।
[২৪:২২] ১শামু ২৩:২৯ ১ ঝধসঁবষ ২৫।
[২৫:১] লেবীয় ১০:৬; দ্বি:বি ৩৪:৮।
[২৫:২] ইউসা ১৫:৫৫।
[২৫:৩] মেসাল ৩১:১০।
[২৫:৬] জবুর ১২২:৭; মথি ১০:১২।
[২৫:৮] নহি ৮:১০।
[২৫:১০] কাজী ৯:২৮।
[২৫:১১] কাজী ৮:৬।

২৪:২১ আমার বংশ উচ্ছিন্ন করবে না। দেখুন ২০:১৪-১৫ আয়াতের নোট।

২৪:২২ সুরক্ষিত স্থানে উঠে গেলেন। যেখানে যাওয়া খুব সহজ নয় (২২:৪)। আগের অভিজ্ঞতা থেকে দাউদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তালুতের এই যে মন পরিবর্তন সেটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়াটা সঠিক হবে না।

২৫:১ লেখক শুরুতেই দাউদ-নাবলের দৃশ্যাবলী দিয়ে শুরু করেছেন যখন ইসরাইল দেশে দাউদ তাঁর একজন প্রধান রক্ষককে (শামুয়েলকে) হারিয়েছেন (দেখুন ১৯:১৮-২৪) এবং এমন একটি ধারণ দিয়ে এটি শেষ হয়েছে যে, দাউদ তার স্ত্রী মীখলকেও হারিয়েছেন যিনি রাজ পরিবারে তাঁর রক্ষক ছিলেন (দেখুন ১৯:১১-১৭)। ইতিমধ্যে তিনি এমন একজন স্ত্রী লাভ করেছেন যার জ্ঞান অহীথোফলকেও হার মানায় (দেখুন ২ শামু ১৬:২৩)। যিনি সেই দুই জন স্ত্রীদের মধ্যে একজন যাদের যোগাযোগ এহুদার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে। এই ঘটনার বিবরণে দেখা যায় কিভাবে দাউদ নাবালের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন যা ছিল একটি জ্ঞানপূর্ণ কাজ, অপর দিকে তিনি যখন হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রীকে গ্রহণ করেন তা ছিল কত বোকামীর কাজ (২ শামু ১১ অধ্যায়)।

সমস্ত ইসরাইল একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য শোক করলো। শামুয়েল ইসরাইলের মধ্যে একজন স্বীকৃত ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঐশতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে ইসরাইলকে নিয়ে আসার জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছেন (৮-১২ অধ্যায়)। এই রকম নেতৃত্ব হারানোটা ছিল একটি বড় শোকের বিষয় যেরকম শোক তারা পালন করেছেন যখন ইসরাইলের বড় বড় ব্যক্তিত্ব ইন্তেকাল করেছেন, যেমন– ইয়াকুব (পয়দা ৫০:১০), হারুন (শুমারী ২০:২৯) এবং মূসা (দ্বি:বি: ৩৪:৮)।

রামা। দেখুন ৭:১৭ এবং ১:১ এর নোট।

২৫:২ প্রাচীন কালে প্রায়ই ধন-সম্পত্তি বলতে সাধারণভাবে তাদের পশুপালকে বুঝাতো (দেখুন পয়দা ১২:১৬; ১৩:২)।

২৫:৩ ঐ স্ত্রী সুবুদ্ধি ও সুদর্শনা ছিল, কিন্তু ঐ পুরুষ কঠিন ও নীচমনা ছিল। এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত নাবলের বোকামী বা অজ্ঞানতা এবং এর বিপরীতে তার স্ত্রী অবীগলের জ্ঞান ও সুবুদ্ধির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্যের রেখা টানা হয়েছে।

কালুতের বংশজাত। কালুতের বংশের লোকেরা (দেখুন শুমারী ১৪:২৪) কেনান দেশ বিজয়ের পরে হেবরনে বসতি স্থাপন করেছিল (দেখুন ইউসা ১৪:১৩)। যেহেতু কালুতের নামের মানে হল "কুকুর" তাই নাবলকে কুকুরের মত এবং একজন অজ্ঞান হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই তাকে মৃত কুকুর হিসাবে দেখানো হবে (দেখুন ২ শামু ৯:৮)। মাবুদ আল্লাহ্‌ দাউদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে অন্যায়কারীকে শাস্তি দিয়ে এর প্রতিশোধ দেবেন। এই চিহ্নটি খুবই শক্তিশালী কারণ মাবুদ একই ভাবে দাউদের বিরুদ্ধে তালুতের করা গুনাহের একই ভাবে শাস্তি দেবেন (দেখুন ২৪:১২, ১৫), তাই বাদশাহ্‌কে আর "মৃত কুকুরের" পিছনে ধাওয়া করার কারণ নেই (২৪:১৪), কিন্তু কোন এক সময় তিনি নিজেই এই রকম বোকামীর কাজ করে বসেন!

২৫:৪ লোম ছাঁটাই। মেষদের লোম ছাঁটাই প্রকৃতপক্ষে মেষপালকদের জন্য একটি উৎসবের সময় (দেখুন ৮ আয়াত, ২ শামু ১৩:২৩-২৪)।

২৫:৮ আপনার হাতে যা উঠে, দান করুন। দাউদ ও তাঁর লোকেরা এতদিন ধরে নাবলের মেষ পাল শত্রুর আক্রমণ ও চুরির হাত থেকে রক্ষা করেছে তার জন্য তিনি কিছু চেয়েছেন– যখন সময়টি তার জন্য মঙ্গলের সময় (দেখুন ১৫-১৬, ২১)।

২৫:১০ ইয়াসিরের পুত্র। দেখুন ২০:২৭, ৩০-৩১ আয়াত।

BACIB
International Bible
CHURCH

তাদের গোশ্‌ত নিয়ে অজ্ঞাত কোন স্থানের
লোকদের দেব? ১২ তখন দাউদের লোকজন মুখ
ফিরিয়ে নিজেদের পথে চলে এল এবং তাঁর কাছে
ফিরে এসে ঐ সমস্ত কথা তাঁকে বললো।
১৩ তখন দাউদ তাঁর লোকদের বললেন, তোমরা
প্রত্যেকে তলোয়ার বাঁধ। তাতে তাঁরা প্রত্যেকে
নিজ নিজ তলোয়ার বাঁধল এবং দাউদও তাঁর
তলোয়ার বাঁধলেন। পরে দাউদের পিছনে পিছনে
চার শত লোক গেল এবং দ্রব্য সামগ্রী রক্ষা করার
জন্য দুই শত লোক রইলো।
১৪ ইতোমধ্যে যুবকদের এক জন নাবলের স্ত্রী
অবীগলকে সংবাদ দিয়ে বললো, দেখুন, দাউদ
আমাদের মালিককে শুভেচ্ছা জানাতে মরুভূমি
থেকে দূতদের পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের
অপমান করেছেন। ১৫ অথচ সেই লোকেরা
আমাদের পক্ষে বড়ই ভাল ছিল; যখন আমরা
মাঠে ছিলাম, তখন যতদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম
ততদিন আমাদের অপকার হয় নি, কিছু হারায়ও
নি। ১৬ আমরা যত দিন তাদের কাছে থেকে
ভেড়া রক্ষা করছিলাম, তারা দিনরাত আমাদের
চারদিকে প্রাচীরস্বরূপ ছিল। ১৭ অতএব এখন
আপনার কি কর্তব্য তা বিবেচনা করে বুঝুন,
কেননা আমাদের মালিক ও তাঁর সমস্ত কুলের
বিরুদ্ধে অমঙ্গল স্থির হয়েছে; কিন্তু তিনি এমন
পাষণ্ড যে, তাঁকে কোন কথা বলতে পারা যায়
না।
১৮ তখন অবীগল শীঘ্র দুই শত রুটি, দুই কুপা
আঙ্গুর-রস, পাঁচটা প্রস্তুত ভেড়া, পাঁচ কাঠা ভাজা
শস্য, এক শত তাল শুকনো আঙ্গুর ফল ও দুই
শত ডুমুর-চাক নিয়ে গাধার উপরে চাপাল।
১৯ আর সে তাঁর ভৃত্যদের বললো, তোমরা
আমার আগে আগে চল, দেখ, আমি তোমাদের
পিছনে যাচ্ছি। কিন্তু সে তাঁর স্বামী নাবলকে তা
জানাল না। ২০ পরে সে গাধার পিঠে চড়ে
পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছিল, ইতোমধ্যে
দেখ, দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে তার সম্মুখে

[২৫:১৩] ১শামু ২২:২।
[২৫:১৩] শুমারী ৩১:২৭।
[২৫:১৪] ১শামু ১৩:১০।
[২৫:১৬] হিজ ১৪:২২; আইউ ১:১০; জবুর ১৩৯:৫।
[২৫:১৭] দ্বি:বি ১৩:১৩; ১শামু ২০:৭।
[২৫:১৮] লেবীয় ২৩:১৪; ১শামু ১৭:১৭।
[২৫:১৯] পয়দা ৩২:২০।
[২৫:২১] জবুর ১০৯:৫।
[২৫:২২] রূত ১:১৭।
[২৫:২৩] পয়দা ১৯:১; ১শামু ২০:৪১।
[২৫:২৪] ২শামু ১৪:৯।
[২৫:২৫] মেসাল ১২:১৬; ১৪:১৬; ২০:৩; ইশা ৩২:৫।
[২৫:২৬] ইব ১০:৩০।
[২৫:২৭] পয়দা ৩৩:১১।
[২৫:২৮] ২শামু ১৪:৯।

নেমে আসলেন, তাতে সে তাঁদের সম্মুখে গিয়ে
পড়লেন। ২১ দাউদ বলেছিলেন, মরুভূমিস্থিত
ওর সমস্ত বস্তু আমি বৃথাই পাহারা দিয়েছি যাতে
ওর যা কিছু সেখানে আছে তার কিছুই চুরি না
হয়। কিন্তু সে উপকারের পরিবর্তে আমার
অপকার করেছে। ২২ যদি আমি ওর সম্পর্কীয়
পুরুষদের মধ্যে এক জনকেও রাত প্রভাত পর্যন্ত
জীবিত রাখি, তবে আল্লাহ্‌ যেমন দাউদের
দুশমনদের প্রতি করেন তার চেয়েও বেশি দণ্ড
দাউদকে দেন।
২৩ পরে অবীগল দাউদকে দেখামাত্র
তাড়াতাড়ি গাধা থেকে নেমে দাউদের সম্মুখে
ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে সালাম করলেন।
২৪ আর তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, হে আমার
মালিক, আমার উপরে, আমারই উপরে এই
অপরাধ বর্তুক। আরজ করি, আপনার বাঁদীকে
আপনার কাছে কথা বলবার অনুমতি দিন; আর
আপনি আপনার বাঁদীর কথা শুনুন। ২৫ আরজ
করি, আমার প্রভু সেই পাষণ্ড অর্থাৎ নাবলকে
গণনার মধ্যে ধরবেন না; তার যেমন নাম, সেও
তেমনি। তার নাম নাবল (মূর্খ), তার অন্তরে
মধ্যে রয়েছে মূর্খতা। কিন্তু আপনার এই বাঁদী
আমি আমার মালিকের প্রেরিত যুবকদের দেখি নি।
২৬ অতএব হে আমার প্রভু, জীবন্ত মাবুদের
কসম ও আপনার জীবিত প্রাণের কসম, মাবুদই
আপনাকে রক্তপাতে লিপ্ত হতে ও তাঁর হাতে
প্রতিশোধ নিতে বারণ করেছেন, কিন্তু আপনার
দুশমনেরা ও যারা আমার মালিকের অনিষ্ট চেষ্টা
করে, তারা নাবলের মত হোক। ২৭ এখন
আপনার বাঁদী প্রভুর জন্য এই যে উপহার
এনেছে, তা আমার অনুসরণকারী যুবকদের
দিতে হুকুম দিন। ২৮ আরজ করি, আপনার
বাঁদীর অপরাধ মাফ করুন, কেননা মাবুদ
নিশ্চয়ই আমার মালিকের কুল স্থির করবেন;
কারণ মাবুদেরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করছেন,
সারা জীবন আপনাতে কোন অনিষ্ট দেখা যাবে

২৫:১৭ তিনি এমন পাষণ্ড। দেখুন দ্বি:বি: ১৩:১৩ আয়াতের নোট।

তাঁকে কোন কথা বলতে পারা যায় না। এই একই কারণে নাবল অনেকটা বাদশাহ্‌ তালুতের মত (দেখুন ২০:২৭-৩০)।

২৫:১৮ রুটি, ... আঙ্গুর-রস, ... ভেড়া, ... ভাজা শস্য, ... আঙ্গুর ফল ... ডুমুর-চাক। বাদশাহ্‌র জন্য রাজভোগ। প্রধানত ১১ আয়াতে নাবলের জন্য যে আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে এই ভোজ তার মতই।

২৫:১৯ সে তাঁর স্বামী নাবলকে তা জানাল না। ঠিক যেমনটা মীখল তালুতের প্রতি করেছিল (১৯:১১-১৭)।

২৫:২২ তার চেয়েও বেশি দণ্ড দাউদকে দেন। দেখুন ৩:১৭ আয়াত। দাউদ এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিজেকে বেঁধেছিলেন যে, যদি নাবলের বাড়ির প্রত্যেকটা পুরুষকে হত্যা না করে এর প্রতিশোধ না নেন তবে যেন মাবুদ দাউদকে দণ্ড দেন। এভাবে নাবলের পরিবার ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন।

২৫:২৪ আপনার বাঁদী। অবীগল দাউদের কাছে তার নিবেদন তুলে ধরেন ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে (সে তার উপর নাবলের দোষ নিচ্ছে না), যেমন তিনি এর পরেও দ্বিতীয়বার নিজেকে সমর্পণ করেছেন (২৮ আয়াত)। নাবল যে কঠিন ব্যবহার দাউদের প্রতি করেছে তার বিপরীতে অবীগল খুবই সমর্পণমূলক ব্যবহার করেছে।

২৫:২৫ সেই পাষণ্ড। দেখুন ১৭ আয়াত এবং এর নোট। এছাড়া দ্বি:বি: ১৩:১৩ আয়াত দেখুন। সে তার নামের মতই মূর্খ। প্রাচীন কালে একজন লোকের নামের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃতি ও চরিত্র প্রকাশ পেত।

২৫:২৬ জীবন্ত মাবুদের কসম ও আপনার জীবিত প্রাণের কসম। দেখুন ১৪:৩৯,৪৫ আয়াতের নোট।

২৫:২৮ মাবুদ নিশ্চয়ই আমার মালিকের কুল স্থির করবেন।

না। ২৯ মানুষ আপনাকে তাড়না ও প্রাণনাশের
চেষ্টা করলেও আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে
আমার মালিকের প্রাণ জীবন-সিন্দুকে বন্ধ
থাকবে, কিন্তু আপনার দুশমনদের প্রাণ তিনি
ফিঙ্গার পাথর ছুঁড়বার করার মতই ছুঁড়ে ফেলে
দেবেন। ৩০ মাবুদ আমার মালিকের বিষয়ে যে
সমস্ত মঙ্গলের কথা বলেছেন, তা যখন সফল
করবেন, আপনাকে ইসরাইলের উপরে
নেতৃত্বপদে নিযুক্ত করবেন, ৩১ তখন অকারণে
রক্তপাত করাতে কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য
আমার মালিকের শোক বা হৃদয়ে বিঘ্ন জন্মাবে
না। আর যখন মাবুদ আমার মালিকের মঙ্গল
করবেন, তখন আপনার এই বাঁদীকে স্মরণ
করবেন।
৩২ পরে দাউদ অবীগলকে বললেন,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ ধন্য হোন, যিনি আজ
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তোমাকে প্রেরণ
করলেন। ৩৩ আর ধন্য তোমার সুবিচার এবং
ধন্য তুমি, কারণ আজ তুমি রক্তপাত করার হাত
থেকে ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার হাত
থেকে আমাকে নিবৃত্ত করলে। ৩৪ কারণ তোমার
ক্ষতি করতে যিনি আমাকে বারণ করেছেন,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ সেই জীবন্ত মাবুদের কসম,
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যদি তুমি শীঘ্র না
আসতে, তবে নাবলের সম্পর্কীয় পুরুষদের মধ্যে
এক জনও প্রভাত পর্যন্ত জীবিত থাকতো না।
৩৫ পরে দাউদ আপনার জন্য আনা ঐ সমস্ত দ্রব্য
তার হাত থেকে গ্রহণ করে তাকে বললেন, তুমি
সহিসালামতে ঘরে যাও; দেখ, আমি তোমার
আবেদন শুনে তোমার অনুরোধ গ্রাহ্য করলাম।
৩৬ পরে অবীগল নাবলের কাছে ফিরে এল;
আর দেখ, রাজভোজের মত তার বাড়িতে ভোজ
হচ্ছিল এবং নাবল প্রফুল্লচিত্ত ছিল, সে ভীষণ
মাতাল হয়ে পরেছিল; এজন্য অবীগল রাত
প্রভাতের আগে ঐ বিষয়ের অল্প বা বেশি কিছুই
তাকে বললো না। ৩৭ কিন্তু খুব ভোরে নাবলের
মাতলামী দূর হলে তার স্ত্রী তাকে সব কথা
জানাল; তখন তার অন্তর ম্রিয়মাণ হল এবং সে
পাথরের মত হয়ে পড়লো। ৩৮ আর দিন দশেক
পরে মাবুদ নাবলকে আঘাত করাতে তার মৃত্যু
হল।
৩৯ পরে নাবলের মৃত্যু হয়েছে, এই কথা শুনে
দাউদ বললেন, মাবুদ ধন্য হোন, তিনি নাবলের
হাতে আমার দুর্নাম-বিষয়ক ঝগড়া নিষ্পত্তি
করলেন এবং তাঁর গোলামকে অনিষ্ট কাজ
থেকে রক্ষা করলেন; আর নাবলের অন্যায় মাবুদ
তারই মাথায় বর্তালেন। পরে দাউদ লোক
পাঠিয়ে অবীগলকে বিয়ে করার প্রস্তাব তাকে
জানালেন। ৪০ দাউদের গোলামেরা কর্মিলে
অবীগলের কাছে গিয়ে তাকে বললো, দাউদ
আপনাকে বিয়ের জন্য নিয়ে যেতে আপনার কাছ
আমাদের পাঠিয়েছেন। ৪১ তখন সে উঠে ভূমিতে
উবুড় হয়ে বললো, দেখুন, আপনার এই বাঁদী
আমার প্রভুর গোলামদের পা ধোয়াবার বাঁদী।
৪২ পরে অবীগল শীঘ্র উঠে গাধার পিঠে চড়ে তার
পাঁচ জন অনুচরী যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে দাউদের
দূতদের পিছনে গেল। সেখানে গিয়ে সে
দাউদের স্ত্রী হল। ৪৩ আর দাউদ যিষ্রিয়েলীয়া

[২৫:২৮] ১শামু ২৪:১১।
[২৫:২৯] ১শামু ২০:১।
[২৫:৩০] ১শামু ১২:১২; ১৩:১৪।
[২৫:৩১] ২শামু ৩:১০।
[২৫:৩২] পয়দা ২৪:২৭।
[২৫:৩৫] পয়দা ১৯:২১।
[২৫:৩৬] মেসাল ২০:১; হেদা ১০:১৭; ইশা ৫:১১, ২২; ২২:১৩; ২৮:৭; ৫৬:১২; হোশেয় ৪:১১।
[২৫:৩৭] হিজ ১৫:১৬।
[২৫:৩৮] দ্বি:বি ৩২:৩৫; ১শামু ২৪:১২; ২৬:১০; ২শামু ৬:৭; ১২:১৫।
[২৫:৪২] ২শামু ২:২; ৩:৩; ১খান্দান ৩:১।
[২৫:৪৩] ২শামু

যখন এই ধারণা করা হচ্ছিল যে, মাবুদ বাদশাহ্‌ তালুতের পরিবর্তে তার জায়গায় দাউদকে বাদশাহ্‌ করবেন তখন সেই ধারণাটি সাধারণ লোকদের কাছে প্রচারিত হয়েছিল। সেজন্য এখানে অবীগলের যে ভাষ্য তাতে দাউদের কুলের প্রতি মাবুদের যে পরিকল্পনা তা প্রকাশ পেয়েছে।

মাবুদেরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করছেন। দাউদ যে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন সেই বিষয়টি অবীগল অবহিত ছিল, সেইজন্য তিনি এখানে নিজের সম্মান অর্জনের চেষ্টা না করে মাবুদকে গৌরব দিচ্ছেন (দেখুন ১৭:২৬, ৪৫-৪৭; ১৮;১৭)।

আপনাতে কোন অনিষ্ট দেখা যাবে না। দেখুন ৩৯ আয়াত। অবীগল এখানে দাউদের সততার কথা প্রকাশ করছেন বিশেষ ভাবে এখন তিনি মাবুদের জন্য যেভাবে যুদ্ধ করছেন ও ভবিষ্যতে তিনি যে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন (দেখুন ৩০-৩১ আয়াত)।

২৫:২৯ আমার মালিকের প্রাণ জীবন-সিন্দুকে বন্ধ থাকবে। কোন মূল্যবান জিনিষ ভালভাবে বেধে প্যাকেট করে সাবধানে কোন সিন্দুকে রাখার এই যে প্রতীকের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে অবীগল দাউদকে নিশ্চিয়তা দিয়েছেন যে, মাবুদ তাঁর জীবন সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

ফিঙ্গার পাথর ছুঁড়বার করার মতই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। এই কথা খুব তাড়াতাড়িই সত্যি হবে যখন নাবল এই "ফিঙ্গার পাথরের মত" হবে (৩৭ আয়াত)।

২৫:৩০ নেতৃত্বপদ। দেখুন ৯:১৬ আয়াত।

২৫:৩১ অকারণে রক্তপাত। দেখুন ২৮ আয়াত ও এর নোট।

২৫:৩২-৩৪ ২১-২১ আয়াতে দাউদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে তাঁর কথাগুলো এবং এখানে অবীগলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত পুরো ঘটনাকে একটি একটি সুতায় বেধে রাখে এবং জ্ঞানবতী অবীগলের এখানে যে ভূমিকা তা বড় করে প্রকাশ করেছে।

২৫:৩২ তোমাকে প্রেরণ করলেন। দাউদ স্বীকার করলেন যে, অবীগলের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাত প্রকৃতপক্ষে মাবুদই নিয়ন্ত্রণ করছেন (দেখুন ৩৯ আয়াত)।

২৫:৩৩ তোমার সুবিচার। দেখুন ৩ আয়াত ও এর নোট।

২৫:৩৬ রাজভোজের মত তার বাড়িতে ভোজ হচ্ছিল। দেখুন মেসাল ৩০:২১-২২ আয়াত। রাজকীয় ভোজের মত ভোজের কথা বলে লেখক এখানে নাবলকে বাদশাহ্‌ তালুতের মত করেই প্রকাশ করেছেন।

২৫:৩৭ সে পাথরের মত হয়ে পড়লো। তখন তার আর কোন মানুষিক অনুভূতি ছিল না (সে একজন নাবল; দেখুন ২৫ আয়াত ও নোট), সে পাথরের মতই অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়েছিল।

২৫:৪২ সে দাউদের স্ত্রী হল। যিনি স্বীকার করেছিলেন যে, দাউদ আল্লাহ্‌ মাবুদের অভিষিক্ত, অবীগল এখন এখানে এই

অবীগল

অবীগল নামের অর্থ, পিতা হচ্ছেন আনন্দ। তিনি একজন ভাল বোধসম্পন্ন স্ত্রীলোক ছিলেন ও দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। তিনি রুক্ষ নাবালের স্ত্রী, যিনি কর্মিলে বাস করতেন (১ শামু ২৫: ৩)। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্কটকালে দূরদর্শিতার ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে নাবাল কখনও অবীগলের যোগ্য স্বামী ছিল না। অবীগল হয়তো তার জীবনে সবচেয়ে সুন্দর স্ত্রী ছিল যাকে সে অনেক পণ দিয়ে বিয়ে করেছিল, কারণ সে ধনী লোক ছিল। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধি, রূপের দিক থেকে অবীগল ছিল নাবালের অনেক উপরে। সেই কারণেই তিনি নাবালের গৃহ ও ব্যবসাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছিলেন। একদিন দাউদের লোকেরা এক শুভ দিনে নাবালের বাড়ীতে এলে নাবাল তাদের অপমান করে কিন্তু অবীগল বুঝতে পেরেছিলে যে, এই অন্যায়ের জন্য তার সামনে বড় বিপদ নেমে আসছে। তিনি দাউদের জন্য ভেট সাজিয়ে তাঁর বাঁদীদের নিয়ে ওঠে গিয়ে দাউদের কাছে গেলেন যখন দাউদও নাবালকে হত্যা করার জন্য নেমে আসছিলেন। তিনি এই মহা বিপদের হাত থেকে নাবালকে রক্ষা করেছিলেন। এই খবর নাবালের কাছে পৌঁছালে পর নাবাল ষ্টোক করে মারা যায়।

দাউদ অল্প কিছুক্ষণই তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন আর এতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি মুক্তর মতই দামী ও সুন্দর। দাউদের মন তার উপর পরে আর তাঁকে স্ত্রী হিসাবে পেতে তাঁর মনে বাসনা সৃষ্টি হয়। নাবালের মৃত্যুর পর দাউদ বিয়ের প্রস্তাব পাঠলে বুদ্ধিমতি অবীগল তাঁর প্রস্তব গ্রহণ করেন ও দাউদকে বিয়ে করেন। তিনি তাঁকে বিয়ে করে একজন আল্লাহ্‌ভক্ত লোকের আশ্রয় লাভ করেছিলেন ও বাদশাহ্ দাউদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে বাদশাহ্ দাউদের যে সন্তান হয়েছিল তার নাম ছিল কিলাব (২ শামু ৩:৩); অন্য জায়গায় তার নাম পাওয়া যায় দানিয়াল (১ খান্দান ৩:১)।

নাবালের সঙ্গে একটি ছোট্ট জীবনে বাঁধা পড়লেও তাঁর মনের মধ্যে ছিল বড় ছবি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও মনের ঔদার্যতা। দাউদকে জীবন সঙ্গী হিসাবে পেয়ে তিনি তাঁর যথাযথ মর্জাদা লাভ করেছিলেন। আজও আল্লাহ্ যার যা প্রাপ্য তা দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করে থাকেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন অনুভূতিপূর্ণ ও যোগ্য স্ত্রী।
- একজন ভাল বক্তা, অন্যকে বুঝিয়ে বলে শান্ত করার ক্ষমতা রাখেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- জীবনের কঠিন সময়েও ভাল কিছু নিয়ে আসতে সমর্থ হন।
- কোন ভাল কাজ করার জন্য কোন বড় পদবীর প্রয়োজন হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কর্মিল
- **কাজ:** গৃহিনী
- **আত্মীয়-স্বজন:** প্রথম স্বামী: নাবাল, দ্বিতীয় স্বামী: বাদশাহ্ দাউদ, পুত্র: কিলাব (দানিয়াল)
- **সমসাময়িক:** তালুত, মীখল, অহিনোয়ম

মূল আয়াত: "পরে দাউদ অবীগলকে বললেন, ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ ধন্য হোন, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তোমাকে প্রেরণ করলেন। আর ধন্য তোমার সুবিচার এবং ধন্য তুমি, কারণ আজ তুমি রক্তপাত করার হাত থেকে ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার হাত থেকে আমাকে নিবৃত্ত করলে" (১ শামুয়েল ২৫:৩২,৩৩)।

১ শামুয়েল ২৫ অধ্যায় থেকে - ২ শামুয়েল ২ অধ্যায়ে তাঁর কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া, ১ খান্দাননামা ৩:১ আয়াতেও তাঁর কাথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অহীনোয়মকেও বিয়ে করলেন; তাতে তারা
উভয়েই তাঁর স্ত্রী হল। ৪৪ কিন্তু তালুত মীখল
নামে তাঁর কন্যা দাউদের স্ত্রীকে নিয়ে গল্লীম-
নিবাসী লয়িশের পুত্র পল্‌টিকে দিয়েছিলেন।

হযরত দাউদ আবার তালুতকে দয়া করলেন

২৬ ১ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে তালুতের
কাছে গিয়ে বললো, দাউদ তো
যিশীমোনের সম্মুখস্থ হখীলা পাহাড়ে লুকিয়ে
আছে! ২ তখন তালুত উঠলেন ও সীফ
মরুভূমিতে দাউদের খোঁজে ইসরাইলের তিন
হাজার মনোনীত লোককে সঙ্গে নিয়ে সীফ
মরুভূমিতে নেমে গেলেন। ৩ আর তালুত
যিশীমোনের সম্মুখস্থ হখীলা পাহাড়ে পথের পাশে
শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু দাউদ মরুভূমিতে
অবস্থান করছিলেন; আর তিনি দেখতে পেলেন,
তালুত তাঁর পিছনে মরুভূমিতে আসছেন।
৪ তখন দাউদ গোয়েন্দা পাঠিয়ে এই কথা জানতে
পারলেন যে, তালুত সত্যিই এসেছেন। ৫ পরে
দাউদ তালুতের শিবিরের কাছে গেলেন এবং
দাউদ তালুতের ও তাঁর সেনাপতি নেরের পুত্র
অব্‌নেরের শোবার জায়গা দেখে নিলেন; তালুত
শকটমণ্ডলের মধ্যে শুয়ে ছিলেন এবং লোকেরা
তাঁর চারদিকে ছাউনি করেছিল।
৬ পরে দাউদ হিট্টিয় অহীমেলক ও সরূয়ার পুত্র
যোয়াবের ভাই অবীশয়কে বললেন, ঐ শিবিরে
তালুতের কাছে আমার সঙ্গে কে নেমে যাবে?
অবীশয় বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যাব।
৭ পরে রাতের বেলায় দাউদ ও অবীশয়
লোকদের কাছে আসলেন, আর দেখ, তালুত
শকটমণ্ডলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, তাঁর মাথার
কাছে তাঁর বর্শা ভূমিতে গাঁথা এবং চারদিকে
অব্‌নের ও সমস্ত লোক শুয়ে আছে। ৮ তখন
অবীশয় দাউদকে বললেন, আজ আল্লাহ্‌ তাঁর
দুশমনকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন;
অতএব এখন আরজ করি, বর্শা দ্বারা ওঁকে এক
আঘাতে ভূমির সঙ্গে গাঁথবার অনুমতি দিন, আমি
ওঁকে দুই বার আঘাত করবো না। ৯ কিন্তু দাউদ
অবীশয়কে বললেন, ওঁকে সংহার করো না;
কেননা মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে
হাত বাড়িয়ে নির্দোষ হতে পারে? ১০ দাউদ
আরও বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম, মাবুদই
ওকে আঘাত করবেন, কিংবা তাঁর দিন উপস্থিত
হলে তিনি মরবেন, কিংবা যুদ্ধে গিয়ে শেষ হয়ে
যাবেন। ১১ আমি যে মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তির
বিরুদ্ধে হাত তুলি, মাবুদ এমন না করুন; কিন্তু
তাঁর মাথার কাছের বর্শা ও পানির ভাঁড় তুলে
নিয়ে এসো; পরে আমরা চলে যাব। ১২ এভাবে
দাউদ তালুতের মাথার কাছ থেকে তাঁর বর্শা ও
পানির ভাঁড় নিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু কেউ তা
দেখলো না, জানলো না, কেউ জাগলও না,
কেননা সকলে ঘুমিয়ে ছিল; কারণ মাবুদ তাদের

৩:২; ১খান্দান ৩:১।
[২৫:৪৪] ২শামু ৩:১৫।
[২৬:১] ১শামু ২৩:১৯।
[২৬:২] ১শামু ২৪:২।
[২৬:৩] ১শামু ২৩:১৯।
[২৬:৫] ১শামু ১৭:৫৫।
[২৬:৬] ২শামু ২:১৮; ১০:১০; ১৬:৯; ১৮:২; ১৯:২১; ২৩:১৮; ১খান্দান ১১:২০; ১৯:১১।
[২৬:৯] পয়দা ২৬:১১; ১শামু ৯:১৬; ২শামু ১:১৪; ১৯:২১; মাতম ৪:২০।
[২৬:১০] পয়দা ১৬:৫; ১শামু ২৫:৩৮; রোমীয় ১২:১৯।
[২৬:১০] দ্বিঃবি ৩১:১৪; জবুর ৩৭:১৩।
[২৬:১২] কাজী ৪:২১।

রাজ্যে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন যখন তার স্বামী– মৃত কুকুরের মত পাষণ্ড, একটি শূন্য মদের থলি, একজন ফিঙ্গা থেকে ছুড়ে মারা পাথর– তাকে ফেলে রেখে দাউদের কাছে এসেছেন তাঁর স্ত্রী হবার জন্য। নাবলকে এমন ভাবে এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে ঠিক যেমন তালুতকে আল্লার একজন অভিষিক্ত পদ থেকে বাতিল করেছেন।

২৫:৪৩ অহীনোয়ম। দাউদের প্রথম ছেলে অম্নোন এর মা (দেখুন ২ শামু ৩:২)। তিনি যিষ্রিয়েলের অধিবাসী ছিলেন (দেখুন ২ আয়াত; ইউসা ১৫:৫৫-৫৬) যেটি কর্মিলের কাছে ছিল এবং উত্তরের একটি নগরের নামও যিষ্রিয়েল যেখানে ইসরাইলীরা ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে তাঁবু ফেলেছিল (দেখুন ২৯:১, ১১), এবং যেখানে পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ আহাব বাস করতেন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৪৫-৪৬; ২১:১) এটি সেই যিষ্রিয়েল নয়।

২৫:৪৪ মীখল। বাদশাহ্‌ তালুতের মেয়ে যিনি দাউদের স্ত্রী ছিলেন। দেখুন ১৮:২৭ আয়াত।

২৬:১ সীফীয়েরা। দেখুন ২৩:১৯; এছাড়া, ২৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

গিবিয়া। যেখানে তালুতের রাজকীয় বাসভবন ছিল (দেখুন ১০:২৬)।

২৬:২ সীফ মরুভূমি। দেখুন ২৩:১৯; দেখুন ২৩:১৪ আয়াতের নোট।

তিন হাজার। বাদশাহ্‌ তালুতের সৈন্যবাহিনী যারা তার সঙ্গে থাকত (দেখুন ২৪:২)।

২৬:৫ অব্‌নের। তালুতের চাচাতো ভাই (দেখুন ১৪:৫০) ও সৈন্য দলের সেনাপতি।

শুয়ে ছিলেন। দাউদ তালুতের ছাউনিতে এসেছিলেন যখন লোকেরা সেখানে ঘুমাচ্ছিল।

২৬:৬ হিট্টিয় অহীমেলক। হিট্টিয়রা বহুকাল ধরেই কেনান দেশে বসবাস করে আসছিল (দেখুন পয়দা ১০:১৫; পয়দা ১৫:২০; ২৩:৩-২০; দ্বিঃবিঃ ৭:১; ২০:১৭)। দাউদের সৈন্যবাহিনীতে হিট্টিয় উরিয় ছিল (দেখুন ২ শামু ১১:৬-৭; ২৩:৩৯)।

সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভাই অবীশয়। সরূয়া ছিল দাউদের বোন (১ খান্দান ২:১৬), সুতরাং অবীশয় ও যোয়াব ছিল দাউদের ভাগ্নে, এছাড়া তারা নির্ভরযোগ্য সামরিক নেতাও ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে যোয়াব দাউদের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে কাজ করেছেন।

২৬:৮ আল্লাহ্‌ তাঁর দুশমনকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। দেখুন ২৪:৪ আয়াত ও নোট।

বর্শা দ্বারা ওঁকে এক আঘাতে ভূমির সঙ্গে গাঁথবার অনুমতি দিন। ঠিক যেমন করে তালুত তার বর্শা দিয়ে দাউদকে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন (দেখুন ১৮:১১; ১৯:১০)।

২৬:৯, ১১ মাবুদের অভিষিক্ত ... নির্দোষ হতে পারে? দেখুন ২৪:৬ আয়াতের নোট।

২৬:১০, ১৬ জীবন্ত মাবুদের কসম। দেখুন ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট।

২৬:১২ বর্শা ও পানির ভাঁড়। এভাবেই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁকে হত্যা করতে চান না। কিন্তু তিনি তাঁকে এও দেখাতে চেয়েছেন যে, যে বর্শা দিয়ে তিনি একদিন

উপর গভীর ঘুম নিয়ে এসেছিলেন।
১৩ পরে দাউদ অন্য পারে গিয়ে দূরে পর্বতের
চূড়ায় দাঁড়ালেন; তাঁদের মধ্যে অনেকটা স্থান
ব্যবধান ছিল। ১৪ তখন দাউদ লোকদের ও
নেরের পুত্র অব্নেরকে ডেকে বললেন, হে
অব্নের, তুমি জবাব দেবে না? তখন অব্নের
জবাবে বললেন, বাদশাহ্‌র কাছে চেঁচাচ্ছ তুমি
কে? ১৫ দাউদ অব্নেরকে বললেন, তুমি কি
পুরুষ নও? আর ইসরাইলের মধ্যে তোমার মত
কে আছে? তবে তুমি তোমার মালিক বাদশাহ্‌কে
কেন সাবধানে রাখলে না? দেখ, তোমার মালিক
বাদশাহ্‌কে বিনষ্ট করতে লোকদের মধ্যে এক
জন গিয়েছিল। ১৬ তুমি এই কাজ ভাল কর নি।
জীবন্ত মাবুদের কসম, তোমরা মৃত্যুর সন্তান,
কেননা মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তি তোমাদের
মালিককে সাবধানে রাখ নি। তুমি একবার দেখ,
বাদশাহ্‌র মাথার কাছের বর্শা ও পানির ভাঁড়
কোথায়?
১৭ তখন তালুত দাউদের স্বর বুঝে বললেন,
হে আমার সন্তান দাউদ, এ কি তোমার স্বর?
দাউদ বললেন, হ্যাঁ, আমার মালিক মহারাজ,
এটি আমারই স্বর। ১৮ তিনি আরও বললেন,
আমার মালিক তাঁর গোলামের পিছনে কেন তাড়া
করে বেড়াচ্ছেন? ১৯ আমি কি করেছি? আমার
হাতে কি অনিষ্ট আছে? এখন আরজ করি,
আমার মালিক বাদশাহ্ তাঁর গোলামের কথা
শুনুন; যদি মাবুদ আমার বিরুদ্ধে আপনাকে
উত্তেজিত করে থাকেন, তবে তিনি কোরবানীর
সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মানুষ তা করে
থাকে, তবে তারা মাবুদের সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত

[২৬:১৭] ১শামু ২৪:১৬।
[২৬:১৮] আইউ ১৩:২৩; ইয়ার ৩৭:১৮।
[২৬:১৯] দ্বি:বি ২০:১৬; ৩২:৯; ২শামু ১৪:১৬; ২০:১৯; ২১:৩।
[২৬:২০] ইয়ার ৪:২৯; ১৬:১৬; আমোস ৯:৩।
[২৬:২১] হিজ ৯:২৭।
[২৬:২৩] ২শামু ২২:২১, ২৫; জবুর ৭:৮; ১৮:২০, ২৪।
[২৬:২৪] জবুর ৫৪:৭।
[২৬:২৫] রূত ২:১২;

হোক; কেননা আজ তারা আমাকে তাড়িয়ে
দিয়েছে, যেন মাবুদের অধিকারে আমার অংশ না
থাকে; তারা বলেছে, তুমি গিয়ে অন্য দেবতাদের
সেবা কর। ২০ অতএব মাবুদ থেকে দূরে এমন
কোন ভূমিতে যেন আমার রক্তপাত না হয়।
ইসরাইলের বাদশাহ্ একটি সামান্য ছারপোকার
খোঁজে বাইরে এসেছেন, যেমন কেউ পর্বতে তিতির
পাখির পিছনে দৌড়ে যায়।
২১ তখন তালুত বললেন, আমি গুনাহ্ করেছি;
বৎস দাউদ, ফিরে এসো; আমি আর তোমার
ক্ষতি করবো না, কেননা আজ আমার প্রাণ
তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্য হল। দেখ, আমি
নির্বোধের কাজ করেছি ও বড়ই ভ্রান্ত হয়েছি।
২২ জবাবে দাউদ বললেন, হে বাদশাহ্। এই
দেখুন, বর্শা; কোন যুবক পার হয়ে এসে এটি
নিয়ে যাক। ২৩ মাবুদ প্রত্যেককে তার ধার্মিকতা
ও বিশ্বস্ততার ফল দেবেন; বাস্তবিক মাবুদ আজ
আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু
আমি মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাত
তুলতে চাইলাম না। ২৪ অতএব দেখুন, আজ
যেমন আমার সাক্ষাতে আপনার প্রাণ মহামূল্য
হল, তেমনি মাবুদের সাক্ষাতে আমার প্রাণ
মহামূল্য হোক; আর তিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে
আমাকে উদ্ধার করুন। ২৫ পরে তালুত দাউদকে
বললেন, বৎস দাউদ, তুমি ধন্য; তুমি অবশ্য
মহৎ কাজ করবে, আর বিজয়ী হবে। পরে দাউদ
নিজের পথে চলে গেলেন আর শৌলও স্বস্থানে
ফিরে গেলেন।

তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছেন সেই বর্শা তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন। এছাড়া সীফ মরুভূমির মত গরম এলাকায় পানি যেখানে মানুষের প্রাণ সেই পানির ভাঁড় তুলে এনে তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছে করলেই তাঁর জীবন তিনি কেড়ে নিতে পারতেন।

২৬:১৯ তিনি কোরবানীর সৌরভ গ্রহণ করুন। দাউদ জানতেন যে, এমন কোন ব্যাপার নেই যেখানে আল্লাহ্ তাঁর উপর রাগ করবেন; কিন্তু যদি কোন কারণে তালুত দাউদকে মেরে ফেলতে চান আর তার পিছনে যদি আল্লাহ্‌র মদদ সত্যিই থাকে তবে দাউদ খুশি হয়েই তাঁর জীবন কোরবানী হিসাবে দেবেন (১৬:৫)– যদি এমন কোন বিষয় থাকে যা আল্লাহ্ ও দাউদের মধ্যেকার বিষয়টির মিমাংসা হওয়া প্রয়োজন তবে যেন তালুতকে ছাড়াই তিনি তা করেন।

তবে তারা মাবুদের সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হোক। সেই লোককে দাউদ মাবুদের বিচারের হাতে ছেড়ে দেন।

মাবুদের অধিকারে। দেখুন ১০:১ আয়াতের নোট। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে তালুতের বিবেকের কাছে দাউদ তাঁর আবেদন পৌঁছে দিয়েছেন যে, তাঁকে মাবুদের অধিকার ও তাঁর দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে যেন তিনি গিয়ে দেবদেবতার সেবা করেন। তাদের সেই সময়কার দৃষ্টিভংগি ছিল যে, যদি কাউকে প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে সে আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং যে দেশে থাকবে সেখানকার দেবদেবতার সেবা করবে (দেখুন ইউসা ২২:২৪-২৭ ও ১ বাদশাহ্ ৫:১৭ আয়াতের নোট)।

২৬:২০ ছারপোকার খোঁজে বাইরে এসেছেন। দেখুন ২৪:১৪ আয়াত। দাউদ তালুতকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, তালুত নিজেই নিজেকে বোকা বানাচ্ছেন কারণ তিনি মানুষের কথা শুনে একজন নির্দোষ লোককে তাড়া করে বেড়াচ্ছেন।

২৬:২১ আমি গুনাহ্ করেছি... নির্বোধের কাজ করেছি। দেখুন ২৪:১৭ আয়াত। তিনি নির্বোধের কাজ করেছেন। তালুতের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তাঁর ব্যবহার অজ্ঞান লোকের মত যেখানে কোন আল্লাহ্‌ভক্তি নেই (দেখুন ১৩:১৩; ২৫:২-৪৪ আয়াত)।

২৬:২৩ আমি মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাত তুলতে চাইলাম না। দেখুন ৯ আয়াত ও ২৪:৬ আয়াতের নোট।

২৬:২৫ তুমি ধন্য; তুমি অবশ্য মহৎ কাজ করবে, আর বিজয়ী হবে। তালুত তাঁর বিবেকের তাড়নায় সত্যি কথাই বলেছেন যে, তাঁর বাদশাহ্‌র পদ একদিন দাউদ লাভ করবেন (দেখুন ২৪:২০)।

গাৎ নগরে হযরত দাউদ

২৭ [1] পরে দাউদ মনে মনে বললেন, এর
মধ্যে কোন এক দিন আমি তালুতের
হাতে বিনষ্ট হবো। ফিলিস্তিনীদের দেশে পালিয়ে
যাওয়া ছাড়া আমার আর মঙ্গল নেই; সেখানে
গেলে তালুত ইসরাইলের সমস্ত অঞ্চলে আমার
খোঁজ করতে ক্ষান্ত হবেন এবং আমি তাঁর হাত
থেকে রক্ষা পাব। [2] অতএব দাউদ উঠে তাঁর
সঙ্গী ছয় শত লোক নিয়ে মায়োকের পুত্র আখীশ
নামক গাতের বাদশাহ্‌র কাছে গেলেন। [3] আর
দাউদ ও তাঁর লোকেরা নিজ নিজ পরিবারের
সঙ্গে গাতে আখীশের কাছে বাস করলেন,
বিশেষত দাউদ ও তাঁর দুই স্ত্রী, অর্থাৎ
যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও নাবলের বিধবা
কর্মিলীয়া অবীগল সেখানে বাস করলেন। [4] পরে
দাউদ পালিয়ে গাতে গেছেন, এই সংবাদ
তালুতের কানে আসলে তিনি আর তাঁর খোঁজ
করলেন না।
[5] পরে দাউদ আখীশকে বললেন, আমি যদি
আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে
জনপদের কোন নগরে আমাকে স্থান দিন, আমি
সেখানে বাস করবো; আপনার এই গোলাম
আপনার সঙ্গে রাজধানীতে কেন বাস করবে?
[6] তখন আখীশ সেদিন সিক্লগ নগর তাঁকে
দিলেন, এই কারণ আজও সিক্লগ এহুদার
বাদশাহ্‌দের অধিকারে আছে। [7] ফিলিস্তিনীদের
দেশে দাউদ এক বছর চার মাস থাকলেন।
[8] ঐ সময়ে দাউদ ও তাঁর লোকেরা গিয়ে
গশূরীয়, গির্ষীয় ও আমালেকীয়দের আক্রমণ
করতেন, কেননা শূর থেকে ও মিসর পর্যন্ত সমস্ত
এলাকাটায় পুরাকাল থেকে সেই জাতির
লোকেরা বাস করতো। [9] আর দাউদ সেই
দেশবাসীদের আঘাত করতেন, পুরুষ বা স্ত্রী
কাউকেও জীবিত রাখতেন না; ভেড়া, গরু, গাধা,
উট ও কাপড়-চোপড় লুট করতেন, পরে আখীশের
কাছ ফিরে আসতেন। [10] আর আজ তোমরা
কোথায় চড়াও হলে? আখীশ এই কথা জিজ্ঞাসা
করলে দাউদ বলতেন, এহুদার দক্ষিণাঞ্চলে,
কিংবা যিরহমেলীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে, অথবা
কেনীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে। [11] কিন্তু দাউদ কোন
পুরুষ কিংবা স্ত্রীকে গাতে আনবার জন্য জীবিত
রাখতেন না, বলতেন, পাছে কেউ আমাদের
বিপক্ষে এমন সংবাদ দেয়, দাউদ এই রকম
কাজ করেছেন, আর তিনি যতদিন ফিলিস্তিনীদের
জনপদে বাস করছেন, ততদিন ঐ রকম ব্যবহার
করে আসছেন। [12] আর আখীশ দাউদকে বিশ্বাস

[২৭:২] ১শামু ৩০:৯; ২শামু ২:৩।
[২৭:৩] ১শামু ২৫:৪৩।
[২৭:৬] ইউসা ১৫:৩১; ১৯:৫; ১শামু ৩০:১; ১খান্দান ১২:২০; নহি ১১:২৮।
[২৭:৭] ১শামু ২৯:৩।
[২৭:৮] হিজ ১৭:১৪; ১শামু ১৪:৪৮; ৩০:১; ২শামু ১:৮; ৮:১২।
[২৭:৯] ১শামু ১৫:৩।
[২৭:১০] ১শামু ৩০:২৯।
[২৭:১২] পয়দা ৩৪:৩০।

২৭:১ কোন এক দিন আমি তালুতের হাতে বিনষ্ট হবো। তালুতের সৈন্য বাহিনীর শক্তির কারণে দাউদ নিজের নিরাপত্তার জন্য ইসরাইল দেশের বাইরে কোন সীমানার কাছের শহরে আশ্রয়ের কথা ভাবছেন। তিনি ফিলিস্তিনীদের দেশে চলে যাবেন। দ্বিতীয়বার দাউদ ফিলিস্তিনীদের কাছে এই আশ্রয় চাইবেন (দেখুন ২১:১০-১৫)।

২৭:২ আখীশ নামক গাতের বাদশাহ্‌র। দেখুন ২১:১০ আয়াত ও নোট। এর আগেও দাউদ ফিলিস্তিন দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আখীশ তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কারণ এখন তিনি তালুতের শত্রু হিসাবে পরিচিত। এছাড়া, এই অবস্থায় তাঁকে যদি তার কাছে রাখা যায় তবে তিনি যখন সামরিক অভিযান পরিচালনা করবেন তখন সহায়ক শক্তি হিসাবে তাঁকে কাছে পাবেন (দেখুন ২৮:১)।

২৭:৩ **অহীনোয়ম।** দেখুন ২৫:৪৩ আয়াত ও অবীগলের জন্য দেখুন ২৫:৩৯-৪২ আয়াত।

২৭:৪ তিনি আর তাঁর খোঁজ করলেন না। বাদশাহ্ তালুতের এত বড় সামরিক শক্তি ছিল না যে, তিনি ফিলিস্তিনী এলাকায় গিয়ে অভিযান পরিচালনা করবেন দাউদকে ধরে আনবার জন্য। আর যেহেতু তিনি আর দেশে নেই তাই তার রাজ-সিংহাসনের প্রতি তাঁকে আর হুমকি বলে মনে করেন নি।

২৭:৫ জনপদের কোন নগরে আমাকে স্থান দিন। দাউদ একটু স্বাধীনতা চেয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর ইচ্ছামতই এদিক-সেদিক চলাচল করতে পারেন, সেজন্য জনপদের কোন গ্রামে তিনি থাকতে চেয়েছেন কারণ গাতের বাদশাহ্‌র চোখের সামনে বাস করলে তিনি হয়তো সেই সুযোগ পাবেন না। অন্যদিকে তিনি বাদশাহ্‌কে বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাজধানীতে তার সঙ্গে বাস করার মত সম্মানের অধিকারী তিনি নন।

২৭:৬ সিক্লগ। এহুদার দক্ষিণ অঞ্চলের একটি নগর (দেখুন ইউসা ১৫:৩১)। এই নগরটিকে শিমিয়োন বংশকে দেওয়া হয়েছিল (ইউসা ১৯:১-৫) এবং আশা করা হয়েছিল যে, এটি তারা অধিকার করবে (কাজী ১:১৭-১৮), তবে পরবর্তীতে এটি নগরটি ফিলিস্তিনীরা জয় করে নিয়েছিল। তবে এর পরে বাদশাহ্‌র সম্পত্তি হিসাবে এটি এহুদার অধিকারেই আছে। তালুতের মৃত্যুর পরে দাউদ সিক্লগ থেকে সরে হেবরনে আসেন (২ শামু ১:১; ২:১-৩ আয়াত)।

২৭:৮ গশূরীয়। এই জাতির লোকেরা দক্ষিণ ফিলিস্তিনী এলাকায় বাস করতো। ইসরাইলরা যখন কেনান দেশ দখল করে তখনও তারা তাদের বেদখল করতে পারে নি (দেখুন ইউসা ১৩:১-৩) এবং তবে উত্তরে জর্ডানের উপরে অংশে যে গশূরীয়রা বাস করতো এরা তাদের থেকে ভিন্ন (দেখুন ২ শামু ৩:৩; ১৩:৩৭-৩৮; দ্বি:বি: ৩:১৪; ইউসা ১২:৫)।

গির্ষীয়। পুরাতন নিয়মের অন্য কোন জায়গায় এদের উল্লেখ আর পাওয়া যায় না।

আমালেকীয়। দেখুন ১৫:২ আয়াত।

শূর। দেখুন ১৫:৭ আয়াতের নোট।

২৭:৯ পুরুষ কি স্ত্রী কাউকেও জীবিত রাখতেন না। দাউদ যে জন্য এভাবে কাজ করেছেন তার কারণ ১১ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই কাজের ফলে ইউসা যে কেনান জয় করেছেন সেই জয়কেই তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন (দেখুন ইউসা ৬:২১; ৬:১৭ আয়াত)।

২৭:১০ এহুদার দক্ষিণাঞ্চল। আক্ষরিক অর্থে "নেগেভ" মানে "শুক্‌নো" এবং এটি একটি বড় অঞ্চল ছিল, বের্‌শেবা থেকে শুরু করে সিনাই পেনেনসিলার উঁচু অঞ্চল পর্যন্ত।

যিরহমেল। যেরহমেলীয়রা ছিল এহুদা বংশের হিষ্রোণ এর গোষ্ঠীর লোক (দেখুন ১ খান্দান ২:৯, ২৫)।

কেনীয়। দেখুন ১৫:৫ আয়াতের নোট।

করে বলতেন, দাউদ নিজের জাতি ইসরাইলের কাছে নিজেকে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ করেছে; অতএব সে চিরকাল আমার গোলাম হয়ে থাকবে।

বাদশাহ্ তালুতের নৈরাশ্য

২৮
১ সেই সময়ে ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে নিজস্ব সৈন্যদল সংগ্রহ করলো। আর আখীশ দাউদকে বললেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, তোমাকে ও তোমার লোকদেরকে সৈন্যদল-ভুক্ত হয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে।
২ দাউদ আখীশকে বললেন, ভাল, আপনার এই গোলাম কি করতে পারে, তা আপনি জানতে পারবেন। আখীশ দাউদকে বললেন, ভাল, আমি তোমাকে সারা জীবনের জন্য আমার দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত করবো।

বাদশাহ্ তালুত ও ভূতের ওঝা

৩ তখন শামুয়েলের মৃত্যু হয়েছিল এবং সমস্ত ইসরাইল তাঁর জন্য শোক করেছিল এবং রামায়, তাঁর নিজের নগরে, তাঁকে দাফন করেছিল। আর তালুত ভূতের ওঝা ও গুনিনদের দেশ থেকে দূর করে দিয়েছিলেন।
৪ পরে ফিলিস্তিনীরা একত্র হল এবং এসে শূনেমে শিবির স্থাপন করলো, আর তালুত সমস্ত ইসরাইলকে জমায়েত করে গিল্‌বোয়ে শিবির স্থাপন করলেন।
৫ কিন্তু ফিলিস্তিনীদের সৈন্য দেখে তালুত ভীষণ ভয় পেলেন, তাঁর ভীষণ হৃৎকম্প শুরু হল।
৬ তখন তালুত মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু মাবুদ তাঁকে কোন জবাব দিলেন না; স্বপ্ন দ্বারাও নয়, ঊরীম দ্বারাও নয় কিম্বা নবীদের দ্বারাও নয়।
৭ তখন তালুত তাঁর গোলামদের বললেন, আমার জন্য একটি মহিলা তান্ত্রিকের খোঁজ কর; আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো। তাঁর গোলামেরা বললো, দেখুন, ঐন্‌দোরে এক জন মহিলা তান্ত্রিক আছে।
৮ তখন তালুত ছদ্মবেশ ধরলেন, অন্য পোশাক পরে ও দু'জন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং রাতে সেই মহিলার কাছে এসে বললেন, আরজ করি, তুমি আমার জন্য মন্ত্র পড়ে রূহের সঙ্গে যোগাযোগ কর, যাঁর নাম আমি তোমাকে বলবো, তাঁকে উঠিয়ে আন।

[২৮:১] ১শামু ২৯:১।
[২৮:২] ১শামু ২৯:২।
[২৮:৩] ১শামু ২৫:১।
[২৮:৪] ১শামু ৩১:১, ৩; ২শামু ১:৬, ২১; ২১:১২।
[২৮:৫] হিজ ১৯:১৬।
[২৮:৬] ইহি ২০:৩; আমোস ৮:১১; মীখা ৩:৭।
[২৮:৭] ১খান্দান ১০:১৩; প্রেরিত ১৬:১৬।
[২৮:৮] ২বাদশা ১:৩; ইশা ৮:১৯।

২৭:১২ আখীশ দাউদকে বিশ্বাস করে বলতেন। দাউদ বাদশাহ্ আখীশকে এই কথা বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, তিনি ইসরাইল দেশের বিভিন্ন সীমানায় হামলা চালান কিন্তু তিনি আসলে সেই সময়গুলোতে গশূরীয়, গির্ষীয় ও আমালেকীয়দের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতেন (দেখুন ৮ আয়াত)।

২৮:১ সৈন্যদলভুক্ত হয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে, কোন দেশে আশ্রয় পাওয়া যেত যদি তারা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য রাজী থাকতো (দেখুন ২৭;২ আয়াতের নোট)।

২৮:২ আপনার এই গোলাম কি করতে পারে, তা আপনি জানতে পারবেন। খুব সম্ভবত এটি এমন একটি উত্তর যা থেকে দুই ধরণের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

আমার দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত করবো। এটি একটি শর্তযুক্ত আশ্বাস ছিল, যদি দাউদ প্রমাণ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া যদি তিনি সত্যিই আখীশের প্রতি সমর্পিত হন এবং ভবিষ্যতে যে যুদ্ধ হবে তাতে যদি তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন তবে তাকে দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত করা হবে।

২৮:৩ শামুয়েলের মৃত্যু হয়েছিল। দেখুন ২৫:১। তালুত তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেন নি, যদিও তিনি তা করার জন্য চেষ্টা করছিলেন।

তালুত ভূতের ওঝা ও গুনিনদের দেশ থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এটা হয়তো "তাদের সকলকে মেরে ফেলা হয়েছে" - এটি বাক্যের বাগধারা বা প্রচলিত কথা, কারণ মূসার শরীয়তে তাদের মেরে ফেলবার কথাই বলা হয়েছে আর তিনি হয়তো তাই করেছেন। ভূতের ওঝা ও গুনিনদের বিষয়ে দেখুন লেবীয় ১৯:৩১; ২০:৬, ২৭; দ্বিঃবিঃ ১৮:১১ আয়াত।

২৮:৪ শূনেম। ফিলিস্তিনীরা তাদের সৈন্যদল নিয়ে বেশ দূরে উত্তরে, যিষ্রিয়েলের সমভূমি ধরে ইষাখরের এলাকায় তাঁবু ফেলেছিল (দেখুন ১৯:১৮)।

গিল্‌বোয়। গিলবোয় হল যিষ্রিয়েলের পূর্ব দিকের পাহাড়ী এলাকা যেখানে ইসরাইলীরা তাঁবু ফেলেছিল।

২৮:৫ তাঁর ভীষণ হৃৎকম্প শুরু হল। যেহেতু তিনি মাবুদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং ঐশী শাসনতন্ত্রের একজন সত্যিকারের বাদশাহ্ যেভাবে মাবুদের উপর ভরসা করে তাঁর সমস্ত কিছুর জন্য সেই ভরসার জায়গাটা তাঁর আর ছিল না বলে এত সৈন্য দেখে তাঁর ভয় লেগেছিল (দেখুন ১৭:১১ আয়াতের নোট)।

২৮:৬ মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। খুব সম্ভবত তার কাছে থাকা যে ইমামগণ ছিলেন তাদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে জানতে। কারণ তালুতের মনে হয়েছিল এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়তো তাদের সর্বনাশ হতে চলেছে তাই তিনি এই যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ্ মাবুদের ইচ্ছা কি তা জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ কখনো কখনো স্বপ্নকে তাঁর বার্তা বা ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন (দেখুন শুমারী ১২:৬-৮ এবং নোট।) এছাড়া মহা-ইমাম এই ঊরীম ব্যবহার করতেন বাদশাহ্‌র জন্য মাবুদের বার্তা জানার জন্য (দেখুন ২:২৮)। যেহেতু প্রকৃত ঊরীমটি ছিল ইমাম অবিয়াথরের কাছে এবং তিনি তখন দাউদের দলে যোগ দিয়েছিলেন (২৩:২,৬,৯,), তাই তালুত হয়তো আরেকটি ঊরীম তৈরি করে নিয়েছিলেন ইমামদের দ্বারা ব্যবহার করার জন্য। এখানে লেখক আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বার্তা পাবার তিনটি মাধ্যমের কথাই প্রকাশ করেছেন, স্বপ্ন, এফোদ এবং নবী। দাউদের কাছে তখন গাদ নামে একজন নবী ছিলেন কিন্তু নবী শামুয়েলের সঙ্গে তালুতের দূরত্ব সৃষ্টি হবার পর আর কোন নবী তালুতের জন্য কাজ করেন নি (১৫:৩৫)।

২৮:৭ একটি মহিলা তান্ত্রিকের খোঁজ কর। তালুত যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তার কি হতে যাচ্ছে তা জানার জন্য তাই তিনি তৎকালীন ভিন্ন জাতির লোকেরা যে সব বিদ্যা ব্যবহার করে তিনিও শেষ পর্যন্ত তাই করলেন। অথচ এই রকম তান্ত্রিকদের তিনি দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন আর সেটাই ছিল মূসার শরীয়তের বিধান (দেখুন লেবীয় ১৯:৩১)। তখন ঐন্‌দোরে এ রকম একজন তান্ত্রিক স্ত্রীলোক গোপনো

৯ সে স্ত্রীলোক তাঁকে বললো, দেখ, তালুত যা
করেছেন, তিনি যে তান্ত্রিক ও গুনিনদেরকে
দেশের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন করেছেন, তা নিশ্চয়ই
তোমার অজানা নেই; অতএব আমাকে হত্যা
করতে আমার বিরুদ্ধে কেন ফাঁদ পাতছ?
১০ তখন তালুত তার কাছে মাবুদের কসম খেয়ে
বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম, এজন্য তোমার
উপরে কোন দোষ আসবে না। ১১ তখন সেই
স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমার কাছে
কাকে উঠিয়ে আনবো? তিনি বললেন,
শামুয়েলকে উঠিয়ে আন। ১২ পরে সেই স্ত্রীলোক
শামুয়েলকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে
উঠলো; আর সেই স্ত্রীলোক তালুতকে বললো,
আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করলেন?
আপনিই তালুত। ১৩ বাদশাহ্ তাকে বললেন, ভয়
নেই; তুমি কি দেখছ? স্ত্রীলোকটি তালুতকে
বললো, আমি দেখছি, দেবতা ভূমি থেকে উঠে
আসছেন। ১৪ তালুত জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর
আকার কেমন? সে বললো, এক জন বৃদ্ধ
উঠছেন, তিনি পরিচ্ছদে আবৃত। তাতে তালুত
বুঝতে পারলেন, তিনি শামুয়েল, আর ভূমিতে
উবুড় হয়ে পড়ে সালাম জানালেন।
১৫ পরে শামুয়েল তালুতকে বললেন, কি জন্য
আমাকে উঠিয়ে কষ্ট দিলে? তালুত বললেন,
আমি মহাসঙ্কটে পড়েছি, ফিলিস্তিনীরা আমার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আল্লাহ্‌ও আমাকে ত্যাগ
করেছেন, আমাকে আর উত্তর দেন না, নবীদের
দ্বারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। অতএব আমার যা
কর্তব্য, তা আমাকে জানবার জন্য আপনাকে
ডেকে আনলাম। ১৬ শামুয়েল বললেন, যখন
মাবুদ তোমাকে ত্যাগ করে তোমার বিপক্ষ
হয়েছেন, তখন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর?

[২৮:৯] আইউ ১৮:১০; জবুর ৩১:৪; ৬৯:২২; ইশা ৮:১৪।
[২৮:১২] পয়দা ২৭:৩৬; ১বাদশা ১৪:৬।
[২৮:১৩] লেবীয় ১৯:৩১; ২খান্দান ৩৩:৬।
[২৮:১৪] ১শামু ১৫:২৭।
[২৮:১৫] কাজী ১৬:২০।
[২৮:১৭] ১শামু ১৫:২৮।
[২৮:১৮] দ্বি:বি ৯:৮; ১শামু ১৫:৩।
[২৮:১৯] ১শামু ৩১:২; ১খান্দান ৮:৩৩।
[২৮:২৩] ১বাদশা ২১:৪।

১৭ মাবুদ আমার মধ্য দিয়ে যেরকম বলেছিলেন,
সেরকম তাঁর জন্য করলেন; ফলত মাবুদ
তোমার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন ও
তোমার প্রতিবেশী দাউদকে দিয়েছেন।
১৮ যেহেতু তুমি মাবুদের কথা মান্য কর নি এবং
আমালেকের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড কোপ সফল কর
নি, এই কারণে আজ মাবুদ তোমার প্রতি
এরকম করলেন। ১৯ আর মাবুদ তোমার সঙ্গে
ইসরাইলকেও ফিলিস্তিনীদের হাতে তুলে
দিবেন। আগামীকাল তুমি ও তোমরা পুত্ররা
আমার সঙ্গী হবে; আর মাবুদ ইসরাইলের
সৈন্যদলকেও ফিলিস্তিনীদের হাতে তুলে দিবেন।
২০ তখন তালুত অমনি ভূমিতে লম্বমান হয়ে
পড়লেন; শামুয়েলের কথায় তিনি ভীষণ ভয়
পেলেন এবং সমস্ত দিন ও রাত অনাহারে
থাকাতে তিনি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। ২১ পরে
সেই স্ত্রীলোক তালুতের কাছে এসে দেখল যে,
তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন। তা দেখে সে বলল,
দেখুন, আপনার বাঁদী আমি আপনার কথা
রেখেছি, আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, প্রাণ
হাতে করে আপনার সেই কথা রেখেছি।
২২ অতএব আরজ করি, এখন আপনিও এই
বাঁদীর কথা রাখুন; আমি আপনার সম্মুখে কিঞ্চিৎ
খাদ্য রাখি, আপনি ভোজন করুন, তা হলে পথে
চলবার সময়ে শক্তি পাবেন। ২৩ কিন্তু তিনি
অসম্মত হয়ে বললেন, আমি ভোজন করবো না;
তবুও তাঁর গোলামেরা ও সেই স্ত্রীলোকটি
সাধাসাধি করলে তিনি তাদের কথা শুনে ভূমি
থেকে উঠে পালঙ্কে বসলেন। ২৪ তখন সে
স্ত্রীলোকের বাড়িতে একটা পুষ্ট বাছুর ছিল, আর
সে তাড়াতাড়ি সেটি জবেহ্ করলো এবং সুজি
নিয়ে ঠেসে খামিহীন রুটি প্রস্তুত করলো।

বাস করতো। শূনেম থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে সেই মহিলা থাকতো (দেখুন ৪; ইউসা ১৭:১১)।

২৮:৯ আমাকে হত্যা করতে আমার বিরুদ্ধে কেন ফাঁদ পাতছ? স্ত্রীলোকটি খুবই ভয়ে ভয়ে তার এই মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার করে যাচ্ছিল তার কাছে আসা লোকদের পক্ষে কাজ করার জন্য, কিন্তু তার খুব ভয় ছিল কখন সে তালুতের হাতে ধরা পরে কারণ এই বিষয়ে কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল (৩ আয়াত)।

২৮:১০ জীবন্ত মাবুদের কসম। দেখুন ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট।

২৮:১২ শামুয়েলকে দেখতে পেয়ে। এই দৃশ্যটি নানা ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবে খুব সম্ভবত, আল্লাহ্ সম্মতি দিয়েছিলেন যেন সত্যি সত্যি শামুয়েল নবীর রূহ্ সেই স্ত্রীলোককে দেখা দেন। যে কোন মাধ্যমই তালুত ব্যবহার করুক না কেন, ঠিক যেমন আগে নবী শামুয়েল ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক তেমনই এই মাধ্যম তালুতকে জানিয়ে দিল যে, এই যুদ্ধে তিনি মারা পড়বেন ও তাঁর রাজ-বংশের ধ্বংস হবে (১৫:২৮), কারণ মাবুদের কাছে তালুত অবিশ্বস্ত ছিলেন। তবে এখানে স্ত্রীলোকটির চিৎকার থেকে বুঝা যায় যে, যেকোন ভাবেই স্ত্রীলোকটি বুঝতে পেরেছিল, সে যার জন্য এই কাজ করছে তিনি বাদশাহ্ তালুত।

২৮:১৪ এক জন বৃদ্ধ উঠছেন, তিনি পরিচ্ছদে আবৃত। তালুত শামুয়েল নবী কি রকম কাপড় পড়তেন তা জানতে বলে তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি নবী শামুয়েল (১৫:৭)।

২৮:১৭ রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন ও তোমার প্রতিবেশী দাউদকে দিয়েছেন। দেখুন ১৫:২৮ আয়াত ও এর নোট। বাদশাহ্ তালুত অস্থির হয়ে নবী শামুয়েলের পোশাক ছিড়ে ফেলেছিলেন, এবং এটা ছিল একটি প্রতীক যে, মাবুদ তাঁর রাজ্য চিরে নেবেন (দেখুন ১৫:২৭-২৮)। দাউদ এক সময় তালুতের পোশাকের নীচের অংশ কেটে নিয়েছিলেন এবং তারও একই রকম প্রতীকী অর্থ ছিল (দেখুন ২৪:৪ আয়াতের নোট)।

২৮:১৯ আগামীকাল তুমি ও তোমরা পুত্ররা আমার সঙ্গী হবে। মৃতদের রাজ্যে তালুতের ধ্বংস নিশ্চিত করা হয়েছে, যেখানে তাদের আগমন খুব তাড়াতাড়িই ঘটবে (দেখুন ৩১:৬)।

২৮:২১ সেই স্ত্রীলোক তালুতের কাছে এসে। এই কথা থেকে বুঝা যায় যে, তালুতের যে কঠিন মতাদর্শ ছিল গুনিন বা তান্ত্রিকদের ব্যাপারে সেই অবস্থান থেকে তিনি সরে এসেছেন। সেই জন্য সেই স্ত্রীলোক তার তান্ত্রিকতা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ তালুতকে দিয়েছিল।

২৫ পরে তালুত ও তাঁর গোলামদের সম্মুখে তা
আনলো, আর তাঁরা ভোজন করলেন; পরে সেই
রাতে চলে গেলেন।

বাদশাহ্ আখীশ হযরত দাউদকে ফেরৎ পাঠালেন

২৯ ১ পরে ফিলিস্তিনীরা নিজেদের সমস্ত
সৈন্য অফেকে জমায়েত করলো এবং
ইসরাইলেরা যিষ্রিয়েলস্থ ফোয়ারার কাছে শিবির
স্থাপন করলো। ২ ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরা এক
শত-সৈন্য এবং এক হাজার-সৈন্যের দল নিয়ে
অগ্রসর হতে লাগলেন, আর সকলের শেষে
আখীশের সঙ্গে দাউদ ও তাঁর লোকেরা অগ্রসর
হলেন। ৩ তখন ফিলিস্তিনীদের নেতৃবর্গ জিজ্ঞাসা
করলেন, এই ইবরানীরা এখানে কি করে?
আখীশ জবাবে ফিলিস্তিনীদের নেতৃবর্গদের
বললেন, এই ব্যক্তি কি ইসরাইলের বাদশাহ্
তালুতের গোলাম দাউদ নয়? সে এত দিন ও
এত বছর আমার সঙ্গে বাস করছে; এবং যেদিন
আমার পক্ষ হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত
এর কোন ত্রুটি দেখি নি। ৪ তাতে ফিলিস্তিনীদের
নেতৃবর্গ তাঁর উপরে ক্রুদ্ধ হলেন, আর
ফিলিস্তিনীদের নেতৃবর্গ তাঁকে বললেন, তুমি
তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও; সে তোমার নির্ধারিত
তাঁর স্থানে ফিরে যাক, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে না
আসুক, পাছে সে যুদ্ধে আমাদের বিপক্ষ হয়;
কেননা এসব লোকের মুণ্ড ছাড়া আর কিসে সে
তাঁর মালিককে খুশি করবে? ৫ এই কি সেই
দাউদ নয়, যার বিষয়ে লোকেরা নেচে নেচে
পরস্পর গাইত, “শৌল মারলেন হাজার হাজার,
আর দাউদ মারলেন অযুত অযুত”?

[২৯:১] ইউসা ১৭:১৬; ১বাদশা ১৮:৪৫; ২১:১, ২৩; ২বাদশা ৯:৩০; ইয়ার ৫০:৫; হোশেয় ১:৪, ৫, ১১; ২:২২।
[২৯:২] ১শামু ২৮:২।
[২৯:৩] ১খান্দান ১২:১৯।
[২৯:৪] ১খান্দান ১২:১৯।
[২৯:৫] ১শামু ১৮:৭।
[২৯:৬] ১শামু ২৭:৮-১২।
[২৯:৯] ২শামু ১৪:১৭, ২০; ১৯:২৭।
[২৯:১০] ১খান্দান ১২:১৯ ১ ঋধসঁবষ ৩০।
[৩০:১] ১শামু ২৭:৬।

৬ তখন আখীশ দাউদকে ডেকে এনে
বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম, তুমি সরল লোক
এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার
গমনাগমন আমার দৃষ্টিতে ভাল, কেননা তোমার
আসার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তোমার
কোন দোষ পাই নি, তবুও ভূপালেরা তোমার
উপরে সন্তুষ্ট নন। ৭ অতএব এখন সহিসালামতে
ফিরে যাও, ফিলিস্তিনীদের ভূপালদের দৃষ্টিতে যা
মন্দ তা করো না। ৮ তখন দাউদ আখীশকে
বললেন, কিন্তু আমি কি করেছি? আজ পর্যন্ত যত
দিন আপনার সম্মুখে আছি, আপনি এই
গোলামের কি দোষ পেয়েছেন যে, আমি আমার
মালিক বাদশাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
যেতে পারব না? ৯ তাতে আখীশ জবাবে
দাউদকে বললেন, আমি জানি, আল্লাহ্‌র
ফেরেশতার মতই তুমি আমার দৃষ্টিতে উত্তম,
কিন্তু ফিলিস্তিনীদের নেতৃবর্গ বলেছেন, সেই
ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারবে না।
১০ অতএব তোমার সঙ্গে তোমার মালিকের যে
গোলামেরা এসেছে, তাদের নিয়ে খুব ভোরে
উঠো এবং আলো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান
করো। ১১ তাতে দাউদ ও তাঁর লোকেরা খুব
ভোরে উঠে ফিলিস্তিনীদের দেশে ফিরে গেলেন।
আর ফিলিস্তিনীরা যিষ্রিয়েলে গমন করলো।

হযরত দাউদ আমালেকীয়দের ধ্বংস করেন

৩০ ১ দাউদ ও তাঁর লোকেরা তৃতীয়
দিনে সিক্লগে উপস্থিত হলেন।
ইতোমধ্যে আমালেকীয়েরা দক্ষিণ অঞ্চলে ও
সিক্লগে চড়াও হয়েছিল, সিক্লগে আঘাত করে তা

২৯:১ ফিলিস্তিনীরা নিজেদের সমস্ত সৈন্য অফেকে জমায়েত করলো। যে বর্ণনাটি ২৮:২ আয়াতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এখান থেকে তা আবার শুরু হল।

অফেক। শূনেমের কাছের একটি এলাকা (২৮:৪), এটি ৪:১ আয়াতে যে নাম পাওয়া যায় তার চেয়ে ভিন্ন এলাকা (দেখুন ১ বাদশাহ্ ২০:২৬, ৩০; ২ বাদশাহ্ ১৩:১৭)।

২৯:২ ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরা। দেখুন ৫:৮ আয়াতের নোট।

২৯:৩ আজ পর্যন্ত এর কোন ত্রুটি দেখি নি। ২৭:১০-১২ আয়াতে দাউদের যে চালাকীর কথা বলা হয়েছে তাতে তিনি সত্যি খুব কৃতকার্য ছিলেন। পিলাতও ঈসা মসীহের বেলায় একই কথা উচ্চারণ করেছিলেন (লূক ২৩:৪; ইউহোন্না ১৮:৩৮)।

২৯:৪ **সে তোমার নির্ধারিত তাঁর স্থানে ফিরে যাক**। সিক্লগ (২৭:৬)। যদি তা না হয় তবে হয়তো সে যুদ্ধের সময়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। ফিলিস্তিনীরা এর আগের যুদ্ধগুলোতে এই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল (দেখুন ১৪:২১)। তারা মনে করেছিল যদি দাউদের তালুতকে খুশি করতে হয় তবে হয়তো তাদের মাথা দিয়েই তাকে খুশি করতে হবে। কারণ যুদ্ধের ট্রফি হিসাবে দাউদ গলিয়াতের মাথা কেটে নিয়েছিলেন (দেখুন ১৭:৫১; ৫:৪; ৩১:৯ আয়াতের নোট)।

২৯:৬ জীবন্ত মাবুদের কসম। দেখুন ১৪:৩৯,৪৫ আয়াতের নোট। এখানে আখীশ ইসরাইলের আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছে। এর মানে হয়তো দাউদের কাছে তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে চাইছে।

২৯:৮ আমি কি করেছি? দাউদ এখানে তাঁর মনোদুঃখের ভান করছেন যেন তিনি তাঁর ছলনার পরিকল্পনা চালিয়ে যেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই ফিরে আসাটা ছিল দাউদের বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। কিন্তু এখানে তিনি জিজ্ঞেস করছেন কেন তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারবেন না। দাউদ এখানে তাঁর যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তার অর্থ দুদিকেই হতে পারে (দেখুন ২৮:২)। এখানে তিনি যেভাবে ‘আমার মালিক বাদশাহ্‌র’ কথাটি উল্লেখ করেছেন তাত তিনি কাকে বুঝিয়েছেন– আখীশ, তালুত বা মাবুদ আল্লাহ্‌কে?

২৯:৯ আল্লাহ্‌র ফেরেশতার মতই। একটি সাধারণ উপমা (দেখুন ২ শামু ১৪:১৭ আয়াত ও এর নোট)।

২৯:১১ যিষ্রিয়েলে। এখানে ইসরাইলরা তাদের যুদ্ধের ছাউনি বা শিবির স্থাপন করেছিল (দেখুন ১ আয়াত)।

৩০:১ সিক্লগ। দেখুন ২৭:৬ আয়াত।

আমালেকীয়। দেখুন ২৭:৮ আয়াতের নোট। দাউদ ও তার সঙ্গীরা আমালেকীয়দের সঙ্গে না থাকাতে তারা একটি সুযোগ পেয়েছিল প্রতিশোধ নেবার জন্য।

দক্ষিণ অঞ্চল। আক্ষরিক অর্থে নেগেভ। দেখুন ২৭:১০ আয়াতের নোট।

আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। ২ তারা সেখানকার
সমস্ত স্ত্রীলোক ও ছোট বড় সকলকে বন্দী করে
নিয়ে গিয়েছিল; তারা কাউকেও হত্যা করে নি,
কিন্তু সকলকে নিয়ে নিজেদের পথে চলে
গিয়েছিল। ৩ পরে দাউদ ও তাঁর লোকেরা যখন
সেই নগরে উপস্থিত হলেন, দেখ, নগর আগুনে
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ও তাঁদের স্ত্রী পুত্র
কন্যাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
৪ তখন দাউদ ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা চিৎকার
করে কাঁদতে লাগলেন। শেষে তাদের কাঁদবার
শক্তিও আর রইলো না। ৫ ঐ সময়ে দাউদের দুই
স্ত্রী, যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও কর্মিলীয় নাবলের
বিধবা অবীগল বন্দী হয়েছিলেন। ৬ তখন দাউদ
ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, কারণ প্রত্যেক
জনের মন নিজ নিজ পুত্র কন্যার জন্য শোকাকুল
হওয়াতে লোকেরা দাউদকে পাথর ছুঁড়ে মারার
কথা বলতে লাগল; তবুও দাউদ তাঁর আল্লাহ্‌
মাবুদের উপর ভরসা করে নিজেকে সবল
করলেন।
৭ পরে দাউদ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর
ইমামকে বললেন, আরজ করি, এখানে আমার
কাছে এফোদ আন, তাতে অবিয়াথর দাউদের
কাছে এফোদ আনলেন। ৮ তখন দাউদ মাবুদের
কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ সৈন্যদলের
পিছনে পিছনে গেলে আমি কি তাদের নাগাল
পাব? তিনি তাঁকে বললেন, তাদের পিছনে
পিছনে তাড়া করে যাও, নিশ্চয়ই তাদের নাগাল
পাবে ও সকলকে উদ্ধার করবে। ৯ তখন দাউদ
ও তাঁর সঙ্গী ছয় শত লোক গিয়ে বিষোর স্রোতে
উপস্থিত হলে কতগুলো লোককে সেখানে রাখা
হল; ১০ কিন্তু দাউদ ও তাঁর সঙ্গী চার শত লোক
দুশমনদের পিছনে পিছনে তাড়া করে গেলেন;
কারণ দুই শত লোক ক্লান্তির জন্য বিষোর স্রোত
পার হতে না পারাতে সেই স্থানে রইলো।
১১ পরে তারা মাঠের মধ্যে এক জন
মিসরীয়কে পেয়ে তাকে দাউদের কাছে আনলো
এবং তাকে রুটি দিলে সে ভোজন করলো, আর
তারা তাকে পানি পান করতে দিল; ১২ আর তারা
ডুমুরচাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুকনো আঙ্গুর

[৩০:৩] পয়দা ৩১:২৬।
[৩০:৪] পয়দা ২৭:৩৮।
[৩০:৫] ১শামু ২৫:৪৩।
[৩০:৬] হিজ ১৭:৪; ইউ ৮:৫৯।
[৩০:৬] ১শামু ২৩:১৬; রোমীয় ৪:২০।
[৩০:৭] ১শামু ২২:২০।
[৩০:৮] ১শামু ২৩:২।
[৩০:৯] ১শামু ২৭:২।
[৩০:১২] কাজী ১৫:১৯।
[৩০:১৩] ১শামু ১৪:৪৮।
[৩০:১৪] ২শামু ৮:১৮; ১৫:১৮; ২০:৭, ২৩; ১বাদশা ১:৩৮, ৪৪; ১খান্দান ১৮:১৭; ইহি ২৫:১৬; সফ ২:৫।
[৩০:১৫] দ্বি:বি ২৩:১৫।
[৩০:১৬] লূক ১২:১৯।
[৩০:১৬] ইউসা ২২:৮।
[৩০:১৭] ১শামু ১১:১১; 2Sa ১:১।
[৩০:১৮] পয়দা ১৪:১৬।

তাকে দিল এবং তা খাওয়ার পর তার প্রাণ
সতেজ হল, কেননা তিন দিন ও তিন রাত সে
রুটি ভোজন বা পানি পান করে নি। ১৩ পরে
দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার লোক?
কোথা থেকে আসলে? সে বললো, আমি এক
জন মিসরীয় যুবক, এক জন আমালেকীয়ের
গোলাম; আজ তিন দিন হল, আমি অসুস্থ
হয়েছিলাম বলে আমার মালিক আমাকে ত্যাগ
করে চলে গেলেন। ১৪ আমরা করেথীয়দের
দক্ষিণাঞ্চলে, এহুদার অধিকারে ও কালেবের
অধিকারের দক্ষিণাঞ্চলে চড়াও হয়েছিলাম, আর
সিক্লগ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। ১৫ পরে
দাউদ তাকে বললেন, সেই দলের কাছে কি
আমাকে পৌঁছে দেবে? সে বললো, আপনি
আমার কাছে আল্লাহ্‌র নামে কসম করুন যে,
আমাকে হত্যা করবেন না, বা আমার মালিকের
হাতে আমাকে তুলে দেবেন না, তা হলে আমি
সেই দলের কাছে আপনাকে পৌঁছে দেব।
১৬ পরে যখন সে তাঁকে সেই দলের কাছে
পৌঁছে দিল, তখন তারা সমস্ত ভূমিতে ছড়িয়ে
ছিল। ভোজন পান ও উৎসব করছিল, কারণ
ফিলিস্তিনীদের দেশ ও এহুদার দেশ থেকে তারা
প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য এনেছিল। ১৭ দাউদ সন্ধ্যাকাল
থেকে পরদিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আক্রমণ
করলেন; তাদের মধ্যে এক জনও রক্ষা পেল না,
কেবল চার শত যুবক উটে চড়ে পালিয়ে গেল।
১৮ আর আমালেকীয়েরা যা কিছু নিয়ে গিয়েছিল,
দাউদ সেই সমস্ত উদ্ধার করলেন, বিশেষত
দাউদ নিজের দুই স্ত্রীকেও মুক্ত করলেন।
১৯ তাদের ছোট বা বড়, পুত্র বা কন্যা অথবা
দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি যা কিছু ওরা নিয়ে
গিয়েছিল, তার কিছুরই ত্রুটি হল না; দাউদ
সমস্তই ফিরিয়ে আনলেন। ২০ আর দাউদ সমস্ত
ভেড়ার পাল ও গরুর পাল নিলেন; এবং লোকেরা
সেগুলোকে পশু-পালের অগ্রভাগে গমন করাল,
আর বললো, এ দাউদের লুটদ্রব্য।
২১ পরে যে দুই শত লোক ক্লান্তির জন্য
দাউদের সঙ্গে যেতে পারে নি, যাদেরকে তাঁরা
বিষোর স্রোতের ধারে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের

৩০:৫ অহীনোয়ম। দেখুন ২৫:৪৩ আয়াতের নোট।
অবীগল। দেখুন ২৫:৪২ আয়াত।
৩০:৬ মাবুদের উপর ভরসা করে নিজেকে সবল করলেন। তিনি সারা জীবনই এরকম করেছেন– মাবুদ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে সাহস প্রাপ্ত হয়েছেন (দেখুন ১৭:৩৭ আয়াতের নোট)।
৩০:৭ অবিয়াথর ইমাম। দেখুন ২২:২০ আয়াতের নোট। এফোদের বিষয়ে দেখুন ২:২৮ আয়াতের নোট।
৩০:১৪ করেথীয়। তাদের নামটা সব সময় পলেথীয়দের সঙ্গে এসেছে। তারা দাউদের ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনীতে যোদ্ধা হিসাবে কাজ করতো। এই দুইটি সৈন্যদল দাউদের দেহরক্ষীর মর্যাদা লাভ করেছিল (দেখুন ২ শামু ৮;১৮ এবং নোট; ১৫:১৮; ২০:৭; ১ বাদশাহ্‌ ১:৩৮)। তাদের নাম থেকে বুঝা যায় যে, তারা হয়তো প্রকৃতপক্ষে ক্রীট দ্বীপ থেকে এসেছিল (দেখুন ইয়ার ৪৭:৪ এবং নোট)। কালুতের অধিকারের দক্ষিণাঞ্চল বলতে এখানে হেবরনের দক্ষিণ অঞ্চল বুঝিয়েছে (দেখুন ১৪:১৩)।
৩০:১৭ উটে চড়ে। আমালেকীয়দের জন্য ও অন্যান্য পূর্ব দেশীয় লোকদের জন্য এটা ছিল পর্বতের রথ। এই বাহনে করেই তারা সহজে ঐসব এলাকায় চলাচল করতো (দেখুন কাজী ৬:৩,৫ আয়াত ও ৬:৫ আয়াতের নোট)।

কাছে দাউদ আসলেন; তারা দাউদ ও তাঁর সঙ্গী
লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল; আর দাউদ
লোকদের সঙ্গে তাদের কাছে এসে কুশল
জিজ্ঞাসা করলেন। ২২ কিন্তু দাউদের সঙ্গে যারা
গিয়েছিল, তাদের মধ্যে দুষ্ট পাষণ্ডেরা সকলে
বললো, ওরা আমাদের সঙ্গে যায় নি; অতএব
আমরা যে লুটদ্রব্য উদ্ধার করেছি তা থেকে
ওদেরকে কিছুই দেব না, ওরা প্রত্যেকে কেবল
নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে চলে যাক।
২৩ তখন দাউদ জবাবে বললেন, হে আমার
ভাইয়েরা, যে মাবুদ আমাদের রক্ষা করে
আমাদের বিরুদ্ধে আগত সৈন্যদলকে আমাদের
হাতে তুলে দিলেন, তিনি আমাদের যা দিলেন তা
নিয়ে তোমরা এরকম করো না। ২৪ কেউ এই
বিষয়ে তোমাদের কথা শুনবে না। যে যুদ্ধে যায়,
সে যেমন অংশ পাবে, যে জিনিসপত্রের কাছে
থাকে, সেও তেমনি অংশ পাবে, উভয়ের সমান
অংশ হবে। ২৫ সেদিন থেকে দাউদ ইসরাইলের
জন্য এই বিধি ও শাসন স্থির করলেন, এই নিয়ম
আজ পর্যন্ত চলছে।

২৬ পরে দাউদ যখন সিক্লগে উপস্থিত হলেন,
তখন তাঁর বন্ধু এহুদার প্রাচীনদের কাছে লুণ্ঠিত
দ্রব্যের কিছু কিছু পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ,
মাবুদের দুশমনদের থেকে আনা লুণ্ঠিত দ্রব্যের
মধ্যে এগুলো তোমাদের জন্য উপহার।
২৭ বেথেল, দক্ষিণাঞ্চলস্থ রামোৎ, ২৮ যত্তীর,
অরোয়ের, শিফমোৎ, ইষ্টিমোয়, ২৯ রাখল,
যিরহমেলীয়দের সমস্ত নগর, কেনীয়দের সমস্ত
নগর, হর্ম্মা, কোর-আশন, ৩০ অথাক ও হেবরন,
যে যে স্থানে দাউদের ও তাঁর লোকদের
গমনাগমন হত, ৩১ সেসব স্থানের লোকদের
কাছে তিনি তা পাঠালেন।

তালুত ও যোনাথনের মৃত্যু

৩১ ১ ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের
সঙ্গে যুদ্ধ করলে বনি-ইসরাইলরা
ফিলিস্তিনীদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল এবং
গিল্‌বোয় পর্বতে আহত হয়ে মারা পড়তে
লাগল। ২ আর ফিলিস্তিনীরা তালুত ও তাঁর
পুত্রদের পিছনে পিছনে তাড়া করলো এবং
ফিলিস্তিনীরা যোনাথন, অবীনাদব ও মল্কীশূয়কে,
তালুতের এই পুত্রদের হত্যা করলো। ৩ পরে
তালুতের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ হল, আর
তীরন্দাজেরা তাঁর নাগল পেল; সেই
তীরন্দাজদের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আহত
হলেন। ৪ আর তালুত তাঁর অস্ত্রবাহককে
বললেন, তোমার তলোয়ার খোল, তা দিয়ে
আমাকে বিদ্ধ কর; নতুবা কি জানি, ঐ খৎনা-
না-করানো লোকেরা এসে আমাকে বিদ্ধ করে
আমার অপমান করবে। কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা
করতে চাইল না, কারণ সে ভীষণ ভয়
পেয়েছিল; অতএব তালুত নিজের তলোয়ার
নিয়ে নিজেই তার উপরে পড়লেন। ৫ আর
তালুত মারা গেছেন দেখে তাঁর অস্ত্রবাহকও তার
তলোয়ারের উপরে পড়ে তাঁর সঙ্গে মারা গেল।
৬ এইভাবে সেদিন তালুত, তাঁর তিন পুত্র, তাঁর
অস্ত্রবাহক ও তাঁর সমস্ত লোক একসঙ্গে মারা

[৩০:২৪] শুমারী ৩১:২৭; কাজী ৫:৩০।
[৩০:২৬] পয়দা ৩৩:১১।
[৩০:২৭] ইউসা ৭:২।
[৩০:২৮] শুমারী ৩২:৩৪; ইউসা ১৩:১৬।
[৩০:২৮] ১খান্দান ২৭:২৭।
[৩০:২৯] ১শামু ২৭:১০।
[৩০:৩০] শুমারী ১৪:৪৫; ২১:৩।
[৩০:৩১] শুমারী ১৩:২২; ইউসা ১০:৩৬; ২শামু ২:১।
[৩১:১] ১শামু ২৮:৪।
[৩১:২] ১শামু ২৮:১৯।
[৩১:৩] ১শামু ২৮:৪।
[৩১:৪] পয়দা ৩৪:১৪; ১শামু ১৪:৬।
[৩১:৬] ১শামু ২৬:১০।

৩০:২২ দুষ্ট পাষণ্ডেরা। দেখুন দ্বিঃ বিঃ ১৩:১৩ আয়াতের নোট।

৩০:২৩ তিনি আমাদের যা দিলেন। দেখুন ২৫:২৮ এবং নোট। দাউদ এই ধারণা একেবারেই প্রত্যাখান করেছিলেন যে, যে বিজয় তারা লাভ করেছেন তা তাদের নিজেদের শক্তিতেই লাভ করেছেন। যেহেতু মাবুদ আল্লাহ্‌ তাদের এই বিজয় দান করেছেন, তাই দাউদের কোন লোক দাবী করতে পারে না যে, আমরা যুদ্ধে গিয়েছি বলে আমাদের অধিকারই বেশি আর যারা যুদ্ধে যায় নি তারা ভাগ পাবে না।

৩০:২৪ উভয়ের সমান অংশ হবে। দেখুন হিজ ১৬:১৮ এবং নোট।

৩০:২৬ তাঁর বন্ধু এহুদার প্রাচীনদের কাছে। দাউদ যুদ্ধ জয়ের লুটের ভাগ থেকে কৃতজ্ঞতার উপহার হিসাবে এহুদায় তার যে সব বন্ধু ছিল তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরা বিভিন্ন সময়ে তালুত যখন দাউদকে আক্রমনের জন্য খুঁজে ফিরছিল তখন তারা দাউদকে সাহায্য সহযোগীতা করেছিল। এভাবে তিনি এহুদার রাজ পদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন (দেখুন ২ শামু ২:১-৪)।

৩০:২৯ যিরহমেলীয়দের। দেখুন ২৭:১০ আয়াতের নোট। আর কেনীয়দের বিষয়ে দেখুন ১৫:৬ আয়াতের নোট।

৩০:৩১ হেবরন। এহুদার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। অন্যান্য স্থানের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব হেবরনের কথা বলা হয়েছে।

৩১:১, ৮ গিল্‌বোয় পর্বত। একটি পাহাড়শ্রেণী (দেখুন ২ শামু ১:২১), দক্ষিণপূর্ব দিকে যিষ্রিয়েলের সমভূমির শেষের দিকে অবস্থিত যেটি একটি প্রধান উপত্যকা এবং এখান থেকে নীচে নেমে বৈৎশানে যাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে অন্যান্য জায়গায় এই পাহাড়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি মাত্র তালুত যেখানে মারা পড়েছিলেন সেই স্থানের কথা বলতে গিয়েই উল্লেখ করা হয়েছে (দেখুন ২ শামু ১:৬, ২১:১২)।

৩১:২ যোনাথন, অবীনাদব ও মল্কীশূয়। দেখুন ১৪:৪৯ আয়াতের নোট। তালুতের পুত্রদের মধ্যে কেবল ইশ্‌বোশত বা ইস-বাল (দেখুন ৮:৩৩; ৯:৩৯) বেঁচে ছিল। পরে অবনেরের সহযোগীতায় এবং যারা যারা এই যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরেছে তাদের নিয়ে ইশবোশত তার পিতার জায়গায় বাদশাহ্‌ হয়েছিলেন (২ শামু ২:৮-৯)।

৩১:৪ খৎনা-না-করানো লোকেরা। দেখুন ১৪:৪ আয়াতে নোট। এখানে যে অসম্মান করার কথা বলা হয়েছে তা কোন অসাধারণ কোন বিষয় ছিল না; সাধারণত যারা যুদ্ধে পরাজিত হয় তাদের নানা ভাবে অসম্মান করা হয়। এর আগে আমরা দেখেছি শামাউনকে ধরার পর তারা তাঁকে নিয়ে কিভাবে অপ-মান করেছে ও হাসি-ঠাট্টার পাত্র করেছে (দেখুন কাজী ১৬:২১-২৫)। এরকম অবস্থায় তারা তাদের নিজের অস্ত্র ব্যবহার করেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিত। শত্রুর হাতে আস্তে আস্তে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে এভাবে মরে যাওয়া ভাল মনে করতো।

৩১:৬ তাঁর সমস্ত লোক একসঙ্গে মারা পড়লেন। যে সমস্ত

BACIB
International Bible
CHURCH

পড়লেন। ৭ পরে ইসরাইলের যে লোকেরা
উপত্যকার ওপারে ও জর্ডানের ওপারে ছিল,
তারা যখন দেখতে পেল যে, বনি-ইসরাইলরা
পালিয়ে গেছে এবং তালুত ও তাঁর পুত্ররা মারা
গেছেন, তখন তারা সমস্ত নগর পরিত্যাগ করে
পালিয়ে গেল, আর ফিলিস্তিনীরা এসে সেসব
নগর মধ্যে বাস করতে লাগল।
৮ পরের দিন ফিলিস্তিনীরা নিহত লোকদের
পোশাকাদি খুলে নিতে এসে গিল্‌বোয় পর্বতে
মরে পড়ে থাকা তালুত ও তাঁর তিন পুত্রের লাশ
দেখতে পেল। ৯ তারা তাঁর মাথা কেটে ফেলল ও
সাজ-পোশাক খুলে নিল এবং তাদের দেবালয়ে
ও লোকদের মধ্যে সেই সুখবর জানবার জন্য

[৩১:৮] ২শামু ১:২০।
[৩১:৯] ২শামু ১:২০; ৪:৪।
[৩১:১০] কাজী ২:১২-১৩; ১শামু ৭:৩।
[৩১:১১] কাজী ২১:৮; ১শামু ১১:১।
[৩১:১২] পয়দা ৩৮:২৪; আমোস ৬:১০।
[৩১:১৩] ২শামু ২১:১২-১৪।

ফিলিস্তিনীদের দেশের সর্বত্র প্রেরণ করলো।
১০ পরে তাঁর সাজ-পোশাক অষ্টারোৎ দেবীদের
মন্দিরে রাখল এবং তাঁর লাশ বৈৎ-শানের
প্রাচীরে টাঙ্গিয়ে দিল। ১১ পরে যখন যাবেশ-
গিলিয়দ নিবাসীরা তালুতের প্রতি ফিলিস্তিনীদের
কৃত সেই কাজের সংবাদ পেল, ১২ তখন সমস্ত
বিক্রমশালী লোক উঠলো এবং সমস্ত রাত হেঁটে
গিয়ে তালুত ও তাঁর পুত্রদের লাশ বৈৎ-শানের
প্রাচীর থেকে নামাল, আর যাবেশে এসে সেখানে
তাঁদের লাশ পুড়িয়ে দিল। ১৩ আর তারা তাঁদের
অস্থি নিয়ে যাবেশস্থ ঝাউ গাছের তলায় পুঁতে
রাখল; পরে সাত দিন রোজা রেখে কাটাল।

সৈন্যরা ও সেনাপতিরা সেই সময় তালুতের সঙ্গে ছিল ও তার নীতি নির্ধারকদের মধ্যে যারা তার ছিল ছিল সকলেই মারা পড়লেন (দেখুন ২ আয়াতের নোট)।

৩১:৯ তাঁর মাথা কেটে ফেলল। একই ভাবে দাউদও জালুতের প্রতি করেছিলেন (দেখুন ১৭:৫১)। এই বিজয়ের পরে তারা সারা দেশে বিজয়ের খবর পাঠিয়ে দিল। খুব সম্ভবত তাদের বিজয়ের ট্রফি হিসাবে তার মাথা ও সাজপোশাক নিয়ে গিয়েছিল (দেখুন ৫:৪ আয়াতের নোট)।

৩১:১০ তাঁর সাজ-পোশাক অষ্টারোৎ দেবীদের মন্দিরে রাখল। এই বিজয় যে তাদের দেবতারা তাদের দিয়েছে তার প্রতীক হিসাবে দেবতার মন্দিরে সেগুলো রেখেছিল। দেবী অষ্টারোৎ ছিল তাদের বড় দেবতাদের একজন (দেখুন ৭:৩)। বেৎ-শান এর জন্য দেখুন ১৭:১১ আয়াত।

৩১:১২ তালুত ও তাঁর পুত্রদের লাশ বৈৎ-শানের প্রাচীর থেকে নামাল। যাবেশ গিলিয়দের লোকেরা ভুলে যায় নি যে, কিভাবে তালুত তাদের রক্ষা করেছেন যখন অম্মোনীয়রা তাদের একখানি চোখ উপরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল (দেখুন ১১:১-১১)। তারা তালুত ও তার পুত্রদের লাশ নিয়ে এসে পুড়িয়ে দিল। এরকম পুড়িয়ে দেওয়া ইসরাইল সমাজে প্রচলিত নিয়ম ছিল না কিন্তু দৃশ্যত এখানে তারা হতো তা করেছিল যেন ফিলিস্তিনীরা তাদের লাশকে আর অসম্মান করার সুযোগ না পায়।

৩১:১৩ তাঁদের অস্থি নিয়ে যাবেশস্থ ঝাউ গাছের তলায় পুঁতে রাখল। দাউদ যাবেশ থেকে তাদের দেহের অবশিষ্ট হাড়গোর সরিয়ে নিয়ে এসে বিন্‌ইয়ামীনে এলাকায় তাদের যে পারিবারিক কবরস্থান ছিল সেখানে কবরস্থ করেন (দেখুন ২ শামু ২১:১১-১৪)। এর পর তারা সাতদিন রোজা রেখে তালুতের জন্য শোকপ্রকাশ করেন (২ শামু ১:১২;৩:৩৫; ১২:১৬, ২১-২৩)।